বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৯	সংখ্যা- ০৬	জুন - ২০২৬

Waiting for a day's work

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, **www.bilsbd.org**

সূচী	পৃষ্ঠা
শোভন কাজ	০৩ - ৬৮
শ্রম বাজার	৬৯ - ৯৮
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৯৯ - ১২৯
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১৩০ - ১৪৪
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১৪৫ - ১৫৫
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১৫৬ -১৬৫

সমকাল | সোমবার | ১ জুন ২০২৬

ঈদের ছুটির ছয় দিনে সড়কে প্রাণ হারিয়েছেন ৯১ জন

দুর্ঘটনায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া মোটরসাইকেল। গত বৃহস্পতিবার ঈদের দিন কুষ্টিয়ার কুমারখালীর যদুবয়রা সেতু এলাকা থেকে তোলা ◉ সমকাল

সমকাল ডেস্ক

পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়েছে গত বৃহস্পতিবার। এর আগের দুই দিন (মঙ্গল ও বুধবার) এবং পরের তিন দিনসহ মোট ছয় দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়কে প্রাণ হারিয়েছেন ৯১ জন। অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে মোটরসাইকেলে। এ ছাড়া বাস, ট্রাক ও অটোরিকশা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন অনেকে।

বগুড়ায় নিহত ১২

ঈদের ছুটিতে বগুড়ায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ঈদের পরদিন শুক্রবার সন্ধ্যায় কাহালু উপজেলার বীরকেদার এলাকায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে তিন যুবক নিহত হয়েছেন।

ঈদের আগের দিন বুধবার সকালে আনিছুর রহমান রংপুর থেকে মোটরসাইকেলে স্ত্রী ও চার বছরের সন্তানকে নিয়ে পাবনার বাড়িতে যাচ্ছিলেন। এ সময় বগুড়ার বনানী এলাকায় পৌঁছালে ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান আনিছুর রহমান ও শিশুসন্তান পুষ্প। আহত হন তাঁর স্ত্রী আয়েশা বেগম।

ঈদের দিন শেরপুরে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন চারজন। গত শনিবার রাতে শিবগঞ্জ এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেল আরোহী আফরাফুল ইসলাম নামের এক স্কুলশিক্ষক প্রাণ হারিয়েছেন।

কাহালু উপজেলায় চাকা পাংচার হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাসকে পেছন থেকে ধাক্কা দেওয়ায় দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত চারজন।

এদিকে বুধবার নন্দীগ্রামে এক ট্রাকের ধাক্কায় আরেক ট্রাকের চালকের হেলপার নিহত হয়েছেন। বগুড়া সদর উপজেলার বাঘোপাড়ায় বাসের ধাক্কায় এক পথচারী নিহত হয়েছেন।

ফরিদপুরে নিহত ৮

ঈদুল আজহার ছুটিতে ফরিদপুরের সড়ক ও মহাসড়কে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন আটজন। আহত হয়েছেন অর্ধশতাধিক মানুষ। ঈদের আগের দিন বুধবার থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক ছয়টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে পাঁচজনই তরুণ। অধিকাংশ দুর্ঘটনা মোটরসাইকেল-সংশ্লিষ্ট।

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের নুরুমিয়া বাইপাস সড়কে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মিম খাতুন (২৬) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ভোরে ফরিদপুর সদরের ব্রাহ্মণকান্দা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ঈদের দিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার সুয়াদি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হন আলিমুজ্জামান মাতুব্বর (৫৫)।

একই দিন বিকেলে ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের নগরকান্দার নারানখালী ব্রিজ এলাকায় ব্যক্তিগত গাড়ি ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান রাজন শেখ (১৮)। গুরুতর আহত অবস্থায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান ইব্রাহিম ফকির (১৭)।

বুধবার রাত ১১টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পূর্বসদরদী এলাকায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হন সাইফুল মোল্লা (২৩) ও আলী ইমরান শরীফ (২৪)। আহত হন দুজন। একই দিন আলফাডাঙ্গা উপজেলার বানা ইউনিয়নের আড়িষের হাট এলাকায় নছিমন উল্টে নিহত হন উমর শেখ (২১)। ঈদের দিন বিকেলে চরভদ্রাসন উপজেলার হাজীগঞ্জ বাজার এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় অজ্ঞাত একটি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হন ময়না খাতুন (৬৫)।

গাইবান্ধায় প্রাণ গেল ৭ জনের

গাইবান্ধায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। বুধবার মধ্যরাতে পলাশবাড়ী উপজেলার রাইগ্রাম নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক পারাপার হতে বাসচাপায় আব্দুল হামিদ (৬০) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। বুধবার রাতে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বোয়ালিয়া এলাকা এই দুর্ঘটনা ঘটে। পলাশবাড়ী উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে রিক্তা খাতুন (২৫) নামের এক যাত্রী নিহত হয়েছেন।

সুন্দরগঞ্জের হরিপুর ইউনিয়নের মওলানা ভাসানী সেতুর উত্তর প্রান্তে শহরের মোড়ে ঈদের দিন বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মালেকা বেগম (৪৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন।

নেত্রকোনায় মা, মেয়েসহ নিহত ৬

নেত্রকোনায় গতকাল রোববার সকালে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের চল্লিশা বাইপাস মোড় এলাকায় বাসের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার যাত্রী মা ও তাঁর দুই মেয়েসহ চারজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন– সদর উপজেলার আমলী কেশবপুর গ্রামের আইনুল হকের স্ত্রী নূরজাহান বেগম (৪৫), বড় মেয়ে স্মৃতি আক্তার (১৫) ও ছোট মেয়ে সুমাইয়া আক্তার ইতি (১০) এবং অটোরিকশাচালক রেহান মিয়া (৩৫)।

এদিকে কলমাকান্দা উপজেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগায় দুই যুবক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে নাজিরপুর ইউনিয়নের রহিমপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চট্টগ্রামে ৬ জন নিহত

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ঈগল পরিবহনের একটি বাস ও থ্রি-হুইলার (লেগুনা) মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন নিহত এবং অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে কর্ণফুলীর ভেল্লাপাড়া ব্রিজ সংলগ্ন তালতল ক্রসিং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– মো. ইউসুফ (৫৩), হারুনর রশিদ (৫১), রুবেল (২৬) ও সজীব হোসেন (২৬)। শনিবার বিকেলে ফটিকছড়ি উপজেলার হারুয়ালছড়ি এলাকার রাঙাপানি চা-বাগানে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই তরুণ নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন– সীমান্ত দাশ (২২) ও জয় মল্লিক (১৮)।

ঢাকায় নিহত ৬ জন

ঈদুল আজহার ছুটিতে রাজধানীতে তিনটি সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। গত বুধ ও বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ভাটারার নতুন বাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন চারজন। ডেমরা ও বাড্ডায় নিহত হয়েছেন দুজন।

বুধবার সকাল ৬টার দিকে ভাটারা থানার নতুন বাজার এলাকায় একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে উঠে যায়। বাসটি উল্টো লেন ধরে আসা আরেকটি বাসে ধাক্কা দেয়। এতে বাসের চারজন যাত্রী নিহত হন। দুটি বাসের অন্তত ১০ জন আহত হন।

বুধবার সকালে উত্তর বাড্ডায় একটি বাসের ধাক্কায় মোখলেছুর রহমান নামের একজন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক নিহত হন। ভিক্টর ক্লাসিক পরিবহনের একটি বাস পেছন থেকে মোখলেছুরের অটোরিকশাকে ধাক্কা দিলে তিনি ছিটকে পড়েন।

ঈদের দিন রাতে ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায় প্রাইভেটকারের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী রাজিবুল ইসলাম নিহত হন। বন্ধুর সঙ্গে মোটরসাইকেলে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন তিনি।

গোপালগঞ্জে ৫ প্রাণহানি

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে ঈদ করবেন বলে ঢাকা থেকে বাসে রওনা হন পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার কোলারদোনিয়া গ্রামের সোহাগ (৪০)। কিন্তু বাড়ি পৌঁছাতে পারেননি তারা। তাদের বহনকারী বাসটি গোপালগঞ্জ সদরের বেদগ্রামে পৌঁছালে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এ সময় প্রাণ হারান সোহাগ, তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী খাদিজা বেগম ও ছয় বছরের ছেলে আহমদ আলী।

বৃহস্পতিবার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের উপজেলার বেদগ্রাম স্ট্যান্ডে যাত্রীবাহী বাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের ওই তিনজনসহ পাঁচজন নিহত হন।

দিনাজপুরে দুই শিশুসহ নিহত চার, নরসিংদীতে চার, ময়মনসিংহে তিন, বরিশালে এক পরিবারের তিনজন, কুষ্টিয়ায় তিন, সিরাজগঞ্জে তিন, সাতক্ষীরায় দুই, চাঁদপুরে দুই, পটুয়াখালীতে দুই, ঝিনাইদহে দুই, সিলেটে দুই ও হবিগঞ্জে দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। এ ছাড়া খুলনা, জামালপুর, ঝালকাঠি, নড়াইল, টাঙ্গাইল, মাদারীপুর, ভোলা, নীলফামারী ও রংপুরে একজন করে নিহত হয়েছেন।

(সমকাল প্রতিবেদক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যুরো, অফিস ও প্রতিনিধির পাঠানো তথ্য)

সমকাল সোমবার । ১ জুন ২০২৬

মে মাসে নারী নির্যাতনের ঘটনা ৩২৬, ধর্ষণ ৭৮

মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন

■ সমকাল প্রতিবেদক

চলতি বছরের এপ্রিল থেকে মে– এক মাসের ব্যবধানে নারী ও শিশু নির্যাতনের মোট ঘটনা ৩১২ থেকে বেড়ে ৩২৬-এ পৌঁছেছে। দুই মাসের জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা পর্যালোচনা করে এই তথ্য জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)।

বিশেষ করে ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, যৌন হয়রানি এবং আত্মহত্যার ঘটনা বৃদ্ধি উদ্বেগজনক বলে মনে করছে তারা। দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর এবং নিজস্ব অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এমএসএফ।

গতকাল রোববার প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, এপ্রিলে ধর্ষণের ঘটনা ৫৪টি, মে মাসে তা বেড়ে ৭৮টিতে দাঁড়িয়েছে, যা প্রায় ৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি। একই সময়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ১৪ থেকে বেড়ে ১৬ এবং ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা দুই থেকে বেড়ে ছয়ে উন্নীত হয়েছে। যৌন হয়রানির ঘটনাও ১৭ থেকে বেড়ে ১৮ হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতার এই ঊর্ধ্বগতি সামাজিক নিরাপত্তা, বিচারহীনতা এবং আইন প্রয়োগের কার্যকারিতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলছে।

এমএসএফের মতে, এসব ঘটনা সমাজে নারীদের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানেরও ইঙ্গিত দেয়। মে মাসে মব সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত ও আহত ব্যক্তির সংখ্যা দুটিই বেড়েছে বলে জানাচ্ছে এমএসএফ। মে মাসে ৬৯টি মব সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৩২ জন নিহত ও ৭১ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। এপ্রিল মাসে এ ধরনের ঘটনায় ২১ জন নিহত এবং ৪৯ জন আহত হন। চুরি, ধর্ষণচেষ্টা ও জমি বিরোধের কারণে এসব মব সহিংসতার সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া মে মাসে অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার হয়েছে ৫৩টি। সংগঠনটি বলছে, দেশে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে এসব পরিসংখ্যান। অভিযোগের ধরন বলছে, সামাজিক বিরোধগুলো ক্রমেই সহিংসতায় রূপ নিচ্ছে।

মে মাসে নতুন ঝুঁকি হিসেবে অনলাইন জুয়া ও মাদকসংক্রান্ত অপরাধের বিস্তারও দেখা গেছে। অনলাইন জুয়ার ঘটনায় একজনের মৃত্যু এবং পাঁচজন গ্রেপ্তারের তথ্য উঠে এসেছে। একই সময়ে মাদক-সংক্রান্ত ঘটনায় চারজন নিহত, ১৯ জন আহত এবং ১৫ জন আটক হয়েছেন। এ ছাড়া পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের দুটি ঘটনা এবং মাদক ব্যবসার সঙ্গে পুলিশের সম্পৃক্ততার তিনটি অভিযোগও প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

মে মাসে ৩৪ জন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এপ্রিলের তুলনায় এই সংখ্যা কমেছে। এপ্রিলে সাংবাদিক নির্যাতনের সংখ্যা ছিল ৪৬ জন।

The Daily Star
TUESDAY JUNE 2, 2026
JA 19, 1433 BS

Workers' rights under growing threat worldwide, says report

AFP, *Paris*

Repression of workers' rights has deepened around the globe, with even "stable" countries like France and the United States now seeing eroded labour protections, the world's largest trade union organisation said Monday.

The International Trade Union Confederation (ITUC) said 72 percent of 151 countries surveyed denied workers access to justice, with authorities in about 50 percent of countries arresting or detaining workers last year.

"The crisis for workers' rights is no longer confined to the margins -- it is now at the heart of democracies," the confederation's general secretary Luc Triangle said in a statement presenting its annual rights index for 2026.

It found that the right to strike was violated in 87 percent of countries, the same level as in the previous two years, with the right to collective bargaining restricted in 80 percent.

The United States in particular was placed on the ITUC watch list with a rating of four for "systemic violations of rights", while France's rating fell to three from two, despite the country's historically robust union presence.

Argentina and Panama were added to its 10 worst countries for workers' rights, joining Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Tunisia and Turkey.

"Europe and the Americas record their worst average ratings since the index began in 2014," the report said, noting an increased use of digital surveillance to monitor and intimidate employees.

It denounced a "billionaire coup" with the support of far-right and authoritarian leaders to roll back rights in order to maximise profits. It said fewer countries were consulting with labour organisations before enacting new labour laws.

"Governments are failing to protect working people, and in many cases are actively undermining them," Triangle said, resulting in "a coordinated attack on democracy".

The ITUC has compiled its annual index since 2014, ranking 151 countries on dozens of criteria based on International Labour Organisation conventions.

NEW AGE
TUESDAY, JUNE 2, 2026,

AI gains must benefit workers: ILO

Agence France-Presse · Geneva

THE gains generated by artificial intelligence must benefit workers and do so in a fair manner, the United Nations' labour agency said Monday.

AI is transforming the world of work, changing how value is created and how decisions are made, at speed and at scale, said Gilbert Houngbo, the head of the UN's International Labour Organisation.

'Workers everywhere must be able to share the productivity gains generated by AI. Those gains must be distributed fairly through better wages, stronger labour protections, and more inclusive growth,' he told the annual International Labour Conference, which sets the ILO's broad policies.

The most prominent figures in AI are stepping back from dire predictions about mass unemployment, as the industry faces growing public hostility over AI's promised transformation of the workplace.

Most economic institutions, including the European Central Bank, say that AI has had only minor effects on employment so far.

While AI technology is booming, ILO director-general Houngbo said that 'the future of work will not be determined by technology alone, but by the policies, the institutions and the social dialogue that guide it.

'The choices we make today will determine whether AI broadens opportunity and shared prosperity or deepens inequality and insecurity,' the former prime minister of Togo said.

The choices available include investing in skills, strengthening labour and social protection, supporting micro, small and medium-sized enterprises, and upholding fundamental principles and rights at work, said Houngbo.

NEW AGE MONDAY, JUNE 1, 2026,

Formal wages for 67 more sectors likely

Moinul Haque

THE Minimum Wages Board has identified 67 additional industrial sectors and proposed to bring them under formal wage regulation as part of efforts to expand labour protection and formalise employment across the country.

In a recent letter to the labour ministry, wages board chairman Mamunur Rashid and secretary Raisha Afroz proposed bringing the identified manufacturing, service, and transport industries under the country's minimum wage framework.

Wages board secretary Raisha told New Age recently that the list of newly identified sectors had been prepared based on the Bangladesh Standard Industrial Classification 2020, published by the Bangladesh Bureau of Statistics, and the Survey of Manufacturing Industries 2019 report, published in July 2020.

She said that the board also considered requests received over the telephone from the workers and owners of the industrial sectors for the inclusion into the formal wage system. Besides, discussions held during board meetings were also taken into account.

Raisha said that the board had formally sent the identified list of 67 private and individually owned industrial sectors to the labour ministry on February 17 for further action.

Bangladesh Institute of Labour Studies executive director Syed Sultan Uddin Ahmmed welcomed the wages board move to bring more sectors under formal wage oversight, describing it as a positive step towards broader labour protection.

He told New age on Sunday that such expansion must be anchored in a unified national minimum wage standard to avoid widening inconsistencies across sectors.

The newly identified sectors include shipbuilding, river and sea ports, gas and oxygen cylinder processing, paper and paperboard manufacturing, foam and mattress manufacturing, bicycle manufacturing, privately owned power generation, diaper and sanitary napkin manufacturing, melamine products manufacturing, juice and soft drinks manufacturing, multi-product distribution and dealerships, super shops, courier services, and sericulture and silk.

The sectors also include drama and cinema production houses, private television channels, prayer cap and prayer mat manufacturing, bookbinding, mining and stone quarrying, mobile network operators, care worker services, private insurance, real estate, private kindergartens and coaching centres, circus and fine arts, decorators and catering services, amusement parks, international and domestic organisations, drinking water purification and bottling, and travel agencies and tour management.

Other newly identified sectors are shell product manufacturing, jewellery manufacturing and marketing, musical instruments and sports goods marketing, medical equipment manufacturing, roads and highways construction, demolition and dismantling enterprises, automobile showrooms and spare parts sales, sound recording and FM radio, reinsurance and pension funds, air freight services, floriculture, tobacco and betel leaf production, livestock breeding farms, and sugar and confectionery manufacturing.

The list further includes rope and fishing net production, pulp and paper production, bamboo and cane products, paper processing and stationery manufacturing, refined petroleum and chemical manufacturing, agro-chemical production, tyre and tube manufacturing, computer and peripheral equipment manufacturing, distilleries, yarn spinning and fabric weaving, and handloom and textile finishing.

The remaining sectors include electrical motors and transformer manufacturing, electrical wire and cable manufacturing, electrical wiring accessories, automobile and auto-rickshaw manufacturing, lift and manual machinery manufacturing, agricultural and forestry machinery manufacturing, sports goods and toy manufacturing, motor vehicle sales, wholesale trade, cattle feed production, manufacturing of mobile phones and accessories, and inland and maritime passenger and cargo transport services.

Labour ministry officials said that the government had already decided to form minimum wage boards for five of the newly identified sectors and asked the Department of Labour to nominate representatives of employers and workers for the wage-setting process.

The five sectors are shipbuilding, paper and paperboard manufacturing, foam and mattress manufacturing, melamine product manufacturing, and the super shop sector.

Earlier, acting on another recommendation from the Minimum Wages Board, the labour ministry had also instructed the DoL to nominate owner and worker representatives for 10 additional sectors to facilitate wage board formation.

Those sectors include privately owned clinics, hospitals and diagnostic centres, dairy product production and dairy farms, fertiliser factories, electrical and electronic product manufacturers, brick kilns, commercially operated amusement parks, dried fish producers, stone crushing units, privately owned air transport services and IT parks.

Ministry officials said that the 15 sectors would soon be covered under the wage board as the decision on the sectors had been finalised.

At present, 47 industrial sectors are under the jurisdiction of the Minimum Wages Board.

Of them, minimum wages have already been fixed for 44 sectors, while wage negotiations are continuing for three newly included sectors, the ceramic industry, battery manufacturing industry, and dyes and chemicals industry.

Sultan Uddin called for a shift towards a data-driven methodology for wage setting, grounded in indicators such as inflation trends, household expenditure patterns, per capita income, and official statistics from the Bangladesh Bureau of Statistics and the Bangladesh Bank.

The labour expert demanded the establishment of a national 'living wage' framework, moving beyond subsistence-level benchmarks to ensure that workers can meet basic needs and maintain dignified living standards.

Rejecting arguments based solely on industrial affordability, Sultan maintained that minimum wage should be treated as a non-negotiable standard of human dignity.

Bangladesh's labour market remained overwhelmingly informal, with about 85 per cent of the workforce, nearly six crore people, engaged in jobs without formal protection, according to the Bangladesh Bureau of Statistics Labour Force Survey 2022.

The findings showed that informality was particularly pronounced among women and young people, with 96 per cent of the employed women and 92.7 per cent of the youth aged 15-27 working outside formal employment structures.

Most of these workers lack access to minimum wages, job security, paid leave or social protection.

NEW AGE TUESDAY, JUNE 2, 2026

Bangladesh exits world's worst 10 for workers' rights

The country still remains in 'no guarantee of rights' category

Moinul Haque

BANGLADESH has moved out of the list of the world's 10 worst countries for workers' rights in 2026 for the first time since 2017, although the country remained in rating 5, 'no guarantee of rights', in the latest International Trade Union Confederation Global Rights Index.

Bangladesh had been featured among the world's 10 worst countries for working people until the 2025 edition of the index, marking the ninth consecutive year the country was placed in the lowest rating category.

A file photo shows readymade garment workers protesting by blocking Dhaka-Mymensingh Highway in Bhabanipur area in Gazipur. — New Age photo

The ITUC report, published on Monday, said that Bangladesh's improvement was largely driven by legislative reforms enacted in November 2025 under the interim administration led by Muhammad Yunus after the fall of the previous Sheikh Hasina-led government in 2024.

According to the index, the reforms significantly reduced barriers to trade union formation by allowing unions to be established with the support of as few as 20 workers, replacing the previous requirement for approval from 20 per cent of a company's total workforce.

The reforms also introduced 120 days of paid maternity leave, expanded social security, welfare and union rights to domestic and agricultural workers, and brought the hazardous shipbreaking industry under formal labour regulations for the first time.

Bangladesh Institute of Labour Studies executive director Syed Sultan Uddin Ahmmed described Bangladesh's removal from the list of the 10 worst countries for workers as a positive development, saying that recent labour law reforms had introduced several constructive measures.

However, he said that effective implementation would require the removal of existing administrative obstacles.

Sultan Uddin said that trade union registration remained difficult in small and medium-sized factories, as establishments employing 50 workers still required 40 per cent representation to form a union.

He also stressed the need to extend legal protection to all categories of workers and ensure genuine trade union representation in tripartite committees.

Despite describing the reforms as historic breakthroughs, the ITUC said that workers in Bangladesh continued to face serious obstacles in exercising fundamental labour rights.

The report noted that freedom of association remained heavily restricted because of regulatory barriers and strong resistance from employers.

Workers in Special Economic Zones were still systematically deprived of their right to form and join trade unions, it said.

The ITUC also highlighted continued repression of labour protests and strikes through police action and legal restrictions.

It referred to an incident in April 2025 when workers from Apparel Plus EC Limited, TNZ Apparels Limited and Apparel Art Limited staged demonstrations outside the labour ministry over months of unpaid wages and festival allowances.

Police and labour authorities dispersed the protest using tear gas, leaving numerous workers injured.

The 13th edition of the annual index assessed workers' rights protections in law and practice across 151 countries, ranking them in categories from 1 to 5+, with 1 representing the strongest protection of collective labour rights and 5+ the worst category.

According to the ITUC, countries placed in Rating 5 are considered among the worst places in the world for workers because, although some rights may formally exist in national legislation, workers effectively have little or no access to them and remain exposed to unfair labour practices.

The report said 41 countries, including Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Iran, Iraq, Malaysia, Pakistan and Türkiye, were assigned rating 5 in 2026.

The 10 worst countries for workers in the 2026 index were identified as Argentina, Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Panama, Tunisia and Türkiye.

According to the ITUC, these countries were marked by severe state repression, arbitrary arrests and the suppression of independent labour organising.

The report also identified 12 countries in the harsher rating 5+ category, defined as 'no guarantee of rights due to the breakdown of the rule of law'.

These included Afghanistan, Myanmar, Libya, Palestine, Syria, Yemen, Burundi, the Central African Republic, Somalia, South Sudan and Sudan.

According to the ITUC, countries in the 5+ categor[y] suffer from dysfunctional i[n]stitutions caused by arm[ed] conflict, political instabili[ty] or military occupation, lea[v]ing workers with virtually [no] legal protection.

The report observed th[at] labour conditions deteri[o]rated across several regio[ns] in 2026.

Europe and the Americ[as] recorded their worst avera[ge] scores since the index beg[an] in 2014, largely due to t[he] rise of far-right politics a[nd] authoritarian leadership.

The Middle East and Nor[th] Africa remained the worl[d's] most oppressive region f[or] workers, with all 19 countri[es] in the region violating righ[ts] related to union registratio[n,] collective bargaining and [la]bour organising.

In the Asia-Pacific regi[on,] the ITUC said that gover[n]ments in Hong Kong, M[y]anmar and Cambodia co[n]tinued to jail or exile lab[our] leaders and suppress in[de]pendent dissent.

Globally, the report found that the right to strike was violated in 87 per cent of countries, while the right to collective bargaining was restricted in 80 per cent and the right to form and join trade unions violated in 75 per cent of countries.

The ITUC additionally highlighted the vulnerability of Bangladeshi migrant workers abroad, particularly in the Middle East and North Africa region.

It noted that Bangladeshi migrant workers had been killed in attacks linked to the ongoing conflict involving Israel and Iran, while many faced language barriers and legal discrimination that limited their ability to seek safety or evacuate during periods of unrest.

'The 2026 Global Rights Index shows that the crisis for workers' rights is no longer confined to the margins - it is now at the heart of democracies,' ITUC general secretary Luc Triangle said in a statement.

DHAKA TUESDAY JUNE 2, 2026
JAISHTHA 19, 1433 BS
The Daily Star

Factories face soaring costs as Iran war causes supply shocks

REUTERS, *London/Tokyo*

The economic shock from the Iran war hit European factories last month, suppressing demand for their goods and pushing up raw material costs at the fastest rate in four years, although their Asian peers saw activity expand due to stockpiling, surveys showed on Monday.

The US-Israeli conflict with Iran, which began in late February, has upended trade, rattled financial markets and raised concerns over global energy supplies, particularly through the Strait of Hormuz, a key route for oil and gas shipments.

Monday's surveys came after the heads of the International Energy Agency, International Monetary Fund, World Bank and World Trade Organization warned the war was straining global energy supplies.

S&P Global's Eurozone Manufacturing PMI fell to 51.6 in May from April's near four-year high of 52.2, but ahead of a preliminary estimate of 51.4.

A reading above 50.0 indicates growth.

"Although euro area manufacturers reported an expansion for a fourth successive month in May, the sector is showing signs of struggling under the weight of rising prices and supply disruptions emanating from the war in the Middle East," said Chris Williamson, chief business economist at S&P Global Market Intelligence.

In Germany, Europe's largest economy, the manufacturing sector stalled while French factories saw a contraction for the first time since November.

The European Central Bank will hike its deposit rate this month and at least once more this year to try to stop higher energy prices feeding into core inflation, according to a majority of economists polled by Reuters in May.

Official data due on Tuesday is expected to show inflation rose further above the ECB's 2 percent target last month. British factories raised their prices at the fastest rate since June 2022 last month in response to a big increase in costs.

ASIAN BUFFERS

Still, factory activity expanded in most Asian economies.

China's private sector gauge grew for a sixth straight month and South Korea's hit the fastest pace in five years, highlighting a region-wide push to build buffers against potential conflict-led disruptions.

And the S&P 500 and Nasdaq each ticking up about two-tenths of a percent.

The RatingDog China General Manufacturing PMI, compiled by S&P Global, fell to 51.8 in May from 52.2 in April, but was slightly better than analysts' forecast of 51.6.

That outcome contrasted with an official survey showing factory activity in the world's second-largest economy stalled last month as new orders contracted and input costs kept rising.

Japan's factory activity also expanded with the PMI at 54.5 in May, slowing from April's more than four-year high of 55.1, though firms there reported the sharpest rise in input costs since September 2022 due to higher raw material prices.

South Korea's PMI rose to its highest since March 2021 at 54.8 in May, up from 53.6, again underlining firms' drive to lock in supplies.

In Vietnam, the factory PMI gauge rose to 52.8 from 50.5, while Taiwan's rose to 56.1 from 55.3, surveys showed. The index for the Philippines jumped to 50.8 from 48.3.

PHOTO: REUTERS/FILE

A steel worker stands amid sparks of raw iron coming from a blast furnace at a steel factory in Duisburg, Germany.

বৃহস্পতিবার
৪ জুন ২০২৬
ইত্তেফাক

সর্বজনীন পেনশনের প্রগতি স্কিমে ব্যাংক কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর উদ্যোগ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বেসরকারি খাতের কর্মীদের অবসর-পরবর্তী আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচির 'প্রগতি স্কিমে' তপশিলি ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও তপশিলি ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। বুধবার সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক পর্যালোচনা সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি, তপশিলি ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. সুরাতুজ্জামান। তিনি বলেন, দেশে বেসরকারি খাতে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ নিবন্ধিত শ্রমিক ও কর্মী কাজ করলেও তাদের অধিকাংশের জন্য অবসরকালীন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। এ বাস্তবতায় সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচির আওতায় চালু হওয়া 'প্রগতি স্কিম' কার্যকর সমাধান হিসেবে কাজ করতে পারে। ড. মো. সুরাতুজ্জামান জানান, স্কিমটিকে আরো আকর্ষণীয় করতে শেয়ারভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা চালু, মনোনীত ব্যক্তির জন্য আজীবন পেনশন সুবিধা এবং আউটসোর্সিং কর্মীদের অন্তর্ভুক্তির বিষয় বিবেচনা করা হচ্ছে। সভায় জানানো হয়, প্রগতি স্কিমে মাসিক চাঁদার ৫০ শতাংশ কর্মী এবং বাকি ৫০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বহন করবে। মাসিক চাঁদার পরিমাণ ১ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া অবসরের পর আজীবন পেনশন, চাঁদায় কর অব্যাহতি, পেনশন আয়ের ওপর করমুক্ত সুবিধা এবং জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ এককালীন গ্র্যাচুইটি হিসেবে গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। সভায় উপস্থাপিত তথ্যে বলা হয়, গত ৩০ মে পর্যন্ত সর্বজনীন পেনশনের চারটি স্কিমে মোট ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৯৩০ জন নিবন্ধিত হয়েছেন। এ পর্যন্ত জমার পরিমাণ প্রায় ২৬০ কোটি টাকা এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৮৬ কোটি টাকায়। এছাড়া জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে ৪৮টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছে। এর মধ্যে ২৪টি ব্যাংক সক্রিয়ভাবে পেনশন স্কিমের চাঁদা গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ব্যাংক খাতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রগতি স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও তপশিলি ব্যাংকগুলো সমন্বিত উদ্যোগ নেবে। একই সঙ্গে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ৪ কোটি পরিবারের প্রতিটিতে অন্তত একজন সদস্যকে সর্বজনীন পেনশনের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ব্যাংকগুলোকে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। এ সময় সচিব নাজমা মোবারক ব্যাংকগুলোর সব শাখায় পৃথক পেনশন ডেস্ক স্থাপন, প্রচার কার্যক্রম জোরদার এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রগতি স্কিমে অন্তর্ভুক্তির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনা দেন।

প্রথম আলো
বুধবার, ৩ জুন ২০২৬, ২০

এলডিসি উত্তরণ তিন বছর পেছাতে সমর্থন সিডিপির

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জাতিসংঘে

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হতে বাড়তি তিন বছর সময় চেয়েছিল সরকার। তা বিবেচনায় নিয়েছে জাতিসংঘের সিডিপি।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সময় তিন বছর বাড়ানোর বিষয়ে সুপারিশ করেছে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি)। এলডিসি থেকে কোন দেশ বের হবে, সে বিষয়ে পর্যালোচনা করে সুপারিশ করে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীন গঠিত সিডিপি। এলডিসি উত্তরণের সময় পেছাতে বাংলাদেশ সরকারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সুপারিশ করেছে সিডিপি।

বিএনপি সরকার গঠনের পরপরই গত ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের সিডিপির কাছে এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতিকাল তিন বছর বৃদ্ধি করে ২৪ নভেম্বর ২০২৯ পর্যন্ত করার অনুরোধ জানায়। এরপর গত ৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও জাতিসংঘ মহাসচিবকে লেখা এক চিঠিতে এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে সিডিপি বাংলাদেশের উত্তরণের প্রস্তুতিকাল ২০২৯ সালের ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে তাদের ইতিবাচক অবস্থান জানায়। অর্থ মন্ত্রণালয় গতকাল মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিডিপির চেয়ারম্যান অধ্যাপক হোসে আন্তোনিও ওকাম্পো বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়েছেন যে কমিটির মূল্যায়ন অনুযায়ী, বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতিকাল বৃদ্ধি করা যথাযথ হবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের। তবে বাংলাদেশকে এ সময়ে বিদ্যমান কাঠামোগত দুর্বলতাগুলো মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে হবে।

সিডিপি তার মূল্যায়নে বলেছে, বাংলাদেশ এলডিসি উত্তরণের তিনটি সূচকের প্রতিটিতেই নির্ধারিত মানদণ্ড অতিক্রম করেছে। এ অবস্থান থেকে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিও অত্যন্ত কম। তবে সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য সংকট, বৈশ্বিক জ্বালানি ও সরবরাহব্যবস্থার অনিশ্চয়তা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিবেশের পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের উত্তরণ প্রস্তুতি বাস্তবায়নে প্রভাব ফেলতে পারে।

এলডিসি থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ সরকারের একটি মসৃণ উত্তরণ কৌশল (এসটিএস) আছে। জাতিসংঘের নিয়ম অনুযায়ী, এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণকালে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে এবং সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য প্রণীত রূপরেখাই হলো এসটিএস।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিডিপি মনে করে, প্রস্তুতিপর্ব সম্প্রসারিত হলে বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতির প্রভাব আরও ভালোভাবে মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং উত্তরণ-পরবর্তী বাজারসুবিধা ও আন্তর্জাতিক সহায়তাব্যবস্থার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। একই সঙ্গে সিডিপি বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুতিপর্ব এবং উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অব্যাহত সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

সিডিপির মূল্যায়নে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের গুরুত্ব তুলে ধরে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, কর আহরণ বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করা, উৎপাদনসক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনীতির বহুমুখীকরণ এবং বেসরকারি খাতকে উত্তরণের জন্য প্রস্তুত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। এ কমিটির মতে, প্রস্তুতিপর্ব বৃদ্ধি কোনোভাবেই সংস্কার কার্যক্রম বিলম্বিত করার সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়; বরং এটি সংস্কার ত্বরান্বিত করার অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

এদিকে বাংলাদেশ সরকার সিডিপির এই ইতিবাচক মূল্যায়ন ও সুপারিশকে স্বাগত জানিয়েছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয় বলেছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা এবং চলমান সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি টেকসই, মসৃণ ও সফল এলডিসি উত্তরণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

এলডিসি উত্তরণের সময় পেছানোর আবেদন করে সর্বশেষ সফল হয়েছিল সোলোমন দ্বীপপুঞ্জ। ২০২৩ সালে দেশটির সরকার গৃহযুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ দেখিয়ে বাড়তি সময় চেয়ে সিডিপির কাছে আবেদন করে। সিডিপি তখন মূল্যায়ন করে তিন বছর সময় বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া সুনামির কারণে মালদ্বীপ এবং ভূমিকম্পের কারণে নেপালের এলডিসি উত্তরণও নির্ধারিত সময়ে হয়নি।

এলডিসি থেকে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিন বছর পরপর এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর মূল্যায়ন করা হয়। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা—এ তিন সূচকের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়, কোনো দেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্য কি না। যেকোনো দুটি সূচকে নির্ধারিত মানে উত্তীর্ণ হলে অথবা মাথাপিছু আয় নির্ধারিত সীমার দ্বিগুণ হলে এলডিসি থেকে বের হওয়ার সুপারিশ করে জাতিসংঘ।

বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে এলডিসি তালিকাভুক্ত হয়। এলডিসিভুক্ত থাকার সুবাদে পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধাসহ নানা সুযোগ পেয়ে এসেছে। ২০১৮ ও ২০২১ সালের ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে তিন সূচকের প্রতিটিতে উত্তীর্ণ হয় বাংলাদেশ। ২০২১ সালেই চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হয়, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বের হবে। তবে করোনার কারণে প্রস্তুতির জন্য দুই বছর সময় বাড়ানো হয়। এখন সিডিপির সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে এলডিসি উত্তরণে বাড়তি আরও তিন বছর সময় পাবে বাংলাদেশ।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, এলডিসি উত্তরণে প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তিন বছর পেছানোর ব্যাপারে বাংলাদেশের অনুরোধকে ইতিবাচকভাবে দেখছে জাতিসংঘের সিডিপি। তবে এটা কিন্তু ইঙ্গিত, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। সিডিপি সরকারকে কী জানিয়েছে, তা জানা-বোঝার দরকার আছে। তবে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে।

মোস্তাফিজুর রহমান আরও বলেন, তিন বছর সময় বাড়লেও সময়টাকে যত্নের সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে।

THE FINANCIAL EXPRESS Tuesday • June 2, 2026

Leather traders limping along

NAZIMUDDIN SHYAMOL

Industry insiders urge the govt to set up a dedicated tannery estate

CHATTOGRAM, June 01: The tannery industry in the port city is steadily declining, as most tanneries have shut down due to a lack of government support and obstacles created by various agencies, including the Department of Environment (DoE).
There were around 30 tanneries in Chattogram before the country's independence, while the government nationalised the tanneries following independence. Subsequently, these enterprises were sold to the private sector.
Highlighting Chattogram's long-standing leather business heritage, President of the Greater Chattogram Raw Leather Traders Cooperative Association Md. Muslim Uddin said, "Most of the businessmen here have inherited the trade from their ancestors. They have been doing business since the Pakistan period. Even after independence, there were 22 tanneries in Chattogram, but the leather industry is suffering from a deep crisis today due to financial constraints, environmental problems and the wrong policies of the previous government."
Karnaphuli Tannery, Rowshan Tannery, Chattogram Tannery, Orient Tannery, Meghna Tannery, Jaman Rahman Tannery, Jubilee Tannery, Madina Tannery, Metropolitan Later Industry, and Reef Leather Limited were among the 22 tanneries.
Even a decade ago, these factories were producing leather goods, but of them only two are now in operation while the remaining have already closed.
Reef Leather Limited, established in 1991, was the last major investment in the tannery sector in Chattogram. Since then, no new tannery has been set up.
Most of the tanneries were developed in the Antura Depot and Jalalabad areas in Chattogram while only Reef Leather Limited is located in Kalurghat Industrial Area.
Director of Reef Leather Industry Limited Muklesur Rahman said, "The leather and tannery sector is very important for Bangladesh as there is abundant rawhide. During Eid-ul-Azha alone, Chattogram supplies more than 700,000 pieces of rawhide every year. But unfortunately, most tanneries in Chattogram have shut down due to owners' negligence and a lack of investment."
If a dedicated tannery zone is established in Chattogram, the sector will be profitable, he said, adding that with modern technology and facilities, and given the availability of raw hides, the industry has significant potential for expansion in the port city. He urged the government to set up a special zone for tanneries in Chattogram like in Dhaka.
The government is, however, going to set up a special zone for tanneries on 300 acres of land in Mirerswari Economic Zone (MEZ). Bangladesh Small Industries Corporation (BSIC) sources said the government will set up three special zones for tanneries-one in Savar, one in MEZ and the other in Rajshahi.
Newly-elected President of Chattogram Chamber of Commerce and Industry Amirul Haque said of the total demand for rawhide, Chattogram supplies 40 to 50 per cent. If a special zone for tanneries is set up, the sector will be profitable, he added.

nazimuddinshyamol@gmail.com

সমকাল । ৫ জুন ২০২৬

শ্রমজীবী মানুষের সীমাহীন কষ্ট

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিভিন্ন জেলায় তাপপ্রবাহ

তীব্র গরমে দৈনন্দিন কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে, রাতে ঘুমানোও হয়ে উঠেছে মুশকিল

দেশের বিভিন্ন জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র তাপপ্রবাহ। রাজধানী ঢাকায়ও অনুভূত হচ্ছে গরম। এতে দুর্ভোগের মুখে পড়েছে শ্রমজীবী মানুষ। জীবিকার তাগিদে তাদের সহ্য করতে হচ্ছে বৈরী আবহাওয়া।

বরগুনার আমতলীর কলাগাছি গ্রামের বাসিন্দা দেলোয়ার হোসেন রাজধানীর বিভিন্ন বাসাবাড়ির টয়লেট ও রাস্তাঘাটের ড্রেন পরিষ্কারের কাজ করেন। পঞ্চাশোর্ধ্ব ও শীর্ণকায় দেলোয়ার থাকেন মিরপুরের পশ্চিম শেওড়াপাড়ার বায়তুস সাকুর মসজিদের পাশে একটি টিনশেড ঘর ভাড়া নিয়ে। তীব্র গরমে তাঁর দৈনন্দিন কাজ করা যেমন কঠিন হয়ে পড়েছে, রাতে ঘুমানোও হয়ে উঠেছে মুশকিল। ঠিকমতো কাজ করতে না পারায় আয়ও কমে গেছে।

দেলোয়ার হোসেন বলেন, 'এমনিতেই বয়স হইছে। শরীলে কুলাইতে পারি না। গরমের কারণে একটু পর পর পানি খাওন লাগে। গরমের মাঝে মাঝে মনে হয় মাথার ভিতরে চক্কর দেয়। কিন্তু উপায় নাই, কাজ তো করতেই হইবে। মাঝে মাঝে এই জইন্যে একটু জিরাই লওন লাগে।' দেলোয়ার হোসেন জানান, এই কাজ করে মাঝে মাঝে দেড়-দুই হাজার টাকাও আয় হয়। কিন্তু প্রতিদিন কাজ পাওয়া যায় না।

গরমে ভোগান্তির কথা জানান শাহজাহান মিয়াও। ভোলা থেকে আসা শাহজাহান মিয়া কখনও ঠেলাগাড়ির ঠেলার কাজ, কখনও বাসাবাড়ির মালপত্র ওঠানো, আবার কখনও সাধারণ দিনমজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি বলেন, 'বয়স প্রায় ৭০ হইছে। এই বয়সে শরীরে এত পরিশ্রম আর সয় না। তার ওপর গরমে দুর্বল হইয়া যাইতে হয়। গরমে কাবু কইরা ফেলে। আগের মতো গায়ে জোর নাই। একটু কাজের পর হাঁফায় যাইতে হয়।'

এদিকে, কাঠমিস্ত্রীর সহযোগী সুনীল মণ্ডলকে দেখা যায় রোকেয়া সরণির ইকবাল রোডে উজ্জ্বল ফার্নিচার নামের একটি আসবাব কারখানায় কাজ করতে। মালিকের কারখানাতেই রাতে তাঁকে ঘুমাতে হয়।

সুনীল মণ্ডল বলেন, 'গরমে কাজ করতে করতে মনে হয় জীবন যায় যায়। খালি গায় থাকা যায় না। কিছু গায় দিলে আবার ভিজে যায়। এ জন্য হাফপ্যান্ট আর একটা ছোট গেঞ্জি পরে কাজ করি। কয়দিন আগে এই গরমের কারণে ডায়রিয়া হইছিল।'

গরমে কষ্টের কথা জানান মানিকও। বিভিন্ন বাসাবাড়ি থেকে গৃহস্থালির বর্জ্য সংগ্রহ করে সেটি ভ্যানে করে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে ফেলেন তিনি। মানিক বলেন, 'এই গরমে কাজ করা যে কী কষ্ট কইয়া বুজানো মুশকিল। অনেক বাড়ি আছে সাত-আটতলা। হাইটা ওঠন লাগে। লিফট থাকলেও উঠতে দেয় না। এই গরমে তহন কি অবস্থাডা হয়, একটু বুঝেন।'

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । মঙ্গলবার । ২ জুন ২০২৬

চামড়াশিল্পে সুদিন আসবে কবে

পানির দরে পশুর চামড়া

দেশের অর্থনীতিতে চামড়াশিল্প সম্ভাবনাময় খাত। অথচ বেশ কয়েক বছর থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে, কোরবানির পশুর চামড়া পানির দরে বিক্রি হয়। তার পরও ক্রেতা পাওয়া যায় না। কোথাও নদীতে ফেলে দেওয়া, কোথাও মাটিতে পুঁতে ফেলার ঘটনাও ঘটে থাকে। এবারও ঈদের পর একই হতাশাজনক চিত্র দেখা গেছে। অন্যদিকে গত দুই বছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বেড়েছে। তার পরও কাঁচা চামড়ার দরপতন ঠেকানো যাচ্ছে না।
কালের কণ্ঠের খবরে বলা হয়েছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে কোরবানির পশুর চামড়া নামমাত্র মূল্যে কেনাবেচা হয়েছে। কোথাও সরকার নির্ধারিত দাম মানা হয়নি। খুচরা বিক্রেতাদের অভিযোগ, সারা দিন চামড়া সংগ্রহ করে আড়তে গিয়ে দেখেন সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অনেক কম দাম দিতে চাইছে। লোকসানে চামড়া বিক্রি করার চেয়ে ক্ষোভ আর হতাশায় অনেকেই সেই চামড়া রাস্তা ও ভাগাড়ে ফেলে দিয়েছেন। চট্টগ্রামে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পচে যাওয়া চামড়ার স্তূপ দেখা গেছে। দেশের সর্বত্র একই পরিস্থিতি। বৃহত্তর চট্টগ্রাম কাঁচা চামড়া আড়তদার ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি মুসলিম উদ্দিনের মতে, 'সমস্যাটি কাঠামোগত। ঢাকার ট্যানারি মালিকদের কাছে চট্টগ্রামের আড়তদারদের কোটি কোটি টাকা বকেয়া পড়ে আছে।'
জানা গেছে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কোরবানির গরুর লবণযুক্ত চামড়া প্রতি বর্গফুটের দাম গত বছরের তুলনায় এবার দুই টাকা বাড়িয়েছিল। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে গতবারের চেয়ে প্রতি পিস চামড়া ১৫০ থেকে ২০০ টাকা কম দামে বিক্রি হয়েছে। চামড়া ক্রয় করতে ট্যানারি মালিকদের রাষ্ট্রায়ত্ত তিন ব্যাংক ১৬০ কোটি টাকা ঋণও দিয়েছে। এর পরও কাঁচা চামড়ার দরপতন ঠেকানো যায়নি।
চামড়াশিল্পের সবটাই দেশীয় কাঁচামালনির্ভর। এতে এই শিল্পকাঠামো মজবুত হওয়ার কথা। হয়েছে উল্টো। অথচ আশির দশকেও রপ্তানি আয়ে তৈরি পোশাকের চেয়ে এগিয়ে ছিল চামড়াশিল্প। পরবর্তী সময়ে নীতিগত ব্যর্থতার কারণে সম্ভাবনাময় খাতটি মুখ থুবড়ে পড়েছে।
চামড়াজাত পণ্যের মানোন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১৭ সালে হাজারীবাগ থেকে সাভারে বিসিক চামড়াশিল্প নগরীতে ট্যানারি স্থানান্তর করা হয়েছিল, কিন্তু সেটি এখনো পূরণ হয়নি। দীর্ঘ ৯ বছর পরও কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার পুরোপুরি কার্যকর হয়নি।
আমরা মনে করি, দেশের রপ্তানি আয় শুধু তৈরি পোশাক নির্ভর না করে বহুমুখী করা এখন সময়ের দাবি। এ জন্য চামড়াশিল্প হতে পারে অন্যতম খাত। এ জন্য সরকারের সদিচ্ছা অতীব জরুরি।

WEDNESDAY, JUNE 3, 2026, JYAISHTHA 20, 1

NEW AGE

Legal reforms alone can't guarantee worker rights

BANGLADESH moving out of the world's 10 worst countries for worker rights in the 2026 Global Rights Index of the International Trade Union Confederation for the first time after 2017 is a positive development. Bangladesh now has Rating 5, which means 'no guarantee of rights,' from having had Rating 5+, which means 'no guarantee of rights due to the breakdown of the rule of law.' Bangladesh has moved out of the group in the report, published on June 1, mainly riding on some legislative reforms effected during the interim administration. The Labour Act (Amendment) Ordinance, 2025, promulgated on November 17, was passed into law, providing for an overhaul of labour governance. The reforms have reduced barriers to trade union formation by allowing unions with the support of 20 workers, replacing the previous requirement of 20 per cent of the total work force. The reforms have introduced 120 days of paid maternity leave, expanded social security, welfare and the right to unionism to household service and agricultural workers and brought the ship-breaking industry under labour regulations. There are still inadequacies for the government to attend to and there is, therefore, no place for complacence.

The crux that remains is that Rating 5 still means 'no guarantee of rights' although there have been several constructive measures. The report on the index, which assesses worker rights protection in law and practice, says that workers in Bangladesh continue to face serious obstacles in exercising fundamental labour rights, noting that the freedom of association remains heavily restricted because of regulatory barriers and strong resistance from employers. The report also says that workers in special economic zones are still systematically denied their right to form and join trade unions. It highlights continued repression of labour protests and strikes with police action and legal restrictions, referring to the April 2025 incident in which workers of three apparel factories went on demonstrations to demand unpaid wages for months and festival allowance, noting that police and labour authorities dispersed the protests with tear gas, leaving many workers injured. The confederation says that countries continuously having Rating 5 are still considered amongst the worst places for workers because some rights may formally exist in national legislation but workers effectively have little or no access to such rights and remain exposed to unfair labour practices.

Everything ultimately depends on the effective implementation of the legal reforms by removing the administrative obstacles. What the government further needs to do is to extend legal protection to all categories of workers and ensure meaningful trade union representation in tripartite committees. Bangladesh has moved out of the worst group on paper; the government now must work for Bangladesh to move out of the group in practice in its own interests.

কালের কণ্ঠ

ঢাকা । শুক্রবার । ৫ জুন ২০২৬

বন্ধ শিল্প চালু করতে ২০ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানি বৈচিত্র্যের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে বেসরকারি খাতকে গতিশীল করা জরুরি। তাই বন্ধ শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠান পুনরুজ্জীবনে ২০ হাজার কোটি টাকার একটি প্রাক-অর্থায়ন স্কিম গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মন্থর অর্থনীতিকে গতিশীল করা এবং বিনিয়োগনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

'বন্ধ শিল্প ও সেবা খাত সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন স্কিম' নামে এ তহবিলের আওতায় আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ; কিন্তু পুনরায় চালু করা সম্ভব এমন শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সহায়তা দেওয়া হবে। বিশেষ করে রপ্তানিমুখী খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

২০ হাজার কোটি টাকার এই তহবিল গঠন করা হয়েছে তফসিলি ব্যাংকগুলোর উদ্বৃত্ত তারল্য থেকে। বাংলাদেশ ব্যাংক স্বল্প সুদে এই অর্থ ব্যাংকগুলোকে ঋণ হিসেবে দেবে এবং ব্যাংকগুলো যাচাই-বাছাই করে যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে ঋণ দেবে।

বাংলাদেশে কার্যরত সব তফসিলি ব্যাংক এই স্কিমে অংশ নিতে পারবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-৩-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ চুক্তি করতে হবে। স্কিমটি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে পরিচালিত হবে এবং এর মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে তিন বছর।

ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ প্রতিষ্ঠান কিংবা সচল থাকলেও ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের অভাবে পূর্ণ উৎপাদনে যেতে পারছে না—এমন প্রতিষ্ঠানগুলো যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ছাড়া দক্ষ ব্যবস্থাপনা থাকলে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বন্ধ শিল্প অধিগ্রহণ করে চালু করলেও তারা এ সুবিধা পেতে পারে। ঋণ দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সক্ষমতা, বন্ধ হওয়ার কারণ, বাজার পরিস্থিতি এবং ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা বিস্তারিতভাবে যাচাই করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। বাণিজ্য সংগঠনের প্রত্যয়নপত্র থাকলে তা বিবেচনায় নেওয়া হবে, তবে না থাকলেও ব্যাংক নিজস্ব যাচাইয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

খেলাপি ঋণগ্রহীতা, অর্থপাচার বা জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠান এই স্কিমের আওতায় ঋণ পাবে না। একই সঙ্গে অন্য কোনো পুনরর্থায়ন স্কিম থেকে সুবিধা নেওয়া প্রতিষ্ঠানকে নতুন ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই তহবিলের অর্থ শ্রমিকদের বেতন-ভাতা, বিদ্যুৎ-গ্যাস বিল, কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন ব্যয় ও রপ্তানি অর্ডার বাস্তবায়নে ব্যবহার করা যাবে। বেতন বাবদ সর্বোচ্চ চার মাসের অর্থ দেওয়া যাবে এবং তা সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে। কোনো নগদ লেনদেন করা যাবে না। ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে নিজ ব্যাংকের মাধ্যমেই এই ঋণ নিতে হবে এবং নির্ধারিত হিসাবের মাধ্যমে সব লেনদেন পরিচালনা করতে হবে। বিদ্যমান কোনো ঋণ সমন্বয়ের জন্য এই অর্থ ব্যবহার করা যাবে না। ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে ব্যাংক প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবে।

একক কোনো প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপ সর্বোচ্চ ২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবে। প্রতিটি ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ এক বছর। তবে সন্তোষজনক পারফরম্যান্স থাকলে তা নবায়নযোগ্য।

ব্যাংক পর্যায়ে সুদের হার নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ শতাংশ এবং গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ। প্রথম ছয় মাস গ্রেস পিরিয়ড থাকবে, এরপর সুদ আদায় শুরু হবে।

ঋণ অনুমোদনের পর ব্যাংকগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে প্রাক-অর্থায়নের জন্য আবেদন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক যাচাই-বাছাই করে অর্থ ছাড় করবে।

THE FINANCIAL EXPRESS Sunday • June 7, 2026

RMG exports under pressure as global demand weakens

MONIRA MUNNI

Shipments fall across EU, US and emerging markets amid wars, and tariff tensions

Locally produced readymade garment exports continued to record negative growth in major destinations, including both traditional markets like the European Union, the US and the UK as well as emerging non-traditional markets this fiscal year amid external headwinds.

Exporters and trade officials said global trade disruptions, tariff tensions and ongoing wars have weakened global demand for clothing across export markets, while internal bottlenecks have eroded competitiveness. As a result, exports have remained on a negative trajectory over the last eleven months.

They observed that some major buyers like H&M is shifting sourcing away from Bangladesh, though not in large volume, indicating that the country is losing ground in cost competitiveness.

Germany, France, Italy, Denmark, Spain, the Netherlands and Poland are among the EU's billion-dollar markets for Bangladeshi garments.

Shipments to these countries during the first eleven months of the current fiscal year recorded negative growth ranging from 4.0 per cent to over 12 per cent, with only a few markets posting marginal growth, according to Export Promotion Bureau (EPB) data.

Shipments to the Netherlands recorded a 2.13 per cent decline, while Spain and Poland registered declines of 4.0 per cent and 7.98 per cent respectively.

The downturn across 16 nations also resulted in a 4.88 per cent negative growth in exports to the 27-nation bloc of EU.

Bangladesh received US$17.35 billion from garment export to the EU during the July-May period of 2025-26, down from US$18.24 billion in the corresponding period of the last fiscal year(2024-24), EPB data showed.

Out of the $17.35 billion earnings, knitwear accounted for US$ 10.42 billion, down from US$ 11.12 billion, reflecting a 6.26 per cent decline.

Similarly, earnings from woven items during the period also marked a 2.71 per cent fall to US$6.93 billion from US$7.12 billion.

Readymade garment shipments to the US and UK fetched US$7.02 billion and US$4.01 billion respectively, marking declines of 0.04 per cent and 0.50 per cent over the corresponding period of FY 2024-25.

Non-traditional markets also witnessed a 5.95 per cent fall during the eleven months, reflecting persistent global demand weakness and economic uncertainty across key economies, data analysis showed.

Official data show that exports to new destinations, including Japan, Australia, India, South Korea, Mexico, Russia and Turkey, decreased by 10 per cent to 30 per cent year on year.

Earnings from non-traditional markets during the period stood at US$5.68 billion, which was US$ 6.04 billion.

When asked about the trade situation, Khan Monirul Alam, managing director of Fashion.com, said the performance reflected a broader slowdown on the global apparel market.

"Uncertainty and disruptions, including the impact of wars-- Russia-Ukrain and in the Middle East, have dampened demand," he told the FE.

US tariff regime is further worsening the market condition in both America and EU, he noted.

With an elected political government now in power, he said political uncertainty has gradually eased, but the internal issues, including rising cost of production due to energy price hike, labour costs and others, are eroding their competitiveness.

The strategic plans of one of the major buyers like H&M has also hinted at a loss of local competitiveness, he said, adding that the buyer is reportedly shifting to India, possibly due to the neighbouring country's price competitiveness, availability of raw materials and government's support to enhance competitiveness.

Talking to the FE, Mohammad Hatem, president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said the rising cost of living due to high inflation forced consumers to prioritise essential needs over clothing purchases.

"And following the weak demand, buyers are also purchasing less," he noted.

Echoing Mr Alam, he, however, noted that the latest price hike in electricity would surely raise the cost of production which has already gone up by 20 per cent due to a number of factors.

The government last time did not raise diesel price to support consumers while the electricity price hike would affect them and manufacturers most, he said, adding the government should incentivise for some more time to help curb inflation.

Despite the overall weakness, Canada showed 2.27 per cent growth to fetch US$1.22 billion during July-May period of fiscal 2025-26, according to the EPB data.

Overall, Bangladesh's total RMG exports fell 3.41per cent year on year to US$35.31 billion in the first eleven months of FY2025-26, compared with US$36.55 billion during the same period last fiscal year.

Munni_fe@yahoo.com

THE FINANCIAL EXPRESS Friday • June 5, 2026

281 killed, 837 injured in Eid-time road accidents

Motorbike crashes account for the highest number of fatalities

FE REPORT

At least 281 people were killed and 837 others injured in 292 road accidents across the country during the 13 days before and after Eid-ul-Azha, said the Road Safety Foundation (RSF) on Thursday.

Of the total deceased, 34 were women and 48 children, the RSF said in a press release on Thursday.

It said the data was compiled from reports published in nine national dailies, 17 online news portals, electronic media reports, and the organisation's own independent sources.

According to the RSF analysis, on an average 22 persons were killed per day on the country's roads during the recently observed Eid-ul- Ajha holidays. It said that among the victims 37 were pedestrians.

The RSF said motorcycle crashes accounted for the highest number of deaths. At least 124 riders and pillion passengers were killed in 141 motorcycle crashes, representing 44.12 percent of all fatalities, the press release said.

The fatalities also included 48 people travelling in three-wheelers, 32 in trucks, covered vans, pickups and trolleys, 21 in buses, 11 in private cars and ambulances, and eight in locally made motorised vehicles, it said, adding that 33 drivers and transport workers were among them.

Some 13 waterway accidents left eight people dead and 15 injured, while 24 sacrificial cattle also died in the incidents.

In addition, 22 railway accidents claimed 17 lives and injured nine others, the press release continued.

The press release also highlighted several major incidents, including a crash in Kalihati, Tangail, in which 15 low-income workers were killed after a road-laden truck overturned.

It further said 13 major accidents occurred when moving vehicles crashed into disabled vehicles left on expressways and highways without adequate warning signs.

According to the RSF's analysis, 112 accidents occurred on regional roads while 97 on national highways, 42 on rural roads and 37 on city roads.

Loss of vehicle control was identified as the leading cause of accidents, accounting for 127 crashes while head-on collisions caused 73 accidents, 42 involved vehicles hitting others from behind and 38 involved pedestrians being run over, it said.

The foundation further said Dhaka division recorded the highest number of casualties, with 101 deaths in 95 crashes. Sylhet division recorded the lowest, with seven deaths in nine crashes. Among the districts, Faridpur recorded the highest death toll, with 28 fatalities in 19 crashes.

It also said more than 10 million people left the capital to celebrate Eid with their families. Around 40 million people travelled between districts across the country, it mentioned.

Chairman of RSF Saidur Rahaman said traffic congestion and overall sufferings of commuters on highways and waterways were comparatively lower this year, except for bottlenecks on routes in the northern region.

He also alleged that passengers travelling during Eid holidays by all modes of transport were overcharged due to weak enforcement of regulatory measures.

talhabinhabib@yahoo.com

DHAKA TUESDAY JUNE 9, 2026
JAISHTHA 26, 1433 BS
The Daily Star

Prepare for the rising heat

Govt must act to protect lives and livelihoods

The temperature in Bangladesh is rising at an alarming rate. According to an analysis by this daily using data from the World Bank's Climate Change Knowledge Portal and the Lancet Countdown, the number of days each year when the heat feels unsafe for the human body has nearly tripled—from 46 days in 2000 to 120 days in 2024. Bangladesh Meteorological Department's data also show how intense and widespread the heat has become, with heatwaves affecting up to 40 districts on the same day (June 2) this year. The situation is made worse by high humidity, which prevents the body from cooling itself and makes the weather feel much hotter than it actually is. On some days in Dhaka, 35 degrees Celsius can feel closer to 45 degrees Celsius, which is deeply concerning.

The country now ranks fourth in the world for the number of days with a heat index above 35 degrees Celsius, behind only three Gulf countries known for their desert climates. Most scientific research attributes this dramatic rise primarily to human-induced climate change. Studies suggest that 60 percent of the heatwaves recorded in Bangladesh between 2020 and 2024 would not have occurred without climate change. The problem is being worsened by unplanned urbanisation, unchecked industrialisation, shrinking green spaces, and rapid deforestation. Cities like Dhaka have become heat islands where concrete and dense construction trap heat, while the continued loss of forest cover is weakening one of our strongest natural defences against rising temperatures.

Heat exposure is linked to rising mortality, worsening physical and mental health, and declining productivity. According to reports, heat-related illness and lost productivity cost Bangladesh up to $1.78 billion in 2024 alone. Agricultural workers, construction labourers, transport workers, and others who work outdoors are among the hardest hit. For many daily wage earners, extreme heat means fewer working hours and less income. In a country where millions of families already face financial hardship, these losses threaten livelihoods, food security, and overall well-being.

Under the circumstances, the government must treat rising heat as a major public health and economic challenge and develop a comprehensive heat action plan. This should include early warning systems, public awareness campaigns, heat-health monitoring, and emergency response measures. Hospitals must be prepared to deal with heat-related illnesses, while outdoor workers should have access to drinking water, shaded rest areas, and flexible working hours during peak heat. The government should also expand green spaces, protect water bodies, strengthen climate-resilient infrastructure, and stop further deforestation. Climate adaptation strategies must focus on vulnerable communities, particularly low-income households and outdoor workers. As extreme heat becomes more common, our response must prioritise those most at risk.

Labour rights: legal obligation & moral

Every year on Labour Day, Bangladesh witnesses rallies, speeches, and renewed promises. Yet one fundamental question remains unresolved: what does the nation owe to the workers who keep its economy alive?

Bangladesh cannot build a just and sustainable economy by treating workers as disposable inputs

writes

M Kabir Hassan

They are the garment workers, tea workers, construction workers, transport workers, migrant workers, domestic workers, and millions in the informal sector whose labour sustains families, industries, exports, and national growth. Too often, they are visible only when production stops or tragedy strikes.

For Bangladesh, labour rights are not merely a legal or economic issue. They are also a moral issue. As a Muslim-majority society with a strong Islamic ethical tradition and as a post-colonial state shaped by workers' struggles, Bangladesh stands at a unique crossroads.

Modern labour rights and Islamic moral duties are not in conflict. They converge on one basic principle: workers must be treated with fairness, justice, and dignity.

The history of labour struggle in Bengal predates the formation of Bangladesh, Pakistan, and modern India. It goes back to the jute mill era of the nineteenth century, when workers first confronted the harsh realities of colonial industrial capitalism. Before 1971, workers in jute mills, presses, plantations, and other sectors organized and protested for basic rights. The 1921 MullukCholo Tea Worker Movement, which ended in brutal violence against tea workers in Chandpur, remains one of the most painful reminders of colonial labor exploitation.

After Independence, workers continued to shape democratic life in Bangladesh. Adamjee Jute Mill became a major centre of labour mobilisation and state repression. The killing of trade union leader Tajul Islam in 1984 generated nationwide protests. By 1990, organised labour had become a major force in the movement that helped bring down the Ershad regime. Workers did not merely benefit from democracy; they helped make democracy possible.

The rise of the ready-made garment industry created employment for millions, especially women, and transformed Bangladesh's economy. But it also exposed deep failures. The Tazreen Fashions fire in 2012 and the Rana Plaza collapse in 2013 were not isolated tragedies. They revealed systemic negligence in workplace safety, regulatory enforcement, and corporate responsibility. Employers failed to ensure safe working conditions, while global buyers often treated worker safety as a cost rather than a duty.

Bangladesh does have labour laws. The Bangladesh Labour Act 2006, its subsequent amendments, and related rules set standards for wages, working hours, occupational safety, trade union formation, and compensation for workplace injuries. The Constitution also commits the State to protecting labour, honouring workers, and prohibiting forced labour.

The problem is not the absence of legal language. The problem is weak enforcement. Many workers still face delayed wages, excessive hours, and unsafe workplaces. Trade union registration remains difficult. Employers who violate collective bargaining rights or dismiss workers for organising often face limited consequences. In export processing zones, labour protections remain weaker than in the rest of the country. Restrictions on the right to strike also undermine confidence in the fairness of the labour system.

A law that can be violated without serious consequence loses its moral and practical force. Rights that workers cannot collectively defend remain dependent on the goodwill of those who hold economic power over them.

Islamic ethics speaks clearly about this issue. The Prophet Muhammad, peace be upon him, instructed employers to pay workers their wages before their sweat dries. This is not merely a ceremonial saying. It is a powerful moral command for timely and fair payment. Another hadith warns against those who employ workers fully but fail to pay them properly.

In this light, wage theft is not only a violation of labour law. It is a moral offense. Delayed wages, withheld payments, unsafe buildings, locked exits during fires, forced overtime, and suppression of legitimate worker voices violate both legal obligations and duties before Allah.

The Qur'anic principles of justice, contract fulfilment, and protection from undue burden reinforce the same message. Employers must not withhold others' rights. Contracts must be honoured. No person should be burdened beyond capacity. These principles apply directly to forced overtime, hazardous conditions, unpaid wages, and inequitable treatment of women workers.

Long before modern labour legislation, Islamic jurisprudence recognised workers as persons with rights. Their contracts must be respected, their vulnerability must not be exploited, and their livelihoods must be protected.

Thus, secular labour rights and Islamic labour ethics reach the same conclusion through different routes. One emerges from industrial struggle, constitutional development, and democratic practice. The other emerges from revelation, prophetic teaching, and moral accountability. Both demand timely payment of wages, safe working conditions, protection from exploitation, fair treatment, and respect for human dignity.

This convergence is important. Some secular voices view religious language as a distraction from rights-based discourse. Some religious voices view trade unionism as foreign. Both positions are mistaken. The worker demanding fair wages and the imam reminding employers of their moral duties are set on the same ethical ground.

What then must Bangladesh do? First, occupational health and safety must be strengthened across all sectors, not only in export-oriented garment factories. Domestic-market factories, shipbreaking yards, tanneries, construction sites, transport operations, and informal workplaces must be subject to effective regulatory oversight.

Second, compensation for workplace injury and death must be improved. Payments to injured workers or families of deceased workers should be fair, humane, and consistent with the real economic loss suffered. Outdated compensation caps do not reflect the dignity of human life.

Third, Bangladesh must remove legal and practical barriers to trade union formation. Workers need collective bargaining power to defend their rights. Those who organise should not face dismissal, blacklisting, harassment, or false criminal charges.

Fourth, wage theft must be treated as a serious violation. Withholding wages earned is not a minor administrative problem. It is a breach of law, contract, and moral duty.

Finally, protection for women workers must move from rhetoric to reality. Women form the backbone of the garment industry and are also highly vulnerable in migration, domestic work, and informal employment. Effective remedies are needed against sexual harassment, wage discrimination, denial of maternity rights, unsafe transport, and insecure living conditions.

None of these reforms is radical. They are already required by law, demanded by justice, and supported by Bangladesh's constitutional commitments and Islamic moral heritage.

Bangladesh cannot build a just and sustainable economy by treating workers as disposable inputs. Labour is not only a factor of production; it is human effort, sacrifice, and dignity. The true test of development is not only export growth, foreign exchange earnings, or GDP expansion. It is whether the people whose labour makes growth possible are protected, respected, and paid fairly.

On Labour Day and beyond, Bangladesh must move from speeches to enforcement, from sympathy to justice, and from legal promises to moral action. Workers' rights are not charity. They are obligations. And fulfilling those obligations is one of the clearest tests of the nation's conscience.

M. Kabir Hassan, Professor of Finance and Moffett Chair, University of New Orleans; 2016 IsDB Prize Laureate in Islamic Banking and Finance. KabirHassan63@gmail.com

প্রথম আলো
শুক্রবার, ৫ জুন ২০২৬, ২২

‘ঈদের পর থেইকাই কাম নাই, পকেট একেবারে খালি’

মানুষের কথা

মো. মামুন, *ঢাকা*

রাজধানীর মিরপুর ১ নম্বরের মূল সড়কের পাশের ফুটপাতে ভোরের চিত্রটা একটু ভিন্ন। যখন শহরের অনেক বাসিন্দার ঘুম ভাঙে না, তখন এখানে জমে ওঠে একটি ভিন্ন রকমের ভিড়। সেই ভিড়ের মানুষের দিকে তাকালে চোখে পড়ে কারও হাতে কোদাল-বালতি, কাঁধে গামছা, কারও ব্যাগে রাখা নানা যন্ত্রপাতি। তাঁদের অপেক্ষা একটাই—কেউ তাঁদের ‘কিনতে’ আসবেন। এটি সেসব ‘মানুষের হাট’, যাঁরা নিজের শ্রম বিক্রি করতে এখানে আসেন।

মিরপুর ১ গোলচত্বর থেকে সামান্য দূরে, রাস্তার পাশের এই শ্রমবাজার দশকের পর দশক ধরে টিকে আছে। প্রতিদিন ভোর থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত ৪০০ থেকে ৫০০ মানুষ এখানে ভিড় জমান। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, রংমিস্ত্রি, টাইলস মিস্ত্রি ও তাঁদের সহযোগী এবং নানা কাজের দিনমজুর।

‘কহনো ২০০, কহনো ৩০০ টেকা পাঠাই’

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এই প্রতিবেদক যখন সেখানে যান, তখন ঘড়িতে সাতটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। ফুটপাতের একটা অংশে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন মানুষ। তাঁদের একজন মো. সুলতান, বয়স ৭০ পেরিয়েছে, গায়ে ধুলামাখা শার্টে ময়লার আস্তরণ জমেছে, নেই কয়েকটি বোতামও; পরনে লুঙ্গি আর কোমরে গামছা বাঁধা। সঙ্গে থাকা একটি পুরোনো ব্যাগে আরও কয়েকটি জামাকাপড়, একটি চশমার বাক্সে রাখা আছে জাতীয় পরিচয়পত্র।

মো. সুলতান প্রায় ৩০ বছর ধরে রাজমিস্ত্রির ‘জোগালি’ হিসেবে কাজ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি শরীয়তপুরের নড়িয়ায়। এর আগে তিনি বেবিট্যাক্সি চালাতেন। সুলতানের একমাত্র ছেলে বয়োজ্যেষ্ঠ মা-বাবার কোনো দেখাশোনা না করায় বয়সের ভারে নুইয়ে পড়লেও খাবার জোটাতে তাঁকে প্রতিদিন কাজের খোঁজে আসতে হয়। সুলতানের স্ত্রী থাকেন গ্রামে। মো. সুলতান কাজ পেলে তাঁর স্ত্রীর জন্য খাবার ও ওষুধের টাকা পাঠান। তিনি বলেন, ‘দোকানে গিয়া কহনো ২০০ টেকা, কহনো ৩০০ টেকা পাঠাই। আমার তো মোবাইল নাই, দোকানে গেলে পাঠাইয়া দেয়।’

মো. সুলতানের ঢাকায় কোনো থাকার স্থান নেই। *প্রথম আলো*কে জানালেন, রাতে মিরপুর ১-এর আশপাশের সড়ক কিংবা ফুটপাতই তাঁর থাকার জায়গা। কাজ পেলে খাবার কিনতে পারেন, কাজ না পেলে উপোস থাকতে হয়।

মো. সুলতান বলেন, ‘ঈদের পর থেইকাই কাম নাই। গত তিন দিন ধইরা কোনো কাম পাই নাই। কাল বিকাল থেইকা কিছু খাই নাই। পকেট একেবারে খালি, একডা ট্যাহাও নাই।’ বর্তমান বাজারে কাজ কমেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এক দিন কাম পাই, পাঁচ দিন পাই না। এইভাবে কেমনে চলমু কন? আর চলতে পারতাছি না বাবা।’ বয়স বেশি হওয়ায় অনেকে তাঁকে কাজে নিতে চায় না কিংবা নিলেও কম টাকা দিতে চায় বলেও জানান তিনি।

‘স্বামী অসুস্থ, হেই লাইগা কাম করতে অয়’

শ্রম বিক্রির এই হাটে পুরুষদের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে আছেন নারী শ্রমজীবীরা। তাঁরা কাজ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন মূল সড়কের ফুটপাত থেকে কিছুটা পেছনে ভবনের সিঁড়িতে বসে। তাঁদের একজন ৪২ বছর বয়সী পারুল আক্তার। তিনি টাইলসের ‘পুটিং’ লাগানোর কাজ করেন। কাজ পেলে দিনে ৪০০ টাকা জোটে তাঁর। প্রায় ১৫ বছর ধরে এই কাজ করছেন তিনি। পাশের উত্তর বিশিল এলাকায় একটি টিনশেড বাসায় স্কুলপড়ুয়া দুই মেয়ে, মাদ্রাসাপড়ুয়া এক ছেলে ও স্বামীকে নিয়ে তাঁর সংসার। স্বামী দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকায় কাজে নামতে হয়েছে পারুলকে।

পারুল আক্তার *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘স্বামী অসুস্থ, হেই লাইগা কাম করতে অয়। অনেক কষ্ট অয়, তয় কষ্ট কইরাই চলতাছি। কষ্টের মইদ্দেই দিন যাইতাছে। আমাগো মাইয়াগো পুরুষগোর মতো কাম দেয় না, আর টেকাও কম দিতে চায়।’ একই রকম অভিজ্ঞতার কথা জানান একই কাজ করা আরেক নারী রিনা বেগম।

‘কাম না করলে তো খাওন জুটব না’

২০ বছর আগে স্বামী মারা গেছে ৪৫ বছর বয়সী রিনা বেগমের। এরপর রাজধানীতে কাজের জন্য আসেন তিনি। ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জ উপজেলার এই নারী দশম শ্রেণিপড়ুয়া ছেলে ও তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ মাকে নিয়ে মিরপুরের উত্তর বিশিল এলাকায় থাকেন। তাঁর মা মানুষের বাড়িতে গৃহস্থালির কাজ করে মাসে চার হাজার টাকার মতো পান। যে বাসায় রিনা বেগমরা থাকেন, তার ভাড়া সাত হাজার টাকা। আর মাসে শেষে তাঁর আয় ৮ হাজার থেকে ১২ হাজার। নিজের ও মায়ের আয়ে কোনোরকমে দিনাতিপাত করছেন জানিয়ে রিনা বেগম বলেন, ‘কাম না করলে তো খাওন জুটব না। কেমনে চলমু?’

তিন দিন ধরে কাজ নেই সিরাজের

সকাল আটটার পর একজন ঠিকাদার এলেন। চারজন রাজমিস্ত্রি দরকার। মুহূর্তেই তাঁকে ঘিরে ধরলেন ১০-১২ জন। দরাদরি চলল কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত চারজন বেছে নিয়ে চলে গেলেন তিনি। বাকিরা আবার ফিরে গেলেন ফুটপাতে। মুখে কোনো কথা নেই, শুধু দৃষ্টিটা শূন্যে।

মিরপুর ১-এর এই শ্রমহাটে তিন দিন ধরে কোনো কাজ পাননি ৩৯ বছর বয়সী রাজমিস্ত্রি মো. সিরাজ। সকাল সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে গতকালও কাজ পাননি তিনি। *প্রথম আলো*কে তিনি বলেন, ‘আগে সপ্তাহে এক দিনও খালি থাকতাম না। এখন উল্টা—কাজ থাকে না।’

‘ডাইল-ডুইল খাইয়া থাকি আরকি’

মো. সিরাজের পাশে বসে ছিলেন ৬০ বছর বয়সী গফফার হোসেন। পাইপ ফিটিংসের কাজ করেন তিনি। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া গফফার হোসেন প্রায় বছর দশেক আগে বরগুনার বেতাগী থেকে ঢাকায় আসেন। আগে গাছ কাটার কাজ ও খেতখামারে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। এখন স্ত্রীকে নিয়ে গুদারাঘাটে একটি টিনশেড বাসায় থাকেন। সংসার চালাতে গিয়ে প্রায় দেড় লাখ টাকা ঋণ হয়েছে তাঁর। সকাল থেকে কাজের অপেক্ষায় বসে ছিলেন।

গফফার হোসেন বলেন, সকাল ১০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, এরপর কাজ না পেলে ফিরে যাবেন। সব মিলিয়ে কেমন চলছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘কোনোরকমে চলি। ওই ডাইল-ডুইল খাইয়া থাকি আরকি।’

ঘড়িতে সকাল ১০টা বাজতে বাজতে অনেকে উঠে দাঁড়ালেন। এরপর আর সাধারণত কাজ মেলে না, সকালে যাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে, এর মধ্যে তাঁদের কয়েকজনকেও দেখা গেল। যাঁরা কাজ পাননি, তাঁরা ফিরে যাবেন—কেউ মেসে, কেউ ভাড়া বাসায়। পেটে হয়তো এক বেলা খাওয়া হবে, হয়তো হবে না। গফফার হোসেন উঠতে উঠতে বললেন, ‘কাইল আবার আসুম। দেখি কপালে কী আছে।’

সড়কের ফুটপাতে কাজের জন্য অপেক্ষা করছেন সত্তরোর্ধ্ব মো. সুলতান। গতকাল সকালে রাজধানীর মিরপুর ১-এ।
ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

মিরপুর ১ চত্বর এলাকায় কাজ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন পারুল আক্তার (ডানে) ও রিনা বেগম। গতকাল সকালে।
ছবি : প্রথম আলো

কাজ পাওয়ার অপেক্ষায় পাইপ ফিটিংসের কাজ করা গফফার হোসেন। গতকাল সকালে রাজধানীর মিরপুর ১ থেকে তোলা।
ছবি : প্রথম আলো

NEW AGE SUNDAY, JUNE 7, 2026,

Cost of youth unemployment

by **Md Mominur Rahman** and **Mohammed Mizanur Rahman**

BANGLADESH has tended to be optimistic about its demographic dividend for good reasons. More than a half the population is under 35 and each year thousands of young people join the job market with the dreams of their families that have sacrificed, saved and educated them. However, the concern of increasing economic and social costs of youth unemployment is less visible in the rhetoric of growth and opportunity.

No longer is this a problem limited to statistics found in economic reports. It can be seen in an increasing number of graduates taking migration examinations rather than job interviews, disappointed educated young people who spend hours giving competitive recruitment tests and growing disparity between academic qualifications and access to jobs. Bangladesh might be churning out graduates in a greater number than it can provide for them with decent employment opportunities.

The effects are more than just individual. They are very economic, institutional and social. In developing economies, there is a paradox of youth unemployment. The expansion of gross domestic product can occur in a country that cannot accommodate its educated population. In infrastructure, export, digitalisation and poverty alleviation, Bangladesh has achieved tremendous progress. But, there is no one-size-fits-all solution to achieving employment-intensive growth. Growth if not accompanied by quality employment is a very dangerous condition for any emerging economy, as economists refer to it as 'jobless growth.'

Unemployment is not only the loss of income, it is also a loss of confidence, identity and social participation for many young people. The path to upward mobility, which was once the belief that a university degree would provide, is becoming less certain. Students and their families go to great lengths to pay for a college education and then find that they can continue to count on parents for support well into adulthood. Parents and students invest years, funding higher education only to find their children are still relying on parental support well into their adulthood. Long spells of unemployment can have an emotional impact, leading to anxiety, isolation and the loss of trust in institutions.

This disappointment is not something that s discussed openly and it does have economic implications. The unemployed youth are less productive for consumption, investment and taxes. This also delays marriage, home ownership, entrepreneurship and planning for the long term. The productivity of a whole generation is, in effect, suspended.

It is, probably, the most alarming result: the rapidization of the migration culture. More and more, the talented youth perceive the alternative to participation as departure as the most rational economic choice. Some are interested in studying overseas without any plans for return while others are interested in any kind of employment abroad, whether qualified for or not.

The act of migration is not bad. Remittance continues to be one of the economic lifelines of Bangladesh. But, continuous leakage of educated and skilled youth poses serious concerns of brain drain. The brain drain of physicians, engineers, researchers, IT specialists and highly educated graduates represents not only the loss of human resources but also that of innovation potential, institutional leadership and productivity potential.

The problem is even more worrisome when looked at from the perspective of public investment. The government provides financial support for education through public universities and educational infrastructure and the long-term return of the investment on education is increasing to be realised outside Bangladesh. The country develops human resources that are later used by other economies.

Meanwhile, a structural mismatch in the labour market continues. Employers often lament a lack of skills and graduates complain of lack of jobs This paradox points to a more serious issue: there is a lack of cooperation between education and industry.

Students leave school with a good grasp of theory but poor practical skills. There are a number of institutions where some soft skills, digital literacy, analytical thinking, communication skills and problem-solving skills are still in their infancy. In the meantime, however, sectors such as technology, renewable energy, logistics, advanced manufacturing and data services continue to develop at a greater pace than curriculum reforms. This leads to a mismatch economy, one in which there are jobs available and people who are not working.

The social aspect of long-term exclusion of youth is also a concern. Economically frustrated young people in a large number can create the disintegration of social cohesion and vulnerability to crime, extremism, misinformation and political manipulation. Throughout history, when young people come to doubt the fairness of the opportunities for economic progress, social unrest seems to grow more pronounced.

However, Bangladesh is not a demographic problem at the moment. It is a management challenge of the demography. A young population may be a great asset or the biggest structural pressure, depending on the effectiveness of the system of employment design. The policy reply needs to go beyond recruitment drives and specific training programmes. It is required to devise a coordinated employment policy, connected to education, industry, technology, entrepreneurship and regional development.

The first is shifting the focus from degree- to employment-oriented learning in universities. Here, we need to ensure that the redesign of the curriculum is done in consultation with industry and policy-makers as well as employers so that the graduates are prepared to meet the changing needs of the market and not the theoretical needs.

Second, entrepreneurship should be conceptualised as an economic system, not as a motivational mantra. Entrepreneurs have access to less money and more paperwork, less support from other entrepreneurs and less support from the government. Entrepreneurship rhetoric can become detached from reality if not accompanied by a structure that supports entrepreneurship in practice.

Thirdly, there is a need to invest more in future-oriented sectors which can create skilled jobs. Opportunities exist in the field of artificial intelligence, green industries and services, digital services, climate adaptation technologies and research-based innovation provided that they can be promoted by strategic and targeted policy incentives.

Fourth, there needs to be a remedy for regional economic inequality. Job prospects are still significantly skewed towards urban areas, especially Dhaka. Increased investment in industry and technology in non-metropolitan areas may help to lessen migration pressure and promote regional balance.

NEW AGE SUNDAY, JUNE 7, 2026,

Leather sector blames incomplete CETP for export stagnation

Staff Correspondent

BANGLADESH'S leather industry leaders blamed prolonged delays in establishing a fully functional central effluent treatment plant and inconsistent government policies for the sector's stagnant exports despite the country's abundant supply of raw hides.

They also said that nearly nine years after the relocation of tanneries from Hazaribagh to the Savar Tannery Industrial Estate, the key objective behind the move, ensuring environmentally compliant leather production, remains largely unfulfilled.

They were speaking at a webinar titled 'Is the Future of Bangladesh's Leather Industry Losing Its Momentum?', organised by the Power and Participation Research Centre as a part of its Ajker Agenda policy conversation series.

At his speech, Tipu Sultan, chairman of the Bangladesh Finished Leather, Leathergoods and Footwear Exporters' Association, said that they shifted from Hazaribagh to Savar in 2017 after the government assured them that all environmental facilities, including a CETP, chrome recovery plant, dumping yard and other infrastructure, would be established.

Tannery owners invested heavily in relocating machinery .and constructing new factory buildings in Savar, he said, adding that they were now waiting for the CETP.

'We have now been waiting for nine years, but a fully functional CETP is still not in place,' he added.

He alleged that the failure to establish an internationally acceptable CETP prevented Bangladeshi leather producers from obtaining globally recognised environmental certifications, including certification from the Leather Working Group, prompting many international buyers to leave the country.

The file photo shows a worker arranges hides at a tannery in the capital. — Sony Ramani

'We gradually lost all compliant customers because we could not show them the required certificates. Products that could have been sold at $1.5 to $2 per square foot were eventually sold to Chinese buyers for only $0.4 to $0.5,' he added.

Tipu said the CETP project cost had increased from an initial estimate of about Tk 250 crore to around Tk 1,200 crore, while tannery owners contributed 20 per cent of the cost.

Despite the increase in expenditure, he claimed, the installed facilities failed to meet expected standards and capacities.

'The planned treatment capacity was reduced substantially and the project could not even secure full approval from the country»s environmental authorities, let alone internationally recognised certification bodies,' he added.

Industry leaders said the absence of internationally accepted environmental compliance severely undermined Bangladesh's ability to capitalise on its natural advantage as one of the world's largest producers of raw hides.

They pointed to Vietnam as an example, saying the country imports raw hides and exports high-value leather products to Western markets, while Bangladesh has struggled to expand despite abundant domestic supplies.

'Many exporters are now forced to use imported leather because locally processed leather lacks LWG certification,» Tipu said.

He also criticised frequent policy changes and administrative turnover within government agencies.

The leather sector has been treated like a training centre for bureaucrats. Officials are transferred frequently and no consistent policy framework is maintained,' he added.

Nasir Khan, managing director of Jennys Shoes Ltd, echoed similar concerns.

He said Japanese buyers once accounted for a major share of his company»s business, but many prominent Japanese clients have since left Bangladesh.

'We do not have a shortage of entrepreneurs. We have capable second-generation business leaders. The problems are rooted in policy and governance failures,' he added.

Nasir alleged that the abrupt shutdown of utility connections in Hazaribagh during the relocation process created anxiety among international buyers.

'Korean, Japanese, Italian and other buyers became alarmed when they saw gas and electricity connections being cut before adequate facilities were ready in Savar,' he added.

Nasir Khan alleged that the previous Awami League government failed to prioritise the leather sector and had effectively gifted to a neighbouring country.

'Following the disconnection of power in Hazaribagh, the industrial zone in Bongaon (in India) opened the following week. The timing was significant,' he added.

Referring to the CETP project, he alleged that despite spending around Tk 1,200 crore, the authorities had failed to make the facility fully operational and now it has been destroying the Dhaleshwari River.

'We repeatedly sought permission to establish our own CETP facilities, but approval came only after years of delay, by then most major buyers had already

He said nearly 60 per cent of goat skins were damaged due to poor preservation and handling practices.

'Before the Savar relocation, around 30 tanneries specialised in processing goat skins in Hazaribagh. After the relocation, only six of those factories moved to Savar while the rest ceased operations or became inactive,' he added.

He also blamed the shortage of skilled workers and a lack of awareness among those involved in slaughtering and hide preservation.

Shaheen said bank financing for seasonal rawhide purchases had declined sharply over the years

As shipbreaking reforms, Sitakunda's Jaladas return to the sea

Bangladesh's shipbreaking is adapting to international environmental standards — it is now the second most IMO-compliant ship recycling nation in the world. The transformation has pushed Sitakunda's jaladas, who came to the industry for their livelihood, to return to the sea again

FEATURE

SPONDON TAHSAN

For Harikamal, the sea is more than a livelihood — it is woven into his identity itself. He is a Jaladas, which translates to "people of the water". Salt water has flowed through his ancestors' veins for centuries.

Like his father and most of his ancestors, he was a fisherman until 1991. That year, a cyclone struck the coastal regions. Located just 200 metres from the shore, Harikamal's village was hit the hardest.

"Television wasn't available back then, and radio signals were weak. There was no way of knowing about the approaching storm," he said.

The cyclone claimed the lives of his mother and four of his children.

"I lost my family, my home — everything. I had to build everything from scratch," Harikamal continued.

According to him, fish stocks declined year after year. The smell of grease and waste from the shipbreaking yards drove the fish away. Eventually, fishing ceased to be a viable livelihood. He had to change professions and start anew to rebuild his life.

Just like that, a tradition spanning hundreds of years came to an end, and he became a shipbreaker.

Disappearance of the Jaladas

Gradually, like Harikamal, the members of the community turned into shipbreakers one by one. The sea people destroyed the very sea around them. The same hands that once caught fish now dismantled massive ships. As the industry expanded, more people from the North joined it — most of them unskilled.

"Accidents used to happen a lot around here. I know someone who lost a leg and an eye in an accident while working in the shipyard," said a worker requesting anonymity. "He was paid around Tk1 lakh in compensation. That is the cost of a leg here."

Oil spills into the sea, gas explosions, and workers being crushed under metal were monthly occurrences. Massive ships were broken into pieces by thousands of hands — and in the process, many workers died, while many others lost limbs and received little to no compensation.

However, that reality has changed.

The return to the sea

The shoreline feels abandoned now. Grass has returned to parts of the coast once covered in grease and scrap metal. The air no longer smells of oil. It smells like the sea.

Sounds of drilling and scraping metal occasionally pierce the silence, but for the most part, it is quiet here — quieter than a working industrial zone has any right to be. A few dogs move slowly along the waterline. Birds cross the sky.

It is not healed. But something is returning.

Harikamal no longer works in the shipbreaking yards. Last year, he was laid off.

"They no longer employ people like me. You need to be educated to work there now. It's different. There are engineers and supervisors who monitor the workers. I haven't heard of any accidents in recent times," he said.

"The workers get an hour-long lunch break, and they return home

PTO

As shipbreaking reforms

CONTINUED FROM PAGE 8

by dusk – we could not even imagine that in our time."

But he does not regret losing the job. It brought him back to the sea, where he belongs.

"It will take time, and yes, it is hard to survive. But the fish are returning, slowly. For now, it's enough to get by," said Bashi Das, another fisherman from the village.

For now, the Jaladas have once again found their way back to the sea.

Marine scientists say the fishermen's observations are not imaginary.

According to Dr Shafiqul Islam, a professor at the Institute of Marine Sciences, University of Chittagong, years of unchecked pollution from shipbreaking yards have severely disrupted the coastal ecosystem around Sitakunda.

"When pollution enters the environment continuously, only a limited number of species can tolerate those conditions," he told TBS. "But when pollution decreases and a healthier environment begins to return, more species are able to survive again."

For decades, oil spills, industrial discharge and heavy metal contamination altered the ecological balance of the coastline. With stricter environmental regulations now in place, direct waste disposal into the sea has been significantly reduced in many compliant yards.

Researchers believe this may be contributing to the gradual return of fish and coastal vegetation observed by local fishermen.

Still, Dr Islam cautioned against viewing the recovery as complete.

"Once an ecosystem is degraded, it cannot be restored overnight," he said. "Recovery is possible, but it takes time."

He said researchers are now considering comparative biodiversity surveys using data collected over nearly a decade to better understand how the coastline is changing.

The cost of recovery

At its peak, 150 yards lined the coastline of Sitakunda, Chattogram. It was home to the second-largest shipbreaking industry in the world. Thousands of workers were employed there – many of them from distant areas, particularly the poorer regions of northern Bangladesh.

Of those 150 yards, most have since shut down. Only 17 IMO-authorised shipbreaking yards remain in the Sitakunda belt. Most workers who previously worked there either returned home, switched professions, or became unemployed.

Based on a 2005 YPSA survey estimating more than 25,000 labourers working across 70 operational yards in Sitakunda, a proportional estimate suggests that roughly 6,000 workers remain employed across the 17 authorised facilities today. A major factor behind this decline has been the industry's transition toward compliance with regulatory standards.

We spoke to a caretaker of one of the yards that was shut down. The yard where he worked now operates under another company that successfully adapted to IMO standards.

"It was necessary. Many people lost work, but the conditions they worked in previously were inhumane. No one has died in recent years, and workers who are injured now receive adequate compensation. A few people losing their jobs is a small price to pay for all this," said the caretaker, who requested anonymity.

Around Tk2,000 crore was spent to adapt to IMO standards. Not all yards had the financial capacity to make that investment.

Previously, business in this area thrived because of low labour costs and the government's lack of concern for the environmental toll. Developed countries sought convenient and inexpensive options for dismantling ships – now that advantage is gone.

Saiful Islam, a local businessman, used to sell recycled metal sourced from the yards before the pandemic, but with the shutdown of most facilities, that business has stalled. He now works as a watchman for one of the functioning shipyards.

"The ship our yard is currently working on has been here for a year. Before, it took only three to four months to dismantle a ship. They do it much more meticulously now, but the business has largely declined," said Saiful.

Bangladesh is now the second most IMO-compliant ship recycling nation in the world. It holds the same ranking as before – but with a completely different meaning.

That compliance came at a cost. Ship imports have fallen sharply – only 84 ships arrived for recycling in 2025, one of the weakest performances in nearly two decades. The yards that survived are quieter than they once were. A ship that previously took three months to dismantle now takes a year.

The cheap labour that built this industry is no longer its selling point.

For Harikamal and others from the fishing community, however, the transition has brought something back. They have regained their land. Nature has reclaimed parts of the coast, and the Jaladas have been given a chance to return to the sea. Some shipyards still exist, but Harikamal understands the trade-offs.

"It is true that the yards still disrupt the natural environment to some extent, but thousands of people work here," he says.

For now, that is answer enough.

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ৬ জুন ২০২৬

শ্রমের হাট ষষ্ঠীতলা

ভোরে জড়ো হন শ্রমজীবীরা

■ স্টাফ রিপোর্টার, দিনাজপুর

দিনাজপুর রেল স্টেশনের পাশের মোড় ষষ্ঠীতলায় প্রতিদিন সকালে খন্তা-কোদাল নিয়ে হাজির হন একদল মানুষ। দেখলেই বোঝা যায়, তারা শ্রমজীবী। কাজের খোঁজে প্রতিদিন এখানে এসে জড়ো হন। কেউ রঙের কাজ করেন, কেউ-বা ইট গাঁথেন, কেউ কাঠ-ফার্নিচার মেরামতের কাজ জানেন, আবার কেউ মাটি কাটেন। সবাই অপেক্ষায় থাকেন কখন কে কাজ নিয়ে আসবেন। রিকশা-মোটরসাইকেল বা গাড়ি থামলে কিংবা কেউ হেঁটে এলেও অপেক্ষমাণ শ্রমজীবী মানুষেরা ঘিরে ধরেন। জানতে চান, কী কাজ? কাজের কথায় মিলে গেলে শুরু হয় দরদাম। ১০টা পর্যন্ত চলে কাজ নিয়ে দরকষাকষি। এরপর আর কেউ কাজ নিয়ে আসেন না।

সম্প্রতি ষষ্ঠীতলা মোড়ে এক জটলা দেখে কাছে গিয়ে জানা গেল, রামনগর গ্রামের নূর ইসলাম বাড়িতে ইট গাঁথার কাজ করাবেন। তাই রাজমিস্ত্রি খুঁজতে এসেছেন; কিন্তু শ্রমিকের মজুরি ফয়সালা হচ্ছে না। তিনি বলেন, 'জোড়া (শ্রমিক) ১ হাজার ৪০০ টাকা চায়। আমি বলেছি, ১ হাজার ৩০০ টাকা।' এভাবেই প্রতিদিন সকালে দামাদামি করে ঠিক হয় কে কাকে কাজে নেবেন বা কে কার কাজে যাবেন। অন্যদিকে রাজমিস্ত্রিরা বলেন, এখন ধানের সময়, এত কমে কোথাও শ্রমিক পাওয়া যাবে না। তখন নূর ইসলাম জানান, তিনিও একজন শ্রমিক, গাড়ি চালান। জরুরি প্রয়োজন বলেই লোক নিচ্ছেন। এর বেশি দিতে পারবেন না। তবে দুপুরে খাওয়াবেন।

শ্রমিকেরা বলেন, ধানকাটার কাজ করলেও এর চেয়ে বেশি টাকা পাওয়া যায়। তবু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, কাজের জায়গা ও পরিধি দেখে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হবে। দুজন রাজমিস্ত্রি নিয়ে অটোরিকশায় করে নূর ইসলাম চলে যান।

সেখানে ৬০ বছরের আবদুর রাজ্জাক নামে এক শ্রমিক জানালেন, দুই দিন ধরে তিনি কাজ পাচ্ছেন না। বন্যার ভাঙনে পড়ে ১৯৮৫ সালে পাবনা থেকে দিনাজপুর শহরে আসেন। এক রেল কর্মকর্তার বাসায় কাজের সুবাদে রেলের জায়গায় থাকার সুযোগ পেয়েছেন। ঝুপড়িতে থাকেন, ভাড়া লাগে না; কিন্তু কাজ না জুটলে সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়ে। আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'হাত পাতার অভ্যাস নেই, তাই ৬০ বছর বয়সেও কাজ খুঁজি; কিন্তু বয়সের কারণে এখন আর সহজে কেউ কাজে নিতে চায় না।' তিনি জানান, বাড়িঘর ও জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ করতে পারেন। দিনে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা মজুরি পান। তবে সেই আয় দিয়ে এখন আর সংসার চলে না। আক্ষেপ করে তিনি বলেন, 'সব জিনিসের দাম বাড়ে, হামাগো দাম বাড়ে না। পটোল কিনতে গেলে ৭০ টাকা লাগে। এক কোরবানি থেকে আরেক কোরবানি পর্যন্ত গোশত খাওয়া হয় না। কাজ না পেলি কচুর শাক কিনে বাড়ি যাব। ১০টা বাজি গেছে। আজ আর কাজ হবি.না।'

রাজ্জাকের মতো একই অবস্থা এখানকার আরো অনেকের। লিয়াকত আলী ১৫ বছর ধরে এখানে কাজ খুঁজতে আসেন। আরেক শ্রমিক লিয়াকত মিয়া কাজ খুঁজছেন ২০ বছর ধরে। তারা জানান, কোনো দিন কাজ পান, কোনো দিন পান না। সেদিন কাজ না পাওয়ায় শ্রমিক দুলাল মিয়াকেও খুব হতাশ দেখা গেল।

রংমিস্ত্রি জাবেদ হোসেন জানান, ৪০ বছর ধরে তিনি এই কাজ করছেন। আটতলা ভবনে উঠেও রং করতে পারেন। রঙের কাজ না পেলে প্লাস্টারের কাজ করেন। তবে যা আয় হয়, তা দিয়ে চলতে অসুবিধা হয়। বিরল উপজেলা থেকে ভোর ছয়টায় এসে অপেক্ষা করছিলেন আফজাল মিয়া। সেদিনও কাজ পাননি। তার ভাষায়, ঝড়বৃষ্টির কারণে কাজ কম; কিন্তু কাজ না পেলেও সপ্তাহ শেষে কিস্তি দিতে হয়। তাই অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কিছুদিন পর ধানকাটা শুরু হলে সেই কাজে চলে যাবেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দিনাজপুর জেলায় ৩ লাখের বেশি মানুষ কোনো না কোনো সরকারি ভাতা পান। আর জেলা সমাজসেবা কার্যালয় থেকে নবাবগঞ্জ উপজেলার জয়পুর ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ডে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হয়েছে। পাইলট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৫৫৩ জন এই কার্ড পেয়েছেন।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. রোকনুজ্জামানের কাছে শ্রমজীবীদের ফ্যামিলি কার্ড নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আবদুর রাজ্জাকদের এই কার্ড পাওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, এই কার্ড পরিবারের নারীপ্রধানদের দেওয়া হয়; আর নতুন বরাদ্দ না থাকায় নতুন কাউকে কার্ড দেওয়া যাচ্ছে না।

দিনাজপুর : ষষ্ঠীতলা মোড়ে প্রতিদিন সকালে কোনো অটো বা মোটরসাইকেল এসে দাঁড়াতেই হুমড়ি খেয়ে পড়েন কাজের অপেক্ষায় থাকা শ্রমিকেরা —ইত্তেফাক

সোমবার, জুন ৮, ২০২৬ ■ জ্যৈষ্ঠ ২৫, ১৪৩৩ বণিক বার্তা

পাঁচ মাসে (জানুয়ারি-মে) শ্রমিক ছাঁটাইয়ের তথ্য

সূত্র : শিল্পসংশ্লিষ্ট সংস্থা

শিল্পাঞ্চল	কারখানা	ছাঁটাইকৃত শ্রমিক
আশুলিয়া	৩৫	৪,৯৭২
গাজীপুর	৩৩	১,৯৪৬
চট্টগ্রাম	৫	৫১৫
নারায়ণগঞ্জ	৩	১৮
ময়মনসিংহ	১	২৫২
খুলনা	২	৮১
মোট	৭৯	৭,৭৮৪

ঈদের পর কারখানা খুলতেই শিল্প এলাকায় ছাঁটাই তৎপরতা

বিশেষ প্রতিনিধি ■

ঈদুল আজহার ছুটি শেষে কারখানা খোলার পর পরই সাভার-আশুলিয়ার বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা সামনে এসেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছাঁটাই হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান থাকা আল-মুসলিম গ্রুপে। গ্রুপটির তিনটি কারখানা থেকে মোট ১ হাজার ৮৬৮ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শনিবার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদের ঘটনাও ঘটে।

শুধু আল-মুসলিম গ্রুপ নয়, চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে দেশের বিভিন্ন শিল্প এলাকায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। শিল্পসংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত ছয়টি শিল্প এলাকার ৭৯টি কারখানায় মোট ৭ হাজার ৭৮৪ শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছেন। এসব কারখানার অধিকাংশই তৈরি পোশাক খাতের। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছাঁটাই হয়েছে আশুলিয়ায়, যেখানে ৩৫টি কারখানা থেকে ৪ হাজার ৯৭২ শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। গাজীপুরে ৩৩টি কারখানায় ছাঁটাই হয়েছেন ১ হাজার ৯৪৬ শ্রমিক। চট্টগ্রামে পাঁচটি কারখানায় ৫১৫ জন, ময়মনসিংহে একটি কারখানায় ২৫২, খুলনায় দুটি কারখানায় ৮১ ও নারায়ণগঞ্জে তিনটি কারখানায় ১৮ শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছেন। কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলে এ সময়ে কোনো ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেনি।

সাভার-আশুলিয়া এলাকায় শ্রমিক সংগঠনগুলোর তথ্য অনুযায়ী, ঈদকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্প-কারখানা থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। এর মধ্যে উলাইল এলাকার একেএম নিটওয়্যার লিমিটেড থেকে ১ হাজার ২৮৬ জন, রেডিও কলোনি এলাকার প্যাসিফিক ব্লু জিন্স ওয়্যার থেকে ৫২৯ ও আশুলিয়ার আল-মুসলিম অ্যাপারেলস থেকে ৫৩ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। সব মিলিয়ে আল-মুসলিম গ্রুপের তিনটি কারখানা থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে ১ হাজার ৮৬৮ শ্রমিক।

এছাড়া সাঙ্গু টেক্সটাইল থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে ১২৪ শ্রমিককে। জি ম্যাক্স ক্লদিং লিমিটেড থেকে ২০০ জন, পার্ল গার্মেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ৩০০, মাছিহাতা সোয়েটার লিমিটেড থেকে ১০০, এভারবাইট সোয়েটার লিমিটেড থেকে ১০০, গ্লোবাল আউটওয়্যার লিমিটেড থেকে ৭০০ ও টি ডিজাইন লিমিটেড থেকে ১০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিটির কেন্দ্রীয় সভাপতি ফরিদুল ইসলাম *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'শ্রম মন্ত্রণালয় ও বিজিএমইএ সবসময় বলে আসছে ঈদের সময় যেন কোনো শ্রমিক ছাঁটাই না করা হয়। কিন্তু সে নির্দেশনা উপেক্ষা করে অনেক মালিক ব্যক্তিগত স্বার্থে শ্রমিক ছাঁটাই করছেন। এটি অমানবিক। আইনে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিধান থাকলেও এর একটি সময় ও মানবিক বিবেচনার বিষয় রয়েছে।'

আল-মুসলিম গ্রুপের ছাঁটাই প্রসঙ্গে ফরিদুল ইসলাম বলেন, 'এটা নিয়ে আমরাও কাজ করছি। এটি মূলত টার্মিনেশনের আওতায় পড়ে। তবে কর্তৃপক্ষ ঈদের আগে ছাঁটাই সুবিধা দিয়ে শ্রমিকদের বিদায় করেছে।'

অভিযোগের বিষয়ে আল-মুসলিম গ্রুপ ঢাকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল হোসেন অপু *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'বর্তমান বাজার পরিস্থিতি ও কাজের স্বল্পতার কারণে আমরা ১ হাজার ৮০০-এর কিছু বেশি শ্রমিককে ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছি। শ্রম

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

শিল্পসংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ছয়টি শিল্প এলাকার ৭৯টি কারখানায় মোট ৭ হাজার ৭৮৪ শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছেন। এসব কারখানার অধিকাংশই তৈরি পোশাক খাতের এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছাঁটাই হয়েছে আশুলিয়ায়, যেখানে ৩৫টি কারখানা থেকে ৪ হাজার ৯৭২ শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন

শ্রম মন্ত্রণালয় ও বিজিএমইএ সবসময় বলে আসছে ঈদের সময় যেন কোনো শ্রমিক ছাঁটাই করা না হয়। কিন্তু সে নির্দেশনা উপেক্ষা করে অনেক মালিক ব্যক্তিগত স্বার্থে শ্রমিক ছাঁটাই করছেন। আইনে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিধান থাকলেও এর সময় এবং মানবিক বিবেচনার বিষয় রয়েছে

—ফরিদুল ইসলাম, সভাপতি, জাতীয় গার্মেন্টিস শ্রমিক ইউনিটি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ঈদের পর কারখানা খুলতেই

শেষ পৃষ্ঠার পর

আইন অনুসরণ করেই এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের সব পাওনা ২৭ মে বিকাশের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'আমাদের গ্রুপে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ কাজ করে। তিন-চার মাস ধরেই উৎপাদন কার্যক্রম ও কাজের পরিমাণ কমে আসছিল। লো-স্কিলড ৪-৫ শতাংশ কর্মীকে আগেই সম্ভাব্য ছাঁটাইয়ের বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল। করোনাভাইরাস মহামারীর পর থেকে ব্যবসায়িক পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠেছে। গত ৩২ বছরে আমরা এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি। বাজারের বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়েই এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।'

ভবিষ্যতে আরো ছাঁটাই করা হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এ মুহূর্তে আমাদের সে ধরনের কোনো পরিকল্পনা নেই। বাজার পরিস্থিতির উন্নতি হলে এবং ক্রয়াদেশ বাড়লে বর্তমান কর্মী নিয়েই উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে চাই।'

পোশাক খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ব্যবসার পরিস্থিতি এখন কিছুটা খারাপ যাচ্ছে। কেউ মোটামুটি সামলে নিতে পারছে, আবার কেউ পারছে না। আল-মুসলিম গ্রুপে এমনিতেই অনেক শ্রমিক কাজ করেন। ফলে তারা ছাঁটাই করলে সংখ্যাটা বড় হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে আল-মুসলিম ভালো গ্রুপ। বেতন-ভাতা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বা কমপ্লেইন নেই। অনেক শ্রমিক একসঙ্গে ছাঁটাই হওয়ায় বিষয়টি বেশি চোখে পড়ছে। তবে সামগ্রিকভাবে দেখলে বিভিন্ন জায়গাতেই অল্পস্বল্প ছাঁটাই হচ্ছে। আল-মুসলিমের ক্ষেত্রে ১ হাজার ৮০০ জনের মতো ছাঁটাই হওয়ায় সংখ্যাটা বড় মনে হচ্ছে। কিন্তু তাদের মোট শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। এখনো প্রায় ২৮ হাজার শ্রমিক সেখানে কর্মরত। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের সব বেনিফিট ও প্রাপ্য পরিশোধ করছে।

বিজিএমইএর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইনামুল হক খান বাবলু বণিক বার্তাকে বলেন, 'কেউ তো ইচ্ছাকৃত শ্রমিক ছাঁটাই করে না। ব্যবসার অবস্থা খারাপ এটা সত্য কথা। আমরা সবসময় বলি, ছাঁটাই করতে হলে করো, কোনো সমস্যা নেই; কিন্তু সবার প্রাপ্য পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। আল-মুসলিম এ বিষয়ে সম্মত হয়েছে এবং তারা যথাযথভাবে সবকিছু করছে। তাই তাদের ব্যাপারে বিজিএমইএর কোনো আপত্তি বা ইস্যু নেই। এ ধরনের ঘটনা শুধু একটি কারখানায় নয়, বিভিন্ন কারখানায় কিছু কিছু হচ্ছে। কেউ হয়তো ১০০, কেউ ১৫০ শ্রমিক ছাঁটাই করছে। সেগুলো হয়তো ততটা আলোচনায় আসছে না। তবে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করে বিদায় দেয়া হচ্ছে। আগামী দিনে পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে বলেই আমরা আশঙ্কা করছি। যে ইঙ্গিতগুলো দেখছি, তা খুব একটা সুখকর নয়। পরিস্থিতি কিছুটা খারাপ দেখছি। আমরা চাই সবাই টিকে থাকুক। টিকে থাকার জন্য যদি কেউ মনে করে কিছু শ্রমিক কমিয়ে প্রতিষ্ঠানকে শক্ত অবস্থানে রাখতে হবে, সেটি তাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু যার যা পাওনা, তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। পরিস্থিতি দুঃখজনক, কিন্তু এটাই বাস্তবতা।'

শ্রমিক ছাঁটাই পরিস্থিতি নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি গাজী জসীম উদ্দিন বণিক বার্তাকে বলেন, 'যেসব কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, সেখানে মালিক পক্ষ শ্রম আইন অনুযায়ী নোটিস দিচ্ছে এবং শ্রমিকদের প্রাপ্য পাওনা পরিশোধ করেই ছাঁটাই কার্যক্রম সম্পন্ন করছে বলে আমরা জেনেছি। তবে অনেক শ্রমিকের অভিযোগ, ঈদের ছুটিতে যাওয়ার পর ফিরে এসে তারা চাকরি হারানোর বিষয়টি জানতে পারছেন। মূলত চাকরি হারানোই তাদের বড় উদ্বেগের কারণ।'

যেসব এলাকায় শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে বা এমন পরিস্থিতি তৈরির আশঙ্কা রয়েছে, সেখানে শিল্প পুলিশ নজরদারি ও মোতায়েন জোরদার করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'কোথাও যাতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, সেজন্য আমরা কাজ করছি। একই সঙ্গে প্রয়োজন হলে মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে সমন্বয় ও মধ্যস্থতার ভূমিকাও পালন করছি।'

(প্রতিবেদনটি তৈরিতে সহায়তা করেছেন সাভার-আশুলিয়া প্রতিনিধি)

কালের কণ্ঠ

। সোমবার । ৮ জুন ২০২৬

বেতন বকেয়া রেখে কারখানা বন্ধ, বেকার ৮ শতাধিক শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুরের কাশিমপুরের মাধবপুর এলাকার কোরটেক্স অ্যাপারেলস কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। ঈদুল আজহার ছুটি শেষে গতকাল রবিবার কাজে যোগ দিতে এসে প্রধান ফটকে কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। কারখানা কোরটেক্স অ্যাপারেলস গ্রিন সার্টিফায়েড এবং শতভাগ রপ্তানিমুখী। কারখানা বন্ধ হওয়ায় সাময়িকভাবে বেকার হয়েছেন ৪৭৮ জন নারীসহ আট শতাধিক শ্রমিক ও কর্মচারী।

শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের ১৫ দিনের বকেয়া বেতন-ভাতা ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করেই হঠাৎ করে কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে তাঁরা পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। নোটিশে কারখানা বন্ধের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'পর্যাপ্ত রপ্তানির আদেশের অভাব, কাঁচামাল সংকট ও জ্বালানি বিদ্যুতের অভাবে কারখানার স্বাভাবিক উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়া।' বন্ধকালীন শ্রম আইন অনুযায়ী ভাতা প্রদানের বিষয়টিও নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২-এর উপপরিদর্শক (এসআই) ইব্রাহিম বলেন, সকালে শ্রমিকদের উত্তেজিত হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং তাঁদের শান্ত থাকার অনুরোধ জানানো হয়। বিষয়টি নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।

NEW AGE TUESDAY, JUNE 9, 2026,

Leather sector to get inter-bond transfer facility, central warehouse

Staff Correspondent

THE government has planned to provide the country's leather sector with facilities similar to those enjoyed by the readymade garment industry, including inter-bond transfer facilities and compliance-related support, in a bid to enhance the industry's global competitiveness.

The file photo shows a worker arranges hides at a tannery in the capital. — Sony Ramani

Commerce minister Khandaker Abdul Muqtadir informed the Jatiya Sangsad on Monday that a range of measures had been undertaken to promote leather exports and support the sector's development.

Replying to a written question from Sylhet-5 lawmaker Mohammad Abul Hassan during the second day of the second session and first budget session of the 13th Jatiya Sangsad, the minister outlined 23 initiatives aimed at enhancing the competitiveness, productivity and export performance of the country's leather and leather goods industry.

To ensure easier access to raw materials and significantly reduce lead times, the government has taken steps to establish a central bonded warehouse for the sector.

The minister said that compliant footwear and leather goods factories would be placed under the green channel, while tannery owners and exporters without tanneries would continue to receive facilities to import essential chemicals at flat-rate or duty-free rates.

The government is also providing policy support for the rescheduling of loans for distressed leather factories and has launched initiatives to boost productivity and product development to enhance the international competitiveness of leather and leather products, he said.

According to the minister, efforts are under way to encourage domestic production of chemicals required for leather processing, footwear components and various accessories used in the leather industry.

Foreign direct investment and joint venture projects in these areas will also be promoted, he said.

The commerce minister said that the leather sector business promotion council would take necessary steps for the industry's development.

He said that the government was also working to simplify and modernise bonded warehouse facilities and duty drawback mechanisms for export-oriented leather industries to improve efficiency and competitiveness.

As part of a broader development strategy, research activities will be strengthened to improve product quality, technological capabilities and product diversification, the minister said.

He said that a comprehensive action plan would be implemented to support balancing, modernisation, rehabilitation and expansion activities across the sector.

Muqtadir also highlighted the implementation of the Leather Sector Export Development Roadmap and the establishment of a Technology Centre, alongside financial support from the export readiness fund to help factories of all sizes undertake export-related reforms.

Other measures include establishing advanced laboratories and service centres to ensure product quality, providing domestic and overseas training for entrepreneurs, encouraging the use of environmental-friendly chemicals, strengthening quality testing systems, improving business relations between tannery owners and agents and promoting the production of finished leather instead of exporting semi-processed crust leather.

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ৯ জুন ২০২৬, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

‘এখন কাজকাম কম, চলাটা কঠিন’

মানুষের কথা

মো. মামুন, ঢাকা

রাজধানীর মিরপুরের কালসী সড়কের শেষ মাথার ফুটপাতের বিদ্যুতের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন নমিতা দাস। কোলের ওপর দুই হাত, চোখ সড়কের দিকে। কেউ আসবে কি না, কেউ ডাকবে কি না—এই প্রতীক্ষাই কাটে তাঁর প্রতিদিনের সকাল। প্রায় ২০ বছর এই একই অপেক্ষা তাঁর।

মিরপুর ১১-সংলগ্ন কালসী সড়কের এই প্রান্তটুকু ‘পূরবী লেবার মার্কেট’ নামে পরিচিত। প্রায় তিন দশক এই হাটে শ্রম বিক্রি করতে আসেন ছিন্নমূল মানুষেরা। নামে বাজার হলেও আসলে এটি একটি জীবন ও জীবিকার হাট—যেখানে মানুষ আসেন নিজেদের শ্রম বেচতে। রাজমিস্ত্রি, দিনমজুর, রংমিস্ত্রি, স্যানিটারি মিস্ত্রি থেকে শুরু করে ধোয়ামোছার কাজের জন্যও সবাই এখানে ভোর থেকে অপেক্ষায় থাকেন। কাজ পেলে যান, না পেলে ফিরে যান। পূরবী ছাড়াও মিরপুর ১ চত্বরসংলগ্ন ফুটপাত, ফকিরাপুল পানির ট্যাংক-সংলগ্ন সড়কেও বসে এমন শ্রম বিক্রির হাট।

গত শনিবার সকালে যখন এই প্রতিবেদক সেখানে যান, তখন ঘড়িতে সকাল সাতটা বাজে। এর আগেই ভোর থেকেই ফুটপাতজুড়ে জমে গেছে ভিড়। কারও হাতে কোদাল, কাঁধে গামছা, কেউ শুধু দাঁড়িয়ে। কাজের বাজারে নিজেকে দৃশ্যমান রাখাটাই এখানকার মূল কৌশল। সাধারণত সকাল ১০টা পর্যন্ত চলে এই শ্রমের বেচাকেনা, যাঁরা শ্রম বিক্রি করতে পারেন না, তাঁরা এরপর ফিরে যান।

নমিতা দাসের বয়স ৫০। খুলনার পাইকগাছা এলাকা থেকে ঢাকায় এসেছিলেন প্রায় ৩০ বছর আগে। তখন সংসারে অভাব ছিল, এখনো আছে। কালসীসংলগ্ন বস্তিতে টিনশেডের একটি ঘরে ভাড়া থাকেন, মাস শেষে তাঁর জন্য বাসাভাড়া গুনতে হয় চার হাজার টাকা। স্বামী বিভিন্ন স্থানে পায়ে হেঁটে মুচির কাজ করেন। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে। দুই ছেলে আছে; তাঁরা নাপিতের কাজ করেন। ৩০ বছরের পরিশ্রমে জীবনে কোনো স্থায়িত্ব এসেছে কি না জিজ্ঞেস করলে একটু চুপ করে থাকলেন। নমিতার বয়ানে অভিযোগ নেই। ক্ষোভ নেই। আছে শুধু দীর্ঘ ক্লান্তি, আর না পাওয়ার আক্ষেপ। তিনি প্রথম আলোকে বললেন, ‘কোনো রকমে আছি বাবা। অবস্থার কোনো উন্নতি নেই, এখন কাজকাম কম। চলাটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে।’

নমিতার পাশেই বসে ছিলেন ৪০ বছর বয়সী শেফালী দাস। তিনি সাতক্ষীরার আশাশুনি এলাকার মানুষ। প্রায় ২০ বছর নির্মাণাধীন বাসাবাড়িতে ধোয়ামোছা, ইট ভাঙা আর পুটিংয়ের কাজ করেন। ছোট তিন সন্তান, আর স্বামী একটি দোকানে কাজ করেন। এ মাসের বাসাভাড়া এখনো বাকি বলে প্রথম আলোকে জানালেন তিনি। বললেন, বাড়িওয়ালা ভালো মানুষ বলে এখনো কিছু বলেননি। কথা শেষ

কাজ পাওয়ার জন্য ফুটপাতে অপেক্ষা করছেন নমিতা দাস (বাঁয়ে) ও নুরুন্নাহার বেগম। গতকাল সকালে রাজধানীর মিরপুরের কালশীতে। ছবি : খালেদ সরকার

কাজ পাওয়ার জন্য ফুটপাতে অপেক্ষা করছেন চন্দ্রবানু। গতকাল সকালে রাজধানীর মিরপুরের কালশীতে। ছবি : প্রথম আলো

হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন নিয়োগদাতা এলেন—খোয়া ভাঙার কাজ, মজুরি ৬০০ টাকা। শেফালী তাঁর সঙ্গে উঠে চলে গেলেন।

কিন্তু এই স্বস্তি সবার কপালে জোটে না। একটু দূরে একা বসে ছিলেন নুরুন্নাহার বেগম, বয়স ৬০। ভোলার দৌলতখানের মানুষ। ২৫ বছর আগে তাঁর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে চলে যান। সেই থেকে একাই লড়ছেন। ২৫-৩০ টাকার মজুরিতে এই হাটে কাজ শুরু করেছিলেন, এখন মজুরি বেড়েছে, কিন্তু কাজ কমেছে। কাজ কেমন চলছে জিজ্ঞেস করলে একটু থেমে বললেন, ‘কাজ নেই। দুই দিন কাজ পাইছি। চলতে বহুত কষ্ট হয়।’ এর বেশি আর বলার ভাষা খুঁজে পেলেন না তিনি।

বয়স্কদের অপেক্ষা

এই হাটের সবচেয়ে বেদনার দৃশ্য বয়স্কদের অপেক্ষা। ৭০ বছরের চন্দ্রবানু বরিশালের আমতলী থেকে এসেছেন। পুটিং আর খোয়া ভাঙার কাজ করেন তিনি। স্বামী বয়সের ভারে রাজমিস্ত্রির কাজ ছেড়েছেন, সংসারের হাল এখন তাঁর হাতে। কালসীর বস্তিতে কাঠের ঘরে থাকেন, ভাড়া দুই হাজার। ঈদের পর চার-পাঁচ দিন কাজ পেয়েছেন—বাকি দিনগুলো শূন্য। বললেন, ‘এক দিন কাজ পাইলে, পাঁচ দিন হয় না। গরিবেগো শান্তি নাই। কোনোমতে আছি।’

প্রায় একই বয়সী আছিয়া বেগম কুমিল্লার দাউদকান্দির মানুষ। তিনি এসেছেন আরও ভারী বোঝা নিয়ে। তাঁর দুই ছেলে-মেয়ে মারা গেছেন সাত বছরের মধ্যে, স্বামীও মারা যান ১৫ বছর আগে। মিরপুর ১১-এর জে ব্লক এলাকায় সাড়ে চার হাজার টাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন একা। ঈদের পর দুই দিন কাজ পেয়েছেন। বললেন, ‘কষ্ট করে চলতে হয়। দেখার তো কেউ নাই।’

দোকানে বাকি করেই চলছে

শ্রম বিক্রির এই হাটে পুরুষেরাও কম বিপদে নেই। জুবায়ের হোসেন, সিলেটের বিশ্বনাথের ছেলে। ইতালি যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন একসময়। সেই চেষ্টা করতে গিয়ে আটকা পড়ে ফেরত এসেছেন। এরপর তিন বছর ধরে রাজমিস্ত্রির কাজ করছেন। পল্লবীতে থাকেন। বাসাভাড়া সাত হাজার। সঙ্গে স্ত্রী ও চার বছরের ছেলে। ঈদের পর এক দিনও কাজ পাননি। বললেন, ‘কাজ কমে গেছে। এভাবে থাকলে গরিব মানুষ মরে যাবে।’

প্রভাত বর্মনের বয়স ৫৯, কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ থেকে এসেছেন। মাটি কাটার কাজ করেন ২০ বছর ধরে। একসময় কিশোরগঞ্জের হাওর অঞ্চলে মাছ ধরতেন। জানালেন, ঈদের পর একটি দিনও কাজ পাননি, দোকানে বাকি করেই চলছে তাঁর সংসার।

গায়ে সাদা টি-শার্টে ময়লা জমেছে, পরনে লুঙ্গি আর কোমরে গামছা বাঁধা। প্রভাত বর্মন প্রথম আলোকে বলেন, ‘আগের মতো কাজ নেই। বাজারে জিনিসপত্রের যা দাম, সংসার চালানো অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে। দোকানে অনেক টাকা বাকি হয়েছে।’

কাল সকালে আবার আসব

সকাল ৯টার দিকে একজন নিয়োগদাতা এলেন—দেয়াল ভাঙার কাজ, দুজন লাগবে, মজুরি ৭০০ টাকা। মুহূর্তেই ঘিরে ধরলেন ১০-১২ জন। দুজন বেছে নিয়ে চলে গেলেন তিনি। বাকিরা আবার কাজ পাওয়ার আশায় ফিরে গেলেন ফুটপাতে।

তখনো ফুটপাতে বসে ছিলেন কোহিনুর বেগম, বয়স ৪৫। ১৪ বছর আগে স্বামী বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। মানসিক ভারসাম্যহীন বড় মেয়েকে নিয়ে মিরপুরে থাকেন, বাসাভাড়া সাড়ে ছয় হাজার। কীভাবে চলছে জিজ্ঞেস করলে বললেন, ‘আল্লায় চালায় নেয়। কপালডা হইছে খারাপ, করার কিছু নাই।’

ঘড়ির কাঁটায় ১০টা পেরিয়ে যাওয়ার পর রোদ চড়ে গেছে। পূরবী লেবার মার্কেটের ফুটপাতে তখনো কয়েকজন বসে আছেন। তাঁদের শ্রম কেউ কিনতে আসেনি। ফুটপাত থেকে উঠতে উঠতেই জুবায়ের হোসেন বললেন, ‘কাল সকালে আবার আসব। দেখি কাজ পাই কি না।’ যেন এই আসা-যাওয়াই তাঁদের জীবন।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ৯ জুন ২০২৬, ২৬ জৈ

দা-কাস্তে বানিয়ে এখন আর জীবন চলে না শ্রীবাসের

মানিকগঞ্জ

শ্রীবাস দাসের বয়স এখন ৬৭ বছর। জীবনের প্রায় ৪৫ বছর তিনি কাটিয়েছেন আগুনের ভাট্টি, হাতুড়ি আর লোহা পেটানোর শব্দের মধ্যে।

আব্দুল মোমিন, মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জ পৌর এলাকার বড় সরুন্ডি গ্রামের বাসিন্দা শ্রীবাস দাসের বয়স এখন ৬৭ বছর। জীবনের প্রায় ৪৫ বছর তিনি কাটিয়েছেন আগুনের ভাট্টি, হাতুড়ি আর লোহা পেটানোর শব্দের মধ্যে। একসময় তাঁর তৈরি দা, কাস্তে ও কৃষিকাজের নানা সরঞ্জামের ব্যাপক চাহিদা ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজের ব্যস্ততায় দম ফেলারও সময় মিলত না। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সেই ব্যস্ততা এখন অনেকটাই স্মৃতি। কাজ কমে যাওয়ায় আয়ও কমেছে, আর তাতে সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠেছে।

গত রোববার দুপুরে বড় সরুন্ডি গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, পূর্ব দাশড়া-বকজুরী সড়কের পাশে টিনের ছাউনি দেওয়া ছোট একটি কামারশালায় বসে কাজ করছেন শ্রীবাস দাস। সামনে কয়লার চুল্লি, পাশে হাতুড়ি, সাঁড়াশি ও নানা সরঞ্জাম। আগুনে লোহা লাল করে সেটিকে পিটিয়ে প্রয়োজনীয় আকার দিচ্ছেন তিনি। বয়সের ভারে শরীর নুয়ে এলেও পেশার প্রতি তাঁর ভালোবাসা কমেনি।

শ্রীবাস দাস বলেন, তরুণ বয়সে তিনি মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকার দলিল মার্কেটের সামনে কামারের কাজ শুরু করেন। পরে বাসস্ট্যান্ডের পদ্মা পাম্পের পাশে এবং এরপর পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) সামনে প্রায় ২০ বছর কাজ করেছেন। পাঁচ বছর আগে বয়স ও সুবিধার কথা বিবেচনা করে বাড়ির কাছেই বড় সরুন্ডি গ্রামে ছোট একটি কর্মশালা গড়ে তোলেন।

অতীতের কথা স্মরণ করে শ্রীবাস দাস বলেন, 'আগে ভাপি দিয়ে বাতাস চালিয়ে কয়লার আগুন জ্বালাতাম। তখন বিদ্যুতের সুবিধা ছিল না। দিনভর কাজ করেও অর্ডার শ্যাষ করবার পারতাম না। কৃষকেরা দা, কাঁচি (কাস্তে), কোদাল বানানোর জন্য লাইন দিয়া অপেক্ষা করত।'

নিজ হাতে তৈরি একটি দা বানাতে শ্রীবাসের বর্তমানে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা খরচ হয়। কাস্তে তৈরির মজুরি ৩০০ টাকা। দা শাণ বা ধার করতে নেন ১০০ টাকা, আর কাস্তে ধার করতে ৪০ থেকে ৫০ টাকা। তবে কাজের পরিমাণ আগের মতো নেই। ফলে আয়ও কমেছে।

শ্রীবাস দাস বলেন, 'আগে প্রতিদিন ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা আয় হইত। সংসারের জিনিসপত্রের দামও কম আছিল। তখন সংসার ভালোই চলত। এহন ৩০০ থেকে ৪০০ টাকার বেশি আয় হয় না। আবার কোনো কোনো দিন বইস্যা থাকতে হয়। মানুষ এহন-বাজার থেইক্যা তৈরি দা-কাঁচি কিনে নেয়। তাই কামারের কাছে আগের মতো আসে না। এহন আয় কমে গেছে। চাল, ডাল থেইক্যা সব জিনিসপত্রের বাজারদর বাড়ছে; এহন খরচ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ছে।'

কামারশালার কাছেই শ্রীবাস দাসের বাড়ি। স্ত্রী অঞ্জলী দাস দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর সংগ্রামের সঙ্গী। তিনি বলেন, 'এই কাজ কইরাই আমাগো সংসার চলেছে। পোলাপানগো বড় করেছি। এহন পোলাপানের আলাদা সংসার, ওগোই সংসার চলে না; আমাগো কেমনে দিব।'

শ্রীবাস ও অঞ্জলী দম্পতির দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে প্রকাশ দাস একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। ছোট ছেলে প্রবীর দাস টাইলসমিস্ত্রির সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। একমাত্র মেয়ে অনিতা দাসের বিয়ে হয়েছে আট বছর আগে। ছেলেরা নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বাবাকে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করার চেষ্টা করেন।

পাশের বকজুরী গ্রামের কৃষক খোরশেদ আলী লোহার টুকরা নিয়ে শ্রীবাস দাসের কর্মশালায় এসেছেন কাস্তে তৈরি করতে। তিনি বলেন, 'বাজারে কেনা কাঁচিতে লোহা ভালো না, ধার থাহে না। বানাইনা কাঁচির ধার অনেক দিন যায়।'

তবে কদর কমে গেলেও শ্রীবাস দাস আশা ছাড়েননি। প্রতিদিন সকালে কর্মশালার দরজা খুলে আগুন জ্বালান। কেউ দা ধার করাতে আসেন, কেউ কাস্তে বানাতে দেন। কাজ কম হলেও তিনি মনোযোগ দিয়ে করেন। কারণ, এই কাজই তাঁর পরিচয়, এই কাজই তাঁর জীবনের অবলম্বন।

জলবায়ু পরিবর্তনে বছরে ক্ষতি ২৫ কোটি কর্মঘণ্টা

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । মঙ্গলবার । ৯ জুন ২০২৬

■ হুমকিতে কর্মসংস্থান স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশ বর্তমানে বহুমাত্রিক জলবায়ু সংকটের মুখোমুখি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ কোটি কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১৭৮ কোটি মার্কিন ডলার, যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ০.৪ শতাংশ। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, পরিবেশগত অবক্ষয় এবং জ্বালানি নিরাপত্তাহীনতার কারণে কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে এবং কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ লাখ কর্মসংস্থান হারিয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করেন বক্তারা।

গতকাল সোমবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় এই উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরা হয়। 'জলবায়ু সংকট ও কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ : টেকসই ও ন্যায্য বাংলাদেশের পথে যাত্রা' শীর্ষক এই আলোচনার আয়োজন করে ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স ফর জাস্ট ট্রানজিশন বাংলাদেশ (এনএজেটিবি)।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় বিএলএফ প্রোগ্রাম অফিসার মো. জুবায়ের আলম জানান, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘ ও তীব্র তাপপ্রবাহের মুখোমুখি হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ২০২৬ সালেও বেশির ভাগ অঞ্চলে তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রির ওপরে রয়েছে। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা আগামী জুন-আগস্টে ৮০ শতাংশ সম্ভাবনায় এল নিনো পরিস্থিতির পূর্বাভাস দিয়েছে।

আলোচনাসভায় বক্তব্য দেন বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের সভাপতি সৈয়দ সুলতান উদ্দিন, প্রধান সমন্বয়ক এন আহম্মদ, ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স ফর জাস্ট ট্রানজিশন বাংলাদেশের সমন্বয়ক নুরুল আমিন, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) কুতুবুদ্দিন আহমেদ, ইন্ডাস্ট্রি অল বাংলাদেশ কাউন্সিলের (আইবিসি) আবুল কালাম আজাদ এবং ইয়ুথনেট গ্লোবালের নির্বাহী সমন্বয়কারী সোহানুর রহমান।

DHAKA TUESDAY JUNE 9, 2026
JAISHTHA 26, 1433 BS
The Daily Star

10-member panel formed to modernise tea sector

STAR BUSINESS DESK

A 10-member committee has been formed to support the development, modernisation, and standardisation of Bangladesh's tea industry through coordinated policy and technical interventions.

According to an official notification, the committee has been constituted with representatives from key government bodies, regulatory agencies, and stakeholders in the tea sector to strengthen research, planning, and institutional capacity within the industry.

The committee is headed by Mamun Rashid, chairman of the publicly traded National Tea Company Limited and president of the business-to-business commerce platform ShopUp, who will serve as its convener.

It also includes representatives from the Bangladesh Tea Board, officials from relevant ministries, and experts involved in tea production, processing, and export.

The committee comprises officials from institutions such as the Ministry of Commerce, the Bangladesh Tea Research Institute, and other regulatory and technical bodies linked to the sector.

Representatives from trade and industry associations, including the Tea Traders Association of Bangladesh, have also been included to ensure private-sector participation.

In addition, a representative of National Tea Company has been appointed member secretary.

The committee is expected to provide policy recommendations and help formulate a coordinated roadmap for the sector's long-term development.

It has also been tasked with reviewing existing challenges in the tea industry, identifying opportunities for improvement, and proposing measures to enhance productivity, quality standards, and the global competitiveness of Bangladeshi tea.

প্রথম আলো
বুধবার, ১০ জুন ২০২৬, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

লেনদেনে ফিরছে আল-আরাফাহ্ ব্যাংক | রেকর্ড তারিখ শেষে আজ শে… স্বাভাবিক লেনদেনে ফিরছে

বাড়তি বেতনের জন্য বরাদ্দ ৩৫,০০০ কোটি টাকা

সরকারি চাকরিজীবী

আগামী ১ জুলাই থেকে সরকারি চাকরিজীবীরা সুপারিশ করা মূল বেতনের ৫০ শতাংশ পাবেন। বাকি ৫০ শতাংশ পাবেন পরের অর্থবছরে।

ফখরুল ইসলাম, ঢাকা

সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য নতুন বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ থাকছে। আগামী ১ জুলাই থেকে সরকারি চাকরিজীবীরা বেতন কমিশনের সুপারিশ করা মূল বেতনের ৫০ শতাংশ পাবেন। বাকি ৫০ শতাংশ পাবেন পরের অর্থবছরে। তার পরের অর্থবছরে পাবেন বিভিন্ন ভাতা, অর্থাৎ ২০২৮-২৯ অর্থবছর থেকে বেতন-ভাতা সবই পাবেন সরকারি কর্মচারীরা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

১১ জুন জাতীয় সংসদে নতুন অর্থবছরের জন্য ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট পেশ করবেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বাজেট বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতন-ভাতা নিয়ে কথা বলবেন।

গত ১৭ মে প্রথম আলোকে অর্থমন্ত্রী বলেন, অর্থনীতির অবস্থা খারাপ, মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) তুলনায় রাজস্ব আদায় পরিস্থিতিও খারাপ। ফলে অনেক কিছু বাদ ও কাটছাঁট করতে হচ্ছে। তার মধ্যেও নতুন বেতনকাঠামোর দিকটা দেখতে হচ্ছে।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা বাবদ বরাদ্দ রয়েছে ৮৪ হাজার ১১৪ কোটি টাকা। নতুন বেতন কমিশন সুপারিশ করেছিল, আগামী অর্থবছরের সরকারি চাকরিজীবীদের বাড়তি বেতন-ভাতার জন্য বাড়তি লাগবে ১ লাখ ৬ হাজার কোটি টাকা। কমিশনের সুপারিশ আগামী অর্থবছরে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা দিতেই ব্যয় হবে ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। এ কারণে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পথ বেছে নিয়েছে সরকার।

গত বছরের ২৭ জুলাই সাবেক অর্থসচিব জাকির আহমেদ খানের নেতৃত্বে ২৩ সদস্যবিশিষ্ট নবম জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে সরকার। কমিশন গত ২১ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির সুপারিশসংবলিত কমিশনের প্রতিবেদন জমা দেয়।

> **সরকারের রাজস্ব আদায়ের যে পরিস্থিতি, তাতে এক অর্থবছরে সুপারিশ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়। সরকার যেভাবে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে, সেটা ঠিকই আছে।**
>
> **মাহবুব আহমেদ**, সাবেক অর্থসচিব

গত ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেয় বিএনপি সরকার। এরপর নতুন বেতনকাঠামো বাস্তবায়নে গত ২৩ এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গণির নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটি তিন ধাপে বেতনকাঠামো বাস্তবায়নের সুপারিশ করে। অর্থ বিভাগের সূত্রগুলো জানায়, সরকার শেষ পর্যন্ত এ সুপারিশ আমলে নিচ্ছে।

গত মাসে সচিবালয়ে বাজেট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর বৈঠকে তিন ধাপে নতুন বেতনকাঠামো বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দেন বলে জানা গেছে।

কমিটির সুপারিশ কী

সরকারি চাকরিজীবীদের মূল বেতন (বেসিক) সর্বনিম্ন ১০০ থেকে সর্বোচ্চ ১৪০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে নবম জাতীয় বেতন কমিশন। কমিশন বর্তমানের সর্বনিম্ন গ্রেডে মূল বেতন ৮ হাজার ২৫০ থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করার সুপারিশ করেছে। আর প্রথম গ্রেডের মূল বেতন ৭৮ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকার সুপারিশ করেছে। বিদ্যমান ২০টি গ্রেডেই বহাল রাখা হয়েছে কমিশনের সুপারিশে। এর বাইরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব এবং সিনিয়র সচিবদের জন্য আলাদা একটি ধাপ বা গ্রেড তৈরি করবে অর্থ বিভাগ।

সাবেক অর্থসচিব মাহবুব আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, সরকারের রাজস্ব আদায়ের যে পরিস্থিতি, তাতে এক অর্থবছরে সুপারিশ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়। সরকার যেভাবে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে, সেটা ঠিকই আছে।

আরও যেসব সুপারিশ

কর্মরত সরকারি চাকরিজীবীদের পাশাপাশি পেনশনভোগীদের পেনশনের হারও শতভাগের বেশি বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশে বলা হয়েছে, মাসে ২০ হাজার টাকার কম পান, এমন পেনশনভোগীদের পেনশন ১০০ শতাংশের মতো বৃদ্ধির। তবে যাঁরা মাসে ২০ থেকে ৪০ হাজার টাকা পেনশন পান, তাঁদের পেনশন ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। আর যাঁরা মাসে ৪০ হাজার টাকার বেশি পেনশন পান, তাঁদের পেনশন বাড়তে পারে ৫৫ শতাংশ পর্যন্ত।

এদিকে ৭৫ বছরের বেশি বয়সী পেনশনধারীদের চিকিৎসা ভাতা ১০ হাজার টাকা করার সুপারিশ করা হয়েছে। আর ৫৫ থেকে ৭৪ বছর বয়সী পেনশনভোগীদের জন্য চিকিৎসা ভাতা সুপারিশ করা হয় ৮ হাজার টাকা। ৫৫ বছরের কম বয়সীদের চিকিৎসা ভাতা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে ৫ হাজার টাকা। এ ছাড়া বেশি বেতনের সরকারি চাকরিজীবী, অর্থাৎ প্রথম থেকে দশম ধাপ পর্যন্ত চাকরিজীবীদের বাড়িভাড়া তুলনামূলক কম হারে বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। ১১ থেকে ২০তম ধাপে বাড়িভাড়ার হার তুলনামূলক বেশি বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।

সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার, যিনি গত অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টাও ছিলেন—এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা দরকার, এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। সুপারিশ অনুযায়ী আগামী অর্থবছর থেকে পুরোটা বাস্তবায়ন করা গেলে ভালো হতো। কিন্তু সরকারের আয়ের যে অবস্থা, এবার অন্তত তা সম্ভব হবে না।

আলী ইমাম মজুমদার বলেন, 'পেনশনধারী হিসেবে আমি ৩৪ হাজার টাকা পাই মাসে। এ টাকা ওষুধ কেনার পেছনেই ব্যয় হয়ে যায়। ২০২৭-২৮ অর্থবছর থেকে সরকার নতুন বেতনকাঠামো পুরোপুরি বাস্তবায়ন করবে, এটা আশা করছি।'

শোভন কাজ

দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১০ জুন ২০২৬

মো. শওকত আকবর

ফ্যামিলি কার্ডের রূপান্তর

শ্রমজীবী মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা ও একটি প্রস্তাবনা

শহরাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ—যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল থাকে, তারা প্রতিনিয়ত পুষ্টিহীনতা এবং তীব্র খাদ্যনিরাপত্তার ঝুঁকিতে থাকেন। বাজারে ভেজাল খাদ্যের আধিক্য এবং ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের কারণে একজন দিনমজুর বা রিকশাচালকের পক্ষে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় ২ হাজার ৫০০ থেকে ৩ হাজার কিলো ক্যালোরি সমৃদ্ধ সুষম খাবার গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সঙ্গে, হাড়ভাঙা খাটুনির পর বাসায় ফিরে রান্নার জ্বালানি খরচ এবং শারীরিক ক্লান্তি তাদের জীবনকে আরো দুর্বিষহ করে তোলে। এই বহুমুখী সংকট সমাধানে সরকার প্রদত্ত বিদ্যমান 'ফ্যামিলি কার্ড' ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের কোনো অতিরিক্ত বাজেট ছাড়াই আমরা ভিন্ন আঙ্গিকে একটি বৈপ্লবিক, সাশ্রয়ী ও সহজে বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাব পেশ করতে চাই।

এই প্রস্তাবিত মডেলের মূল লক্ষ্য হলো শ্রমজীবীদের পারিবারিক চুলা জ্বালানোর খরচ ও রান্নার ক্লান্তি শূন্যে (০ শতাংশ) নামিয়ে আনা এবং সম্পূর্ণ দেশীয়, ঐতিহ্যবাহী ও শতভাগ ভেজালমুক্ত খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে তাদের দীর্ঘমেয়াদি পুষ্টি নিশ্চিত করা। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মতামতের আলোকে এটি স্পষ্ট যে, এই মডেলের আওতায় একজন ফ্যামিলি কার্ডধারী দৈনিক মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে প্রায় ২ হাজার ৯৪০ কিলো ক্যালোরি সমৃদ্ধ তিন বেলার সম্পূর্ণ খাবার পেতে পারেন। লজিস্টিকসের ঝামেলা এড়াতে এবং পয়েন্টগুলোতে ভিড় কমাতে এখানে কোনো বসে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না, বরং এটি হবে একটি সম্পূর্ণ 'টেক-অ্যাওয়ে' বা হাতেনাতে খাবার সংগ্রহের মডেল। সকালের খাবারের (আনুমানিক (৭১৫ ক্যালোরি) জন্য থাকবে সহজে হজমযোগ্য পান্তাভাত, সেদ্ধ ডিম (সেদ্ধ ডিমের বিকল্প এক মুঠো ভাজা বা সেদ্ধ ছোলা/ডাল অথবা দুই টুকরো গরুর মাংস হতে পারে) ও আলুভর্তা। যা শ্রমিক আগের দিন রাতে নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে রান্না করা ভাত ও সেদ্ধ ডিম/এক মুঠো ভাজা বা সেদ্ধ ছোলা/ডাল/দুই টুকরো গরুর মাংস ও আলুভর্তা, বাটিতে করে বাড়ি নিয়ে যাবেন এবং ঘরে শুধু ভাতে পানি দিয়ে রাখবেন। এতে লজিস্টিকস খরচ এক ধাক্কায় শূন্যে নেমে আসবে। দুপুরের খাবারের (আনুমানিক ১ হাজার ১৮০ ক্যালোরি) জন্য তারা পাবেন সম্পূর্ণ শুকনো ও পুষ্টিকর স্ন্যাকস, যা সেন্ট্রাল কিচেন থেকে প্যাকেটজাত হয়ে আসবে। এর মধ্যে থাকবে দেশীয় চিড়া বা মুড়ি, খাঁটি গুড়, তিনটি আমদানিকৃত প্রিমিয়াম খেজুর এবং একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রোটিন বিস্কুট। এই শুকনো খাবারটি নষ্ট হওয়ার কোনো ভয় নেই এবং শ্রমিকরা কাজের ফাঁকে যে কোনো স্থানে বসেই এটি খেয়ে নিতে পারবেন। সবশেষে রাতের খাবারের (আনুমানিক ১ হাজার ৪৫) জন্য পয়েন্ট থেকে তারা সংগ্রহ করবেন গরম ভাত, ঘন ডাল ও সবজি এবং সঙ্গে এক গ্লাস আমদানিকৃত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পুষ্টিকর দুধ, যা তাদের সারা দিনের পেশির ক্ষয় পূরণ করবে। উল্লেখ্য, রান্নার তেল হিসেবে শুধু দেশীয় খাঁটি সরিষা ব্যবহার করা হবে।

পলিসি মেকারদের জন্য এই প্রজেক্টের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো এর সরবরাহ চেইন ও অবকাঠামোগত সহজলভ্যতা। এই প্রকল্পের খাদ্যসামগ্রী তৈরি হবে একটি কেন্দ্রীভূত রান্নাঘর বা সেন্ট্রাল কিচেনে, যা খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও অপচয় রোধ নিশ্চিত করবে। সেখান থেকে ইনসুলেটেড গাড়িতে করে খাবারগুলো শহরের নির্দিষ্ট বিতরণ পয়েন্টে পাঠানো হবে। নতুন কোনো অবকাঠামো তৈরি না করে শহরের বিদ্যমান টিসিবির ট্রাকের প্রায় ২০০টি স্পট এবং সিটি করপোরেশনের কমিউনিটি সেন্টারগুলোর সামনের গেট বা পার্কিং জোনকে বিতরণ পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। যেহেতু খাবার বিতরণ করা হবে ভোর এবং সন্ধ্যায়, তাই কমিউনিটি সেন্টারের মূল সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে এর কোনো সংঘর্ষ হবে না।

আর্থিক সমীকরণের দিক থেকে এটি সরকারের জন্য একটি জিরো-কস্ট মডেল। সরকার বর্তমানে ফ্যামিলি কার্ডধারীদের যে ২ হাজার ৮০০ টাকার আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে, একজন কার্ডধারী শ্রমিক মাসে ২৮ দিন কাজ করলে তিন বেলা খাবারের মোট খরচ হয় ঠিক ২ হাজার ৮০০ টাকা। অর্থাৎ, সরকারের দেওয়া অর্থ এই ফুড-পয়েন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে আবার সরকারের কাছেই আবর্তিত হবে। কার্ডধারীরা আঙুলের ছাপ বা ডিজিটাল কার্ড পাঞ্চ করে প্রতিদিন খাবার সংগ্রহ করবেন।

পরিশেষে বলা যায়, শহরাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের পুষ্টি ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কেবল কোনো দয়া বা সাময়িক সহায়তার বিষয় নয়, বরং এটি একটি টেকসই ও সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম পূর্বশর্ত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উপস্থাপিত প্রস্তাবনাটি তাত্ত্বিক কাঠামোর দিক থেকে যতটা সুসংহত, প্রায়োগিক দিক থেকে ততটাই মানবিক ও কল্যাণমুখী। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মতামত এবং ফ্যামিলি কার্ডের মতো কার্যকর কাঠামোর মেলবন্ধনে তৈরি এই মডেলটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে একটি যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যসহায়তার এই সুনির্দিষ্ট সংযোগ একদিকে যেমন পুষ্টির জোগানকে নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে তেমনি শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক সুরক্ষাকে আরো জোরদার করবে। সরকার, স্থানীয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত আলোচনা, গঠনমূলক পরামর্শ এবং যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এই অনন্য মানবিক মডেলটি আগামী দিন একটি ক্ষুধামুক্ত ও সুস্থ সমাজ গঠনে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে—এটাই প্রত্যাশা।

● লেখক : সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব

NEWAGE

TUESDAY, JUNE 9, 2026,

Sending 14 lakh workers abroad target for next financial year: state minister

Staff Correspondent

THE government had set a target of sending about 14 lakh Bangladeshi workers abroad in the next financial year, state minister for expatriates' welfare and overseas employment Nurul Haque Nur told the parliament on Monday.

Speaking on behalf of minister Ariful Haque Chowdhury, the state minister revealed the information while addressing the 13th Jatiya Sangsad at its second sitting of the second session.

Responding to a starred question from Dhaka-1 lawmaker Khondkar Abu Ashfaq, he also said that total 9,33,815 Bangladeshi workers secured overseas employment in different countries between July 1, 2025 and May 31, 2026.

He said that the government continued its efforts to expand overseas employment opportunities particularly for skilled and professional workers.

Diplomatic negotiations were under way with Malaysia, Oman, the United Arab Emirates and Bahrain to reopen or expand their labour market for Bangladeshi workers where recruitment remained closed or restricted, he also said.

During the session, opposition lawmakers questioned the expatriates' welfare and overseas employment ministry about its action against fraudulent recruiters and the protection of Bangladeshi women workers abroad.

Noakhali-6 lawmaker Abdul Hannan Masud, backed by the National Citizen Party, said that many overseas workers became victims of fraud, remained undocumented and endured miserable life due to irregularities in the recruitment process.

He asked whether the ministry would take action against recruiting agencies that used fraudulent demand letters to send workers abroad.

সময়ের আলো বুধবার। ১০ জুন ২০২৬

আইএলও অধিবেশনে বাংলাদেশ

বৈষম্যহীন শ্রমব্যবস্থা নতুন কর্মসংস্থানের আহ্বান

■ কূটনৈতিক প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ১১৪তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে বিশ্ব শ্রমব্যবস্থা আরও গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারে বৈশ্বিক উদ্যোগের আহ্বান জানানো হয়েছে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের মূল অধিবেশনে বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী দেশের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমন আহ্বান জানান।

জেনেভা থেকে বাংলাদেশ মিশন জানিয়েছে, এই সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উরুগুয়ের শ্রমমন্ত্রী জুয়ান কাস্তিলো। বক্তব্যের শুরুতেই শ্রমমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী দেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান।

তিনি বলেন, নতুন সরকারের মূল লক্ষ্য মানুষের অধিকার, শ্রমিকের অধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।

আইএলসির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি নাহিদা সোবহানকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বিশ্বনেতাদের ধন্যবাদ জানান।

বিশ্বের বর্তমান নানা সংকটের কথা তুলে ধরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), যুদ্ধবিগ্রহ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আজ মানুষের জীবিকা হুমকির মুখে। বিশেষ করে ফিলিস্তিনি ও রোহিঙ্গা শ্রমিকরা চরম সংকটে দিন কাটাচ্ছেন।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় আরিফুল হক চৌধুরী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

দেশের শ্রম খাতের আধুনিকায়নে সরকারের নানা উদ্যোগের কথা জানিয়ে মন্ত্রী আরও বলেন, শ্রমিকদের সুবিধার্থে ইতিমধ্যে শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া আরও সহজ করা হয়েছে। এ ছাড়া দেশের ইপিজেডগুলোকে নতুন শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চলছে। শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে যে কোনো বিরোধ দ্রুত মেটাতে ৬টি নতুন শ্রম আদালত গঠন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে কলকারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মালিক-শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে আলোচনার পরিবেশ আরও বাড়াতে একটি বিশেষ জাতীয় ফোরামও তৈরি করা হচ্ছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, দেশের নারীদের স্বাবলম্বী ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত উপবৃত্তিসহ মেয়েদের পড়াশোনা সম্পূর্ণ অবৈতনিক করার ঘোষণা দিয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে নারীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ 'জেন্ডার রোডম্যাপ' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে, তা মনে করিয়ে দিয়ে আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, সম্প্রতি আরও তিনটি আইএলও কনভেনশন পাসের মাধ্যমে এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সবকটি মৌলিক আইএলও কনভেনশন অনুমোদন করার গৌরব অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে অনুমোদিত কনভেনশনের সংখ্যা ৩৯টি, যা এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ।

বিশ্বের ধনী দেশগুলোর আধিপত্যের কথা উল্লেখ করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী বলেন, যে পৃথিবীতে শ্রম দিয়ে সম্পদ তৈরি হয়, সেখানে কোনো দেশের অর্থনীতির আকার দেখে শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করা ঠিক নয়। আজ ১২৯টি দেশের সম্মিলিত দাবি মাত্র কয়েকটি দেশের কারণে আটকে আছে। এই বৈষম্য দূর করতে আইএলওকে আরও গণতান্ত্রিকব্যবস্থা নিতে হবে। একইসঙ্গে স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষায় বিশ্ববাসীকে এগিয়ে আসতে হবে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ১০ জুন ২০২৬

আইএলও সম্মেলন

শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে বৈশ্বিক উদ্যোগের আহ্বান শিমুল বিশ্বাসের

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) যুগে শ্রমিক অধিকার, দক্ষতা উন্নয়ন, অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও ন্যায্য কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক উদ্যোগ জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল প্রধান সমন্বয়কারী ও পাবনা-৫ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস।

গত সোমবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ১১৪তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে এ আহ্বান জানান তিনি। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সরকার, শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছেন।

তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির এই অগ্রযাত্রা নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে নারী কর্মসংস্থান হ্রাস, যুব বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং অভিবাসী শ্রমিকদের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার বিষয়গুলো উদ্বেগজনক।

এ সময় শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক সুরক্ষায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য দক্ষতা, প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিনিময়ভিত্তিক একটি বৈশ্বিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন তিনি। একই সঙ্গে ডিজিটাল বৈষম্য ও দক্ষতার ব্যবধান দূর, এআই প্রযুক্তিতে ন্যায্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত, নিরাপদ ও দক্ষ অভিবাসনের সুযোগ বৃদ্ধি এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান ও ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন বৃহস্পতিবার ॥ ১১ জুন ২০২৬

বনদস্যু আতঙ্ক নিয়েই সাগরে যাওয়ার প্রস্তুতি

শেখ আহসানুল করিম, বাগেরহাট

৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞা উঠছে আজ

বঙ্গোপসাগরে মাছ আহরণে ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাচ্ছে আজ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে। সাগরে যাওয়ার পুরো প্রস্তুতি চলছে জেলেদের। তবে উপকূলের জেলে-মহাজনদের মধ্যে আতঙ্ক জেঁকে বসেছে বনদস্যু বাহিনীর তৎপরতায়। সুন্দরবন ও সাগর উপকূল-সংলগ্ন এলাকায় সক্রিয় রয়েছে একাধিক বনদস্যু বাহিনী।

বাগেরহাটের বিভিন্ন মৎস্য অবতরণকেন্দ্রে দেখা যায়, কিছু ট্রলার ঘাটে আসতে শুরু করেছে। জেলেরা আসছেন মহাজনের আড়তে। কেউ জাল তুলছেন ট্রলারে, কেউ করছেন ইঞ্জিন পরীক্ষা।

শরণখোলার জেলে রফিকুল ও শান্ত জানালেন, অবরোধের (নিষেধাজ্ঞা) দুই মাস অনেক কষ্টে কেটেছে তাদের। ধারদেনা করে চলতে হয়েছে। সাগরে মাছ ধরে দেনা শোধ করতে হবে। আবহাওয়া ভালো থাকলে সাগরে যাবেন তারা। ডাকাতের ভয়ও তাড়া করছে তাদের। শরণখোলা উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা অঞ্জন বিশ্বাস বলেন, বৃহস্পতিবার রাত ১২টার পর থেকেই সাগরের উদ্দেশে রওনা করতে পারবেন জেলেরা। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের সঙ্গে সমন্বয় করে বনদস্যুদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১১ জুন ২০২৬
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

যৌন হয়রানির প্রতিবাদ

নারায়ণগঞ্জে নারী বিক্রেতার মাথা ফাটাল যুবক

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নারায়ণগঞ্জ*

যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগে দোকানের সেলসম্যানকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে এলাকার এক যুবক। ঘটনার পর উলটো তার পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার ঘটনাটি ঘটলেও সিসিটিভি ফুটেজ ছড়িয়ে পড়লে বুধবার পুলিশ মামলা গ্রহণ করে।

Women farmers and the fight for climate resilience

Mohammad Julfiqar Haider
is senior specialist in climate change at BRAC Bangladesh.

MOHAMMAD JULFIQAR HAIDER

Bangladesh is among the world's most climate-exposed nations. Between 2000 and 2019, the country experienced 185 extreme weather events, resulting in approximately $3.72 billion in economic losses. The average temperature has been rising by 0.20 degrees Celcius every decade. Yet, as the country scales up its climate adaptation architecture, the people absorbing the sharpest household-level impacts—women smallholder farmers—remain structurally underserved.

Women comprise 58 percent of Bangladesh's agricultural workforce, but are rarely recognised as farmers in official classifications or extension services. Despite constituting the majority of agricultural labour, only 4.8 percent of women in agriculture hold land under their own names—the lowest in South Asia. They work the land without owning it, generate food without controlling its sale, and carry generations of agricultural knowledge without institutional support to apply it.

This invisibility is structurally enforced. Women farmers typically earn Tk 400 to Tk 500 per day, against Tk 600 for men performing equivalent work. Extension services are overwhelmingly directed at male farmers. A 2023 CGIAR study drawing on 1,230 surveyed households in Bangladesh found that gender disparities persist in agricultural losses, damage, and family food consumption, and that climate change restricts women's market access relative to men's.

Moreover, climate change is not gender-neutral. Research confirms that women in Bangladesh face heightened post-disaster food insecurity, and the gender gap in food insecurity has been growing. When harvests fail, women typically reduce their own food intake to protect children and other family members, a coping mechanism with severe long-term consequences for their health and adaptive capacity.

Salinity intrusion illustrates the intersection of climate stress and gender vulnerability. Salinity-affected land has expanded from 8.3 lakh hectares in 1973 to more than 10.56 lakh hectares in 2019. More than 70 percent of coastal residents confirmed that salinity worsened over the past decade, while 74 percent expect conditions to deteriorate further. With the soil now too salty for standard farming, the agricultural rules have completely changed. Women who have managed traditional cropping systems for generations find their knowledge made redundant, without viable alternatives offered to them. Meanwhile, the transition to capital-intensive aquaculture that follows salinity-driven land conversion is controlled predominantly by men.

As climate stress drives men towards urban wage labour, women are left to manage farms without legal land rights, agricultural identities in official systems, or institutional support. Studies from coastal Bangladesh show that female-headed households tend to rely on NGO assistance as a primary adaptation strategy—a survival response, not a resilience pathway.

The FAO's 2023 flagship report estimated that closing the gender gap in agricultural productivity and wages could boost global GDP by nearly $1 trillion and lift 4.5 crore people out of food insecurity. The World Bank's Groundswell report projects four crore internal climate migrants in South Asia by 2050. Bangladesh will be among the most affected. The household scale, where women are already carrying climate adaptation without adequate support, cannot hold against that pressure.

The LoGIC project, implemented across 72 unions in seven climate-exposed districts, reached 11 lakh people, 63 percent of them being women. It trained 34,953 women in 23 types of climate-adaptive livelihoods, formed 247 Climate Smart Cooperative Societies, and delivered a measurable outcome: 76 percent of grant recipients reported economic improvement. LoGIC won the Global Climate Action Local Adaptation Champions Award precisely because it treated women not as beneficiaries, but as adaptation agents.

Bangladesh's National Adaptation Plan (NAP) 2023-2050 commits to gender-responsive budgeting and equitable access to resources across agriculture. These commitments need an implementation architecture. For this, three shifts are essential.

First, recognition—women's agricultural labour must be counted in national statistics and reflected in farmer classifications. The NAP's 12 agricultural interventions covering irrigation, seeds, extension, and value chains must each specify how they will reach women as primary actors, not residual beneficiaries.

Second, access—only 4.8 percent of female farmers hold land, yet land ownership is a precondition for formal agricultural credit. Collateral-free, flexible credit products calibrated to women's smallholder realities are largely absent from mainstream agricultural finance in Bangladesh. This gap has a direct cost for climate adaptation.

Third, voice—women smallholder farmers hold place-based knowledge about environmental change that no satellite system captures. Locally led adaptation (LLA) is meaningless if women within climate-exposed communities remain at the margins of programme design. LoGIC's cooperative model, which embedded women's voice in governance structures as a condition of programme access, offers a replicable template.

A woman smallholder farmer is not a beneficiary waiting for a programme. She is a practitioner of adaptation, working under constraints that policy has the power to remove. Recognising her as such is not a concession to equity. It is a precondition for any climate strategy in Bangladesh that intends to last.

The Daily Star
DHAKA WEDNESDAY JUNE 10, 2026
JAISHTHA 27, 1433 BS.

শোভন কাজ

২৬

Workers' rights: A small step on the long road ahead

The true measure of success will not be determined by rankings alone. It will be reflected in whether workers can organise freely, receive fair wages, work in safe conditions and seek justice without intimidation

writes
Wasi Ahmed

FINANCIAL EXPRESS
June 10, 2026

Bangladesh's removal from the list of the world's ten worst countries for workers' rights marks a noteworthy development that deserves cautious appreciation. For the first time since 2017, the country has managed to move out of this group, according to the Global Rights Index 2026 published by the International Trade Union Confederation (ITUC). While the achievement does not signify a dramatic transformation in labour conditions, it does indicate that certain reforms undertaken in recent years have begun to attract international recognition.

The significance of the development lies not only in the change of ranking but also in what it represents. For decades, Bangladesh's remarkable economic growth, particularly driven by its ready-made garment industry, has often been accompanied with concerns about workers' welfare, workplace safety, freedom of association and labour rights. International scrutiny intensified following a number of industrial disasters and repeated allegations of restrictions on trade union activities. Against that backdrop, any positive movement in the global assessment of labour rights carries both symbolic and practical importance.

The ITUC attributes the improvement largely to legal reforms introduced under the interim government. Among the most notable changes was the easing of requirements for forming trade unions. Previously, workers needed the support of 20 per cent of a company's workforce to establish a union, a condition widely viewed as a major obstacle, especially in large factories. Under the revised provisions, as few as 20 workers can initiate a union, depending on the size of the enterprise. Such a measure has long been advocated by labour rights activists and international organisations as a necessary step towards strengthening workers' collective bargaining power.

The reforms also include provisions for 120 days of paid maternity leave, extension of labour rights and social security protections to domestic and agricultural workers and inclusion of shipbreaking activities under formal labour regulations. These measures undoubtedly represent progress in addressing longstanding gaps in the country's labour framework.

However, the same report assigns the country a rating of five, placing it among nations where there is still "no guarantee of rights." This is a grim reminder that legislative changes alone do not automatically translate into meaningful protections on the ground. Rights enshrined in law are meaningful only when workers can exercise those freely and without fear.

The report points to several persistent concerns. It highlights continued restrictions on freedom of association, employer resistance to unionisation efforts and the suppression of labour protests. Particularly troubling are allegations of police intervention against workers seeking to organise or demonstrate. The report cites incidents in 2025 in which workers protesting unpaid wages and bonuses faced violent dispersal measures, including the use of tear gas.

The situation in special economic zones remains another area of concern. These zones have been instrumental in attracting investment and generating employment, but labour rights advocates argue that workers within them frequently encounter obstacles when attempting to organise collectively. Ensuring that economic competitiveness does not come at the expense of fundamental labour rights remains a challenge not only for Bangladesh but also for many developing economies seeking rapid industrial growth.

Labour experts in the country have echoed these concerns. While welcoming Bangladesh's removal from the list of the ten worst performers, they emphasise that administrative barriers continue to hinder effective implementation of labour laws. Registration of trade unions in small and medium-sized enterprises remains difficult and genuine worker representation in tripartite bodies involving government, employers and labour groups is yet to be fully realised. These observations suggest that the journey towards meaningful labour reform is way too far.

What makes the issue particularly important is the changing global context. The ITUC report notes a worrying decline in workers' rights worldwide. Even regions traditionally associated with strong labour protections have witnessed setbacks. The report records deteriorating conditions across continents and points to increasing restrictions on trade union activities, rising violence against workers and growing challenges to collective bargaining rights. In this broader picture, Bangladesh's modest improvement stands out as a positive development.

However, global recognition should not breed complacency. Rather, it should serve as an incentive for deeper reforms. Bangladesh's economic ambitions including its aspiration to graduate smoothly from least-developed-country status and attract higher levels of foreign investment will increasingly depend on demonstrating adherence to international labour standards. Investors, consumers and trading partners are paying closer attention than ever to issues of workplace rights, social compliance and responsible business practices.

Ultimately, the true measure of success will not be determined by rankings alone. It will be reflected in whether workers can organise freely, receive fair wages, work in safe conditions and seek justice without intimidation. The recent reforms provide a foundation upon which further progress can be built. Yet translating legal promises into lived realities requires political commitment, administrative efficiency and a willingness to engage constructively with workers' representatives.

It signals a movement in the right direction, but it also underscores the considerable work that remains ahead. Sustained progress will depend on whether the country can build on these reforms and ensure that the rights of workers are protected not merely in legislation, but in every factory, field and workplace across the nation.

wasiahmed.bd@gmail.com

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ১১ জুন ২০২৬।

লক্ষাধিক শ্রমশক্তি রফতানি করতে চায় সরকার

শ্রমবাজারের নতুন দিগন্তের প্রত্যাশায় বাংলাদেশ

বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য শ্রমশক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে আরও বেশিসংখ্যক জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিদেশে রফতানির সম্ভাবনা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকার একের পর এক উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সম্প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান রাশিয়া সফর করেন। এই সফরে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ জনশক্তি নেওয়ার ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে আলাপ হয়েছে। আবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মালয়েশিয়া সফর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ আরেক ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। মালয়েশিয়া, যা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ শ্রমবাজার– এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় দেশের শ্রমশক্তির জন্য ক্ষতিসাধন হয়েছে। তবে এই বন্ধাত্বের অবসান ও শ্রমবাজার খুলে যাওয়ার সম্ভাবনায় আবার জাগরণ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে জনশক্তি রফতানি। প্রবাসীরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা বৃদ্ধি করছে।

দৈনিক সময়ের আলোয় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়– সরকারের লক্ষ্য হলো আগামী এক বছরের মধ্যে লক্ষাধিক শ্রমশক্তিকে মালয়েশিয়ায় রফতানি করা। এর পেছনে রয়েছে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও শ্রমবাজারের দ্রুত উন্মুক্তকরণ। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সিন্ডিকেটমুক্ত প্রক্রিয়া ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হলে এই লক্ষ্যমাত্রা সহজেই অর্জিত হতে পারে। শ্রমবাজার খোলা সম্ভব হলে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচিত হবে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর সফর নতুন অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের পুনরুদ্ধার ও খুলে দেওয়ার জন্য সরকারের জোর প্রচেষ্টা চলমান। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী জানান, আগামী অর্থবছরে ২ লাখের বেশি শ্রমিককে বিদেশে পাঠানোর লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার দ্রুত খুলে দেওয়ার জন্য কাজ চলছে, আর এর জন্য প্রয়োজন সিন্ডিকেটমুক্ত ও ন্যায্য নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা। বিশেষ করে, দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় এই বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তবে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের ইতিহাস বেশ জটিল। ২০০৮ সালে বন্ধের পর ২০১৬ সালে কিছুটা খুললেও দুর্নীতির অভিযোগে তা ২০১৮ সালে আবার বন্ধ হয়। এরপর ২০২২ সালে কিছু কিছু পুনরায় খুললেও ২০২৪ সালে আবার বন্ধ হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মনে করেন, সঠিক নীতিমালা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে এই বাধা কাটিয়ে শ্রমবাজার আবারও চালু হওয়া সম্ভব। শ্রমবাজারের এই সংকট মোকাবিলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কারণ পরিবর্তিত বিশ্ববাজারে অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা কমে আসছে।

এ প্রসঙ্গে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কর্মকর্তা বলছেন, সিন্ডিকেট দূর করা ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া চালু করলে লক্ষাধিক শ্রমশক্তি রফতানি সম্ভব। প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ও উপদেষ্টা মাহদী আমিন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, দ্রুত শ্রমবাজার খুলে দেওয়ার জন্য সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য– স্বচ্ছ, কম খরচে ও দ্রুত প্রক্রিয়ায় শ্রমিক পাঠানো। এ জন্য দীর্ঘদিন ধরেই সরকারের পক্ষ থেকে বিদেশে চাকরি নিয়ে যাওয়ার আগে কারিগরি শিক্ষা লাভের জন্য তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অনেক ইনস্টিটিউট ও ট্রেনিং সেন্টার। এসব প্রতিষ্ঠান স্বল্প খরচে নানা ধরনের কারিগরি বিষয়ে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষ, অভিজ্ঞ, কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে চাহিদাসম্পন্ন করে তোলা সম্ভব।

বাংলাদেশের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বে শ্রমবাজারের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে না তুললে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঝুঁকির মুখে পড়বে। এ কারণেই প্রয়োজন দ্রুত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের, যাতে বাংলাদেশের শ্রমশক্তি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়। প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা হতে পারে, যেখানে বাংলাদেশের শ্রমিকরা তাদের যোগ্যতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজের স্থান করে নেবে। বর্তমান বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার খোলার বিষয়টি আমাদের জন্য একটি সুখবর। তবে এ ক্ষেত্রে জনশক্তি বিশেষজ্ঞ এবং ব্যবসায়ীরা এ বাজারে কর্মী পাঠানো নিয়ে সিন্ডিকেট বাণিজ্যের যে শঙ্কার কথা বলছেন তা দূর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। আমাদের প্রত্যাশা, সংশ্লিষ্টরা এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ১০ জুন ২০২৬

বিশ্ব শ্রম ব্যবস্থাকে বৈষম্যহীন চায় বাংলাদেশ

- জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির আহ্বান
- মালিক, শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে কার্যকর সংলাপ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি জাতীয় ফোরাম গঠনের উদ্যোগ
- আইএলওর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক করার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিশ্ব শ্রম ব্যবস্থাকে আরো গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন করার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সুরক্ষায় বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদারের দাবি জানিয়েছে সরকার।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ১১৪তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের মূল অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য দিতে গিয়ে এসব কথা বলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। গতকাল মঙ্গলবার শ্রম মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগ থেকে এই তথ্য জানিয়েছে।

শ্রমমন্ত্রী বক্তব্যের শুরুতে বাংলাদেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা জানান। একই সঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি নাহিদা সোবহানকে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের সহসভাপতি নির্বাচিত করায় বিশ্ব নেতাদের ধন্যবাদ জানান।

বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিস্তার, চলমান যুদ্ধ-সংঘাত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শ্রমবাজার ও মানুষের জীবিকার ওপর গভীর চাপ সৃষ্টি করছে উল্লেখ করে শ্রমমন্ত্রী বলেন, বিশেষ করে ফিলিস্তিনি ও রোহিঙ্গা শ্রমিকরা মানবিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বাংলাদেশের শ্রম খাতের চলমান সংস্কার কার্যক্রম তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, শ্রমিকবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোকে (ইপিজেড) নতুন শ্রম আইন কাঠামোর আওতায় আনার কাজও এগিয়ে চলছে।

তিনি জানান, শ্রম বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ছয়টি নতুন শ্রম আদালত গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতে কলকারখানা পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। মালিক, শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে কার্যকর সংলাপ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি জাতীয় ফোরাম গঠনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে শ্রমমন্ত্রী বলেন, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের সমান সুযোগ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ 'জেন্ডার রোডম্যাপ' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, সম্প্রতি আরো তিনটি আইএলও কনভেনশন অনুমোদনের মাধ্যমে এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সব মৌলিক আইএলও কনভেনশন অনুমোদনের মর্যাদা অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অনুমোদিত আইএলও কনভেনশনের সংখ্যা ৩৯টি, যা এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ।

বিশ্ব অর্থনীতিতে ধনী দেশগুলোর প্রভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৈষম্যের বিষয়টি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, শ্রমের মূল্য কোনো দেশের অর্থনীতির আকার দিয়ে নির্ধারণ করা উচিত নয়। তিনি অভিযোগ করেন, ১২৯টি দেশের সমর্থিত বিভিন্ন দাবি কয়েকটি দেশের কারণে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে আইএলওর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক করার আহ্বান জানান তিনি।

উরুগুয়ের শ্রমমন্ত্রী হুয়ান কাস্তিলোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, শ্রমিক প্রতিনিধি ও নিয়োগকর্তা সংগঠনের নেতারা অংশ নেন।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 11 June 2026

গার্মেন্টস শিল্পে সবুজ রূপান্তর

রেজাউল করিম খোকন

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পে নীরব কিন্তু গভীর এক সবুজ বিপ্লব ঘটেছে। এটি এমন এক পরিবর্তন, যা দেশের শিল্পখাতকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ সাফল্যের যথাযথ প্রচার, ব্র্যান্ডিং ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপস্থাপন এখনও প্রত্যাশিত মাত্রায় হয়নি। ফলে বৈশ্বিক অঙ্গনে বাংলাদেশের এই অর্জন অনেক ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত স্বীকৃতি পাচ্ছে না। অথচ বাস্তবতা হলো- পরিবেশবান্ধব গ্রিন ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে অগ্রণী অবস্থানে রয়েছে।

ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের সনদপ্রাপ্ত শতাধিক গ্রিন ফ্যাক্টরি ইতোমধ্যে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি কারখানা বৈশ্বিক র‌্যাংকিংয়েও শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। পাশাপাশি আরও শত শত কারখানা নিবন্ধিত হয়েছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠান ধাপে ধাপে সবুজায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এই অগ্রযাত্রা শুধু একটি শিল্পগত পরিবর্তন নয়; এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে টেকসই উন্নয়নের নতুন ভিত্তি তৈরি করছে।

রানা প্লাজা ধস এবং তাজরীন ফ্যাশনসের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের মতো হৃদয়বিদারক ঘটনার পর বাংলাদেশের পোশাকশিল্প এক গভীর সংকটে পড়ে। আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হয়, শ্রমিক নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ে, এবং পুরো খাতটি বৈশ্বিক চাপের মুখে পড়ে। কিন্তু এই সংকটই উদ্যোক্তাদের মধ্যে একটি নতুন উপলব্ধি সৃষ্টি করে- শুধু উৎপাদন নয়, নিরাপত্তা, পরিবেশ এবং শ্রমিককল্যাণ নিশ্চিত করাই শিল্পের টেকসই ভবিষ্যতের শর্ত। এরপর থেকেই বাংলাদেশে গার্মেন্টস খাতে শুরু হয় এক নীরব রূপান্তর।

উদ্যোক্তারা একে একে আধুনিক, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব কারখানা গড়ে তুলতে শুরু করেন। ফলস্বরূপ আজ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য গ্রিন ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছে, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে স্বীকৃত। গ্রিন ফ্যাক্টরি ধারণাটি কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়; এটি একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা দর্শন। এখানে বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, বর্জ্য পুনর্ব্যবহার, উন্নত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা এবং নিরাপদ

> গ্রিন ফ্যাক্টরি ধারণাটি কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়; এটি একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা দর্শন। এখানে বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, বর্জ্য পুনর্ব্যবহার, উন্নত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ-সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

কর্মপরিবেশ-সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। একই সঙ্গে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

বাংলাদেশের পোশাকশিল্প বর্তমানে প্রায় ৪৪ লাখ মানুষের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে এবং আরও কোটি মানুষের জীবিকা এই খাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের একটি বড় অংশ আসে এই খাত থেকে। তাই এই শিল্পের টেকসই উন্নয়ন জাতীয় অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রিন ফ্যাক্টরির আরেকটি বড় দিক হলো এর অর্থনৈতিক দক্ষতা। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি কারখানায় বিদ্যুৎ খরচ প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে। পানি ব্যবহারে প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয় এবং জ্বালানি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটছে। এতে শুধু পরিবেশই নয়, উৎপাদন ব্যয়ও কমছে, যা দীর্ঘমেয়াদে শিল্পকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলছে। তবে গ্রিন ফ্যাক্টরি স্থাপন সহজ বিষয় নয়। একটি পরিবেশবান্ধব কারখানা গড়ে তুলতে বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। জমির প্রয়োজন হয় পরিকল্পিতভাবে, যেখানে উৎপাদন এলাকার পাশাপাশি বড় অংশ সবুজায়নের জন্য রাখতে হয়। পাশাপাশি উন্নত যন্ত্রপাতি, অটোমেশন ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং শ্রমিকবান্ধব অবকাঠামো নিশ্চিত করতে হয়। ফলে এটি মূলত দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত বিনিয়োগ।

বিশ্ববাজারে এখন টেকসই উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দ্রুত বাড়ছে। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশবান্ধব উৎপাদন, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, শ্রমিক অধিকার এবং করপোরেট স্বচ্ছতার ওপর কঠোর শর্ত আরোপ করছে। এসব শর্ত পূরণ না করলে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গ্রিন ফ্যাক্টরি আন্দোলন অত্যন্ত সময়োপযোগী। এটি শুধু একটি শিল্প সংস্কার নয়, বরং বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী করার কৌশলগত হাতিয়ার। বিশেষ করে ৫০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এই রূপান্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রিন ব্যাংকিং ধারণার মতোই গ্রিন ফ্যাক্টরি এখন একটি অর্থনৈতিক প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। টেকসই অর্থনীতির জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকগুলো যদি পরিবেশবান্ধব শিল্পে স্বল্পসুদে ঋণ, প্রণোদনা এবং বিশেষ তহবিল সুবিধা প্রদান করে, তবে এই রূপান্তর আরও দ্রুততর হবে। এছাড়া নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। পরিবেশবান্ধব কারখানাকে কর সুবিধা, দ্রুত লাইসেন্সিং সুবিধা এবং অবকাঠামোগত সহায়তা দিলে উদ্যোক্তারা আরও উৎসাহিত হবেন। একই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা আরও বিস্তৃত করা জরুরি।

গ্রিন ফ্যাক্টরির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- সামাজিক প্রভাব। উন্নত কর্মপরিবেশ শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত করে, কর্মদক্ষতা বাড়ায় এবং শিল্পে স্থিতিশীলতা আনে। একই সঙ্গে স্থানীয় পরিবেশ দূষণ কমে যাওয়ায় কৃষি, মৎস্য ও জনস্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তবে এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। ছোট ও মাঝারি কারখানাগুলোর জন্য উচ্চ ব্যয় একটি বড় বাধা। প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতিও অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি ইতিবাচক অবস্থান তৈরি করেছে। এই অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করতে হলে শিল্পোন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য।

সবুজ শিল্পায়ন তাই শুধু একটি বিকল্প পথ নয়, বরং ভবিষ্যতের একমাত্র টেকসই পথ। বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে শুরু হওয়া এই নীরব সবুজ বিপ্লব যদি ধারাবাহিকভাবে বিস্তৃত হয়, তবে তা দেশের অর্থনীতিকে যেমন শক্তিশালী করবে, তেমনি বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও মর্যাদাপূর্ণ করে তুলবে।

[লেখক: অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার]

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১১ জুন ২০২৬

সিরাজগঞ্জে যমুনায় ভাঙন শুরু

বিলীন হচ্ছে বসতভিটা আবাদি জমি

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী **মোখলেছুর রহমান** বলেন, জুনে যমুনায় পানি বাড়তে শুরু করে। পানি বাড়লে তীরবর্তী অঞ্চল ও চরাঞ্চলে ভাঙন দেখা দেয়। আমরা বেশকিছু জায়গায় ভাঙনের খবর পেয়েছি

মাহমুদুল কবীর, সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল আর তীব্র স্রোতে সিরাজগঞ্জের চৌহালী, কাজীপুর, শাহজাদপুর ও সদর উপজেলার বিস্তীর্ণ নদী তীরবর্তী এলাকায় শুরু হয়েছে নদীভাঙন। প্রতিদিন নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে বসতভিটা, ফসলি জমি, গাছপালা ও মানুষের জীবনভর গড়া স্বপ্ন। আর প্রতিটি ভাঙনের সঙ্গে বাড়ছে অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক আর দীর্ঘশ্বাস।

মঙ্গলবার (৯ জুন) খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চৌহালীর চর সলিমাবাদ গ্রামের অটোরিকশাচালক মোল্লা সাইফুল ইসলামের কাছে গত কয়েক দিন ছিল জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়। ভূমিহীন এই মানুষের একমাত্র সম্বল ছিল একটি ছোট্ট বসতঘর। গত (৪ জুন) রাতেই সেই আশ্রয়টুকুও যমুনার ভয়াল ভাঙনে কেড়ে নিয়েছে। সাইফুলের মতো গত তিন সপ্তাহে চৌহালী উপজেলার অন্তত ছয় থেকে সাতটি গ্রামের বহু পরিবার ঘরবাড়ি হারিয়েছে। নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে অসংখ্য বসতবাড়ি, ফসলি জমি ও গাছপালা। এখনো ঝুঁকিতে রয়েছে শত শত পরিবার।

চর সলিমাবাদ এলাকার ইউপি সদস্য আব্দুস সালাম জানান, মাত্র দুই সপ্তাহে তার এলাকায় ৩০টিরও বেশি বাড়িঘর নদীতে বিলীন হয়েছে। প্রতিদিন নতুন নতুন পরিবার ভিটেমাটি হারানোর শঙ্কায় রাত কাটাচ্ছে। চর কানালিয়া গ্রামের আব্দুল মানিকের কণ্ঠে ফুটে ওঠে নদীভাঙনের দীর্ঘ ইতিহাস। একসময় বাপ-দাদার প্রায় ৫০ বিঘা জমির মালিক ছিলেন তিনি। কিন্তু যমুনার ধারাবাহিক ভাঙনে সব হারিয়ে এখন হাতে রয়েছে মাত্র কয়েক শতাংশ জমি।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আবেগঘন কণ্ঠে মানিক বলেন, বারবার ঘর করেছি, বারবার নদী নিয়ে গেছে। আমরা আর কিছু চাই না, শুধু একটা স্থায়ী বেড়িবাঁধ চাই। একটা স্থায়ী বাঁধ হলে অন্তত নিশ্চিন্তে থাকতে পারতাম। চর সলিমাবাদের গৃহবধূ বিলকিসের কণ্ঠেও একই আকুতি। তিনি বলেন, আমরা কাজ করে খেতে পারি, কিন্তু নদীর ভাঙন থামাতে পারি না। একটা স্থায়ী বাঁধ হলে অন্তত সন্তানদের নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারতাম। ৬০ বছর বয়সি সাবিয়া বেগম কয়েক বছর আগেই হারিয়েছেন নিজের বসতভিটা। নদীর ভাঙন তার জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে নিরাপত্তা ও শান্তি। তিনি বলেন, আমাদের গ্রাম, বাড়িঘর, জমিজমা সব নদী গিলে খাচ্ছে। ভাঙনের চিন্তায় রাতে ঘুমাতে পারি না।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বাঘুটিয়া ইউনিয়নের সম্ভুদিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-সংলগ্ন এলাকায় সম্প্রতি প্রায় ৩০০ মিটার ভূমি একসঙ্গে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। ফলে খাসপুখুরিয়া ও বাঘুটিয়া ইউনিয়নের শত শত পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাটবাজার ও কৃষিজমি এখন হুমকির মুখে।

শুধু চৌহালী নয়, কাজীপুর উপজেলার খাস রাজবাড়ী, নাটুয়ারপাড়া, সদর উপজেলার কাওয়াকোলাচর এবং শাহজাদপুরের গালা ও সনাতনী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামেও নদীভাঙন তীব্র আকার ধারণ করেছে বলে জানা গেছে।

নাটুয়ারপাড়ার কৃষক সেরু শেখ, আব্দুল কাদের ও সামছুল শেখ বলেন, যমুনার পানি বাড়া-কমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুশ্চিন্তাও বাড়ছে। বছরের পর বছর ফসলি জমি, বসতভিটা ও গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। সদর উপজেলার কাওয়াকোলাচরের কৃষক বাদশা শেখ বলেন, যমুনা পাড়ের মানুষের দাবি—হারানো জমি হয়তো আর ফিরে পাব না। তবে একটি স্থায়ী বাঁধ নির্মিত হলে অন্তত আগামী প্রজন্মকে আর ভিটেমাটি হারানোর আতঙ্ক নিয়ে বড় হতে হবে না।

সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী জাকির হোসেন জানান, গত ১৪ মে থেকে যমুনার পানি বাড়া শুরু করে। গত দুই দিন ধরে আবার বাড়ছে। তবে পানি বাড়লেও তা বিপৎসীমার অনেক নিচে রয়েছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোখলেছুর রহমান বলেন, জুনে যমুনায় পানি বাড়তে শুরু করে। পানি বাড়লে তীরবর্তী অঞ্চল ও চরাঞ্চলে ভাঙন দেখা দেয়। আমরা বেশ কিছু জায়গায় ভাঙনের খবর পেয়েছি। চৌহালী উপজেলার ভূতের মোড় এলাকার নদীতীর সংরক্ষণ বাঁধে ভাঙন দেখা দিয়েছে। সেখানে বালুভর্তি জিওব্যাগ ডাম্পিং করা হচ্ছে। আর চরাঞ্চলের ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো নির্দেশনা নেই, এজন্য সেখানে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 13 June 2026

শিশুশ্রম প্রতিরোধে চাই কার্যকর পদক্ষেপ

গতকাল ছিল বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'শিশুশ্রমকে লাল কার্ড: শিশুদের জন্য ন্যায্যতা, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ কাজ'। এই প্রতিপাদ্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, শিশুদের শৈশব ও শিক্ষার অধিকার রক্ষা করা সমাজের দায়িত্ব।

বাস্তবে দেশে শিশুশ্রম কমার পরিবর্তে বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ইউনিসেফের সাম্প্রতিক জরিপ অনুসারে, ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে শ্রমে যুক্ত শিশুর হার ২০১৯ সালের ৬.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯.২ শতাংশ হয়েছে। গত কয়েক বছরে প্রায় ১২ লাখ নতুন শিশু শিশুশ্রমের ঝুঁকিতে পড়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য বলছে, বিশ্বে এখনও প্রায় ১৩ কোটি ৮০ লাখ শিশু শ্রমে জড়িত, যাদের মধ্যে ৫ কোটি ৪০ লাখ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে। বাংলাদেশেও এই চিত্র উদ্বেগজনক। রাজধানীর শিশু গৃহকর্মীদের ওপর একটি জরিপে দেখা গেছে, অনেক শিশু অতিরিক্ত কাজের চাপ, শারীরিক আঘাত, মানসিক নির্যাতন এবং এমনকি যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

শ্রম আইন ২০০৬ অনুসারে দেশে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। তৈরি পোশাক, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণসহ আটটি খাতকে শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণও করা হয় বলে দাবি করা হয়। তবে অনানুষ্ঠানিক খাত হিসাবের বাইরে রয়ে গেছে। দারিদ্র্যের কারণে অনেক পরিবার জীবিকার তাগিদে শিশুদের কাজে পাঠাতে বাধ্য হয়। শিশুশ্রম দূর করতে আইন প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারগুলোকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় সহায়তা দেওয়া জরুরি। একই সঙ্গে সমাজে শিশুশ্রমকে আর স্বাভাবিক হিসেবে না দেখার মানসিকতা গড়ে তোলা দরকার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন। আমাদের সমাজে এখনও শিশুশ্রমকে অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হিসেবে দেখা হয়। অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। যারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদেরকে নিয়োগ দেন তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

NEW AGE SATURDAY, JUNE 13, 2026,

World's first gig economy treaty adopted at ILO

Agence France-Presse · Geneva

THE first-ever international agreement on safeguarding digital platform workers in the gig economy was adopted on Friday at the UN's International Labour Organisation.

The Decent Work in the Platform Economy Convention is aimed at extending labour protections to hundreds of millions of people worldwide who work through digital platforms, in areas like food delivery and car services.

The convention applies to 'all digital labour platforms' and 'all digital platform workers... whether they are in the formal or informal economy', according to the text adopted by ILO members.

Until now, labour practices have struggled to keep pace with the dramatic shifts in the way people work.

The World Bank estimated in 2023 there were up to 435 million online gig workers around the globe who had largely fallen outside regular labour protections.

Companies behind the apps control the gig work via algorithms that assign tasks, set pay, evaluate performance and even fire workers.

Despite largely controlling the tasks and pay, the platforms typically classify the workers as independent contractors rather than employees.

This allows them in many cases to ignore things like minimum wage requirements, workplace safety and access to social security.

'This convention seeks to bring about tangible improvements in the lives of millions of workers around the world,' Brazil's representative said at the adoption.

In Brazil, 'around two million workers will see their opportunities, dignity and autonomy strengthened by this convention', she added.

A file photo shows a delivery worker riding his motorbike in the Egyptian capital Cairo. — AFP photo

Other countries, such as India, Bangladesh and the United States, felt that the convention should be applied flexibly, depending on national contexts.

'We continue to urge extreme caution with respect to prescriptive binding regulations in fast-evolving areas of the economy,' said the US representative Lorenzo Riboni.

Independent contractors control their own work and 'lean into an entrepreneurial spirit that makes America great', he said.

The International Trade Union Confederation said the convention would help ensure that millions of platform workers can enjoy the rights, protections and dignity that all workers merit.

'This convention represents a major step forward,' the ITUC's political director Jeroen Beirnaert told AFP.

He underlined, however, that the convention allows countries 'to provide for certain limited exclusions from its scope'.

Therefore, 'there is a risk that certain categories of workers will be excluded', he said, but states that choose to apply such exclusions will have to justify them.

The ITUC urged governments to move quickly to ratify and implement the convention, saying the future of work had to be built on rights rather than precariousness and exclusion.

The convention comes into force in member states 12 months after they ratify it, so long as two countries have ratified the text.

Among other things, the convention calls on countries to ensure that gig workers are guaranteed fair pay and access to social security protections 'on terms no less favourable than those applicable to other workers with the same classification of status in employment'.

Countries should also ensure that digital labour platforms provide workers with 'timely, verifiable and easily understandable information on the terms and conditions of their employment or engagement'.

The convention marks 'a turning point for platform workers worldwide,' said Human Rights Watch's senior economic justice adviser Lena Simet, who followed the negotiations.

It establishes 'the first global standard to protect their rights and hold digital labour platforms accountable', she said.

The convention was adopted at the 114th annual International Labour Conference in Geneva.

The ILO is unique in the United Nations system in that its 187 member states are equally represented by governments, employers and workers.

DHAKA SATURDAY JUNE 13, 2026
JAISHTHA 30, 1433 BS
The Daily Star

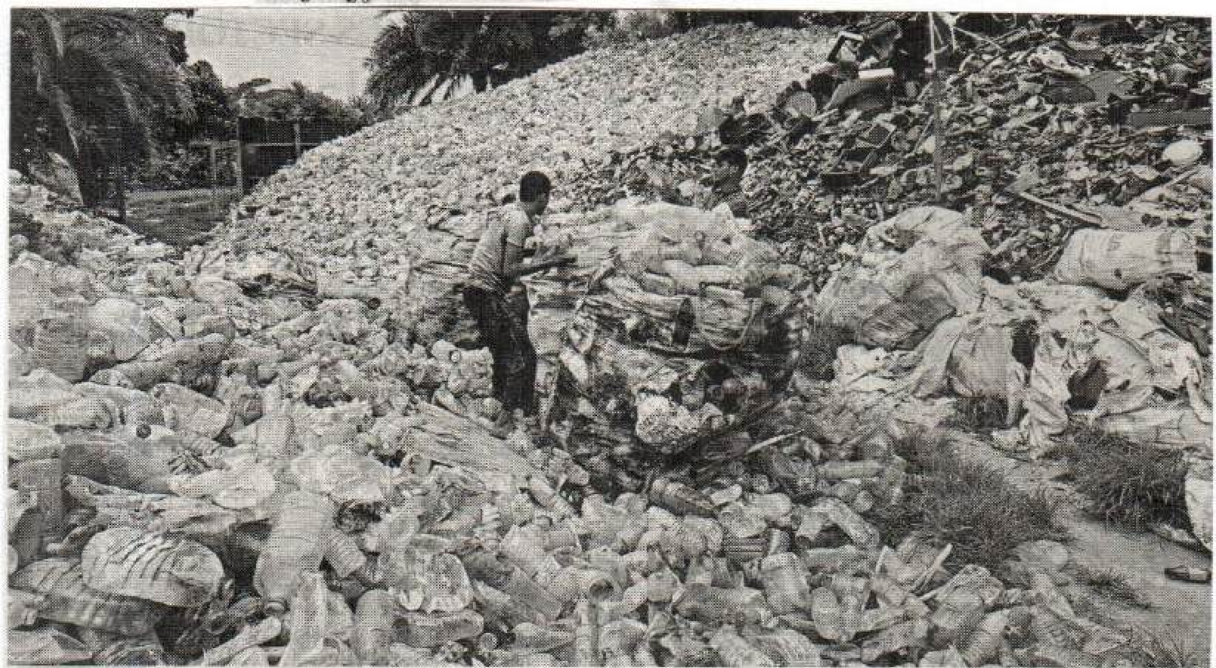

Workers unload plastic bottles at a recycling factory in Barishal's Uzirpur area. Depending on their experience, labourers earn between Tk 5,000 and Tk 15,000 a month. The photo was taken recently. PHOTO: TITU DAS

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 11 June 2026

বছরের পর বছর বন্ধ রংপুর সুগার মিল অসহায় কৃষক শ্রমিক পরিবার

প্রতিনিধি গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মহিমাগঞ্জে অবস্থিত রংপুর সুগার মিল একসময় উত্তরাঞ্চলের কৃষি ও শিল্প অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি ছিল। হাজার হাজার আখচাষি, শ্রমিক, পরিবহনকর্মী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর জীবন-জীবিকা সরাসরি নির্ভর করত এই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির ওপর। অথচ দীর্ঘদিন ধরে মিলটির আখ মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ থাকায় পুরো অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেমে এসেছে স্থবিরতা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিগত সরকারের আমলে বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্ত, অব্যবস্থাপনা এবং দীর্ঘদিনের অবহেলার কারণে পরিকল্পিতভাবেই মিলটিকে অকার্যকর অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। সময়মতো আধুনিকায়ন, যন্ত্রপাতি সংস্কার এবং উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ না করায় একসময় সম্ভাবনাময় এ শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধের মুখে পড়ে। রংপুর সুগার মিল বন্ধ হওয়ার পর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আখচাষিরা। একসময় যারা শত শত একর জমিতে আখ চাষ করতেন, তারা বাধ্য হয়ে বিকল্প ফসলের দিকে ঝুঁকেছেন। ফলে আখচাষ ক্রমেই কমে গেছে। কৃষকদের ভাষ্য, আখ একটি দীর্ঘমেয়াদি ফসল হওয়ায় মিল না থাকলে উৎপাদিত আখ বিক্রির নিশ্চয়তা থাকে না। ফলে তারা আর আখ চাষে আগ্রহী হচ্ছেন না। শুধু কৃষকই নন, মিলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা হাজারো শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, দোকানদার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন। একসময় মিল মৌসুমে মহিমাগঞ্জ এলাকায় যে প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা যেত, এখন তার অনেকটাই অতীত। মিলটি পুনরায় চালুর দাবিতে গত কয়েক বছরে বিভিন্ন সময় মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ, স্মারকলিপি প্রদান, সড়ক অবরোধসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় জনগণ, শ্রমিক ও আখচাষিরা। আন্দোলনকারীদের দাবি, রংপুর সুগার মিল কোনো অলাভজনক বোঝা নয়; বরং যথাযথ পরিকল্পনা, আধুনিক প্রযুক্তি এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব। স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, দেশের বিভিন্ন খাতে হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলেও উত্তরাঞ্চলের লাখো মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে জড়িত রংপুর সুগার মিল পুনরায় চালুর বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগের অভাব অত্যন্ত হতাশাজনক। তারা মনে করেন, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে, তার মূল্য কেবল আর্থিক হিসাব দিয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি জাতীয় সংসদে রংপুর সুগার মিল পুনরায় চালুর বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ায় নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। তবে তারা শুধু আশ্বাস নয়, বাস্তব পদক্ষেপ দেখতে চান। তাদের মতে, বছরের পর বছর ধরে একই দাবি জানানো হলেও দৃশ্যমান অগ্রগতি না হওয়ায় মানুষের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় আখচাষি, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা বলছেন, রংপুর সুগার মিল পুনরায় চালু করা হলে শুধু একটি কারখানা সচল হবে না; বরং উত্তরাঞ্চলের কৃষি অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং মহিমাগঞ্জসহ আশপাশের এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নতুন প্রাণ ফিরে আসবে। উত্তরাঞ্চলের লাখো মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক রংপুর সুগার মিল আর কতদিন বন্ধ থাকবে? কৃষক-শ্রমিকের দীর্ঘদিনের দাবি আর কতদিন উপেক্ষিত থাকবে? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকারের কাছে এখন এ অঞ্চলের মানুষের একটাই প্রত্যাশা বিলম্ব না করে দ্রুত রংপুর সুগার মিল পুনরায় চালুর জন্য কার্যকর ও দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

কালের কণ্ঠ
শনিবার । ১৩ জুন ২০২৬

ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে শিশুরা, জড়াচ্ছে অপরাধেও

ফারুক মুনির, চট্টগ্রাম ▷

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য মতে, বিশ্বজুড়ে এখনো প্রায় ১৩ কোটি ৩৮ লাখ শিশু শিশুশ্রমের শিকার হচ্ছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলায় এবং শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে প্রতিবছর ১২ জুন শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। গবেষণা বলছে বাংলাদেশেও কর্মজীবী রয়েছে ৩৫ লাখ ৩৬ হাজার ৯২৭ জন শিশু, যাদের বয়স ১৭ বছরের কম। ১৩ বছরের কম শিশুশ্রমিক রয়েছে ১৭ লাখ ৭৬ হাজার ৯৭ জন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত শিশুশ্রমিক ১০ লাখ ৬৮ হাজার ২১২ জন। বাংলাদেশ সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে দেশে শিশুশ্রম শূন্যের কোটায় আনার লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করলেও সেটি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বরং প্রতিবছরই প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক শিশুশ্রমের পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ

শিশুশ্রমে যুক্ত হচ্ছে হাজার হাজার কচি হাত। আবার পরিবারের সঠিক পরিচর্যার অভাবে শিশুরা জড়াচ্ছে অপরাধে।

শিশুশ্রম প্রতিরোধে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ৪৩ ধরনের কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যার মধ্যে উপকূলীয় এলাকায় গড়ে ওঠা শুঁটকি খাতের মোট কর্মশক্তির প্রায় ২০ শতাংশ শিশু। শিশুশ্রমিকদের মধ্যে আবার ৭৪ শতাংশ হলো মেয়ে শিশুশ্রমিক। অন্যদিকে ধাতু কারখানা খাতেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু একইভাবে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত। কারখানা খাতে ৮০ ছেলেশিশু।

সরকারের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শক মাহবুবুল হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের আলোকে প্রতিটি শিশুর ছয়টি মৌলিক অধিকার রয়েছে। শিশুদের বিকাশের জন্য এই মৌলিক অধিকারগুলো অপরিহার্য। সুষম ও পুষ্টিকর খাবার পাওয়ার অধিকার। লজ্জা নিবারণ ও শরীর ঢাকতে পর্যাপ্ত পোশাক পাওয়ার অধিকার। নিরাপদ আশ্রয় বা থাকার জায়গা পাওয়ার অধিকার। নিজের মেধা ও দক্ষতা বিকাশের জন্য স্কুলে পড়াশোনা করার সুযোগ পাওয়ার অধিকার। অসুস্থ হলে প্রয়োজনীয় ওষুধ, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার। যেকোনো ধরনের নির্যাতন, অবহেলা ও ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত থাকার অধিকার। শিশুশ্রম শিশুদের মৌলিক অধিকারগুলো কেড়ে নেয় এবং একটি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। আগের ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছি। নতুন করে আরো পাঁচটি কাজকে অন্তর্ভুক্ত করায় তা শিশুশ্রম প্রতিরোধে কাজ করছে।

তিনি আরো বলেন, 'আমরা আইন প্রয়োগ করে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখতে কাজ করি। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা হলো দরিদ্র পরিবারের পিতা-মাতা তখন এগিয়ে এসে বলেন, সন্তান আয় না করলে খাবে কী? অর্থাৎ পরিবারের কর্তাদের আয়ে যখন সংসার চলে না, তখন বাধ্য হয়ে অ্যালুমিনিয়াম, ভারী লৌহজাত শিল্প, শুঁটকিশিল্পে নিজেদের সন্তানদের নিযুক্ত করেন। তবুও সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা নিয়মিত আইনের ভেতর থেকে শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করছি।'

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইপসার (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন) হেড অব অ্যাডভোকেসি মোহাম্মদ আলী শাহীন বলেন, দরিদ্র পরিবারের পাশাপাশি বাস্তুচ্যুত পরিবারের শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় জড়ায়। এক প্রকার বাধ্য হয়েই শিশুরা স্কুল, বই, খাতা, কলম ছেড়ে ধাতুভিত্তিক কারখানা, রাসায়নিক কারখানা, জাহাজ পুনর্ব্যবহার কেন্দ্র এবং শুঁটকি মাছ প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। শুধু আইন প্রয়োগ নয়, পরিবারের জীবনমান উন্নয়ন করে শিশুদের শ্রমের আয়ের ওপর পরিবারের নির্ভরতা কমালে শিশুশ্রম কমে আসবে। শিশুদের আজ শ্রমে না খাটিয়ে সুশিক্ষিত করলে ভবিষ্যতে তারা দেশের বড় অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত হবে। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন দক্ষ জনশক্তি ছাড়া কোনো দেশ উন্নত হতে পারে না।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চট্টগ্রাম নগরে ভাসমান প্রায় ১০ হাজার শিশু রয়েছে, যাদের বড় একটা অংশ গাম বা ডান্ডি সেবন করে। নগরজুড়ে তারা ছিনতাই, চুরির পাশাপাশি খোলা ট্রাক, মিনিট্রাকের পণ্য চুরিতে হাতেখড়ির মাধ্যমে অপরাধজগতে ঢুকছে। একটি গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য মতে, বড় বড় সন্ত্রাসীদের সোর্স হিসেবেও কাজ করছে বেশ কিছু ভাসমান শিশু। তাদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি ভাসমান শিশুদের পরিবারগুলোর পুনর্বাসনেরও সুপারিশ করা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Friday 12 June 2026

বিদেশে কর্মসংস্থানে প্রতারণা বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন

লালমনিরহাটের পাটগ্রামের চার তরুণ চাকরির আশায় রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। বাস্তবে তাদের ঠাঁই হয়েছে যুদ্ধশিবিরে। একটি রিক্রুটিং এজেন্সি তাদের পোশাক কারখানা ও আইটি ফর্মের চাকরির নামে প্রতারিত করে ভাড়াটে যুদ্ধবাহিনীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

উন্নত জীবনের আশায় বিদেশে যাওয়া তরুণদের এমন প্রতারণার শিকার হওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই ঘটনায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থার দুর্বলতাও প্রকাশ পায়। বিদেশে কর্মসংস্থানের নামে অসাধু চক্র সংগঠিতভাবে কাজ করছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে ঘিরে নতুন শ্রমবাজারে যে ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, সে বিষয়ে আগে থেকেই সতর্কবার্তা ছিল বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর বক্তব্যে উঠে এসেছে।

প্রশ্ন হলো, এ ধরনের প্রতারণা বন্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বিদেশে কর্মী পাঠানোর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম কি নিয়মিত তদারকির আওতায় ছিল? চাকরির প্রকৃতি, নিয়োগদাতার পরিচয় এবং কর্মস্থলের নিরাপত্তা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া কতটা কার্যকর ছিল সেটা জানা দরকার।

আমরা বলতে চাই, প্রতারণার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। রাশিয়াসহ উচ্চঝুঁকিপূর্ণ শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে বিশেষ যাচাই ও অনুমোদন প্রক্রিয়া চালু করা প্রয়োজন। বিদেশে যেতে ইচ্ছুক কর্মীদের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। তারা যেন অনুমোদিত চ্যানেল ছাড়া কারও কাছে টাকা না দেন সেটা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি বিদেশে কর্মীদের অবস্থান ও নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণে দূতাবাসগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

চার তরুণের পরিবার আজ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এটা কাম্য নয়। ভুক্তভোগী তরুণদের কীভাবে দেশে ফিরিয়ে আনা যায় সেটা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১৩ জুন ২০২৬ ॥

শিল্পকারখানায় ছাঁটাই আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক

নানাবিধ সংকটের মুখে দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো। বৈশ্বিক সমস্যা, জ্বালানি সংকট, কম অর্ডার, লোডশেডিং সব মিলিয়ে শিল্প মালিকরা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে আছেন। প্রায় প্রতি মাসেই বন্ধ হচ্ছে কোনো না কোনো কারখানা। উৎপাদন কমে যাওয়ায় অনেক শিল্প কারখানায় দিতে হচ্ছে লোকসান। সেই লোকসান সামাল দিতে শিল্প মালিকরা বাধ্য হচ্ছেন 'ম্যানপাওয়ার' কমাতে। এতেই ছাঁটাই আতঙ্কে ভুগছেন শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা।

তৈরি পোশাকশিল্প-সংশ্লিষ্টরা জানান, গত অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ব্যবসায়ীদের একপ্রকার কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল। হয়রানির ভয়ে অনেক ব্যবসায়ী নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন। এতে নষ্ট হয়েছে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ। সেই ধকল এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি শিল্প মালিকরা। তারা আরও জানান, গত ১১ মাসের মধ্যে এক-দুই মাস প্রবৃদ্ধি দেখা গেলেও অন্য মাসগুলোতে ছিল নিম্নমুখী। এই ধারা এখনো অব্যাহত।

ঢাকার সাভারে অনেক তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা অবস্থিত। সেখানেও অনেক শিল্প কারখানা তাদের লোকবল কমিয়েছে।

চাকরিচ্যুত করেছে অনেক শ্রমিককে। সম্প্রতি সাভারের আল-মুসলিম গ্রুপের ৭ পোশাক কারখানার মোট ১ হাজার ৮৬৮ শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শ্রমিকরা সাভারের রেডিও কলোনি ও উলাইল ও আশুলিয়ার জিরাবো এলাকায় কারখানার সামনে প্রতিদিন জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করছেন। শ্রম আইন অনুসরণ না করা, পাওনা পরিশোধ না করার প্রতিবাদে ও চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সার্ভিস লেনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা।

বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে বর্তমানে ৪৬০টি তৈরি পোশাক কারখানা চালু আছে। সবই মাঝারিশিল্প। লোকসানসহ নানা সমস্যায় গত এক বছরে বেশ কয়েকটি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক কারখানা থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে শ্রমিক। জানা গেছে, নগরীর কালুরঘাট এলাকার একটি বড় পোশাক কারখানার শ্রমিকরা দীর্ঘদিন বেতন পাচ্ছেন না। ওই কারখানার শ্রমিকদের অন্যত্র চাকরি খুঁজে নিতে মৌখিকভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে নারায়ণগঞ্জে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ১ হাজার ৮৩৪টি পোশাক কারখানা রয়েছে। এসব কারখানার বেশির ভাগেই আগে থেকে উৎপাদন কমেছে। হাতেগোনা বড় বড় কয়েকটি কারখানা কোনো রকম...

শিল্পকারখানায় ছাঁটাই

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] উৎপাদন ধরে রাখতে পারলেও ছোট কারখানাগুলোর জন্য টিকে থাকাই কষ্টকর বলছে কর্তৃপক্ষ। টিকে থাকার লড়াইয়ে অনেক শিল্প কারখানা অনেক কর্মীকে ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের চাকরিচ্যুত ইউনাইটেড গার্মেন্টের সুপারভাইজার মো. কবির হোসেন বলেন, গত কয়েকমাস ধরেই আমার বেতন দিচ্ছিল না। এরই মধ্যে হঠাৎ করে আমিসহ অনেককেই ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় আমাদের মানবেতর দিনযাপন করতে হচ্ছে।

আবির ফ্যাশনের শ্রমিক মো. মিজান বলেন, ঈদের পর গার্মেন্টে যাওয়ার পরই মালিকপক্ষ বলছে তাদের অর্ডার নেই। তাই আমাদের কোনো কাজ নেই। ফলে আমাদের আর প্রয়োজন নেই। আমাদের আর গার্মেন্টে আসতে হবে না। আমরা যেন অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নেই। কিন্তু এই সময়ে কোথায় কাজ খুঁজে পাব তার কোনো নিশ্চয়তা পাচ্ছি না। এই অবস্থায় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে চিন্তায় আছি। বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন বলেন, আমরা লক্ষ্য করছি ঈদের পুর্বে এবং পরে ব্যাপকভাবে শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে। ঈদের পরে ইউনাইটেড গার্মেন্ট বন্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে। আবির ফ্যাশনের শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আর এভাবে প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকলে শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক অস্থিরতা চলে আসতে পারে। গত কয়েক মাসের ব্যবধানে নারায়ণগঞ্জে প্রায় ২ হাজারেও বেশি শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে গাজীপুরে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বড় ধরনের কোনো ঘটনা না থাকলেও জেলার কিছু কিছু কারখানায় নানা কারণে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গাজীপুর সিটি করপোরেশনের চান্দনা এলাকায় অবস্থিত লিবাস নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানার কয়েকজন শ্রমিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, গত মে মাসে তাদের কারখানায় কয়েকজন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছিল। এখন কারখানার কাজকর্ম স্বাভাবিক চলছে। তাদের মধ্যে ছাঁটাই আতঙ্ক কাজ করছে বলে তারা জানান। গাজীপুর শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কারখানায় কাজের অর্ডার কম থাকা, কাজের অর্ডারের তুলনায় শ্রমিক বেশি হওয়ায়, শ্রম অসন্তোষ সৃষ্টির অভিযোগ, শ্রমিকদের মাঝে অযৌক্তিক দাবি, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও কারখানার নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগসহ নানা কারণে চলতি বছরের গত ১৭ মে থেকে ৭ জুন পর্যন্ত গাজীপুর জেলার ১৯টি কারখানার ৫৬০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। এসব কারখানা গাজীপুর সিটি করপোরেশনের চান্দনা, বাসন, কোনাবাড়ী, টঙ্গী, কাশিমপুর, গাছা এবং জেলার গাজীপুর সদর, কালিয়াকৈর, শ্রীপুর উপজেলা এলাকায় অবস্থিত। জানতে চাইলে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান বাবলু বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, কেউ তো ইচ্ছাকৃত শ্রমিক ছাঁটাই করে না। ব্যবসার অবস্থা খারাপ এটা সত্য কথা। আমরা সবসময় বলি, ছাঁটাই করতে হলে কর, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সবার প্রাপ্য পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন, আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলেই আমরা আশঙ্কা করছি। যে ইঙ্গিতগুলো দেখছি, তা খুব একটা সুখকর নয়। পরিস্থিতি কিছুটা খারাপ দেখছি। আমরা চাই সবাই টিকে থাকুক। টিকে থাকার জন্য যদি কেউ মনে করে কিছু শ্রমিক কমিয়ে প্রতিষ্ঠানকে শক্ত অবস্থানে রাখতে হবে, সেটি তাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু যার যা পাওনা, তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। পরিস্থিতি দুঃখজনক, কিন্তু এটাই বাস্তবতা। শ্রমিক ছাঁটাই পরিস্থিতি নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের পরিচালক মমিনুল ইসলাম বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, যেসব কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, সেখানে মালিক পক্ষ শ্রম আইন অনুযায়ী নোটিস দিচ্ছে এবং শ্রমিকদের প্রাপ্য পাওনা পরিশোধ করেই ছাঁটাই কার্যক্রম সম্পন্ন করছে বলে .আমরা জেনেছি। তবে অনেক শ্রমিকের অভিযোগ, ঈদের ছুটিতে যাওয়ার পর ফিরে এসে তারা চাকরি হারানোর বিষয়টি জানতে পারছেন। মূলত চাকরি হারানোই তাদের বড় উদ্বেগের কারণ। যেসব এলাকায় শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে বা এমন পরিস্থিতি তৈরির আশঙ্কা রয়েছে, সেখানে শিল্প পুলিশ নজরদারি ও মোতায়েন জোরদার করেছে জানিয়ে তিনি বলেন কোথাও যাতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, সেজন্য আমরা কাজ করছি। একই সঙ্গে প্রয়োজন হলে মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে সমন্বয় ও মধ্যস্থতার ভূমিকাও পালন করছি।

(প্রতিবেদনটি তৈরিতে সহায়তা করেছেন চট্টগ্রাম, গাজীপুর, সাভার ও নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি)

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ জুন ২০২৬

বিদেশফেরত নারী শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্প

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

গত বছরের তুলনায় চলতি বছর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বাজেট বরাদ্দ কমেছে ১৭৫ কোটি টাকা। ২০২৬ -২৭ অর্থবছরে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য ৫ হাজার ১৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০২৫ -২৬ অর্থবছরে এই মন্ত্রণালয়ে ৫ হাজার ৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল। তবে সে বছর সংশোধিত বাজেটে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫ হাজার ৩৭১ কোটি টাকায়। অতীতের বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায়, শুধু গত বছর নয়, তার আগের বছর অর্থাৎ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চেয়েও এবার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত বরাদ্দের পরিমাণ কম। তথ্য বলছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য ৫ হাজার ২২২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

গত বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বাজেট প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেন, নারীর ক্ষমতায়নই উন্নয়নের নির্দেশক। নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় আইনি ও বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে 'মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম'-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি এবং সাতটি বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরিতে আগামী অর্থবছরে ডিএনএ নমুনা বিশ্লেষণে নতুন সফটওয়্যার সংযোজন করা হবে। দেশের নতুন ও সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় আনার লক্ষ্যে তাদের একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হচ্ছে। যা তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, ঋণ সুবিধা এবং বাজার সংযোগ নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

DHAKA FRIDAY JUNE 12, 2026
JAISHTHA 29, 1433 BS
The Daily Star

WORLD DAY AGAINST CHILD LABOUR

We cannot achieve development while children remain at work

Despite progress in some parts of the world, child labour remains a stark reality for millions of children globally. According to the joint International Labour Organization (ILO) and Unicef report "Child Labour: Global estimates 2024, trends and the road forward," an estimated 138 million children worldwide are engaged in child labour, including 54 million who are involved in hazardous work.

In terms of Bangladesh, preliminary findings from the 2025 Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), conducted jointly by the Bangladesh Bureau of Statistics and Unicef, indicate that 9.2 percent of children aged five to 17 years are currently engaged in child labour, up from 6.8 percent in 2019.

Child labour in Bangladesh exists in both formal and informal sectors, and the consequences of it are profound. It deprives children of education, undermines their physical and mental development, and limits their future opportunities. Children engaged in labour are also vulnerable to abuse, exploitation, and violence.

Under the Bangladesh Labour Act, 2006 (amended in 2018), the minimum age for employment is 14. Children aged 12-14 may be engaged in "light work," provided it does not interfere with their education or development. However, the law does not clearly define what constitutes "light work," thus creating opportunities for misuse and allowing children to be employed for long hours and/or in inappropriate conditions.

The government has identified 43 categories of hazardous labour that are harmful to children's physical and mental development and has prohibited the employment of anyone under 18 in these occupations. However, around 10.7 lakh children remain engaged in hazardous labour, out of a total of 17.8 lakh in child labour. Notably, domestic work is still not included in the hazardous labour list for children. The UN Committee on the Rights of the Child has expressed concern about the employment of children in sectors such as welding, road transport, machinery workshops, tobacco production, and battery recharging and recycling.

Poverty, limited access to quality education, and social normalisation of child labour continue to drive many families to send their children to work. Research consistently shows that legislation alone is insufficient to eliminate child labour. Effective enforcement of existing laws, social awareness, and family-centred support are equally critical.

One of the most overlooked forms of child labour in Bangladesh is domestic work performed by children. Domestic child workers spend their days caring for younger children, cooking, washing clothes, and performing a wide range of household chores. In return, they frequently receive little more than food, used clothing, and degrading treatment. They typically have no fixed working hours, no guaranteed rest, and little or no opportunity for education, recreation, or social interaction. Many child domestic workers also experience physical, psychological, and even sexual abuse. And because domestic child workers within private households, they remain largely invisible and their experiences often go unnoticed.

A 2024 report based on a survey conducted by Action for Social Development (ASD), titled "Situation of Child Domestic Workers in Dhaka City," analysed data from 352 child domestic workers. The findings revealed that nearly half had experienced some form of abuse. More than 31 percent reported excessive workloads; 18.47 percent had suffered physical injuries; 8.23 percent had been beaten; 20.74 percent faced regular verbal abuse and psychological violence; and 1.7 percent reported sexual abuse. How can child domestic work not be recognised as "hazardous," even when the children engaged in it face such cruelty?

Many people still believe they are doing a good deed by allowing a child from a poor family to live and eat in their home. In reality, this is often nothing more than opportunism disguised as charity—a way to secure cheap labour at the expense of a child's future.

Although the Domestic Workers Protection and Welfare Policy, 2015 proposed mechanisms such as monitoring cells, complaint systems, and helplines, implementation has been weak. Many domestic workers, including children, remain unaware of their rights and the protections available to them.

If Bangladesh is serious about protecting children's rights and achieving its commitments under the Sustainable Development Goals, stronger action to counter child labour is urgently needed. The minimum age for employment should be raised to 16 years, with work opportunities for adolescents aged 16-18 limited to safe occupations where they can acquire skills for transitioning to decent work in the future. The definition of "light work" must be clarified in laws, and the list of hazardous occupations should be updated to include domestic work performed by children.

Labour law violations involving children should see penalties, including strong sanctions against employers who engage children in hazardous work. Labour inspection systems should be strengthened, with specialised child labour inspection units empowered to monitor both formal and informal sectors. National and local child labour elimination committees must also be made more active and accountable.

Bangladesh has adopted one action plan after another to eliminate child labour. However, progress has fallen far short of expectations due to a lack of effective implementation. A thorough evaluation of previous projects is necessary before beginning new interventions. Social protection programmes should be expanded and better coordinated to reduce families' economic dependence on children's income. Access to quality education must be strengthened, with special support for children from low-income and working-class families. Full implementation of compulsory education provisions, alongside ensuring pathways to vocational and technical education are essential.

Government agencies, civil society organisations, teachers, community leaders, influential citizens, and the media all have roles to play in challenging the social acceptance of child labour and promoting every child's right to education, health, social protection, and development.

Today, we look back with horror at practices such as slavery or *satidaha*. It is difficult for us to imagine that such inhumane customs were once socially accepted. And yet, aren't there practices in our contemporary society that deserve similar condemnation? While many children are attending school and playing with their friends, others of the same age are working relentlessly in our homes. Is this not a form of modern-day slavery?

As long as children continue to work in conditions that deprive them of their childhood, education, and dignity, our commitment to justice and development will remain incomplete. The time has come to make the elimination of all forms of hazardous child labour, including domestic child labour, a national priority.

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Friday 12 June 2026

আজ বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস

আইন থাকলেও বাস্তবায়ন নেই, দারিদ্র্যের কষাঘাতে শ্রমিকের খাতায় শিশুরা

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

প্রতিবছর ১২ জুন বিশ্বব্যাপী শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। শিশুদের পড়ালেখা শিখে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার মৌলিক অধিকার থাকলেও বাস্তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। রাষ্ট্রীয় আইন, সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং সামাজিক ও পারিবারিক নানা নেতিবাচক পরিস্থিতির কারণে দেশের শতভাগ শিশুর জন্য নিরাপদ শৈশব নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে শিশুশ্রম বন্ধে দেশে কঠোর আইন থাকলেও মাঠপর্যায়ে তার বাস্তবায়নে কার্যত কোনো কার্যকর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং ইউনিসেফ এর সর্বশেষ যৌথ জরিপের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে শিশুশ্রমের হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৯.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিগত বছরগুলোর তুলনায় নতুন করে আরও প্রায় ১২ লাখ শিশু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

বাস্তব চিত্র দেখতে গাইবান্ধা জেলা সদরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে, এর সত্যতা পাওয়া যায়। জেলা সদরের মিলন মিয়ার মোটরসাইকেল গ্যারেজে কাজ করছে আনুমানিক ১২-১৩ বছর বয়সী দুটি শিশু। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, চরম দারিদ্র্যতার কারণে বাবা-মা তাদের পড়ালেখা বন্ধ করে এখানে কাজ শেখার জন্য পাঠিয়েছেন। অনুরূপ চিত্র গ্রামীণ জনপদেও। সাঘাটা উপজেলার যোগীপাড়া গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, আলিমুদ্দিন নামের এক কৃষক তার ৯ বছর বয়সী কন্যাসন্তানকে নিয়ে জমিতে চাষের কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, অভাবের সংসারে পারিবারিক কাজে সহায়তা করতেই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

অন্যদিকে, ফুলছড়ির বালাসীঘাটে দেখা মেলে আরও করুণ দৃশ্য। সেখানে বাবা-মা কিংবা স্বজনদের সঙ্গে অসংখ্য শিশু চরাঞ্চল থেকে খড়ি (জ্বালানি কাঠ) সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসছে। শুধু চরাঞ্চল বা কৃষিকাজই নয়, শহরের হোটেল-রেস্তরাঁ, কলকারখানা, ইটের ভাটাসহ প্রায় সব ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানেই প্রতিনিয়ত শিশুদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ জহুরুল কাউয়ুম বলেন, যেকোনো মূল্যে শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে হবে। কেননা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায় থেকে একবার ঝড়ে পড়লে শিশুরা সহজেই ভিন্ন পথে বা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে চলে যায়।

এ কারণে প্রতিটি শিশু নিয়মিত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত আছে কি না, তা কঠোরভাবে মনিটরিং করার পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে ঝড়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পুনর্বাসন করে তাদের জন্য বিশেষ কর্মমুখী শিক্ষা বা কারিগরি প্রশিক্ষণ চলমান রাখা জরুরি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১২ জুন ২০২৬

প্রথম বারের মতো চালু হচ্ছে মৎস্য বিমা স্কিম

ইত্তেফাক রিপোর্ট

মৎস্যচাষিদের ঝুঁকি মোকাবিলায় দেশে প্রথম বারের মতো মৎস্য বিমা স্কিম চালু এবং বাণিজ্যিক মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তব্যে তিনি সরকারের এ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বলেন, 'আমরা প্রকৃত মৎস্যজীবী ও কৃষকদের সুরক্ষায় 'জাল যার জলা তার' নীতির ভিত্তিতে জলমহাল, উপকূলীয় খাল ও হাওরগুলো স্থানীয় মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছি। এ খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধি ও জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বৃদ্ধি করে হাওর ও সুন্দরবন এলাকা নতুন করে অন্তর্ভুক্তিসহ মোট ১৫ লাখ জেলে পরিবারকে ভিজিএফ সুবিধার আওতায় আনা হচ্ছে।'

অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে দেশে ৫৬ লাখ ৩৫ হাজার টন মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, সুনীল অর্থনীতির ওপর গুরুত্বারোপ করে সরকার গভীর সমুদ্রে টুনা ও পেলাজিক মাছ আহরণে বাণিজ্যিক ভেসেল পরিচালনা, সামুদ্রিক শৈবাল চাষের সম্প্রসারণ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে মৎস্য রপ্তানি আয় এক বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষার লক্ষ্যে কুয়াকাটা ও সলিমপুরকে নতুন সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা এবং মাতারবাড়িতে আধুনিক মৎস্য বন্দর স্থাপনের মাধ্যমে সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

সমুদ্র সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে 'ইমপ্রুভমেন্ট অব ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার অব বাংলাদেশ ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন ইন কক্সবাজার ডিস্ট্রিক্ট' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের মৎস্য বৈচিত্র্য রক্ষায় সরকার বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও জিনপুল সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তব্যে জানিয়েছেন।

শুক্রবার ১২ জুন ২০২৬ • ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ যুগান্তর

শ্রমশিশুরা ব্যবহৃত হচ্ছে ক্রীতদাসের মতো

শিপন হাবীব

উৎপাদনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই দিন-রাত শিশুশ্রমিকদের ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অসামাজিক কাজে সুকৌশলে ব্যবহৃত হচ্ছে সহজসরল শিশুমন। সীমান্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে চোরাকারবারি বা নেশাজাতীয় দ্রব্য পাচারকারীরা পথশিশু বা শ্রমজীবী শিশুদের পণ্যের মতো ব্যবহার করছে। এক্ষেত্রে কন্যাশিশুদের অবস্থা আরও শোচনীয়। গৃহকাজে 'কাজের মেয়ে' নামে পরিচিত শিশুদের ওপর চলে নানা নির্যাতনসহ শারীরিক সহিংসতা। ঘরে বা বাইরে, ন্যূনতম মজুরিতে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয় এই শিশুদের। তাদের কাটাতে হয় ক্রীতদাসের জীবন। প্রায়ই শ্রমশিশুদের ওপর চলে নৃশংস অত্যাচার। রক্ষককে দেখা যায় ভক্ষকের ভূমিকায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিশুশ্রম প্রতিরোধে আইন থাকলেও কার্যকর নয়। এজন্য দ্রুত শিক্ষার প্রসার আর সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

তথ্য বলছে, দেশে প্রায় ৩৫ লাখ শিশুশ্রমিক রয়েছে। এর মধ্যে ১০ লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। শিশুশ্রম প্রতিরোধে শিশুদের কাজে নিয়োগ করা ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করতে না পারায় সমাজে শিশুশ্রম বন্ধ হচ্ছে না। ১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)

শ্রমশিশুরা ব্যবহৃত হচ্ছে ক্রীতদাসের মতো

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিশুশ্রম বন্ধে কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং ২০০২ সালের ১২ জুন থেকে প্রতিবছর বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়ে আসছে। এবার দিবসের প্রতিপাদ্য—'শিশুশ্রমকে লাল কার্ড : শিশুদের জন্য ন্যায্য পরিবেশ, বড়দের জন্য শোভন কাজ'। শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী, ১৪ বছরের কম বয়সিদের দিয়ে কাজ করানো হলে তা শিশুশ্রম হিসাবে গণ্য হবে। কেউ যদি শিশুশ্রমিক নিয়োগ দেন, আইনে তাকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে।

সরকার আইএলও কনভেনশন ১৩৮ ও ১৮২ অনুসমর্থন করেছে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণসহ সব ধরনের শিশুশ্রম নিরসনে অঙ্গীকারবদ্ধ। তবে ২০২৫ সাল পেরিয়ে গেলেও শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সঠিক গতিতে নেই বাংলাদেশ। ২০২৫ সালের ১২ জুন প্রকাশিত আইএলও ও ইউনিসেফের যৌথ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক প্রচেষ্টার ফলে শিশুশ্রম উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০২৪ সালে বিশ্বে প্রায় ১৩ কোটি ৮০ লাখ শিশুশ্রমে যুক্ত ছিল, যার মধ্যে ৫ কোটি ৪০ লাখ শিশুই ছিল ঝুঁকিপূর্ণ কাজে। এ কারণে তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ইউনিসেফের মতে, শ্রমে যুক্ত অধিকাংশ শিশু কাজ করছে অনানুষ্ঠানিক খাতে, যেখানে তারা দীর্ঘ সময় ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এ পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে হলে বাংলাদেশে জরুরি ভিত্তিতে স্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উদ্যোগ হাতে নেওয়া দরকার।

রাজধানীর পুরান ঢাকার বিভিন্ন ছোট-বড় কলকারখানা-গ্যারেজে থাকা শিশুরা জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে। শুধু রাজধানীতে নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে শিশু। বারুদের কারখানায় আতশবাজি তৈরি থেকে শুরু করে ইটভাটা, পাথরখাদান, কারুশিল্প, রাসায়নিক কারখানা, হোটেল-রেস্তোরাঁয় বয়ের কাজে শিশুদের নিয়োগ করতে দেখা যায়। ভিক্ষাবৃত্তির কাজেও তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। শ্রম আইনে বলা হয়েছে, শিশুদের ১৮টি নির্দিষ্ট পেশায় এবং ৬৫ ধরনের কাজে নিয়োগ করা যাবে না। কিন্তু এমন আইন কেউই মানছেন না। রাজধানীতে বস্তিবাসীর সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে শিশু অপরাধীর সংখ্যাও বাড়ছে। লালসায় মত্ত কিছু মানুষ দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সহায়সম্বলহীন শিশুদের দুর্বিষহ জীবনের পথে ঠেলে দিচ্ছে। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় শতাধিক পথশিশু তথা ভবঘুরে শিশু রয়েছে। পুলিশের তথ্য বলছে, এসব শিশুর অধিকাংশই নানা অপরাধে জড়িত। কেউ কেউ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করলেও রাতে এসে স্টেশন এলাকায় জড়ো হয়। সুমন, জাকির, স্বপ্নাসহ ১২-১৫টি শিশু জানায়, তাদের অনেকেই ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন গ্যারেজ, হোটেল রেস্তোরাঁয় কাজ করে। রাতে রেলওয়ে স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড ও নৌঘাট এলাকায় থাকে।

৩৫ লাখ শিশুশ্রমিকের ১০ লাখ চরম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে

রক্ষককে দেখা যায় ভক্ষকের ভূমিকায়

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এক অধ্যাপক জানান, সরকার আসে, সরকার যায়—শিশুশ্রম বন্ধ হয় না। বরং প্রতিটি রাজনৈতিক দল শিশুদের রাজনৈতিক সভা-মিছিলে ব্যবহার করে। শুধু কারখানা নয়, আবাসন ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোয়ও শিশুদের দ্বারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো হচ্ছে। তিনি বলেন, কেবল শিশু নিয়োগকারীকে শাস্তি দেওয়ার নীতিই যথেষ্ট নয়। প্রথমত, নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা দুর্বল। দ্বিতীয়ত, অপরাধ প্রমাণ এবং শাস্তি প্রদানের পদ্ধতি দীর্ঘ, কঠিন এবং অনিশ্চিত। তৃতীয়ত, শাস্তিদানের খবর কখনো কখনো প্রকাশ পায় ঠিকই; কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে কতটুকু? শিশুশ্রমকে সমাজ অপরাধ হিসাবে মেনেই নিচ্ছে না।

যুগান্তর
শুক্রবার ১২ জুন ২০২৬ • ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জোর

যুগান্তর প্রতিবেদন

প্রস্তাবিত বাজেটে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জোর দেওয়া হয়েছে। এর আওতায় প্রত্যেক নাগরিককে পর্যায়ক্রমে ন্যাশনাল হেলথ সিস্টেমের আওতায় 'ই-হেলথ কার্ড' দেওয়া হবে। মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও টিকাদান জোরদার এবং স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও চিকিৎসা শিল্পের বিকাশ ঘটানোর বিষয়ে জোর দেওয়া হবে। সীমিত আয়ের মানুষের পকেট থেকে চিকিৎসা ব্যয়ের বোঝা কমানো, মানসম্মত ওষুধের সহজলভ্যতা এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এতে।

বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বাজেট বক্তৃতায় এমন কথা জানান, স্বাস্থ্য খাতে নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী মোট ৬৯ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা জিডিপির মোট আকারে ১ দশমিক ০১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ রয়েছে ৩৫ হাজার ৪৭৭ কোটি টাকা যা জিডিপির শূন্য দশমিক ৫৮ শতাংশ। এ হিসাবে স্বাস্থ্য খাতে গত অর্থবছরের তুলনায় এবারের (২০২৬-২৭ অর্থবছর) বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী জানান, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে স্বাস্থ্যব্যবস্থার মূল ভিত্তি ও স্তম্ভ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। যেখানে চিকিৎসা থাকবে সবার নাগালে। যুক্তরাজ্যের জেনারেল প্র্যাকটিশনার (জিপি) মডেলের আদলে প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে এবং শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে এক বা একাধিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট স্থাপন করা হবে। এর আওতায় বিনামূল্যে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সাধারণ রোগের চিকিৎসা, ওষুধ প্রদান, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিবন্ধীবান্ধব সেবা, নারী স্বাস্থ্যসেবা এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের উপযোগী সেবা দেওয়া হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে থাকবে একটি মিনি ল্যাব ও ফার্মেসি, যেখান থেকে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ পাবে।

চিকিৎসা সরঞ্জাম আমদানিতে শুল্কছাড় : প্রস্তাবিত বাজেটে ওষুধ আমদানির উপকরণ, হার্টের রিং, কিডনি ডায়ালাইসিসের উপকরণ আমদানিতে শুল্কের ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক সুবিধার কারণে কিডনি রোগীর প্রতিটি ডায়ালাইসিস বাবদ ব্যয় ৮০০ টাকা পর্যন্ত হ্রাস পাবে। হার্টের রিং এবং চোখের ইন্ট্রাওকুলার লেন্স সরবরাহের ক্ষেত্রে জোগানদার পর্যায়ের ১০ শতাংশ ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রতিটি হার্টের রিং বা স্টেন্টের মূল্য প্রায় ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত কমতে পারে। চোখের প্রতিটি ইন্ট্রাওকুলার লেন্সের মূল্য প্রায় ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। কিডনি রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহার্য ব্লাড টিউব সেট আমদানিতে আগাম কর প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে। ক্যানসারের ওষুধ তৈরির ৯টি উপকরণ আমদানিতে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহারের জন্য বলা হয়েছে।

প্রত্যেক নাগরিক 'ই-হেলথ কার্ড' পাবেন : নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ভাতা কার্ড, কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ডের পর সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার আওতায় প্রত্যেক নাগরিককে একটি করে আধুনিক 'ই-হেলথ কার্ড' প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর মাধ্যমে দেশের যে কোনো প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রোগীর পূর্ববর্তী চিকিৎসা ইতিহাস, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ ও চিকিৎসাসংক্রান্ত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব হবে। ফলে চিকিৎসার মান বৃদ্ধি পাবে, ভুল চিকিৎসা ও ওষুধের পুনরাবৃত্তি কমবে এবং রোগী আরও দ্রুত, সুশৃঙ্খল ও কার্যকর সেবা পাবেন।

কারিকুলাম উন্নয়নে জোর : বাজেটে ইন্টিগ্রেটেড মডিউলার পদ্ধতি, আধুনিক ক্লিনিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থা এবং এআই-ভিত্তিক চিকিৎসা জ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করে একটি আধুনিক, দক্ষতাভিত্তিক ও ভবিষ্যৎমুখী নতুন এমবিবিএস কারিকুলাম চালু করার কথা বলা হয়। মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহজলভ্য করতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষাঋণ ও ব্যাংক ঋণ সুবিধা চালু করা হবে।

ইত্তেফাক
শুক্রবার
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১২ জুন ২০২৬

বাংলাদেশে শিশুশ্রম : বর্তমান পরিস্থিতি, ক্ষতিকর প্রভাব ও সমাধানের উপায়

আফরোজা পারভীন

বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠী দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। যদি শিশুদের শিক্ষিত, দক্ষ ও সুস্থ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তাহলে দেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের পূর্ণ সুবিধা পাবে। শিশুশ্রম শুধু শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন নয়; এটি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। তাই শিশুশ্রম বন্ধে শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা, আইন প্রয়োগ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবারভিত্তিক অর্থনৈতিক সহায়তার সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন

প্রতি বছর ১২ জুন পালিত হয় 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস'। শিশুশ্রমের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং তা নির্মূল করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এই দিবসটি পালন করে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই দিবসের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কেননা শিশুশ্রম আমাদের দেশে একটি দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যার উত্তরণের জন্য এখনই সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। দারিদ্র্য, শিক্ষার সুযোগের অভাব, পারিবারিক আয়ের সংকট, বেকারত্ব, সামাজিক বৈষম্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অভ্যন্তরীণ অভিবাসন এবং দুর্বল আইন প্রয়োগের কারণে লাখ লাখ শিশু এখনো বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। শিশুশ্রম শিশুদের শৈশব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপদ ভবিষ্যৎকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে অথচ সরকার সেভাবে তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। একই সঙ্গে এটি দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে জানার পরেও শিশু শ্রমিকদের বিষয়টি অবহেলিত রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিএসএস) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর 'জাতীয় শিশুশ্রম সার্ভে ২০২৩' ইউনিসেফ এবং সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এর মনিটরিং রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫-১৭ বছর বয়সি শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩.৯ কোটি এবং এর মধ্যে প্রায় ৩৫.৪ লাখ শিশু কোনো না কোনো ধরনের শ্রমে নিয়োজিত। এ দেশে প্রায় ১০.৭ লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত এবং দেখা যায় যে গ্রামীণ এলাকায় শিশুশ্রমের হার শহরের তুলনায় বেশি। বিশেষ করে কৃষি, গৃহকর্ম, পরিবহন, নির্মাণ, ওয়ার্কশপ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, চামড়াশিল্প, ইটভাটা এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে অধিকাংশ শিশু কাজ করে থাকে, যারা দীর্ঘ সময় কাজ করে এবং কাজের চাপে অসহনীয় জীবন যাপন করে। কিন্তু তারা পর্যাপ্ত মজুরি পায় না।

শিশুশ্রমে জড়িত অধিকাংশ শিশু নিয়মিত বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। অনেকেই মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। ফলে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় এবং নিরক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায় এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হয় না। এদের জীবন দারিদ্র্যের চক্রে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলতে থাকে। ফলে শারীরিক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে শিশুদের শরীর পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হয় না। কঠোর শ্রমের ফলে হাড় ও পেশির ক্ষতি হয়, অপুষ্টি বৃদ্ধি পায়, ফুসফুস, চোখ ও ত্বকের রোগ হয়। দুর্ঘটনা ও অঙ্গহানির ঝুঁকিতে বসবাস করে এবং অনেকেরই বিষাক্ত রাসায়নিকের সংস্পর্শে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হয়। শিশুদের অতিরিক্ত ও দীর্ঘমেয়াদি অসহনীয় কাজর চাপ, বকাঝকা, শারীরিক ও যৌন নির্যাতন এবং কর্মক্ষেত্রের বয়সের তুলনায় অতিরিক্ত কষ্টসাধ্য কাজের চাপ শিশুদের মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস কমে যায়, হতাশা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয় এবং অনেকের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এ ধরনের শিশুরা পাচার ও শোষণের ঝুঁকিতে থাকে।

বিশ্বব্যাংক ও আইএলওর গবেষণায় দেখা যায়, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগের অভাবে দীর্ঘ মেয়াদে জাতীয় আয় কমে যায় এবং এর ফলস্বরূপ দেশের রাজস্ব আয় কমে যায় ও আমাদের দেশে উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি হ্রাস পায় এবং ফলাফল হিসাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। শিশু শ্রমিকদের জীবন একটা সময় কষ্টকর ও অসহনীয় হয়ে ওঠার পরে তাদের অনেকেই সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পরে সহজ অর্থ লাভের আশায়। অনেকেই হতাশার মধ্যে থেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। তাই এই মুহূর্তে বাংলাদেশের শিশুশ্রম বন্ধ এবং সকল সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের অধিকার রক্ষায় একটি শিশু অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা জরুরি বিষয়। শিশু অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর জন্য দরিদ্র শিশু শ্রমিকদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণ,

নগদ সহায়তা প্রদান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থাসমূহের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে বিনা মূল্যে শিক্ষা ও উপকরণ প্রদান করা, ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা এবং উপবৃত্তি কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা এখন সময়ের দাবি। শিশুশ্রম নিরোধ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু নিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিয়মিত শ্রম পরিদর্শন একটি জরুরি বিষয়। এই বিষয়ে গণমাধ্যম প্রচারণা, কমিউনিটি সভা; অভিভাবক ও নিয়োগকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দরকার। শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে হেলপলাইন কার্যকর করা, শিশু সুরক্ষা কমিটি শক্তিশালী করা, নির্যাতনের শিকার শিশুদের পুনর্বাসন এই মুহূর্তে না করলে একটি জেনারেশন নষ্ট হয়ে যাবে। শিশুশ্রম বন্ধে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়, এটি মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি লাভজনক জাতীয় বিনিয়োগ।

গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুদের শিক্ষায় বিনিয়োগের অর্থনৈতিক রিটার্ন অত্যন্ত বেশি। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সারা জীবনে একজন অশিক্ষিত ব্যক্তির তুলনায় অনেক বেশি আয় করেন এবং রাষ্ট্রকে বেশি কর প্রদান করেন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় আয় বৃদ্ধির জন্য হলেও শিশুর শ্রম বন্ধ করা উচিত। শিশুশ্রমের কারণে সৃষ্ট অসুস্থতা ও প্রতিবন্ধকতার চিকিৎসায় ভবিষ্যতে সরকারের বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। প্রতিরোধমূলক বিনিয়োগ এই ব্যয় কমাতে পারে। শিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী অপরাধ, সহিংসতা ও সামাজিক অস্থিরতা কমায়। ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যয়ও হ্রাস পায় এবং সমাজের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি হয়। ফলাফল হিসেবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় পর্যটন খাতে আয় বাড়ে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার সনদ (CRC), ILO Convention ১৩৮ ও ১৮২ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)-এর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ এসব আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণের জন্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠী দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। যদি শিশুদের শিক্ষিত, দক্ষ ও সুস্থ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তাহলে দেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের পূর্ণ সুবিধা পাবে। শিশুশ্রম শুধু শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন নয়; এটি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। তাই শিশুশ্রম বন্ধে শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা, আইন প্রয়োগ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবারভিত্তিক অর্থনৈতিক সহায়তার সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

● লেখক : নারী উন্নয়ন শক্তির নির্বাহী পরিচালক এবং মানবাধিকার কর্মী

কালের কণ্ঠ
। রবিবার । ১৪ জুন ২০২৬

কর্মসংস্থান বাড়াতে বিনিয়োগে উৎসাহ

এম আর মাসফি ▷

শিল্পায়ন, বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে একগুচ্ছ উদ্যোগ ঘোষণা করেছে সরকার। নতুন শিল্প পার্ক ও অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, ৬০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্রণোদনা তহবিল, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে নতুন পদক্ষেপ এবং বিভিন্ন শিল্প খাতে কর-শুল্ক ছাড়ের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতি ফেরানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সরকারের আশা, এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে অন্তত ২৫ লাখ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ঋণনির্ভরতা কেটে অর্থনীতিতে স্বনির্ভরতা বাড়বে।

অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেন, ঋণনির্ভর প্রবৃদ্ধির পরিবর্তে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারি ব্যয় ও প্রকল্প নির্বাচনে 'ভ্যালু ফর মানি', 'রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট' এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সরকার ২০৩০-৩১ অর্থবছরের মধ্যে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.৫ শতাংশে উন্নীত করা, মূল্যস্ফীতি ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং মোট বিনিয়োগ জিডিপির ৪০ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের অংশ হিসেবে চালু করা হয়েছে একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'বাংলাবিজ'। পাশাপাশি ১৯টি সম্ভাবনাময় খাতের জন্য বিদেশি বিনিয়োগ নির্দেশিকা বা এফডিআই হিটম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে বিনিয়োগকারীরা সহজেই সম্ভাবনাময় খাত চিহ্নিত করতে পারেন।

শিল্পায়নের গতি বাড়াতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন শিল্প অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। পটুয়াখালী ও যশোরে নির্মীয়মাণ শিল্প পার্কে প্রায় আড়াই লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে সরকারের আশা। একই সঙ্গে কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, চাঁদপুর ও কুমিল্লায় নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এসব অঞ্চলে বিনিয়োগ বাড়ার পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পায়ন ও আঞ্চলিক বৈষম্য কমবে বলে মনে করছে সরকার।

উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ৬০ হাজার কোটি টাকার 'স্টিমুলাস প্যাকেজ-২০২৬' ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ৪১ হাজার কোটি টাকা পুনরর্থায়ন তহবিল এবং ১৯ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে আসবে। বড় শিল্প ও সেবা খাতে ২০ হাজার কোটি টাকা, কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে ১০ হাজার কোটি টাকা, সিএমএসএমই খাতে পাঁচ হাজার কোটি টাকা এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণে তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ঋণের সুদহার সহনীয় রাখতে সরকার ৬ শতাংশ সুদ ভর্তুকিও দেবে। সরকারের হিসাব অনুযায়ী, এই কর্মসূচির মাধ্যমে ২৫ লাখের বেশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে শক্তিশালী করতে আইডকোল, বিআইএফএফএল ও এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের জন্য দুই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়ন সহজ হলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান আরো বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিনিয়োগ আকর্ষণে কর ও শুল্ক সুবিধার ক্ষেত্রেও বড় ধরনের ছাড় দেওয়া হয়েছে। শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে একাধিক ক্ষেত্রে শুল্ক কমানো বা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ওয়াশিং মেশিন ও ওভেন উৎপাদনে ব্যবহৃত ফ্লোট গ্লাস, ডিটারজেন্ট শিল্পের কাঁচামাল, টায়ার-টিউব, স্কিন কেয়ার ও বিউটি প্রোডাক্টস খাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ খাতে আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও আগাম কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত কয়লা আমদানির শুল্ক সুবিধার মেয়াদও ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের বিকাশে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ডিজিটাল ডিভাইস ও সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে দীর্ঘমেয়াদি কর ও ভ্যাট অব্যাহতি বহাল রাখা হয়েছে। স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানগুলোকে ২০৩৫ সাল পর্যন্ত ভ্যাটমুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে যন্ত্রপাতিভাড়া, বিদেশি ঋণের সুদ এবং বীমা প্রিমিয়ামের ওপর উৎসে কর কমানো হয়েছে। শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে অগ্রিম কর ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এসএমই খাতে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত টার্নওভার করমুক্ত রাখা হয়েছে, যা নারী ও প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তাদের জন্য ৭০ লাখ টাকা পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে।

তবে সরকার শুধু করছাড়ই দেয়নি, দেশি শিল্প সুরক্ষায় বেশ কিছু আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক ও রেগুলেটরি ডিউটি বাড়িয়েছে। জিপসাম বোর্ড, পিভিসি ও পেট রেজিন, বাইসাইকেল যন্ত্রাংশ, ওয়াশিং মেশিন, কাগজশিল্পের বিভিন্ন কাঁচামাল, কোল্ড-রোল্ড কয়েল, কপার তার ও ডিসি মোটর আমদানিতে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় উৎপাদকদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ), অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) এবং অর্থনৈতিক অংশীদারি চুক্তি (ইপিএ) সম্পাদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আটটি খাতে ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুবিধা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নগদ রপ্তানি প্রণোদনার ওপর অগ্রিম আয়কর ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করায় রপ্তানিকারকদের জন্য অর্থপ্রবাহ আরো সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজেটে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে কর-শুল্ক ছাড়, প্রণোদনা তহবিল এবং বৃহৎ উন্নয়ন ব্যয়ের উদ্যোগ ইতিবাচক। তবে ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ব্যাবসায়িক আস্থার সংকট এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা দূর না হলে প্রত্যাশিত বিনিয়োগ প্রবাহ অর্জন কঠিন হবে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি তাসকীন আহমেদের মতে, বাজেটে বিনিয়োগবান্ধব সংস্কারের প্রতিফলন থাকলেও এর সফলতা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে সরকারের রাজস্ব আহরণ সক্ষমতা ও বাস্তবায়ন দক্ষতার ওপর।

এ বিষয়ে সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাজেটে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমদানি প্রতিস্থাপক ও রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য কর-শুল্ক সুবিধা, বন্ড সুবিধা সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলে প্রণোদনা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বৈদ্যুতিক যানবাহন খাতে সহায়তা বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়ক হবে। এসব পদক্ষেপের ফলে স্বল্প মেয়াদে কিছু রাজস্ব ছাড় দিতে হলেও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পায়ন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

দেশ রূপান্তর মঙ্গলবার, ১৬ জুন ২০২৬

জর্ডানে শ্রমিক পাঠানোর নামে প্রতারণা, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক

জর্ডানে শ্রমিক পাঠানোর নামে প্রতারণা, জাল নথি ব্যবহার এবং অভিবাসী চোরাচালানের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গত রবিবার রাজধানীর উত্তর বাড্ডার সুরাহ ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্রেডার্সে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানে ৫৫টি পাসপোর্ট, বিদেশগমন সংক্রান্ত চুক্তিপত্র এবং ডিজিটাল ডিভাইস জব্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় তিন অভিযুক্তসহ অজ্ঞাতনামা আরও চার থেকে পাঁচজনের বিরুদ্ধে বাড্ডা থানায় মামলা করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন– মাঞ্জুর প্রধানিয়া, ওসমান গনি ও কাজী মো. আতা-ই-রাব্বি।

গতকাল সোমবার বিকেলে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, জর্ডানের আম্মানে আল-তাজামুয়াত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে অবস্থিত জেরাশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ফ্যাশন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেডের নাম, লোগো ও সিলমোহর জাল করে সুরাহ ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্রেডার্স শ্রমিক ভিসায় চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে জনপ্রতি ২ লাখ থেকে আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত আদায় করে আসছিল।

এ বিষয়ে জেরাশ গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ দূতাবাস, জর্ডানের মাধ্যমে অভিযোগ জানায়। পরে অভিযোগটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হলে সিআইডির মানব পাচার মনিটরিং সেল অনুসন্ধান শুরু করে। তদন্তে আরও জানা যায়, সুরাহ ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্রেডার্স একটি ট্রাভেল এজেন্সি হলেও তাদের কোনো বৈধ রিক্রুটিং লাইসেন্স নেই। এরপরও প্রতিষ্ঠানটি ফেসবুক পেজের মাধ্যমে জর্ডান, সৌদি আরব, সার্বিয়া ও মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে শ্রমিক পাঠানোর বিজ্ঞাপন প্রচার করে আসছিল।

সিআইডি জানিয়েছে, এ চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্য ব্যক্তি ও সহযোগীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

যুগান্তর সোমবার ১৫ জুন ২০২৬

শ্রমিকবান্ধব বাজেটের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি
—সাইফুল হক

ঢাবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক মিলন বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষ ও শ্রমিকদের জন্য বাজেটে প্রত্যাশিত বরাদ্দ রাখা হয়নি। তাই তাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। রোববার দলের ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

সাইফুল হক বলেন, 'সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে সরকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রত্যাশার পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। তবে শ্রমজীবী মানুষ ও শ্রমিকদের জন্য বাজেটে প্রত্যাশিত বরাদ্দ রাখা হয়নি। আমরা আশা করেছিলাম শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ থাকবে, জাতীয় ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠনের উদ্যোগ থাকবে। কিন্তু তা দেখা যায়নি। তিনি বলেন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হলেও যেসব শ্রমিক মাসের শেষ ১৫ দিন কীভাবে চলবে তা জানেন না, তাদের জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল, শিক্ষা এবং মানবিক জীবন নিশ্চিত করার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। ভারতের নতুন হাইকমিশনার প্রসঙ্গে সাইফুল হক বলেন, শুধু কথায় নয়, সত্যিকার বন্ধুত্বের পরিচয় দিতে হলে ভারতকে সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে পুশইন বন্ধের ঘোষণা দিতে হবে। সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন দলের রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য বহ্নিশিখা জামালী, বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অরবিন্দু বেপারী বিন্দু। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দলের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য আকবর খান।

সমকাল রোববার । ১৪ জুন ২০২৬

মতবিনিময় সভায় ১০ দাবি

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নির্মূলে পৃথক বাজেট বরাদ্দের দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি জরুরি। এ ধরনের কাজে নিয়োজিত শিশুদের উদ্ধার, পুনর্বাসন, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়াও জাতীয় বাজেটে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নির্মূলে পৃথক বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। শিশুশ্রম নির্মূলে এ রকম ১০টি দাবি তুলে ধরা হয়েছে গতকাল শনিবার আয়োজিত মতবিনিময় সভায়।

'ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নির্মূলে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি' শিরোনামে এই সভা যৌথভাবে আয়োজন করে ইয়ং উইমেন ফর ডেভেলপমেন্ট, রাইটস অ্যান্ড ক্লাইমেট (ওয়াইডব্লিউডিআরসি) ও নারী উন্নয়ন শক্তি (এনইউএস)। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, টেক্সটাইল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, ডোমেস্টিক ওয়ার্কার এমপ্লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ এবং ফোরাম ফর কালচার অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এ আয়োজনে সহায়তা দিয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শ্রমিক নেতা, টেক্সটাইল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুল হোসেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ওয়াইডব্লিউডিআরসির এক্সিকিউটিভ চেয়ারপারসন নুসরাত সুলতানা আফরোজ। সভাপতির বক্তব্য দেন নারী উন্নয়ন শক্তির নির্বাহী পরিচালক ড. আফরোজা পারভীন। আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের সহসভাপতি ও বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরামের নির্বাহী পরিচালক খায়রুজ্জামান কামাল।

THE FINANCIAL EXPRESS
Monday • June 15, 2026

DIGITAL FINANCIAL INCLUSION

Tea estate workers receive wages digitally through bKash

Payroll solution brings greater security, convenience and financial inclusion to workers in remote Panchagarh tea garden

TECHEXPRESS DESK

A quiet digital transformation is reshaping the way tea estate workers in northern Bangladesh receive and manage their earnings.

Several hundred workers at Kazi & Kazi Tea Estate in Panchagarh are now receiving their wages through bKash's digital payroll solution, reducing their dependence on cash and expanding access to formal financial services.

While the development may appear modest, it reflects a broader shift in Bangladesh's digital financial landscape. More than one million workers at over 1,000 factories across the country currently receive their salaries through bKash's payroll platform. The introduction of the service at a remote tea estate signals the growing reach of digital wage payments beyond traditional industrial centres.

For decades, tea garden workers relied entirely on cash payments, often facing long queues, payment delays and concerns over carrying money home safely. The digital payroll system has addressed many of these challenges by making salary disbursement faster, safer and more transparent.

The initiative, jointly implemented by bKash and the tea estate authorities, allows workers to receive wages directly into their bKash accounts. They can then withdraw cash when necessary or use their funds for mobile recharges, bill payments, money transfers and savings.

"When the digital payroll system was first introduced, I was hesitant to receive my wages through a mobile financial services account. But after four months, I realised its benefits and decided to use bKash. Now I receive my salary on time and can spend it however I choose," said Halima Akhter, a worker at the estate.

Another worker, Banu Begum, highlighted the increased financial flexibility the service has provided.

"The digital system has made it easier to send money to my daughter who lives in another district. I can also save some money regularly, which was difficult before," she said.

For Mazedul Islam, the transition has brought both convenience and security.

"It removes the risk of carrying cash. I can withdraw exactly what I need, whenever I need it. I also use bKash for mobile recharges, sending money to family members and paying my Palli Bidyut bills," he said.

Munshi Md Al Imran Hossain, Accounts and Finance Manager at Kazi & Kazi Tea Estate, said the digital payroll system has significantly improved operational efficiency.

"With nine divisions spread across a large area, managing salary payments manually was always challenging. The estate is located far from the town, and we previously had to transport large amounts of cash from Panchagarh. Handling and carrying cash was both time-consuming and risky. Now salary payments can be managed centrally and far more conveniently," he said.

Bangladesh's ready-made garment sector has been at the forefront of payroll digitisation, with around one million workers across more than 1,000 factories receiving wages through bKash since 2015. Beyond salary disbursement, bKash has developed a wider digital payment ecosystem for workers, including vending machines, fair-price shops and nearby agent points to encourage everyday digital transactions.

The expansion of digital payroll services from industrial hubs to rural tea estates underscores the growing role of technology in enhancing financial security, convenience and inclusion for workers across Bangladesh.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১৫ জুন ২০২৬

কারখানা বন্ধ থাকলে ভোটাধিকার থাকবে না

বিজিএমইএ

- সরকার চায় কারখানার পুনরুজ্জীবন বিজিএমইএ দিচ্ছে নির্বাসন
- সংকটে পড়া মালিকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার শঙ্কা

রাশেদ হোসাইন

একসময় তাদের কারখানায় দিনরাত হাজারো শ্রমিকের কোলাহল ছিল। মেশিনের অবিরাম শব্দে মুখরিত থাকত কারখানার চারপাশ। শত শত কোটি টাকার তৈরি পোশাক বিদেশের বাজারে পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিতে তারা অবদান রেখেছেন। অথচ বৈশ্বিক মন্দা, গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট আর ঋণের বোঝায় আজ তাদের অনেকের কারখানাই বন্ধ। কেউ অন্যের সাব কন্ট্রাক্টে কাজ করছেন। কেউ বা পার করছেন চরম দুঃসময়। এই দুঃসময়ে যখন পাশে দাঁড়ানো দরকার ছিল, ঠিক তখনই যেন নিজেদের সংগঠন থেকেই

কারখানা বন্ধ থাকলে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] পর হয়ে যাচ্ছেন তারা। তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর সংকটে পড়া এসব অসুস্থ ও বন্ধ কারখানার মালিকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার এক নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। সংগঠনের এই সিদ্ধান্তে সাধারণ ও প্রান্তিক সদস্যদের মাঝে চরম ক্ষোভ ও দীর্ঘশ্বাস তৈরি হয়েছে। গত ২৪ মে সংগঠনটির সদস্যদের পাঠানো এক নোটিসে দেখা যায়, আগামী ২০ জুন একটি বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) আহ্বান করা হয়েছে। ঢাকার উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সের নুরুল কাদের অডিটোরিয়ামে এ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভার মূল এজেন্ডা হলো সংগঠনের গঠনতন্ত্রে 'অনুচ্ছেদ ৫(সি)' নামে একটি নতুন ধারা যুক্ত করা। প্রস্তাবিত ধারায় বলা হয়েছে, যে সদস্য বর্তমানে রপ্তানি কার্যক্রমে নিয়োজিত নন, অথবা বিজিএমইএ থেকে ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) সেবা গ্রহণ করেন না, তিনি বিজিএমইএর পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে ভোটার তালিকাভুক্ত হতে, কিংবা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

সদস্যের সর্বশেষ অর্থবছরের রেকর্ড, বিশেষ করে রপ্তানি আয়ের প্রমাণ হিসেবে প্রোসিডস রিয়ালাইজেশন সার্টিফিকেট (পিআরসি) এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হবে। এর অর্থ হলো, যেসব সদস্যের কারখানা বর্তমানে উৎপাদন বা রপ্তানি কার্যক্রমে নেই, কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কারণে বন্ধ রয়েছে, তাদের একটি বড় অংশ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারেন।

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীরা বলছেন, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে কয়েক শ কারখানার মালিক রাতারাতি তাদের ভোটাধিকার হারাবেন। করোনা মহামারি ও পরবর্তী বিশ্বমন্দার ধাক্কায় অনেক কারখানাই নিয়মিত রপ্তানি ধরে রাখতে পারেনি। অনেকে বাধ্য হয়ে সাব-কন্ট্রাক্টিং বা অন্য বড় কারখানার মাধ্যমে কোনোমতে টিকে থাকার লড়াই করছেন। সরকার যেখানে বন্ধ ও অসুস্থ শিল্পকারখানাগুলোকে নীতি সহায়তার মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে, সেখানে বিজিএমইএর এই প্রস্তাবিত নীতি সম্পূর্ণ উল্টো।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন প্রবীণ উদ্যোক্তা বলেন, ব্যবসা খারাপ মানেই কি আমরা সংগঠনের কেউ না? এক যুগেরও বেশি সময় ধরে নিয়মিত চাঁদা দিয়ে আসছি। আজ সংকটে পড়েছি বলে আমাদের মত প্রকাশের অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এটি অত্যন্ত অমানবিক। বিএনপির কেন্দ্রীয় শিল্পবিষয়ক সম্পাদক, কুমিল্লা-৯ (লাকসাম-মনোহরগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য এবং সম্মিলিত পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. আবুল কালাম বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, গত ১৭ বছরে রাজনৈতিক বৈষম্য, প্রশাসনিক চাপ এবং নানা ধরনের হয়রানির কারণে বিএনপিপন্থি বহু ব্যবসায়ী তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠান হারিয়েছেন। অনেক উদ্যোক্তা বাধ্য হয়ে কারখানা বন্ধ করেছেন। আবুল কালাম দাবি করেন, তার নিজের ছয়টি কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে অনেক চেষ্টায় তিনি তিনটি কারখানা পুনরায় চালু করতে সক্ষম হয়েছেন। তার ভাষায়, সরকার যখন বন্ধ কারখানা চালুর জন্য ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা তহবিল ঘোষণা করেছে, তখন বিজিএমইএ যদি এমন সিদ্ধান্ত নেয় যাতে বন্ধ কারখানার মালিকরা ভোটাধিকার হারান, তাহলে তা সরকারের মূল লক্ষ্যকেই দুর্বল করবে। তিনি আরও বলেন, এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে বিএনপির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক উদ্যোক্তা বিজিএমইএর নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না, এমনকি ভোটও দিতে পারবেন না। ফলে সংগঠনের নির্বাচনি ভারসাম্য পরিবর্তিত হতে পারে। নোয়াখালী-২ (সেনবাগ-সোনাইমুড়ী) আসনের এমপি ও বিজি কালেকশনের চেয়ারম্যান জয়নুল আবদিন ফারুক বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, আগামী ২০ তারিখে বিজিএমইএ মিটিং ডাকছে, আমরা আলোচনা করে ওইদিনের সিদ্ধান্ত সরকারকে জানাব কোনটা ভালো হয়। তিনি বলেন, ভোটাধিকারের বিষয়টা অ্যাসোসিয়েশনের বিষয়, এটা সরকারের এবং অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করে করতে হবে। এই প্রস্তাব কেন এলো, কী করে এলো এ বিষয়ে আলোচনা করা ছাড়া বিস্তারিত বলা যাবে না। ২০ তারিখে মিটিংয়ে আশাকরি থাকব। আর সরকারকে সহযোগিতা করব। সরকারও যাতে এই রুগ্ণ শিল্পগুলোকে বাঁচায় এবং যেগুলো অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে ট্রিটমেন্ট করে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বন্ধ ও রুগ্ণ শিল্পকারখানা পুনরায় চালুর জন্য ৬০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্রণোদনা তহবিল ঘোষণা করেছেন। এই তহবিলের আওতায় বন্ধ কলকারখানা ও সেবা খাত পুনরুজ্জীবনের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ রাখা হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য, এসব উদ্যোগের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২৫ লাখের বেশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

NEW AGE
TUESDAY, JUNE 16, 2026,

NEWS IN BRIEF

24,165 tonnes of VGF rice distributed during fishing ban

THE government distributed 24,165.625 tonnes of Vulnerable Group Feeding rice to fishermen during the 58-day ban on all types of fishing in marine waters from April 15 to June 11 to ensure proper breeding and production of fish, conserve marine fishery resources and promote sustainable fishing in the country's maritime waters. The ban covered 67 upazilas in 14 coastal districts under Chattogram, Barishal and Khulna divisions as well as Chattogram Metropolitan Area, said a press release on Monday. During the ban period, authorities organised 60 Task Force Committee meetings, 260 awareness programmes, installed 12,678 banners and posters, and distributed 68,075 leaflets across the 14 coastal districts and relevant upazilas. — *BSS*

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ১৬ জুন ২০২৬

দুটির বেশি সন্তান

মাতৃত্বকালীন ছুটি সীমিত করার বিরুদ্ধে রিট

● নিজস্ব প্রতিবেদক

দুটির বেশি সন্তান থাকলে মাতৃত্বকালীন ছুটি ও মাতৃত্ব সুবিধা সীমিত বা অস্বীকার করার বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করা হয়েছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইশরাত হাসান এই রিট করেন। এতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর সংশ্লিষ্ট বিধান, বাংলাদেশ সার্ভিস রুলসের প্রাসঙ্গিক বিধান চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। রিটে বলা হয়, মাতৃত্বকালীন ছুটি কোনো বিশেষ সুবিধা বা সন্তান জন্মদানে উৎসাহ দানের উপকরণ নয়; বরং এটি একজন মায়ের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, প্রসব-পরবর্তী পুনরুদ্ধার, নবজাতকের পরিচর্যা এবং ব্রেস্ট ফিডিং নিশ্চিত করার জন্য অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য সুরক্ষা। আরও উল্লেখ করা হয়, একজন নারী প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তান জন্মদান করুন না কেন, প্রসবজনিত শারীরিক ঝুঁকি, চিকিৎসা প্রয়োজন, বিশ্রাম এবং নবজাতকের যত্নের প্রয়োজনীয়তা একই থাকে। ফলে শুধু সন্তানের সংখ্যার ভিত্তিতে মাতৃত্বকালীন ছুটি বা সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা বৈষম্যমূলক, অযৌক্তিক এবং সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ১৬ জুন ২০২৬

গিগ ইকোনমি কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত

সৈয়দ আবুল হাসনাত জিসান

গিগ ইকোনমি নিঃসন্দেহে একবিংশ শতাব্দীর অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা। এটি কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে, অর্থনীতিকে গতিশীল করছে এবং বৈশ্বিক শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত করছে। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে টেকসই ও মানবিক রূপ দিতে হলে শ্রমিকের অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা এবং ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় গিগ ইকোনমি কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্তের পাশাপাশি অনিশ্চয়তা ও বৈষম্যের নতুন অধ্যায় হিসেবেও ইতিহাসে স্থান পেতে পারে

ফলে শ্রমবাজারের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা অনেকাংশেই দূর হয়েছে। ফ্রিল্যান্সিং, রাইড শেয়ারিং, খাদ্য সরবরাহ, অনলাইন টিউটরিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, গ্রাফিক ডিজাইন, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কিংবা কনটেন্ট ক্রিয়েশন সব ক্ষেত্রেই গিগ ইকোনমির বিস্তার ঘটছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গিগ ইকোনমির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করলেও সবার জন্য পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। এমন বাস্তবতায় গিগ ইকোনমি অনেকের জন্য বিকল্প আয়ের পথ খুলে দিয়েছে।

বঞ্চিত থাকেন। কাজ থাকলে আয় আছে, কাজ না থাকলে আয় নেই এই অনিশ্চয়তা তাদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। অসুস্থতা, দুর্ঘটনা কিংবা অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েন।

আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো সামাজিক নিরাপত্তার সীমাবদ্ধতা। অধিকাংশ গিগ কর্মীর জন্য স্বাস্থ্যবীমা, পেনশন, ভবিষ্যৎ সঞ্চয়, মাতৃত্বকালীন সুবিধা কিংবা কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত নয়। ফলে দীর্ঘমেয়াদে তাদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়ে।

একদিকে তারা অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে

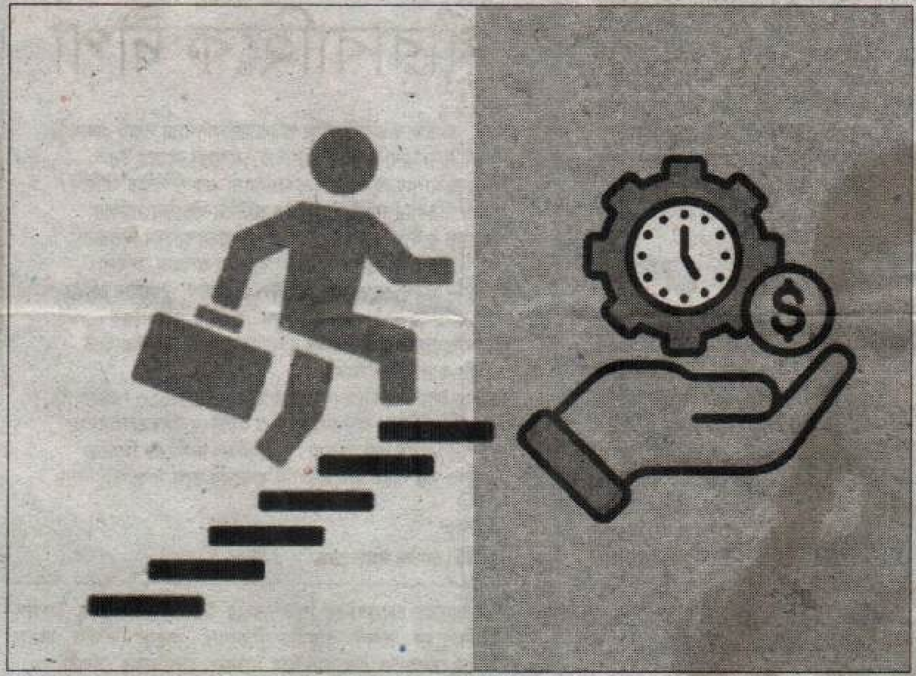

বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাসে শ্রমের ধরন কখনো স্থির ছিল না। প্রযুক্তি, উৎপাদনব্যবস্থা এবং যোগাযোগব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবাজারও বারবার রূপান্তরিত হয়েছে। শিল্প বিপ্লব যেমন কৃষিনির্ভর সমাজকে কারখানাভিত্তিক স্থায়ী চাকরির কাঠামোয় নিয়ে এসেছিল, তেমনি ডিজিটাল বিপ্লব আজ শ্রমকে নিয়ে যাচ্ছে এক নতুন বাস্তবতায়, যাকে বলা হয় গিগ ইকোনমি। একসময় কর্মসংস্থান বলতে যেখানে স্থায়ী চাকরি, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা এবং মাস শেষে নিশ্চিত বেতনকে বোঝানো হতো, সেখানে আজ ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে কাজভিত্তিক, চুক্তিভিত্তিক ও প্ল্যাটফর্মনির্ভর কর্মসংস্থান। এই নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো যেমন সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে, তেমনি সৃষ্টি করেছে বহু প্রশ্ন ও উদ্বেগেরও।

গিগ ইকোনমি মূলত এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে কর্মী কোনো প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মচারী না হয়ে নির্দিষ্ট কাজ বা সেবার বিনিময়ে পারিশ্রমিক লাভ করেন। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের গ্রাহকের জন্য কাজ করতে পারেন।

বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের তরুণদের অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের অবস্থানকে শক্তিশালী করছে। অনেকে ঘরে বসেই বিদেশি প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছেন, যা জাতীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক অবদান রাখছে।

গিগ ইকোনমির অন্যতম বড় সুবিধা হলো এর নমনীয়তা। এখানে কর্মী নিজের সুবিধামতো সময় নির্ধারণ করতে পারেন এবং একাধিক উৎস থেকে আয় করার সুযোগ পান। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি আয় করতে পারছেন, নারীরা ঘরে বসে পেশাগত কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, এমনকি অনেক অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিও তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন আয়ের ক্ষেত্র তৈরি করছেন। ফলে এটি শ্রমবাজারকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলছে।

তবে এই উজ্জ্বল সম্ভাবনার আড়ালে কিছু কঠিন বাস্তবতাও রয়েছে। গিগ ইকোনমির সবচেয়ে বড় সংকট হলো চাকরির নিরাপত্তার অভাব। স্থায়ী চাকরির ক্ষেত্রে কর্মীরা যে ধরনের সুরক্ষা ও নিশ্চয়তা পান, গিগ কর্মীরা সাধারণত তা থেকে

উঠছেন, অন্যদিকে তাদের অধিকারের বিষয়টি এখনও অনেকাংশে উপেক্ষিত।

গিগ ইকোনমির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অ্যালগরিদমভিত্তিক শ্রম নিয়ন্ত্রণ। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো সাধারণত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মীদের কাজ, মূল্যায়ন এবং পারিশ্রমিক নিয়ন্ত্রণ করে। একটি নেতিবাচক রেটিং কিংবা গ্রাহকের অভিযোগ অনেক সময় কর্মীর আয়ের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে অনেক কর্মী অদৃশ্য প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণের অধীনে কাজ করতে বাধ্য হন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশও গিগ ইকোনমির জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে। বর্তমানে অনেক কাজ স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে কিছু পেশার চাহিদা কমে যেতে পারে, আবার নতুন ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারলে অনেক গিগকর্মী কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকবেন।

এ ছাড়া গিগ ইকোনমির দ্রুত বিস্তার সমাজে এক ধরনের

নতুন বৈষম্যও সৃষ্টি করতে পারে। যাদের ডিজিটাল দক্ষতা, ভাষাজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা রয়েছে, তারা সহজেই এই অর্থনীতির সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন। অন্যদিকে দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার অভাবে অনেকেই এই প্রবাহের বাইরে থেকে যাচ্ছেন। ফলে ডিজিটাল বিভাজন আরও প্রকট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এই বাস্তবতায় প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী ও সময়োপযোগী নীতিমালা। গিগকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে আইনি স্বীকৃতি প্রদান, ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যবীমা ও কল্যাণ তহবিল গঠন, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি সম্প্রসারণ এবং ডিজিটাল শ্রমবাজারকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা এখন সময়ের দাবি।

একই সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে তরুণরা ভবিষ্যতের প্রযুক্তিনির্ভর শ্রমবাজারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

গিগ ইকোনমি নিঃসন্দেহে একবিংশ শতাব্দীর অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা। এটি কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে, অর্থনীতিকে গতিশীল করছে এবং বৈশ্বিক শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত করছে।

কিন্তু এই সম্ভাবনাকে টেকসই ও মানবিক রূপ দিতে হলে শ্রমিকের অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা এবং ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় গিগ ইকোনমি কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্তের পাশাপাশি অনিশ্চয়তা ও বৈষম্যের নতুন অধ্যায় হিসেবেও ইতিহাসে স্থান পেতে পারে।

● লেখক

সময়ের আলো সোমবার। ১৫ জুন ২০২৬

বাজেট ২০২৬-২৭

১৪ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নকে অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে তুলে ধরেছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বাজেটে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৪ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং লাখ লাখ তরুণ-তরুণীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের আওতায় আনার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে।

বাজেট বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী জানান, দেশের যুবসমাজকে উৎপাদনশীল কর্মে যুক্ত করা, প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এসএমই খাতের বিকাশ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের জন্য ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সরকারের আশা, এই তহবিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

প্রযুক্তি খাতকে কর্মসংস্থানের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করে হাইটেক পার্কে ১৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রযুক্তি খাতে প্রতি বছর ২ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের এসআইসিআইপি কর্মসূচির আওতায় ২ লাখ ২০ হাজার মানুষকে উচ্চ দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫ লাখ ৫০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় ৩ লাখ ৭০ হাজার গ্রামীণ শ্রমিককে কাজের সুযোগ দেওয়া হবে। একই সঙ্গে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে ৪৫ হাজার নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

তরুণদের আত্মকর্মসংস্থান ও বৈদেশিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফ্রিল্যান্সিং এবং অনলাইন মার্কেটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিদেশগামী ও প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে নতুন করে 'প্রবাসী কার্ড' চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কর্মসংস্থান সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' ব্যবস্থা চালুর কথাও বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ১৭ জুন ২০২৬

ইপিজেডে ট্রেড ইউনিয়ন করার আহ্বান শ্রম বিশেষজ্ঞদের

সভায় আইনগত সংস্কারের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) কর্মরত শ্রমিকদের জাতীয় শ্রম আইনের অধীন নিশ্চিত করা হয়েছে—এমন সব অধিকার দিয়ে ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯-এর ব্যাপক সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন শ্রম অধিকার বিশেষজ্ঞরা। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে সলিডারিটি সেন্টার আয়োজিত 'রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে শ্রম সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকারী আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণের সুযোগ' শীর্ষক অংশীজন সভায় এ দাবি উত্থাপিত হয়।

বক্তারা বলেন, দেশের মোট রপ্তানির ১৭ শতাংশেরও বেশি অবদান রাখা ইপিজেডে কর্মরত পাঁচ লক্ষাধিক শ্রমিক একটি পৃথক আইনি কাঠামোর আওতায় কাজ করেন, যা তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাতে যোগদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

সলিডারিটি সেন্টার এর কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এ কে এম নাসিম সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, 'ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯-এ সংগঠনের স্বাধীনতা, যৌথ দর-কষাকষি, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং আইনি প্রতিকার লাভের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি রয়ে গেছে।

প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়, ডব্লিউডব্লিউএ গঠনের আইনি কাঠামো জটিল, সীমাবদ্ধতাপূর্ণ এবং অস্বচ্ছ। প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নানা প্রক্রিয়াগত বাধার মুখোমুখি হতে হয়। পাশাপাশি আইনের ১৭৮ ধারা অনুযায়ী ডব্লিউডব্লিউএগুলোকে ইপিজেডের বাইরের এনজিও, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সুধীসমাজ সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, ফলে শ্রমিকরা আইনি সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং সংহতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

প্রবন্ধে আইনগত সংস্কারের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ইচ্ছাকৃত বা অন্যায্য চাকরিচ্যুতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী সুরক্ষা, বাংলাদেশ শ্রম আইনের সাম্প্রতিক সংশোধনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাতৃত্বকালীন সুবিধা বৃদ্ধি, ছাঁটাইজনিত ক্ষতিপূরণ উন্নত করা, ন্যায্য শাস্তিমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করা এবং আইন ও এর অধীন বিধিমালার মধ্যে বিদ্যমান অসামঞ্জস্য দূর করা। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় যে ২০২২ সালের বিধিমালার একটি ধারা অবসরজনিত ক্ষতিপূরণকে মূল আইনে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়েও কমিয়ে দিয়েছে।

ন্যায়বিচারের সুযোগের বিষয়ে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর আওতাভুক্ত শ্রমিকদের তুলনায় ইপিজেড শ্রমিকদের শ্রম আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ অনেক কম। ইপিজেড শ্রম বিধিমালা, ২০২২-এর অধীন অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা দীর্ঘ ও প্রক্রিয়াগতভাবে জটিল হওয়ায় চাকরিচ্যুতি বা বরখাস্তের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রতিকার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক এবং শ্রম সংস্কার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমাদের প্রশ্ন করা উচিত কোন আইন কে সংস্কার করে এবং তারা কোন পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করে।' শ্রমিকদের জন্য আইন সংস্কারে শ্রম প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত না করে অন্য যেকোনো সংলাপই অবান্তর।

আইএলও বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিসের শ্রম প্রশাসন ও কর্মপরিবেশ ক্লাস্টারের প্রোগ্রাম ম্যানেজার নীরান রামজুথান বলেন, আইএলওর সুপারভাইজরি বডি বেশ কয়েক বছর ধরে ইপিজেড শ্রম কাঠামোকে আন্তর্জাতিক শ্রম মান, সংগঠনের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার সুযোগ পর্যবেক্ষণ করে আসছে।

THE BUSINESS STANDARD WEDNESDAY 17.06.2026

Dhaka South distributes healthcare cards to 1,000 sanitation workers

HEALTH - BANGLADESH

TBS REPORT

Dhaka South City Corporation has distributed healthcare cards among 1,000 sanitation workers, enabling them and their families to access free and subsidised medical treatment at hospitals across the country.

Dhaka South Administrator Md Abdus Salam handed over the cards yesterday under an initiative supported by Harpic, Sajida Foundation, WaterAid and other partners.

Under a programme jointly implemented by Sajida Foundation and Reckitt Benckiser, around 6,000 sanitation workers and their family members will receive healthcare benefits ranging from 50% to 100% at nearly 450 hospitals nationwide.

In addition, Chartered Life Insurance will provide Tk30,000 in financial assistance in the event of the death of a sanitation worker or an eligible family member within one year of enrolment.

Speaking at the event, Salam said sanitation workers play a crucial role in keeping the capital clean and liveable. He stressed the need to ensure their healthcare, safety and well-being through improved access to medical services and the provision of protective equipment.

He also urged city residents to dispose of waste responsibly, saying public awareness and active participation are essential to maintaining a cleaner and healthier urban environment.

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ১৭ জুন ২০২৬

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের প্রথম স্বাস্থ্য কার্ড দিল ডিএসসিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রথমবারের মতো 'স্বাস্থ্য কার্ড' বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার নগর ভবন অডিটরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কর্মীদের হাতে এই কার্ড তুলে দেন ডিএসসিসির প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম।

হারপিক বাংলাদেশের অর্থায়নে, সাজেদা ফাউন্ডেশন ও চার্টার্ড লাইফ ইনস্যুরেন্সের সহযোগিতায় এবং ডিএসসিসির ব্যবস্থাপনায় প্রথম পর্যায়ে এক হাজার পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে এই স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়া হয়।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা বিনা মূল্যে এই স্বাস্থ্য সেবা কার্ড পাচ্ছেন। এই কার্ডের আওতায় পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও তাঁদের পরিবারের ছয়জন সদস্য পর্যন্ত বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা সুবিধা পাবেন। স্কিমের প্রধান সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে—দেশের ৪৫০টি অনুমোদিত হাসপাতালে বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ ও ডায়াগনস্টিক সেবায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বিশেষ ছাড়। এ ছাড়া কোনো পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে এককালীন ৩০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

THE BUSINESS STANDARD

WEDNESDAY 17.06.2026

EPZ workers should have right to form trade unions, experts urge govt

LABOUR RIGHTS – BANGLADESH

TBS REPORT

Labour rights experts have called for sweeping reforms to the Bangladesh EPZ Labour Act, 2019, saying workers in the country's export processing zones (EPZs) should enjoy the same rights guaranteed under national labour law, including the right to form and join trade unions.

The call was made at a stakeholders' meeting titled "The Opportunity to Strengthen the Legal Framework Governing Labour Relations in the Export Processing Zones", organised by Solidarity Center at a hotel in Dhaka, according to a press release issued by its Dhaka office.

The discussion comes as the government initiated the process of amending the existing law governing EPZs.

Speakers noted that EPZs contribute more than 17% of Bangladesh's total exports and employ more than five lakh workers, yet these workers operate under a separate legal framework that denies them the right to form and join trade unions.

Solidarity Center Country Programme Director (CPD) AKM Nasim, while presenting the keynote paper at the event, said critical gaps remained in freedom of association, collective bargaining, grievance resolution and access to legal remedies under the EPZ Labour Act.

"Workers' Welfare Associations, the only form of worker organisation permitted under the law, cannot substitute for independent trade unions," he said.

According to the paper, the legal framework governing WWA formation is complex, restrictive and opaque. Workers face significant procedural barriers in establishing representative bodies, while Section 178 of the Act prevents WWAs from engaging with NGOs, trade unions and civil society organisations outside the zones, limiting workers' access to legal assistance, training and support.

> *No matter how many benefits or facilities workers are given, dissatisfaction can arise if they are not allowed to voice their opinions.*
>
> **ABUL KALAM AZAD**
> PRESIDENT,
> BANGLADESH TANNERY WORKERS ASSOCIATION

Referring to the proposed amendment to the EPZ Labour Act, Nasim said, "If nothing meaningful comes out of it, it will face criticism, and the entire amendment itself will be called into question."

"For that reason, the ILO needs to play a role," he added.

The keynote paper identified several areas requiring legislative action, including stronger protection against arbitrary termination, extended maternity benefits in line with recent amendments to the Bangladesh Labour Act, improved lay-off compensation, fair disciplinary procedures and removal of contradictions between the Act and its subordinate rules.

It also pointed out that a provision in the 2022 Rules reduces retirement compensation below what is guaranteed under the parent Act.

Labour leader Abul Kalam Azad, president of the

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার
৪ আষাঢ় ১৪৩৩, ১৮ জুন ২০২৬

২৮৪ কোটি টাকা ব্যয় হলেও বেড়েছে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম

১০ বছরে যুক্ত হয়েছে আরো প্রায় ১ লাখ নতুন শিশুশ্রমিক, সব মিলিয়ে বর্তমানে সাড়ে ১০ লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত

■ রাবেয়া বেবী

রাজধানীতে তিন বছর ধরে লেগুনা চালায় মোস্তাফা। তার সহকারী রুবেলের বয়স ১২, আর তার বয়সও ১৮র নিচে। টিপু সুলতান রোডের একটি লেদ ওয়ার্কশপে কাজ করে ১৪ বছরের নীরব। লেদ মেশিনে কাজ করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বিভিন্ন কাটিং টুলের সাহায্যে কাজ করার সময় ঘটতে পারে যে কোনো দুর্ঘটনা।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এডুকোর এক গবেষণায় দেখা গেছে, আদাবর, মোহাম্মদপুর, লালবাগ, কামরাঙ্গীরচর ও হাজারীবাগ এলাকায় মোস্তাফা-রুবেলের মতো ১২ শতাধিক শিশু লেগুনার চালক ও সহকারী হিসেবে কাজ করছে। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জাতীয় শ্রম জরিপ-২০২২ অনুযায়ী, ১০ বছরে দেশে শিশু শ্রমিক বেড়েছে সাড়ে ৮৬ হাজার। ঐ সময় দেশে ৩৫ লাখ ৩৬ হাজার ৯২৭ জন শিশু শ্রমিক ছিল। ২০১৩ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩৪ লাখ ৫০ হাজার ৩৬৯ জন। জরিপ মতে, এ শিশু শ্রমিকদের মধ্যে ১০ লাখ ৭০ হাজারই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িত। অথচ ২০২৫ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে বিগত

রাজনৈতিক সরকার ২৮৪ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। তবে সে লক্ষ্য পূরণ হয়নি। বর্তমান সরকার ২০৩০ সালে মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রম বন্ধের কর্মপরিকল্পনা নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

এডুকো বাংলাদেশের 'চাইল্ড লেবার ইলিমেনেশন'-এর ব্যবস্থাপক আফজাল বারি খান বলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ঝুঁকিমুক্ত কাজের মাধ্যমে আয়ের পথ করে দিতে ২০১৮ সালে ২৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (চতুর্থ পর্যায়)' নামে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পের আওতায় ১ লাখ শিশুকে ৯টি বিষয়ের ওপর ছয় মাসের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং চার মাসের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা, কিন্তু কার্যক্রমটি সফল হয়নি। ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত না থাকলেও সরকারের নেওয়া প্রকল্পের উপবৃত্তির টাকা নিয়ে গেছে সচ্ছল শিশুদের পরিবার। শিশুদের ঝুঁকিমুক্তও করা যায়নি।

শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কাজ করছে শিশুশ্রম নিরসনে। প্রতিষ্ঠানের উপমহাপরিদর্শক মো. মোজাম্মেল হোসেন জানান, মানিকগঞ্জ থেকে ২০২৫ সালে ৩১ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে সরিয়ে আনা হয়। ১১ জনকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকার্যক্রমে ভর্তি করা হয়। কিন্তু গত বছরই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়। ফলে তারা কোথায় গেছে সে তথ্য তাদের কাছে নেই। এছাড়া ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত ৫৭ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। ১৪ জনকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার স্কুলে ভর্তি করা হয়। তিনি বলেন, আমরা যে কর্মক্ষেত্র থেকে শিশুদের সরিয়ে আনি, তারা সেখানে কাজ না করলেও অন্যত্র আবার কাজ করে। শ্রম থেকে সরিয়ে আনার জন্য কার্যকর পুনর্বাসন এবং শিক্ষা কার্যক্রমের অভাব বড় প্রতিবন্ধকতা বলে উল্লেখ করেন তিনি।

আন্তর্জাতিক শ্রম

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১৮ জুন ২০২৬
৪ আষাঢ় ১৪৩৩

চামড়াশিল্প হতে পারে মাল্টি বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা

শতফুল ফুটতে দাও

ড. মাহবুব উল্লাহ্

এবারের কুরবানির ঈদে পশুর চামড়া নিয়ে যে মহা কেলেঙ্কারি হয়ে গেল তাতে দেশবাসী ক্ষুব্ধ ও চরমভাবে অসন্তুষ্ট। কয়েক বছর ধরে কুরবানির ঈদের সময় পশুর চামড়া নিয়ে একই ধরনের কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে। ৪-৫ বছর আগেও পরিস্থিতি এমন ছিল না। কুরবানির পশু জবাই করার পর পশুর মৌসুমি ব্যবসায়ীরা চামড়ার দাম নিয়ে পুরোদস্তুর দরকষাকষি করত। কিন্তু গত কয়েক বছরে কোথাও এরকম দৃশ্য দেখা যায়নি।

এবার যা ঘটেছে, তা উদ্বেগজনক। যারা নামমাত্র দামে কুরবানির পশুর চামড়া কিনেছিল মোকামে নিয়ে সেগুলো বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে, তারা কেনা দাম তো পায়ইনি, এমনকি চামড়া পরিবহণের খরচও উঠাতে পারেনি। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে মৌসুমি ব্যবসায়ীরা চামড়া খালে, ডোবায় ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছে অথবা গর্ত করে পুঁতে ফেলেছে। চামড়ার মতো একটি মূল্যবান সম্পদ এভাবে বিনষ্ট হতে দেখে কান্না চলে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ তার দেশকে বলেছিলেন, 'দুর্ভাগা দেশ।' কেন তিনি নিজ মাতৃভূমি সম্পর্কে এমন ক্ষুব্ধ মন্তব্য করেছিলেন, তা আজ পশুর চামড়া মূল্যহীন হয়ে পড়তে দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না।

গত কয়েক বছরে খামার পদ্ধতিতে গবাদি পশু লালনপালন ও মোটাতাজাকরণ ব্যাপকভাবে হচ্ছে। একসময় কুরবানির ঈদে দেশীয় পশুর পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকায় আমাদের ভারতীয় পশুর ওপর নির্ভর করতে হতো। সীমান্তপথে যখন চোরাচালানের পশু দেশের ভেতরে প্রবেশ করত, তখন আমাদের সীমান্তরক্ষীরা এসব দেখেও না দেখার ভান করত। কারণ দেশে পশুর ঘাটতি ছিল। আন্দাজ করা যায়, বিগত কয়েক বছরে কুরবানির পশুর চাহিদা বেড়েছে। পশুর বাজার নিয়ে সাধারণ মানুষের ঔৎসুক্যেরও ঘাটতি নেই। পশুর হাট ইজারা নিয়ে অনেক ব্যবসায়ী ভালো ব্যবসা করে। তদুপরি হাটকেন্দ্রিক নানা কর্মকাণ্ডে সাময়িকভাবে অনেকের কর্মসংস্থান হয়। সব মিলিয়ে বলা যায় পশুর হাটকে কেন্দ্র করে কুরবানির অর্থনীতি গড়ে উঠেছে।

অধিক সংখ্যক পশু কুরবানি হওয়ার ফলে চামড়া সংরক্ষণের জন্য লবণের চাহিদাও বাড়ে। এবার অনেকে অভিযোগ করেছেন, পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকায় লবণের দাম বেড়ে গিয়েছিল। পর্যাপ্ত লবণ থাকলে সংরক্ষণ করে চামড়ার মূল্য ধরে রাখা যায় এবং চামড়া পরবর্তী পর্যায়ে অধিকতর প্রক্রিয়াকরণে কাঁচা চামড়াকে ব্যবহার করা সম্ভব।

দেশব্যাপী কুরবানির পশুর চামড়ার কার্যত কোনো মূল্য না থাকায় শেষ বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন পশুর খামারিরা। কারণ পশু লালনপালন করে বড় করে তুলতে পারলে চামড়ার পরিধিও বিস্তার লাভ করে এবং প্রতিটি পশুতে মূল্য সংযোজন হয়। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, পশু বিক্রয় করে খামারিরা যে দাম পেত চামড়ার দাম মারাত্মকভাবে পড়ে যাওয়ায় তেমন দাম পায় না। অর্থনীতির ভাষায় বলা যায় জিডিপির একটি অংশ কাজে না লাগায় হারিয়ে যায়। জাতীয় অর্থনীতির জন্য এ ক্ষতি খুবই উদ্বেগজনক এবং চিন্তার বিষয়। নানাভাবে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষয়ক্ষতি হয়। দুর্যোগ ঘটনায় যেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়, তেমনই কুরবানির পশুর চামড়ার দাম না থাকার ফলে এ ক্ষতি আরও গভীর হয়। '৯০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত দেশে যে সংখ্যক কুরবানি দেওয়া হতো, তার প্রতিটি চামড়া ২-৩ হাজার টাকায় বিক্রি হতো। ওই সময় চামড়ার বাজার চাহিদার দিক থেকে এতই তেজি ছিল যে, চামড়া হয়ে উঠেছিল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য। জানি না আওয়ামী লীগের শাসনক্ষমতার সঙ্গে চামড়ার কি যোগসূত্র যে, আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিনের জন্য ক্ষমতায় আসার পর ধীরে ধীরে বিশাল এই শিল্পে ধস নামতে শুরু করে।

চামড়া বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় মাল্টি বিলিয়ন ডলার খাত। বাংলাদেশে পোশাক খাতে যে আকর্ষণীয় বিকাশ হয়েছে তার বাইরে অন্য কোনো খাতে শিল্পের তেমন বিকাশ হয়নি। বছরের পর বছর পোশাক মালিকরা যে মুনাফা করেছেন তা যদি তারা পোশাকশিল্পের বাইরে অন্য খাতে, বিশেষ করে চামড়াশিল্প খাতে বিনিয়োগ করতেন; তাহলে চামড়াশিল্প রমরমা হয়ে উঠতে পারত। দুষ্টুলোকরা বলে, পোশাক খাতের মালিকরা বছরের পর বছর প্রণোদনাপুষ্ট হয়ে যে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে তার একটি অংশ তারা বিদেশেই রেখে দেয়। যদি তারা পোশাক খাত থেকে লব্ধ অর্থ চামড়াসহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগ করত তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি বহুমুখী হতো। এতে অর্থনীতির শক্তি সামর্থ্য অনেক গুণ বেড়ে যেত।

চামড়া খাতকে রক্ষা করতে হলে জরুরি ভিত্তিতে কিছু বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শুধু ফাঁকা আশ্বাসে কাজ হবে না। প্রয়োজন নীতি সংস্কার এবং সাভার ট্যানারি পল্লির পরিবেশগত সমস্যা দূর করা। চামড়া খাতে পুনর্জাগরণ সম্ভব হলে এ খাতটি পোশাক খাতের মতোই মূল্যবান একটি খাতে পরিণত হবে। বস্তুত পোশাক খাতের তুলনায় বাংলাদেশে চামড়া খাতের অধিকতর সুবিধা রয়েছে। কারণ এর কাঁচামাল হলো পশুর চামড়া। এই চামড়া এ দেশেরই একটি পণ্য।

চামড়াশিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্ভাবনাময় একটি শিল্প এবং এ শিল্পে ১২ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় ট্যানারি স্থানান্তরে সুপরিকল্পনার অভাব, পরিবেশগত দায়দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা এবং চামড়ার বাজারে চরম কারসাজিকারী ব্যক্তিদের উপস্থিতি চামড়াকে সত্যি সত্যি পচনশীল পণ্যে পরিণত করেছে। এবার মাদ্রাসা ও এতিমখানার ছাত্রদের চামড়া সংগ্রহে উৎসাহিত হতে দেখা যায়নি। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল, এ চামড়া বিক্রি করতে গেলে তারা কিছুই পাবে না বরং চামড়া হবে তাদের গলার ফাঁস। এভাবে মাদ্রাসা ও এতিমখানার গরিব ছাত্র ও বাসিন্দারা তাদের বেঁচে থাকার একটি বড় উৎস থেকে বঞ্চিত হলো।

পুরান ঢাকার হাজারীবাগ ছিল চামড়াশিল্পের মূল কেন্দ্র। হাজারীবাগের ট্যানারির বর্জ্য বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলা হতো।

চামড়ার বর্জ্য ও অন্যান্য বর্জ্যের দূষণে বুড়িগঙ্গার পানি ভয়াবহভাবে দূষিত হয়ে পড়ে। বুড়িগঙ্গাকে বাঁচাতে ২০১৭ সালে হাজারীবাগ থেকে চামড়াশিল্প সাভারের হরিণধরায় স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ অবধি হরিণধরার কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট) সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এ শোধন প্লান্টটির বর্জ্য শোধন ক্ষমতা ২৫ হাজার কিউবিক মিটার। কিন্তু কুরবানির ভরা মৌসুমে বর্জ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫ হাজার কিউবিক মিটারে। ফলে অপরিশোধিত ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ধলেশ্বরী নদীতে গিয়ে পড়ছে এবং পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটছে। বুড়িগঙ্গাকে এখন পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি। কিন্তু নতুন করে হত্যা করা হচ্ছে ধলেশ্বরীকে।

হাজারীবাগ থেকে চামড়াশিল্প সাভারের হরিণধরায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে সঠিক হলেও এ প্রকল্পের ব্যাপ্তি ও ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা না থাকায় সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। দেশে মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হলেও হরিণধরার ট্রিটমেন্ট প্লান্টটির প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দেওয়া হয়নি। এটা সীমাহীন দায়িত্বহীনতার পরিচয়বাহী।

পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে না পারায় বাংলাদেশ বৈশ্বিক মানদণ্ড 'লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ' সনদ পাচ্ছে না। এ সনদ না থাকায় ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত চামড়া যথাযোগ্য গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না। ফলে দেশের ট্যানারিগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে এবং ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের চামড়া যাচ্ছে এমন কিছু দেশে যেখানে চামড়ার দাম আন্তর্জাতিক বাজারের চেয়ে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ কম। এক কথায় বাংলাদেশের চামড়া পরিবেশগত মান অর্জন করতে না পারায় দুর্দশার মধ্যে পড়ে গেছে। আন্তর্জাতিক বাজারের অভিঘাত নিপতিত হয়েছে দেশীয় তৃণমূলের কাঁচা চামড়ার বাজারে। যেখানে গরুর গোশতের দাম ও গবাদি পশুর মূল্য দ্বিগুণ হয়েছে, সেখানে চামড়ার দাম নেমে গেছে ৪ ভাগের ১ ভাগে।

কাঁচা চামড়ার বাজারে যে ধস নেমেছে তার জন্য অভিযোগের তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে ট্যানারি মালিক ও আড়তদারদের যোগসাজশের ওপর। কাঁচা চামড়ার বাজারে এ যোগসাজশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। সরকার প্রতিবছর কাঁচা চামড়ার দাম বেঁধে দিলেও মাঠপর্যায়ে তার কোনো প্রতিফলন নেই। আড়তদাররা ট্যানারি মালিকদের কাছ থেকে বকেয়া টাকা না পাওয়ার অজুহাতে মৌসুমি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নামমাত্র দামে কাঁচা চামড়া কিনে। এর পাশাপাশি রয়েছে ব্যাংক ঋণের অপর্যাপ্ততা।

সমস্যার সমাধানকল্পে সাভারের বর্জ্য শোধনাগারের সক্ষমতা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে। ট্যানারি শিল্পে বিনিয়োগকারী ব্যক্তিরা যাতে নিজেরাই প্রয়োজন মতো বর্জ্য শোধনের ব্যবস্থা করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনমাফিক ঋণ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দিতে হবে। লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ সনদ অর্জন ও পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে পারলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত চামড়ার চাহিদা বাড়বে এবং ভালো মুনাফাও পাওয়া যাবে। দেশের প্রধান প্রধান চামড়ার মোকামগুলোতে আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও হিমাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সহজ শর্তে ট্যানারি মালিক ও মৌসুমি ব্যবসায়ীদের জন্য মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই ব্যাংক ঋণ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের শহর ও নগরের ফুটপাতগুলোতে বিচিত্র ডিজাইনের পাদুকার যে সমাহার দেখতে পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয় বাংলাদেশে ইতোমধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে একটি পাদুকার বাজার তৈরি হয়েছে। এ প্রাথমিক সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে চামড়াশিল্পকে যথার্থ অর্থে একটি মাল্টি বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায় পরিণত করার জন্য সময় উপযোগী জাতীয় উদ্যোগ প্রয়োজন।

ড. মাহবুব উল্লাহ : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৪ আষাঢ় ১৪৩
Dhaka : Thursday 18 June 202

'বাজেট বুঝি না, ডাল-ভাতের দামটা বুঝি'

রাস্তার ধারে ছাপড়ি দোকানে বসেই জীবনের গল্প বললেন ফাইজুল

প্রতিনিধি, কালীগঞ্জ (গাজীপুর)

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের বির্তুল গ্রামের এক ব্যস্তসড়কের পাশে ছোট্ট একটি ছাপড়ি ঘর। চারপাশে প্লাস্টিকের বস্তা দিয়ে ঘেরা, মাথার ওপর পাটখড়ির ছাউনি। ভেতরে কয়েকটি কাঠের বেঞ্চ। বাহ্যিক চাকচিক্য নেই, নেই কোনো আধুনিকতার ছোঁয়া। তবু বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলেই এখানে জড়ো হন পথচারী, শ্রমিক, চালক আর নানা শ্রেণীপেশার মানুষ। কারণ, এই ছোট্ট-দোকানেই মেলে গরম গরম পিঠা, ছোলা, পেঁয়াজু আর সেদ্ধ ডিম।

এই দোকানের মালিক পঞ্চাশোর্ধ্ব মো. ফাইজুল হোসেন। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত দোকানে বসে নিজ হাতে ক্রেতাদের আপ্যায়ন করেন। তার প্রধান সহযোদ্ধা স্ত্রী মোসলেমা খাতুন। দু'জনে মিলে জীবনের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন নিরন্তর। সাদা শার্ট, পরিপাটি লুঙ্গি, কাঁচা-পাকা দাড়ি ও চুলে মেহেদির রং-প্রথম দেখায় তাকে সাধারণ একজন দোকানি মনে হলেও, তার জীবনের গল্প মোটেও সাধারণ নয়। কথা বলতে বলতে ফাইজুল হোসেন ফিরে যান অতীতের স্মৃতিতে। জানালেন, প্রথম স্ত্রীকে হারিয়েছেন অনেক আগেই। রেখে গেছেন-দুই সন্তান। তাদের একজন পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) পদে উত্তীর্ণ হয়েও চাকরিতে যোগ দিতে পারেননি। একটি সড়ক দুর্ঘটনা কেড়ে নিয়েছে তার প্রাণ। সেই স্মৃতি এখনও বুকের ভেতর রক্তক্ষরণ ঘটায় বাবার।

অন্য ছেলে বিয়ে করে আলাদা সংসার গড়েছেন। পরে দ্বিতীয় বিয়ে করেন ফাইজুল। বর্তমান সংসারে এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে আছেন শ্বশুরবাড়িতে। আর ছেলে, তাদের সঙ্গেই থাকে, চালায় ইজিবাইক। এখন ছেলের বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছেন বাবা-মা।

একসময় দিনভর রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন ফাইজুল। শ্রমই ছিল জীবনের ভরসা। কিন্তু বয়স ও অসুস্থতা তাকে সেই কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পরিবারের

সদস্যরাও আর ভারী কাজ করতে দিতে চান না। এমনকি রাস্তার পাশে দোকান করাতেও আপত্তি ছিল পরিবারের। তবু সংসারের দায় তাকে বসিয়ে রেখেছে এই ছোট্ট দোকানে।

শীতকালে ব্যবসা কিছুটা ভালো চলে। তখন প্রতিদিন তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকার বিক্রি হয়। কিন্তু এখন মৌসুম বদলেছে। বিক্রি নেমে এসেছে এক হাজার ২শ' থেকে দেড় হাজার টাকায়। সব খরচ বাদ দিয়ে হাতে থাকে মাত্র চার থেকে ৫শ' টাকা।

হাসিমুখে তিনি বলেন, 'কষ্ট হয়, কিন্তু আল্লাহর রহমতে কোনোমতে চলে যায়।'

কথা ঘুরে যায় সমাজের প্রসঙ্গে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফাইজুল হোসেন বলেন, 'সমাজটা মাদকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তরুণরা যেভাবে মাদকাসক্ত হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় লাগে। আবার মোবাইল ফোনও অনেককে পথভ্রষ্ট করছে।'

দেশের অর্থনীতি, বাজেট কিংবা উনয়নের বড় বড় হিসাব-নিকাশ নিয়ে তার বিশেষ মাথাব্যথা নেই। তবে একজন সাধারণ মানুষের ভাষায় তিনি তুলে ধরেন বাস্তাবতার নির্মম চিত্র।

'বাবা, আমরা বাজেট-টাজেট কিছু বুঝি না। গরিব মানুষ। ডাল-ভাত খেয়ে, পরে কোনোমতে বেঁচে থাকতে পারলেই হলো। আমাদের কাছে বাজেট মানে বাজারের জিনিসপত্রের দাম। দাম যেন হাতের নাগালে থাকে, এটাই চাই।'

ফাইজুল হোসেনের এই কথাগুলো যেন দেশের লাখো নিম্নআয়ের মানুষের মনের ভাষা। অর্থনীতির জটিল পরিসংখ্যান, উন্নয়নের বিশাল অঙ্ক কিংবা বাজেটের বিশ্লেষণ তাদের কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-দিনের শেষে পরিবারের জন্য দু'মুঠো খাবার জোগাড় করা যাবে কি না।

রাস্তার ধারের সেই ছোট্ট ছাপড়ি দোকানে বসে ফাইজুল হোসেন শুধু পিঠা-পেঁয়াজু বিক্রি করেন না; তিনি প্রতিদিন লড়াই করেন জীবন নামের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে। আর তার গল্প হয়ে ওঠে এই দেশের সাধারণ মানুষের সংগ্রাম, স্বপ্ন আর বেঁচে থাকার এক জীবন্ত দলিল।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৮ জুন ২০২৬

শ্রমিক কল্যাণের আলোচনা সভা

প্রস্তাবিত বাজেট শ্রমিক নয় এলিটবান্ধব

যুগান্তর প্রতিবেদন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান বলেছেন, প্রস্তাবিত বাজেট বাংলাদেশের শ্রমিকদের বাস্তবতা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়নি। যারা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে বাজেট প্রণয়ন করেন, সেখানে কোনো শ্রমিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ থাকে না। ফলে এটি শ্রমিকবান্ধব নয় বরং এলিটবান্ধব বাজেটে পরিণত হয়েছে। বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষায় শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের 'জাতীয় বাজেট প্রস্তাবনা, শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যাশা ও বাস্তবতা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সংসদ-সদস্য ও মন্ত্রীদের উদ্দেশে আতিকুর রহমান বলেন, শ্রমিকদের ভোটে আপনারা এমপি হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন। তাই শ্রমিকদের পক্ষে আপনাদের সোচ্চার হতে হবে। যদি শ্রমিকদের পক্ষে কথা না বলেন, তাহলে আমরা বলতে বাধ্য হব আপনারা শ্রমিকবান্ধব জনপ্রতিনিধি হতে পারেননি।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৮ জুন ২০২৬
৪ আষাঢ় ১৪৩৩

সুন্দরবনে বিপন্ন বনজীবীরা

দস্যুদের থামাতে দরকার কঠোর পদক্ষেপ

বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্যের ভান্ডার সুন্দরবন থেকে জলদস্যু ও বনদস্যুরা সরকারের নানামুখী উদ্যোগে আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিল। এতে জেলে, বাওয়ালি ও মৌয়ালদের জীবনে স্বস্তি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু গোয়েন্দা তথ্য এবং সরেজমিন অনুসন্ধান খুবই উদ্বেগজনক এক বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কঠোর নজরদারি সত্ত্বেও সুন্দরবনে আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে দস্যুবাহিনী।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে করিম শরীফ, দুলাভাই, বড় জাহাঙ্গীর, দয়াল, ছোট জাহাঙ্গীর, নানা ভাই ও কাজল মুন্না বাহিনী—এই সাতটি সংঘবদ্ধ দস্যু দল দুই শতাধিক সদস্য নিয়ে বনের বিভিন্ন জোনে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। মাছ ধরা, মধু ও গোলপাতা সংগ্রহের মৌসুমে সুন্দরবনের গহিন খালে এবং নদীতে তাদের তৎপরতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যায়। অস্ত্র ঠেকিয়ে অপহরণ এবং মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ আদায় এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার আরও বড় বিপদের ভয়ে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো প্রশাসনের দ্বারস্থ হতেও সাহস পাচ্ছে না। সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয়—অতীতে আত্মসমর্পণ করা দস্যুদের অনেকেই সঠিক বা টেকসই পুনর্বাসনের অভাবে আবারও অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। অনেকে আবার আত্মসমর্পণকে কেবল আইনি প্রক্রিয়ার হাত থেকে বাঁচার সাময়িক কৌশল হিসাবে ব্যবহার করছে। বনের দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থান, ঘন জঙ্গল, নেটওয়ার্কের অনুপস্থিতি এবং আধুনিক অস্ত্রের অভাবের সুযোগ নিয়ে দস্যুরা পার পেয়ে যাচ্ছে।

যদিও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের 'অপারেশন রিস্টোর পিস' ও 'অপারেশন ম্যানগ্রোভ শিল্ড' অভিযানের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক অস্ত্র উদ্ধার ও বেশকিছু দস্যুকে আটক করা সম্ভব হয়েছে এবং সরকারের ৩ মাসের মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার কারণে অপরাধ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে; তবে এটি কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেই যখন মৌয়াল ও জেলেরা বনে ফিরবেন, তখন দস্যুদের হিংস্রতা আবারও বাড়ার আশঙ্কা প্রবল।

সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল লাখ লাখ প্রান্তিক মানুষের জীবন ও জীবিকা নিশ্চিত করতে হলে কেবল মৌসুমি অভিযান যথেষ্ট নয়; কোস্ট গার্ড ও নৌপুলিশের জন্য আধুনিক ট্র্যাকিং প্রযুক্তি, দুর্গম খালের উপযোগী দ্রুতগামী নৌযান এবং স্যাটেলাইট যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সুন্দরবনকে প্রকৃত অর্থেই দস্যুমুক্ত ও নিরাপদ রাখতে হলে রাষ্ট্রকে দীর্ঘমেয়াদি এবং নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

কালের কণ্ঠ — বৃহস্পতিবার। ১৮ জুন ২০২৬

কৃষিতে বরাদ্দ বাড়লেও যথাযথ সুফল পাচ্ছেন না ক্ষুদ্র কৃষক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাজেট ২৬-২৭

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, কৃষি উপকরণের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা এবং ফসল-পরবর্তী ক্ষতিসহ নানামুখী চ্যালেঞ্জে পড়েছে এই খাত

» ১৯৭০-এর দশকে দেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অংশ ছিল প্রায় ৩৮ শতাংশ

» বর্তমানে কমে ১১.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে

খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামীণ জীবিকা, কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশ এবং রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশের ফসলভিত্তিক কৃষি খাত। ১৯৯৯ থেকে ২০১৯ সময়কালে কৃষি উৎপাদনের মোট মূল্য বার্ষিক গড়ে ৩.৫৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, কৃষি উপকরণের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা এবং ফসল-পরবর্তী ক্ষতিসহ নানামুখী চ্যালেঞ্জে পড়েছে এই খাত। ১৯৭০-এর দশকে দেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অংশ ছিল প্রায় ৩৮ শতাংশ, যা বর্তমানে কমে ১১.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

কৃষি খাতে সরকারি বিনিয়োগ ও নীতিগত গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সংগত কারণে বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু এর সুফল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এখনো নানা ঘাটতি রয়ে গেছে।

গতকাল বুধবার রাজধানী ঢাকার গুলশানের একটি হোটেলে 'জাতীয় বাজেট ২০২৬-২৭ : ফসলভিত্তিক কৃষি বিষয়ক কৌশলগত আলোচনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বিশিষ্টজনরা এই অভিমত ব্যক্ত করেন। আন্তর্জাতিক কনসালট্যান্ট প্রতিষ্ঠান লাইটক্যাসল পার্টনার্স এবং সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সাসটেইনবল অ্যাগ্রিকালচার ফাউন্ডেশন (এসএএফ) যৌথভাবে এই বৈঠকের আয়োজন করে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কৃষি খাত উন্নয়নে প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দ, প্রধান কৌশল, নীতিগত দিকনির্দেশনাগুলো অগ্রাধিকার দেওয়া ও বাস্তবায়নের সুপারিশগুলো তুলে ধরতে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর এবং এসএএফ বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার মণ্ডল। সূচনা বক্তব্য দেন লাইটক্যাসল পার্টনার্সের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহেদুল আমিন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লাইটক্যাসল পার্টনার্সের সোশ্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ইমপ্যাক্ট অ্যাডভাইজার জীশান আবেদিন। সমাপনী বক্তব্য দেন এসএএফ বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক মো. ফরহাদ জামিল।

উপস্থাপনায় বলা হয়, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য ২৮ হাজার ৮৮১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে সাত হাজার ৯৪৬ কোটি টাকা। আগের অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মূল বরাদ্দ ছিল ২৭ হাজার ২২৪ কোটি টাকা। এ ছাড়া সার ভর্তুকিসহ কৃষি খাতের অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ১৭ হাজার এক কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

আলোচনায় অংশ নেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অ্যাডমিন অ্যান্ড ফিন্যান্স (প্রশাসন ও অর্থ) বিভাগের পরিচালক মো. হাবিবুল্লাহ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বোর্ড পরিচালক ও সাবেক সচিব আনোয়ার ফারুক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও কৃষিবিদ মো. হাসান জাফির তুহিন, বাংলাদেশ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিলের (বিএআরসি) সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ওয়াইজ কবির, বাংলাদেশের হাইব্রিড সবজি বীজ খাতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান এ আর মালিক সিডস প্রতিষ্ঠানের আতাউস সোপান মালিক, বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার বিষয়ক সিনিয়র পলিসি অ্যাডভাইজার এ কে ওসমান হারুনি, বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

সাবেক সচিব ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বোর্ড পরিচালক আনোয়ার ফারুক বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর শুল্ক হ্রাস, সার উপকরণের কর ছাড় এবং কৃষক কার্ড কর্মসূচি সম্প্রসারণসহ বেশ কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ রয়েছে। তবে এসব সুবিধা কার্যকরভাবে কৃষকদের কাছে পৌঁছাতে হবে এবং উৎপাদন ব্যয় কমাতে বাস্তবসম্মত ভূমিকা নিতে হবে। আলোচকরা বলেন, বরাদ্দ করা অর্থের যথাযথ ব্যবহার না হওয়ায় কৃষির আধুনিকায়ন ও সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। তাঁরা বাজেটে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে পদক্ষেপগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন, জলবায়ু সহনশীল শস্য উৎপাদনে গুরুত্ব দেওয়া, বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ফসল-পরবর্তী ক্ষতি হ্রাস এবং কৃষকদের আরো কার্যকর সহায়তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সময়ের আলো — শুক্রবার। ১৯ জুন ২০২৬

কাগজে হাজার শ্রমিক, কাজ করছে যন্ত্র

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় সরকারি খাল খনন প্রকল্পে তুঘলকি কাণ্ড

● সুদীপ্ত শামীম সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা)

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় সরকারি খাল খনন প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। কাগজে-কলমে হাজারেরও বেশি দরিদ্র শ্রমিক দিয়ে কাজ পরিচালনার কথা দেখানো হলেও বাস্তবে মাঠে কাজ করছে এক ডজন ভেকু মেশিন। একদিকে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ভেস্তে যাচ্ছে, অন্যদিকে কর্মসংস্থানের আশায় বুক বেঁধে থাকা গরিব মানুষগুলো বঞ্চিত হচ্ছেন তাদের ন্যায্য হক থেকে। অভিযোগ রয়েছে, প্রশাসনের নজরের সামনেই দিনের পর দিন চলছে এই অনিয়ম। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। পাঁচ কোটি টাকারও বেশি সরকারি বরাদ্দের এই প্রকল্পে দরিদ্র মানুষের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত ও কঠোর জবাবদিহির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

এ প্রসঙ্গে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইফফাত জাহান তুলি বলেন, ভেকু মেশিন এবং শ্রমিক দুটো দিয়েই কাজ করার অনুমতি নেওয়া আছে। এখন ভেকু দিয়ে করা হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে শ্রমিক দিয়ে বাকি কাজগুলো করা হবে। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, খনন হওয়া খালের দুই ধারে হতদরিদ্ররাই শ্রমিক হিসেবে কাজ করবেন। অন্য কেউ নয়।

রামজীবন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. শামসুল হুদা সরকার বলেন, আমাকে জানানো হয়েছিল মোট ৬৬০ জন শ্রমিক লাগবে। এর মধ্যে বিএনপি-জামায়াত মিলিয়ে অর্ধেকের মতো শ্রমিক দেওয়া হবে। আমার কাছে চাওয়া হয়েছিল ৩৩৫ জন শ্রমিক। তালিকা করেছিলাম। কিন্তু পরে আর তালিকা নেওয়া হয়নি আমার কাছ থেকে। এখন দেখছি খাল খননের কাজ ভেকু দিয়েই করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানার জন্য যোগাযোগ করা হলে গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য ও গাইবান্ধা জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির অধ্যাপক মো. মাজেদুর রহমান শ্রমিক বিভাজনের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আমিও ইউএনও এবং পিআইওর সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বলেছেন, ভেকু দিয়েই নাকি কাজ করা যাবে।

এ ব্যাপারে শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. আজাহারুল ইসলাম বলেন, ইউএনও স্যারসহ আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। বর্তমানে ভেকু দিয়ে মাটি খননের কাজ চলছে। পরে শ্রমিক দিয়ে করা হবে। চারটি ভেকু কাজ করছে এখন।

এদিকে প্রকল্পের তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মো. মশিউর রহমানের বক্তব্য নিতে তার মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। পরে তার দফতরে কয়েকবার গিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকেও বারবার ফোন করা হলে তিনিও সাড়া দেননি। তাই তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার দফতর সূত্রে জানা যায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী জনগুরুত্বপূর্ণ খালগুলো খনন, পুনঃখনন এবং খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির (ইজিপিপি) আওতায় সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় দুটি খাল খনন এবং পুনঃখনন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদনসহ বরাদ্দ পায়। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার দফতর সূত্র আরও জানায়, অনুমোদিত প্রকল্প এলাকায় অধিক পানি ও কৃষিজমি থাকায় বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রকল্প দুটি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। সে অনুযায়ী সংশোধিত খাল খনন ও পুনঃখননের অনুমতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সংশোধিত প্রকল্প অনুযায়ী রামজীবন ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের ব্রিজ থেকে কে কৈ কাশদহ তালেরভিটা (কালিতলা) ন্যাংগা খাল পর্যন্ত ৭ হাজার ৫৫০ মিটার খাল খননের অনুমোদন পায়। এতে ব্যয় ধরা আছে ২ কোটি ৬৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা। এ ছাড়া শ্রীপুর ইউনিয়নের ভেলারায় মহাশ্মশান থেকে দক্ষিণ শ্রীপুর স্লুইস গেট পর্যন্ত ৬ হাজার ৯০০ মিটার খাল খননের জন্য ২ কোটি ৪১ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। দুটি প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ৫ কোটি ৫৭ লাখ ৫ হাজার টাকা।

সরেজমিন দেখা যায়, দুই প্রকল্প মিলিয়ে ১২টি ভেকু মেশিন খননকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে রামজীবন ইউনিয়নে ৮টি এবং শ্রীপুরে ৪টি। দুই প্রকল্পে পুরুষ-নারী মিলিয়ে ১ হাজার ২৬৪ জন শ্রমিক কাজ করার কথা। এর মধ্যে রামজীবন ইউনিয়নের প্রকল্পে ৬৬০ এবং শ্রীপুর ইউনিয়নের প্রকল্পে ৬০৪ জন। কিন্তু প্রকল্প দুটি ঘুরে কোথাও একজন শ্রমিকেরও দেখা মেলেনি। তাদের নাম কেবল তালিকার পাতায় বেঁচে আছে, মাঠে তারা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

স্থানীয়রা বলছেন, শ্রমিক দিয়ে কাজ করার কথা শুনেছিলাম, তালিকাও করা হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি ভেকু দিয়ে খনন চলছে। কাজও যে মানসম্পন্ন হচ্ছে তা বোঝার উপায় নেই। এসব খাল খননে জনগণের কোনো উপকারে আসবে না, শুধু কর্মকর্তাদের পকেট ভরবে। পাশাপাশি জামায়াত-বিএনপির মধ্যে শ্রমিক ভাগাভাগির বিষয়টি নিয়েও তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছেন অনেকে।

রামজীবন ইউনিয়নের দক্ষিণ কে কৈ কাশদহ গ্রামের বাওনি খালপাড়ের বাসিন্দা মহির উদ্দিনের স্ত্রী জামিরন বেগম বলেন, 'ভেকু মেশিন দিয়া মাটি কাটার কাম চলিছে।

সমকাল

শুক্রবার । ১৯ জুন ২০২৬

বগুড়ায় সাংবাদিক ও সংবাদপত্র চাপের মুখে

- এক পত্রিকার ৪ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা
- আরেক পত্রিকার প্রকাশনা বাতিলের আবেদন

সমকাল প্রতিবেদক

'এবার সাংবাদিকদের উপদেশ দিলেন রাস্তাকাণ্ডে বিতর্কিত প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম' শীর্ষক একটি ফটোকার্ড প্রচারের অভিযোগে দৈনিক অগ্রযাত্রা প্রতিদিনের সম্পাদকসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। 'ঢাকার জেলা প্রশাসক নিয়োগে ৩০ কোটি টাকা লেনদেন, একই সিন্ডিকেট জড়িত' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের জেরে বগুড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক উত্তরকোণ পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিলের আবেদন করা হয়েছে।

প্রথম ঘটনায় মামলা করেছেন বগুড়া প্রেস ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ও স্থানীয় দৈনিক মহাস্থান পত্রিকার সম্পাদক তানভীর আলম রিমন। উত্তরকোণের প্রকাশনা বাতিলের আবেদন করেন বগুড়া শহরের চারমাথা ভবের বাজার এলাকার আবুল কালাম আজাদ এবং শিবগঞ্জ উপজেলার আলীগ্রাম এলাকার আনোয়ারুল ইসলাম সুমন।

উত্তরকোণের পত্রিকার প্রকাশক বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য সাবেক এমপি ও কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু। সম্পাদক হেলালুজ্জামানের ছেলে সাহেদুজ্জামান সিরাজ বিজয়।

অগ্রযাত্রা পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলার বাদী তানভীর আলম রিমন নিজেকে বিএনপির কর্মী হিসেবে পরিচয় দেন। তবে মামলা করার বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী তাঁকে কোনো নির্দেশনা দেননি বলে জানান তিনি। স্থানীয় রাজনীতিবিদরা বলছেন, প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে রিমনের ঘনিষ্ঠতা আছে। গত মে মাসে রিমন শিবগঞ্জ উপজেলার বুড়িগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হয়েছেন। তিনি বগুড়া প্রেস ক্লাবের কোষাধ্যক্ষও।

গত ১৫ জুন অগ্রযাত্রা প্রতিদিনের বিরুদ্ধে বগুড়ার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর আমলি আদালতে লিখিত আবেদনের পর বিচারক মেহেদী হাসান সংশ্লিষ্ট থানাকে অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আদেশ দেন। মামলার চার আসামি হলেন অগ্রযাত্রা প্রতিদিনের প্রকাশক ও সম্পাদক মেহেদী হাসান, বার্তা সম্পাদক আশরাফ আলী ফারুকী, প্রতিবেদক সালেহ কায়সার ও বগুড়া প্রতিনিধি শামসুল আলম।

আরজিতে বলা হয়, বিবাদীরা কোনো ধরনের নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রতিমন্ত্রীকে ঘিরে নামে প্রতিবেদন প্রকাশ ও ফটোকার্ড প্রচার করেছেন। রিমনের আইনজীবী আবদুল ওহাব জানান, বাদীর আবেদন ও প্রাথমিক শুনানি শেষে আদালত মামলাটি এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন।

তানভীর আলম সমকালকে বলেন, 'ওরা পেশাদার সাংবাদিক না। ওরা আমার বিরুদ্ধেও নিউজ করেছে। আমি একজন বিএনপির কর্মী। প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তবে উনি মামলা করতে বলেননি।'

বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহিম হোসেন গতকাল বলেন, 'আদালতের আদেশ এখনও পাইনি। পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পত্রিকার প্রকাশনা বাতিলের আবেদন

গত ২৭ এপ্রিল বগুড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক উত্তরকোণ পত্রিকায় 'ঢাকার জেলা প্রশাসক নিয়োগে ৩০ কোটি টাকা লেনদেন, একই সিন্ডিকেট জড়িত' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর পাঁচ দিন পর বগুড়ার জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমানের কাছে পত্রিকাটির প্রকাশনা বাতিলের আবেদন করেন বগুড়া শহরের চারমাথা ভবের বাজার এলাকার আবুল কালাম আজাদ এবং শিবগঞ্জ উপজেলার আলীগ্রাম এলাকার আনোয়ারুল ইসলাম সুমন।

জানতে চাইলে আনোয়ারুল ইসলাম সমকালকে বলেন, 'আমি সচেতন নাগরিক হিসেবে এটা করেছি। আমার মনে হয়েছে, এই মিথ্যা খবরে বিএনপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। একজন ভালো লোকের মানহানি হয়েছে। দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এ জন্যই বিএনপির একজন সাধারণ কর্মী ও ভোটার হিসেবে এটা করেছি।'

আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, 'প্রতিমন্ত্রী (মীর শাহে আলম) ও আমার বাড়ি পাশাপাশি ইউনিয়নে। প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় আছে। তবে প্রতিমন্ত্রী আমাদের আবেদন করতে বলেননি। ঘটনার পর প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়নি, কোনো কথাও হয়নি।'

উত্তরকোণ পত্রিকার সম্পাদক সাহেদুজ্জামান সিরাজ বিজয় বলেন, 'পত্রিকায় যখন কোনো খবর প্রকাশিত হয়, তখন সেখানে সূত্র উল্লেখ থাকে। আমরা যারা বগুড়া থেকে পত্রিকা বের করি, অনেক ক্ষেত্রে ঢাকার পত্রিকায় যেটা প্রকাশিত হয়, সেগুলো পরে প্রকাশ করি। ওই রিপোর্টটি শীর্ষনিউজের অনলাইন সংস্করণ থেকে নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে সূত্রও উল্লেখ ছিল।' তিনি বলেন, 'প্রকাশনা বাতিলের আবেদন করলে শীর্ষনিউজের প্রকাশনা বাতিল হতে পারে। কিন্তু তারা সেটা না করে আমার পত্রিকার প্রকাশনা বাতিলের আবেদন করল।'

জানতে চাইলে জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান বলেন, 'আমরা আবেদন পেয়েছি। এ বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।'

এ বিষয়ে বক্তব্য জানার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের মোবাইল ফোনে গত বুধবার কল করা হয়। তবে তিনি ধরেননি। পরে বিষয়বস্তু লিখে হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠানো হয়। তিনি জবাব দেননি।

জুলাই অভ্যুত্থানের পর ৯ মামলা

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর শিবগঞ্জ থানা ও আদালতে ৯টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে আদালতে পাঁচটি ও থানায় চারটি মামলা হয়। এসব মামলায় জুলাই অভ্যুত্থানের সময় হত্যা, হত্যাচেষ্টা, মারধর, অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়। তবে আদালতে করা পাঁচটির মধ্যে তিনটি ও থানায় করা চারটির মধ্যে একটি মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। এর চার মামলার বাদী বেলাল শেখ, আলামিন, শামিউল আলম ও সাঈদ হোসেন।

আদালতে থাকা একটি মামলায় তিন সাংবাদিককেও আসামি করা হয়। তারা হলেন একুশের বাণী পত্রিকার অনন্ত সেলিম, অনলাইন পত্রিকা বগুড়া পেজ-এর রাসেল আহম্মেদ ও জনতা নিউজের রিপন মিয়া।

এ মামলার বাদী গাবতলী উপজেলা সদরের রফিকুল ইসলাম। তিনি সমকালকে বলেন, এই সাংবাদিকরা আওয়ামী লীগের দোসর ছিলেন। এ জন্য তাদের নামে মামলা করা হয়।

মামলার আসামি সাংবাদিক অনন্ত সেলিম বলেন, 'আমার নামে কেন, কী কারণে মামলা করেছিল তা বোধগম্য নয়। প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ নয়।'

শিবগঞ্জ থানার ওসি শাহীনুর রহমান সমকালকে বলেন, আদালতের তিনটি ও থানার একটি মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। অন্য মামলাগুলোর তদন্ত চলছে।

নিজের বংশ ও দুই ছেলের নামে ইউনিয়নের নামকরণ করে সম্প্রতি আলোচনায় আসেন বগুড়ার শিবগঞ্জের এমপি ও স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। এ নিয়ে জাতীয় সংসদে আলোচনা হয় এবং ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দিতে গিয়ে সংসদকে তিনি জানান, তাঁর বংশ ও ছেলেদের নবগঠিত ইউনিয়নের নামকরণ ছিল মিরাকল।

দেশ রূপান্তর

শুক্রবার, ১৯ জুন ২০২৬,

গাজীপুরে পোশাক কারখানায় পানি খেয়ে ২০০ শ্রমিক অসুস্থ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের একটি পোশাক কারখানায় সরবরাহ করা পানি পান করে অন্তত ২০০ শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসুস্থ শ্রমিকদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার চন্দ্রা এলাকার ড্রেসম্যান লিমিটেড নামে পোশাক তৈরি কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। অসুস্থ শ্রমিকদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। এ ঘটনার পর অসুস্থ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লে কারখানা ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

এলাকাবাসী, কারখানার শ্রমিক-কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো গতকাল সকাল ৮টায় ওই কারখানায় কাজে যোগ দেন শ্রমিকরা। এরপর কাজের ফাঁকে শ্রমিকরা কারখানার সরবরাহ করা পানি পান করেন। সকাল সাড়ে ৯টার পর হঠাৎ কারখানার চতুর্থ তলায় শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে কারখানার অন্য ফ্লোরের শ্রমিকরাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে অনেকের পেটব্যথা, মাথা ঘোরা, বমি, দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্টের মতো নানা উপসর্গ দেখা দেয়। একপর্যায় অসুস্থ শ্রমিকদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। এতে প্রায় ২০০ শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়লে কারখানাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অসুস্থদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী শ্রমিক। পরে এলাকাবাসী, সহকর্মী ও কারখানা কর্তৃপক্ষ অসুস্থ শ্রমিকদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠায়। এদের মধ্যে বেশ কিছু শ্রমিকদের অবস্থা গুরুতর হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

কারখানার এজিএম (প্রশাসন) আতিকুল ইসলাম জানান, অসুস্থ হওয়ার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গত সোমবার টানা বৃষ্টির পর আশপাশের এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিকরা সম্ভবত জলাবদ্ধতায় ডুবে যাওয়া কলের পানি পান করেছেন। এ কারণে শ্রমিকদের ফুড পয়জনিং হয়ে থাকতে পারে। ফলে সকালে কাজে এসে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারখানার পানিতে কোনো সমস্যা পাওয়া যায়নি। তারপরেও কারখানার সরবরাহকৃত পানির মান পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আশফাক উল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পানি পান করার কারণে এই সমস্যা হতে পারে। পানি সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। কালিয়াকৈর থানার ওসি শহিদুল ইসলাম জানান, কিছু শ্রমিক অসুস্থ হওয়ার খবর পাওয়ার পর সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কারখানা এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

NEW AGE SATURDAY, JUNE 20, 2026,

Labour rights orgs reject budget, demand jobs

Staff Correspondent

SPEAKERS at a seminar on Friday criticised the proposed national budget for the 2026–27 financial year, saying that it fails to address the needs of workers and does not reflect their expectations amid rising living costs and unemployment pressures.

They made the remarks at a seminar held at the Tajuddin Ahmad VIP lounge of the National Press Club.

The event was organised by the National Citizen Party-affiliated labourers' group Jatiya Sramik Shakti.

Speakers at the event described the proposed budget as 'anti-worker' and argued that it lacks concrete measures for employment generation, labour welfare, and social protection.

The seminar was chaired by Sramik Shakti convener Mazharul Islam Fakir, while member secretary Riaz Morshed conducted the session.

Bangladesh Institute of Labour Studies executive director and former chair of the Labour Reform Commission Syed Sultan Uddin Ahmed said that the allocation for the labour and employment ministry has been reduced compared to the previous financial year.

He said it does not match the needs of the country's large workforce.

Bangladesh Labour Federation general secretary Shakil Akhtar Chowdhury said that the proposed budget lacks specific provisions for job creation, skills development, worker welfare programmes, social safety nets, and reducing migration costs for overseas workers.

NCP joint chief organiser Abdullah Al Faisal said that rising inflation and living costs were not matched with adequate protection measures for workers.

He said the budget fails to reflect the real economic pressure faced by low-income groups.

NCP joint convener Sarwar Tusher sharply criticised the budget, describing it as 'hollow' and questioning the competence of those involved in its formulation.

Member secretary of the Sramik Shakti Riaz Morshed said that workers, despite being the main driving force of the economy, were not meaningfully consulted during the budget-making process.

The seminar also presented a nine-point demand charter that included the introduction of a state-run rationing system for low-income workers, increased allocation for specialised hospitals in industrial areas, and the implementation of safe, hygienic and affordable housing projects for labour communities.

Bangladesh Labour Federation general secretary A A M Foyez Hossain and Bangladesh National Labour Alliance general secretary Badal Khan also attended as discussants.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন শনিবার ॥ ২০ জুন ২০২৬

জাতীয় চা দিবস আজ

চায়ের কাপে সুখ শ্রমিকের বঞ্চনা

দীপংকর ভট্টাচার্য লিটন, শ্রীমঙ্গল

আজ জাতীয় চা দিবস। বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পানীয় চা এখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দিনের শুরু থেকে কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ক্লান্তি দূর করতে এক কাপ চায়ের জুড়ি নেই। কিন্তু যাঁদের শ্রম, ঘাম ও ত্যাগে এ চা উৎপাদিত হয়, সেই চা শ্রমিকদের জীবনমান এখনো রয়ে গেছে অবহেলা ও বঞ্চনার বেড়াজালে। শ্রীমঙ্গল উপজেলার বিভিন্ন চা বাগান ঘুরে দেখা যায়, শতাব্দীপ্রাচীন এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখা শ্রমিকের অধিকাংশই মানবেতর জীবনযাপন করছেন। সময়ের সঙ্গে চায়ের উৎপাদন ও বাগানের পরিধি বাড়লেও শ্রমিকের জীবনমানের তেমন উন্নতি হয়নি। শ্রমিকদের ভাষ্য, বাগানের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে

চায়ের কাপে সুখ

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] তাঁদের দীর্ঘদিনের দুঃখদুর্দশা। বংশানুক্রমে তাঁরা চা বাগানেই বসবাস করছেন, কিন্তু নিজেদের কোনো জমি বা স্থায়ী আবাসনের মালিকানা নেই। ভবিষ্যৎও অনিশ্চয়তায় ঘেরা। চা শ্রমিক আরতি কুর্মি বলেন, 'কয়েক পুরুষ ধরে আমরা চা বাগানে বাস করছি। কিন্তু আমাদের নিজস্ব কোনো জমি নেই। কোম্পানির দেওয়া ছোট্ট ঘরেই স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে থাকতে হয়। অনেকের রাত কাটে মাটিতে, আবার কেউ বাঁশের মাচায় ঘুমান।' শ্রমিক বিষ্ণু হাজরা জানান, ভোর হওয়ার আগেই কাজে বের হতে হয়। সারা দিন পরিশ্রমের পর প্রথম শ্রেণির বাগানে একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি মাত্র ১৮৭ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১৮৫ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণিতে ১৮৩ টাকা। তিনি বলেন, 'বর্তমান বাজারদরে এ টাকায় পরিবারের খাবার জোগাড় করাই কঠিন।' বৃষ্টি গোস্বামী বলেন, 'প্রতিদিন প্রায় ৯ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করি। কিন্তু দিনের শেষে যা আয় হয়, তা দিয়ে সংসারের খরচ মেটানো যায় না। অনেক সময় না খেয়ে সন্তানদের নিয়ে দিন কাটাতে হয়।' উষা হাজরা বলেন, 'সকালে চালের কুঁড়ার ভাজা আর লাল চা খেয়ে কাজে যাই। দুপুরে কাঁচা চা পাতার চাটনি ও শুকনো আটার রুটি খাই। রাতে সবার ভাগ্যে ভাতও জোটে না।' ইতিহাস বলছে, ব্রিটিশ শাসনামলে এ দেশে চা শ্রমিক জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে। ১৮৪০ সালে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে কোদালায় পরীক্ষামূলকভাবে চা চাষ শুরু হয়। ১৮৫৫ সালে সিলেটের মালনীছড়া চা বাগানে বাণিজ্যিকভাবে চা চাষের গোড়াপত্তন হয়। এরপর ধীরে ধীরে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায় চা বাগান গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের তথ্যানুযায়ী, দেশে ১৬২টি চা বাগানে প্রায় ১২ লাখ চা-জনগোষ্ঠীর বসবাস। এর মধ্যে প্রায় ৯৭ হাজার স্থায়ী এবং ৫০ হাজার অস্থায়ী শ্রমিক কাজ করেন। এ ছাড়া ৫ থেকে ৬ লাখ মানুষ বেকার রয়েছেন। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক পরেশ কালিন্দি হাজরা বলেন, 'চা শ্রমিকদের জন্য আইন অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্যানিটেশন, শিক্ষা, আবাসন, শিশুনিবাস, প্রসূতিসুবিধাসহ বিভিন্ন সুযোগসুবিধার কথা থাকলেও বাস্তবে সেগুলোর বেশির ভাগই কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ।' ইউনিয়নের বালিশিরা ভ্যালির সভাপতি বিজয় হাজরা বলেন, 'চা-জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়লেও কর্মসংস্থান সে হারে বাড়ছে না। বিপুলসংখ্যক তরুণ-তরুণী বেকার থেকে যাচ্ছেন। তাঁদের জন্য আবাসন বা পর্যাপ্ত কাজের ব্যবস্থাও নেই।' বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সহসভাপতি পঙ্কজ কন্দ বলেন, 'চা শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও শ্রমিকদের জীবনমানের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়নি। যুগের পর যুগ তাঁরা অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন।' জাতীয় চা দিবসে তাই প্রশ্ন উঠেছে–যে শ্রমিকদের হাত ধরে দেশের চা শিল্প এগিয়ে যাচ্ছে, তাঁদের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ কবে নেওয়া হবে?

বণিক বার্তা শনিবার, জুন ২০, ২০২৬

উচ্চ দক্ষতাভিত্তিক শিল্প ও কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ালে শিক্ষিত বেকারও বাড়বে

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষায় রেকর্ড বরাদ্দের কথা বলা হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রতিটি নির্বাচনী আসনে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার কথা জানাচ্ছে সরকার। শিক্ষায় বরাদ্দকৃত বাজেট কি শেষ পর্যন্ত অবকাঠামো নির্মাণেই রূপ নেবে?

শুধু নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অবকাঠামো নির্মাণকে শিক্ষা উন্নয়ন বলা যাবে না। বাংলাদেশে বর্তমানে ৫৮টি সরকারি ও প্রায় ১১৫-১২০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। লাখ লাখ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত। কিন্তু বর্তমানে উচ্চশিক্ষিত বেকারের হারও ঊর্ধ্বমুখী; প্রায় ১৩ শতাংশের বেশি। এটি স্পষ্ট করে যে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে শ্রমবাজারের চাহিদার যথাযথ সমন্বয় হয়নি। একই সঙ্গে দ্রুত অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যোগ্য শিক্ষক ও গবেষণা সক্ষমতারও ঘাটতি রয়েছে।

এ অবস্থায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিবর্তে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মানোন্নয়নই সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। শিক্ষক উন্নয়ন, গবেষণা, আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ বেশি প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তিও শক্তিশালী করতে হবে।

অন্যদিকে দেশের শিল্প, ব্যবসা, কৃষি ও সেবা খাত এখনো মূলত স্বল্পমজুরি ও শ্রমঘন অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। উচ্চ দক্ষতাভিত্তিক শিল্প ও কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ ছাড়া শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ালে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও বাড়তে পারে। তাই বাজেটের মূল গুরুত্ব হওয়া উচিত অবকাঠামো নয়, বরং শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন, গবেষণা এবং অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মানবসম্পদ গড়ে তোলায়।

উচ্চশিক্ষার প্রধান সমস্যাগুলো কী কী? উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে নির্বাচিত নতুন সরকারের অগ্রাধিকার কী হওয়া উচিত?

উচ্চশিক্ষার সংকটকে এককভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে শ্রমবাজার দ্রুত রূপান্তর হচ্ছে, কিন্তু আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা এখনো অনেকাংশে পুরনো কাঠামোর মধ্যেই রয়ে গেছে।

মূল সমস্যা চারটি ক্ষেত্রে স্পষ্ট—পুরনো ও অপ্রাসঙ্গিক পাঠ্যক্রম, মুখস্থনির্ভর মূল্যায়ন ব্যবস্থা, প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতি এবং দুর্বল গবেষণা ও শিল্প-একাডেমিয়া সংযোগ। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে শিক্ষক স্বল্পতা, অতিরিক্ত পরীক্ষানির্ভরতা এবং অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব।

নতুন সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত উচ্চশিক্ষার গুণগত রূপান্তর। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষক উন্নয়ন, গবেষণায় বিনিয়োগ, শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ্যক্রম, বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত ধারাবাহিকতা, যাতে শিক্ষার্থীরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী দক্ষতা অর্জন করে কর্মসংস্থানে কার্যকরভাবে অবদান রাখতে পারে।

সরকার কারিগরি শিক্ষায় জোর দেয়ার কথা বলছে। বিদ্যমান কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়তে অনীহা দেখাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। সেখানে নেই প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক, পর্যাপ্ত ল্যাব সুবিধা এবং তার কারিকুলাম সেকেলে। কারিগরি শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাতে নতুন সরকারকে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে?

কারিগরি শিক্ষার সমস্যা শুধু অবকাঠামোর নয়; এটি প্রাসঙ্গিকতা, গুণগত মান এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার সংকট। শিল্প খাতের চাহিদার সঙ্গে দক্ষতার অসামঞ্জস্য এবং কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ ও স্পষ্ট ক্যারিয়ার পথের অভাবে অনেক শিক্ষার্থী এ ধারায় আগ্রহী হচ্ছে না।

সমাধানের জন্য প্রয়োজন একটি সমন্বিত জাতীয় সংস্কার। কারিকুলামকে শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে, শিক্ষকদের নিয়মিত শিল্প সংযুক্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে এবং ল্যাব ও ওয়ার্কশপ আধুনিকায়ন করতে হবে। পাশাপাশি শিল্প শিক্ষা অংশীদারত্ব জোরদার করে ইন্টার্নশিপ ও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সম্প্রসারণ এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে ঋণ ও ইনকিউবেশন সুবিধা বাড়াতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শিল্পায়ন ছাড়া কারিগরি শিক্ষার পূর্ণ সফলতা সম্ভব নয়। সরকারকে এমন শিল্পনীতি গ্রহণ করতে হবে, যা উচ্চ মূল্যসংযোজনকারী ও প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটায়। কারিগরি শিক্ষা, শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানকে আলাদা নয়, একটি সমন্বিত জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে দেখতে হবে।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান প্রশ্নবিদ্ধ। পাঠ্যক্রম থেকে শুরু করে গবেষণা সবকিছু নিয়ে বিতর্ক, অভিযোগ রয়েছে। এআইয়ের ব্যবহার কি এক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে?

শিক্ষার মান নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে, তা অমূলক নয়। গত দুই দশকে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ হলেও সেই অনুপাতে শিক্ষক উন্নয়ন, গবেষণা, ল্যাবরেটরি, অর্থায়ন, সুশাসন- এবং শিল্প-একাডেমিয়া সংযোগ গড়ে ওঠেনি।

একই সঙ্গে আমাদের পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা এখনো অনেকাংশে মুখস্থনির্ভর এবং দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের যুগের শিক্ষাদর্শনের প্রভাব বহন করছে। ফলে শিক্ষার্থীরা বাস্তব সমস্যা সমাধান, উদ্ভাবন, সমালোচনামূলক চিন্তা এবং দ্রুত পরিবর্তিত কর্মবাজারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে পিছিয়ে পড়ছে। অনিশ্চয়তা ও দ্রুত পরিবর্তনের এ যুগে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা, যা মূলত নির্দিষ্ট ও পূর্বানুমানযোগ্য পেশার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে, তা ক্রমেই সময়োপযোগিতা হারাচ্ছে।

গবেষণার ক্ষেত্রেও বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। গবেষণায় বিনিয়োগ সীমিত, শিল্প-একাডেমিয়া যৌথ গবেষণা দুর্বল এবং গবেষণার ফলাফলকে উদ্ভাবন, প্রযুক্তি উন্নয়ন কিংবা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করার কার্যকর ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি।

> আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা এখনো অনেকাংশে পুরনো কাঠামোর মধ্যেই রয়ে গেছে। মূল সমস্যা চারটি ক্ষেত্রে স্পষ্ট—পুরনো ও অপ্রাসঙ্গিক পাঠ্যক্রম, মুখস্থনির্ভর মূল্যায়ন ব্যবস্থা, প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতি এবং দুর্বল গবেষণা ও শিল্প-একাডেমিয়া সংযোগ। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে শিক্ষক স্বল্পতা, অতিরিক্ত পরীক্ষানির্ভরতা এবং অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব। নতুন সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত উচ্চশিক্ষার গুণগত রূপান্তর। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষক উন্নয়ন, গবেষণায় বিনিয়োগ, শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ্যক্রম, বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত ধারাবাহিকতা

প্রযুক্তি, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), শিক্ষার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে। তবে শুধু শ্রেণী কক্ষে এআই যুক্ত করলেই শিক্ষার মান বাড়বে না। গবেষণা, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রোগ্রামিং এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণকে সমৃদ্ধ করতে এআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন সঠিক নীতি, দক্ষ শিক্ষক এবং দায়িত্বশীল ব্যবহার।

তাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধু 'AI in Education' নয়, বরং 'Education for the AI Era'—অর্থাৎ এমন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে শিক্ষার্থীরা এআইকে শুধু ব্যবহারই করবে না, বরং এর সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা বুঝবে, সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করবে এবং নতুন জ্ঞান, উদ্ভাবন ও মূল্য সংযোজনে কাজে লাগাতে শিখবে। শিক্ষা, গবেষণা, শিল্প ও প্রযুক্তিকে সমন্বিতভাবে এগিয়ে নিতে পারলেই শিক্ষার গুণগত মানে টেকসই পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এআইয়ের প্রভাব নিয়ে অনেক উদ্বেগ রয়েছে। বাংলাদেশের কোন খাতগুলো সবচেয়ে বেশি পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে পারে?

এআই সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে পুনরাবৃত্তিমূলক, নিয়মভিত্তিক ও তথ্যনির্ভর কাজের ওপর। ফলে ব্যাংকিং, বীমা, কল সেন্টার, হিসাবরক্ষণ, ডেটা এন্ট্রি এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে। একই সঙ্গে তৈরি পোশাক, লজিস্টিকস ও খুচরা ব্যবসায় অটোমেশন আরো বাড়বে।

তবে এআই শুধু কিছু কাজের ধরন পরিবর্তন করবে না, নতুন ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করবে। স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, উৎপাদনশীল শিল্প, সফটওয়্যার, ডেটা অ্যানালিটিকস এবং সৃজনশীল খাতে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা বাড়বে।

তাই সবচেয়ে বড় ঝুঁকি এআই নয়, বরং দক্ষতার ঘাটতি। যারা নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না, তারাই বেশি ঝুঁকিতে থাকবে। এজন্য এখন থেকেই শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং reskilling ও upskilling—এ বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। সঠিক প্রস্তুতি নিতে পারলে এআই কর্মসংস্থান কমানোর পরিবর্তে উৎপাদনশীলতা ও উচ্চমূল্যের নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আজকের শিক্ষার্থীরা যদি আগামী দশকের চাকরির বাজারের জন্য প্রস্তুতি নিতে চায়, তাহলে কোন দক্ষতাগুলোকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত?

ভবিষ্যৎ কর্মবাজারে সাফল্যের জন্য চারটি দক্ষতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা, যোগাযোগ দক্ষতা ও সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করার সক্ষমতা। এর পাশাপাশি ডিজিটাল সক্ষমতা, অভিযোজন ক্ষমতা এবং আজীবন শেখার মানসিকতাও অপরিহার্য। কারণ প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে কাজের ধরন, প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও পেশার প্রকৃতি ক্রমাগত পরিবর্তিত হবে।

তাই শুধু বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন যথেষ্ট নয়; শিক্ষার্থীদের এসব দক্ষতা গড়ে তুলতে শিক্ষণ পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক গবেষণা, সফল অভিজ্ঞতা ও প্রমাণভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্কার করতে হবে।

আমাদের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা আশানুরূপ নয় বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা। টিচিং ইউনিভার্সিটি থেকে রিসার্চ ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তরের পথে বাধা কোথায়?

প্রধান বাধা তিনটি—গবেষণা তহবিলের ঘাটতি, শিক্ষকদের অতিরিক্ত পাঠদানের চাপ এবং শিল্প-বিশ্ববিদ্যালয় সংযোগের দুর্বলতা।

সমাধানের জন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষামূলকভাবে গবেষণাকেন্দ্রিক হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। একই সঙ্গে যেসব শিক্ষক গবেষণায় সক্রিয়, তাদের পাঠদানের চাপ কমিয়ে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নিশ্চিত করা উচিত।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গবেষণাকে ব্যয় হিসেবে নয়, বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে। যে দেশ গবেষণায় বিনিয়োগ করে, সেই দেশই ভবিষ্যতের প্রযুক্তি, শিল্প, অর্থনীতি ও মানবসম্পদ উন্নয়নে নেতৃত্ব দেয়। বাংলাদেশকেও গবেষণাকে জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিতে হবে।

ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সংযোগ জোরদারে নির্বাচনী ইশতাহারে পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার। এ কাজ কি সঠিক পথে এগোচ্ছে? কার্যকর ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সংযোগ স্থাপনে করণীয় কী?

সরকার এ বিষয়ে ইতিবাচক উদ্যোগের কথা বলেছে। তবে এর কার্যকর বাস্তবায়ন ও কাঠামোগত অগ্রগতি এখনো বড় চ্যালেঞ্জ।

কার্যকর ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সংযোগ গড়ে তুলতে হলে পাঠ্যক্রম প্রণয়নে শিল্প খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ ও কর্মভিত্তিক শিক্ষা চালু করতে হবে, যৌথ গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প সহযোগিতার জন্য নীতিগত ও আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়, বরং গবেষণা, উদ্ভাবন, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও শিল্প অর্থনীতির জ্ঞানভিত্তিক অংশীদার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

SUNDAY, JUNE 21, 2026, A NEWAGE

Gazipur water sickens factory workers again

Our Correspondent · Gazipur

AROUND 50 workers at a garment factory in Gazipur fell ill Saturday morning, just two days after more than 100 workers reportedly suffered similar illnesses at the same factory.

The incident occurred at Dressman Limited in the Chandra area of Kaliakair upazila.

According to workers, the illnesses were caused by the factory's drinking water, as in the previous incident. Shortly after drinking the water, several workers complained of dizziness, vomiting, stomach pain, weakness and breathing difficulties, triggering panic among employees.

The affected workers were taken to Kaliakair upazila health complex and nearby hospitals and clinics for treatment.

Following the complaints, the local administration collected water samples from the factory and sent them to a laboratory in Dhaka for testing.

Kaliakair upazila nirbahi officer AHM Fakhrul Hossain said the test report was expected on Sunday.

He said an investigation was underway to determine why workers at the same factory had fallen ill again.

'If the allegations are proven true, action will be taken against the factory authorities,' the UNO said.

On Thursday, more than 100 workers at the same factory reportedly fell ill after drinking water supplied by the factory.

NEWAGE
SUNDAY, JUNE 21, 2026,

NATIONAL TEA DAY

Fair wages, housing for workers demanded

Staff Correspondent · Sylhet

DISCUSSANTS at a programme in Moulvibazar on Saturday said that the government must pay greater attention to the welfare of tea garden workers and their families to ensure the sustainable development of tea industry.

The speakers made these comments, addressing an event organised by the Bangladesh Tea Board at the Shreemangal auditorium-cum-multipurpose building in Moulvibazar, marking the '6th National Tea Day 2026' at noon.

Stressing the importance of improving the living standards of the tea garden workers, they further said that it is a collective responsibility of the authorities concerned to ensure fair wages, better housing facilities, good healthcare services and educational opportunities for the tea garden labourers.

'Tea is not just a drink, it is a part of our rich history and the livelihood of millions of people is linked to it' said Md Mujibur Rahman Chowdhury, Moulvibazar-4 constituency lawmaker, addressing the programme as the chief guest.

Stating that the country has a long tradition of commercial tea cultivation, he said that currently more than 160 tea gardens and several small scale tea farmers currently play a vital role in the national economy.

The celebration programme with the theme 'Improvement of the tea industry will enrich the economy', Bangladesh Tea Board chairman major general Md Mesbah Uddin Ahmed delivered the welcome speech in the event, with commerce ministry secretary Md Ataur Rahman Khan in the chair.

The BTB chairman said that different high-yielding and high-quality clones of tea developed by the Tea Research Institute are playing an important role in increasing production in the industry.

'To make the tea industry multi-dimensional and export-oriented, the production of various value-added teas including jasmine tea, rose tea, lemon tea, masala tea and chocolate tea is being encouraged,' he said.

Stakeholders of the tea industry, including Tea Traders Association president Shah Mainuddin Ahmed, Bangladesh Tea Sangsad president Kamran T Rahman, Bangladesh Tea Workers Union general secretary Nripen Pal and workers representatives from various tea gardens addressed the event.

Although National Tea Day is observed annually on May 21, the formal celebration of this year's event was held on Saturday.

NEW AGE SUNDAY, JUNE 21, 2026,

Textile millers seek retention of 30pc value addition rule

Staff Correspondent

THE country's textile millers on Saturday urged the government to retain the existing 30 per cent value-addition condition for raw material imports, backed by bank guarantees, primarily by non-bonded manufacturers, in the proposed national budget for the financial year 2026–27.

They also sought the withdrawal of a proposed 5 per cent import duty on polyester staple fibre, a cut in the corporate tax rate for the primary textile sector to 12 per cent — to remain in effect until June 2030 — and the full withdrawal of source tax on cash incentives for exports.

They were speaking at a press conference organised by the Bangladesh Textile Mills Association at Gulshan Club in the capital.

At the event, BTMA president Showkat Aziz Russell said that protecting the domestic textile industry does not mean protecting a single sector alone.

'It means protecting the foundation of the country›s export earnings, foreign currency savings, banking-sector investment, employment, entrepreneurial security and future industrialisation,' he added.

He urged the government to retain the mandatory 30 per cent value-addition condition for raw material imports secured through bank guarantees.

The government issued a statutory regulatory order earlier this month proposing the proposed national budget for the 2026-27 financial year, abolishing the previous minimum 30 per cent value-addition requirement for duty-free raw material imports under bank guarantees.

A September 2025 statutory regulatory order required exporters in sectors such as RMG, leather and leather goods, food processing, steel, plastics and light engineering to ensure a minimum 30 per cent local value addition in export production.

The requirement was removed by a new SRO issued earlier this month, which stipulated only that realised export earnings must exceed the foreign currency spent on importing raw materials used to produce the export goods.

Showkat Aziz Russell

'Withdrawing the condition would encourage misuse of bonded-warehouse facilities and unequal competition in the market, making it harder for local mills to retain capacity and export competitiveness following Bangladesh›s graduation from least-developed-country status,' he added.

He also said that local value addition would need to stay at 40 to 50 per cent or higher to retain tariff benefits in major export destinations going forward.

The BTMA president also demanded a reduction of the corporate tax rate for the primary textile sector to 12 per cent, on par with RMG exporters, and to keep it in place until June 2030.

He said that the effective tax rate for primary textile millers currently stands at 27.5 per cent, while the RMG sector enjoys 12 per cent, calling the gap 'starkly discriminatory' given that both sit within the same value chain.

He also sought withdrawal of the proposed 5 per cent import duty on polyester staple fibre.

He said that the global demand for man-made fibre-based garments has reached around 70-75 per cent, while Bangladesh's exports remain largely cotton-based.

সমকাল ■ রোববার । ২১ জুন ২০২৬ ।

সাংবাদিক গ্রেপ্তার

স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতি হুমকি

প্রকাশিত সংবাদের জের ধরিয়া দৈনিক অগ্রযাত্রা প্রতিদিনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রেজানুর ইসলামকে গ্রেপ্তারের ঘটনাটি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। সমকালসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম সম্পর্কে মানহানিকর তথ্য প্রচারের অভিযোগে সম্প্রতি বগুড়ার শিবগঞ্জে উক্ত দৈনিকের সম্পাদকসহ চার সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলায় রেজানুর ইসলামকে বৃহস্পতিবার রাত্রে গাজীপুরের নিজ বাড়ি হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতের মাধ্যমে বগুড়া কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে। স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতি গুরুতর হুমকিমূলক এই ঘটনা লইয়া শনিবার এক বিবৃতিতে সম্পাদক পরিষদ যথার্থই বলিয়াছে যে, সংবাদপত্র ও সংবাদকর্মীদের স্বাধীনতায় এই ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব পড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

অস্বীকার করা যাইবে না, যে খবর লইয়া মামলাটি হইয়াছে উহার সহিত স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রীর মতো ক্ষমতাবান ব্যক্তি যুক্ত না থাকিলে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে এতটা তৎপর হইত না, সম্ভবত মামলাটিও হইত না। ইহাও স্বীকার্য, মামলাটি দায়েরে প্রতিমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা নাই। প্রতিবেদন মতে, আদালতে মামলাটি করিয়াছেন বগুড়া প্রেস ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ও স্থানীয় দৈনিক মহাস্থান পত্রিকার সম্পাদক। ইহাও সত্য, মামলাটি বাদী নিজেকে বিএনপির কর্মী হিসেবে পরিচয় দেন। প্রতিমন্ত্রীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতাও স্থানীয় পর্যায়ে আলোচিত। তদুপরি, ঐ সম্পাদক গত মে মাসে শিবগঞ্জ উপজেলার বুড়িগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হইয়াছেন। মোদ্দা কথা, যদিও প্রতিমন্ত্রী উক্ত গ্রেপ্তারের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বিবৃতি দিয়াছেন। সাংবাদিক নির্যাতনের এই ঘটনার দায় তিনি এড়াইতে পারেন না। কোনো সংবাদ সম্পর্কে কাহারও আপত্তি থাকিলে প্রচলিত আইনেই প্রতিকার লাভের ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রথমত, ভুক্তভোগীর প্রতিবাদলিপি যথাযথ গুরুত্ব দিয়া প্রকাশ করিতে সংশ্লিষ্ট পত্রিকা বাধ্য। দ্বিতীয়ত, তাহাতে সন্তোষজনক প্রতিকার না মিলিলে ভুক্তভোগী প্রেস কাউন্সিলের দ্বারস্থ হইতে পারেন। নিঃসন্দেহে, ফৌজদারি দণ্ডবিধিসহ অন্য বেশ কিছু আইনে 'উদ্দেশ্যমূলক' সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা বেআইনি কিছু নহে; কিন্তু যে কোনো সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশে ইহার আশ্রয় তখনই নেওয়া হয় যখন অন্য সকল উপায় ভুক্তভোগীর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করিতে ব্যর্থ হয়। আলোচ্য ঘটনায় এহেন গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, গণতন্ত্রের ভিত মজবুত করিবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সংবাদমাধ্যমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে।

আমরা জানি, সংসদ বা বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করে, জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের উপর নজরদারি করে সংবাদমাধ্যম। এই কারণেই অন্য দশটা গণতান্ত্রিক সংবিধানের মতো বাংলাদেশেরও সংবিধানে মতপ্রকাশের অধিকারের সহিত সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করা হইয়াছে, যদিও উক্ত সংবিধান কার্যকর হইবার পর দেশে যত সরকার আসিয়াছে, দুর্ভাগ্যবশত, উহাদের সকলেই সংবিধানের উক্ত ধারাটিকে পদদলিত করিয়াছেন; সুযোগ পাইলেই তাহারা সংবাদমাধ্যমের উপর খড়গ নামাইয়া আনিয়াছেন।

সাংবাদিক নিপীড়নের ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটিল যখন দেশ গত ফেব্রুয়ারিতে সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পথে পুনরায় যাত্রা করিয়াছে। বর্তমান সরকারপ্রধান ইতোমধ্যে একাধিকবার স্বাধীন সাংবাদিকতার পক্ষে তাহাদের অবস্থান ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু, দুঃখজনক হইল, মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এক প্রতিবেদন বলিতেছে, জানুয়ারি হইতে মে পর্যন্ত দেশে অন্তত ১৮১টি ঘটনা ঘটিয়াছে, যেইখানে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হত্যার হুমকিসহ নানা নিপীড়নমূলক আচরণ করা হইয়াছে। এই সকল হুমকি ও নিপীড়নের অধিকাংশ ঘটনার সহিত পুলিশ ও সরকারদলীয় নেতাকর্মীর জড়িত থাকার অভিযোগ রহিয়াছে।

প্রতিবেদন মতে, উপরে বর্ণিত বিবৃতিতে প্রতিমন্ত্রী গ্রেপ্তার হওয়া সাংবাদিকের দ্রুত মুক্তি কামনা করিয়াছেন। আমরা মনে করি, অবিলম্বে ইহা বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হইবে। আমরা ইহাও প্রত্যাশা করি, সরকার ক্ষমতার দম্ভ প্রদর্শনে প্রশাসন ও স্বীয় দলীয় লোকদের যদ্রূপ বারিত করিবে তদ্রূপ স্বাধীন সাংবাদিকতা নিশ্চিতকরণে আন্তরিক হইবে।

সমকাল
শনিবার। ২০ জুন ২০২৬

বাজেট আলোচনা

শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতকরণ এবং সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ ও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে জাতীয় শ্রমিক শক্তি। গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে সংগঠনটির আয়োজনে '২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শ্রমিকের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তারা এ দাবি জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের আহ্বায়ক মাজহারুল ইসলাম ফকির, সদস্য সচিব রিয়াজ মোর্শেদ, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আতিকুর রহমানসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। বক্তারা বলেন, 'কৃষি, শিল্প, নির্মাণ, পরিবহন, সেবা খাত ও রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পসহ সব ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের অবদান অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভিত্তি তৈরি করেছে। তবে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা এবং সীমিত সামাজিক সুরক্ষার কারণে তারা নানা সংকটে রয়েছেন।'

অনুষ্ঠানে বলা হয়, 'জাতীয় বাজেট রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দর্শন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিফলন। তাই বাজেট কতটা শ্রমিকবান্ধব এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম, সেটিই হওয়া উচিত মূল্যায়নের প্রধান মানদণ্ড।'

বক্তারা আরও বলেন, 'দেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। তাদের অধিকাংশই পেনশন, স্বাস্থ্যসেবা, দুর্ঘটনা বীমা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা ও বেকারত্বকালীন সহায়তার মতো মৌলিক সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার বাইরে রয়েছেন। একই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরাও ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শ্রম আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হচ্ছেন।' তারা বলেন, 'বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট, জলবায়ু ঝুঁকি এবং এআই প্রযুক্তি বিস্তারের ফলে শ্রমবাজারে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন, পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করা জরুরি।'

জাতীয় শ্রমিক শক্তির দাবির মধ্যে রয়েছে– জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিক প্রশিক্ষণ তহবিল গঠন, নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু, শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জন্য স্বল্পব্যয়ী ও মানসম্মত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা, শিল্পাঞ্চলভিত্তিক শ্রমিক আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন, সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ও পেনশন ব্যবস্থা চালু, শ্রমিক কল্যাণ তহবিল শক্তিশালী করা, মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও শ্রম আইন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৭ আষাঢ় ১৪৩৩, ২১ জুন ২০২৬

ধানমন্ডিতে গৃহকর্মীকে হত্যার অভিযোগে পাউবোর প্রকৌশলী স্ত্রীসহ রিমান্ডে

হত্যার পর লাশ ফেলে দেওয়া হয় : অভিযোগ গৃহকর্মীর বাবার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকার একটি বাসা থেকে রিক্তা মণি (১১) নামে এক শিশু গৃহকর্মীকে হত্যার পর আটতলা থেকে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেছেন তার বাবা শাহীন মিয়া। শিশুটি ধানমন্ডির ৯/এ নম্বর সড়কে প্রকৌশলী সবিবুর রহমান ও তার স্ত্রী ফারাহ নুসরাতের বাসায় কাজ করত। এই ঘটনায় ঐ দম্পতির বিরুদ্ধে ধানমন্ডি থানায় হত্যা মামলা করেছেন শাহীন মিয়া। ঐ মামলায় দম্পতিকে দুই দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।

তবে পুলিশ জানিয়েছে, হত্যা মামলা হলেও আসলে সেখানে কী ঘটেছিল সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করা হচ্ছে। ঘটনাটি সত্যিই হত্যাকাণ্ড হলে দম্পতির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আদালতে চার্জশিট দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে শিশুটির বাবা গৃহকর্তা ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছে। সেই মামলায় তাদের দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

ঐ ভবনটির কেয়ারটেকার শাহীন মিয়া জানান, গত শুক্রবার সকালে দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মীরা

দেশ তাদের নাগরিকদের অবৈধভাবে আমাদের দেশে
হ যখন দাঁড়িয়ে গেছে, জনগণ তখন তাদের ডান হাতে
টি মানুষ। অতএব আমরা চাই না, আমাদের কোনো
দের কালো হাত বাড়াক—এটাও আমরা চাই না। যদি
ভরসা করে বলছি, সেই কালো হাত ভেঙে দিতে হবে।'
(অব.) ড. অলি আহমদ বীরবিক্রম বলেন, ১১ দলীয়
চাঁদাবাজিমুক্ত একটি মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা।
প্রত্যাশার সরকার প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশ
জুলাই সনদ আর গণভোটের সঙ্গে বিএনপি অন্তহীন
চালিয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণ, জুলাই সনদের
হ তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।
লন; 'জুলাই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল বৈষম্যহীন
হ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জনগণের অধিকার
য়ন হয়নি। সমাবেশে আরো বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ
াইয়ুম সোবহানী, বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান
সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন,
, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহসভাপতি ও
যুগ্ম-সচিব অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল মামুন রানা,
। কে এম আনোয়ারুল ইসলাম চান, সমাবেশ বাস্তবায়ন
য় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের
পরিষদ সদস্য ও খুলনা অঞ্চল পরিচালক অধ্যক্ষ মো.
ল খালেক এমপি, খুলনা বিভাগের ১০ জেলা জামায়াতে
মর অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান প্রমুখ।

হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। পরে তার মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সিলেটের সুনামগঞ্জ থেকে কাজের সন্ধানে গাজীবুর রহমান নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে ঢাকায় আসে রিক্তা। এরপর আইয়ুব আলী নামে আরেক ব্যক্তির মাধ্যমে রাজধানীতে রিক্তার কাজের ব্যবস্থা করে গাজীবুর। তবে গাজীবুরের অভিযোগ, যে বাসায় কাজ দেওয়ার কথা ছিল সেখানে না দিয়ে, পরিবারের অজান্তে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে অন্য একটি বাসায় কাজের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় রিক্তাকে। সেখানে তার মৃত্যু হয়।

গাজীবুর রহমান বলেন, যে বাসায় দেওয়া হয়, ঐ বাসার মালিক শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে ফোন দিয়ে বলেন, ভাই মেয়েটা তো অসুস্থ বেশি, হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি। আপনারা একটু আসেন। এরপর মেডিক্যালে আসার পর শুনি বাচ্চাটা মারা গেছে। সেখানে কি ঘটেছে সে ব্যাপারে আমরা আসলে কিছুই জানি না।

সময়ের আলো
শনিবার। ২০ জুন ২০২৬

শ্রমিকবান্ধব বাজেটের দাবি জাতীয় শ্রমিক শক্তির

● নিজস্ব প্রতিবেদক

শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতকরণ এবং সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ ও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে জাতীয় শ্রমিক শক্তি। শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয় শ্রমিক শক্তি আয়োজিত '২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শ্রমিকের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে জাতীয় শ্রমিক শক্তির আহ্বায়ক মাজহারুল ইসলাম ফকির, সদস্য সচিব রিয়াজ মোর্শেদ, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আতিকুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য দেন।

বক্তারা বলেন, দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি শ্রমজীবী মানুষ। কৃষি, শিল্প, নির্মাণ, পরিবহন, সেবা খাত এবং রফতানিমুখী পোশাক শিল্পসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রমিকদের শ্রম, মেধা ও ত্যাগ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভিত্তি তৈরি করেছে। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের সুফল এখনও শ্রমজীবী মানুষের জীবনে সমানভাবে প্রতিফলিত হয়নি। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা এবং সীমিত সামাজিক সুরক্ষার কারণে শ্রমিকরা নানা সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন।

অনুষ্ঠানে বলা হয়, জাতীয় বাজেট শুধু আয়-ব্যয়ের হিসাব নয় বরং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দর্শন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিফলন। তাই বাজেট কতটা শ্রমবান্ধব এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম, সেটিই মূল্যায়নের প্রধান মানদণ্ড হওয়া উচিত। বক্তারা আরও বলেন, দেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। তাদের অধিকাংশই পেনশন, স্বাস্থ্যসেবা, দুর্ঘটনা বীমা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং বেকারত্বকালীন সহায়তার মতো মৌলিক সামাজিক নিরাপত্তার বাইরে রয়েছেন। একই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরাও ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শ্রম আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হচ্ছেন।

তারা বলেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট, জলবায়ু ঝুঁকি, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির বিস্তারের ফলে শ্রমবাজারে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন, পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করা জরুরি।

বণিকবার্তা
সোমবার, জুন ২২, ২০২৬ ■ আষাঢ় ৮, ১৪৩৩

বাজেটে কর্মসংস্থান তৈরির প্রতিশ্রুতি যেভাবে তরুণদের আস্থা ফেরাতে পারে

ড. মো. ফরিদ তালুকদার

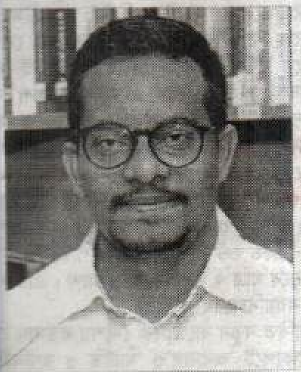

২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা। এত বড় আকারের বাজেট আদৌ আমাদের প্রয়োজন আছে কিনা—এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। তবে বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ও দ্রুত পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামঞ্জস্য বজায় রেখে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণই বলতে হবে। বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা ইতিবাচক। পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে ক্রিয়েটিভ ইকোনমি, যেখানে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে সরকার ১০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ঘোষণা দিয়েছে। পাশাপাশি সৃজনশীল অর্থনীতি (ক্রিয়েটিভ ইকোনমি), দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং যুবসমাজকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত করার অঙ্গীকার করেছে। সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, এ খাত ভবিষ্যতে জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

যদি আমরা গত কয়েক বছরের বাজেট প্রতিশ্রুতির দিকে তাকাই, তাহলে একই ধরনের প্রতিশ্রুতি দেখতে পাব এবং দেখতে পাব লাখ লাখ তরুণ এ দেশ ছেড়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন প্রতি বছর লাখ লাখ তরুণ দেশের বাইরে ভবিষ্যৎ খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে? পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছরই বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী কর্মসংস্থানের উদ্দেশে বিদেশে যায়। ২০২১ সালে এজন্য বিদেশে যায় ৬ লাখ ১৭ হাজারের বেশি মানুষ। ২০২২ সালে সংখ্যাটি বেড়ে প্রায় ১১ লাখ ৩৫ হাজারে পৌঁছায়। ২০২৩ সালে এটি আরো বেড়ে ১৩ লাখেরও বেশি হয়। ২০২৪ সালে অবশ্য বিদেশে যায় ১০ লাখ মানুষ। সর্বশেষ ২০২৫ সালে গেছে প্রায় ১১ লাখ ৩২ হাজার বাংলাদেশী। বিদেশে কর্মসংস্থান বাড়ানোর বিষয়টি নেতিবাচক নয় সবসময়। যখন একটি দেশ ধারাবাহিকভাবে তরুণ জনগোষ্ঠীকে দেশের ভেতরে পর্যাপ্ত ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান দিতে ব্যর্থ হয়, তখন কর্মক্ষম মানুষের বিদেশমুখিতা বাড়ে। অতীতে প্রায় প্রতিটি বাজেটে কর্মসংস্থান সৃষ্টির অনেক প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু বাস্তবে শ্রমবাজারে এমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায়নি, যা শিক্ষিত যুবকদের দেশেই ভবিষ্যৎ দেখাতে সক্ষম হয়েছে।

আরো উদ্বেগজনক বিষয় হলো বিদেশে গমনকারী শ্রমিকদের একটি বড় অংশ এখনো নিম্নদক্ষ বা অদক্ষ। বহু বছর ধরে বাজেটে কারিগরি শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযোগী মানবসম্পদ তৈরির কথা বলা হলেও বাস্তবে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়নি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিদেশগামী শ্রমিকদের প্রায় ৭০-৭৫ শতাংশই স্বল্পদক্ষ বা অদক্ষ। এটি ভারত, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের তুলনায় অনেক বেশি। এটি শুধু শ্রমবাজারের সমস্যা নয়; এটি নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সমস্যাও। সরকার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে, প্রকল্প নিয়েছে, কর্মসূচি চালু করেছে। কিন্তু কতজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাস্তবে দক্ষ কর্মী হিসেবে চাকরি পেয়েছেন? কতজন আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা অর্জন করেছেন? কতজন উচ্চ আয়ের শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে পেরেছেন? বাজেটে বরাদ্দের হিসাব থাকে, কিন্তু ফলাফলের হিসাব খুব কমই থাকে।

প্রতি বছর বাজেটে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু পরবর্তী বাজেটে সেই লক্ষ্যের মূল্যায়ন থাকে না বললেই চলে। এমনকি কত চাকরি সৃষ্টি হলো কোন খাতে হলো, চাকরিগুলো কতটা টেকসই ছিল, লক্ষ্য কেন অর্জিত হলো না—এসব বিষয়ে জনগণের সামনে জবাবদিহিতা নেই। ফলে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি অনেক সময় রাজনৈতিক বক্তব্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। বাজেটে বরাদ্দ এবং এত এত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষিত-কর্মক্ষম তরুণরা হতাশ। এর অন্যতম কারণ হলো তরুণরা মনে করে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরি পাওয়া যাবে না। তাদের ধারণা, চাকরি পেতে প্রয়োজন টাকা ও ক্ষমতা। এটি শুধু তাদের ধারণা নয়, বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটি বাস্তবতা। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বছরের পর বছর ধরে অনিয়ম, রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশ্নফাঁস ও দুর্নীতির অভিযোগ আলোচিত হয়েছে। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু সংস্কার হয়েছে, তবে এ অনিয়ম প্রায় অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। ২০২৫ সালের সূচকে বাংলাদেশ ১০০-এর মধ্যে মাত্র ২৪ স্কোর পেয়ে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় ১৩তম অবস্থানে রয়েছে।

এখানেই ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার সৃজনশীল অর্থনীতির জন্য তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু সৃজনশীল অর্থনীতি কেবল অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে গড়ে ওঠে না। এর জন্য প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প খাত সহযোগিতা, গবেষণা বিনিয়োগ, প্রযুক্তি অবকাঠামো, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, মেধাস্বত্ব সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ। বাংলাদেশের বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনো সেই পর্যায়ে পৌঁছেনি। বাস্তবতা হলো বাংলাদেশের সমস্যা কর্মসংস্থান নিয়ে প্রতিশ্রুতির অভাব নয়; বরং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দুর্বলতা। যদি দেশের ভেতরে পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান তৈরি হতো, যদি দক্ষতা উন্নয়ন কার্যকর হতো, যদি মেধাভিত্তিক প্রতিযোগিতার প্রতি তরুণদের আস্থা তৈরি করা যেত; তাহলে এত বিপুলসংখ্যক যুবক-যুবতী বিদেশে যাওয়াকে একমাত্র পথ হিসেবে বিবেচনা করতেন না। ২০২৬-২৭ সালের বাজেটের প্রকৃত সাফল্য নির্ধারিত হবে বরাদ্দের আকারে নয়, ফলাফলে। আগামী এক বছরে সরকার যদি সত্যিই ১০ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে, দক্ষ শ্রমিকের অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পারে এবং তরুণদের কাছে দেশের ভেতরে ভবিষ্যতের বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে, তবে এ বাজেট একটি নতুন সূচনার ভিত্তি হতে পারে।

কর্মসংস্থান তৈরির উদ্দেশ্য সফল করার জন্য নতুন সরকারকে চব্বিশের অভ্যুত্থানের ওই আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে কাজ করতে হবে। এখানে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। ক. সরকারের ঘোষিত ক্রিয়েটিভ ইকোনমির ধারণা এখনো স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সরকারকে আরো স্পষ্টভাবে মানুষের কৌতূহল মিটিয়ে আগ্রহ বাড়াতে হবে। এর পরিধি কেবল কনটেন্ট ক্রিয়েশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে কাঙ্ক্ষিত সুফল মিলবে না। এর পরিধি আরো বিস্তৃত করতে হবে, যাতে তরুণরা শুধু কনটেন্ট নিয়ে ব্যস্ত না থেকে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে যুক্ত হতে পারেন এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারেন। খ. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে সব নিয়োগ, বিশেষ করে সরকারি নিয়োগে আর্থিক ও অ-আর্থিক দুর্নীতি অনেক কমাতে হবে। গ. বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগই পুরনো ধাঁচের এবং শিক্ষার মানও তেমন ভালো নয়। এসব বিভাগ বাদ দিয়ে সময়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নতুন সাবজেক্ট যুক্ত করতে হবে, যা বর্তমান প্রজন্মের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঘ. প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ প্যারাডাইম শিফট বাস্তবায়ন করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। ঙ. শিক্ষিত তরুণরা যাতে উদ্যোক্তা হতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। একজন তরুণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়ার পর যেন সহজে ব্যবসা শুরু করতে পারে এবং এজন্য সহজে ঋণ পেতে পারে এবং লাইসেন্স করতে পারে এবং এ কাজে স্থানীয় প্রশাসন যেন কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়া প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে, এটা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া ব্যবসাকে যেন কোনো রাজনৈতিক নেতা, স্থানীয় প্রশাসন বা অন্য কোনো গোষ্ঠী আর্থিক ও অনৈতিকভাবে হয়রানি করতে না পারে—সেজন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ সাধারণভাবে এ ধারণা প্রচলিত যে ব্যবসা করতে গেলে চাঁদা বা ঘুস দিতে হয়। এ কারণে অনেক শিক্ষিত তরুণ দেশে উদ্যোক্তা হতে সাহস পায় না, এমনকি কেউ কেউ প্রয়োজনে আফ্রিকা গেলেও দেশে উদ্যোক্তা হওয়ার ঝুঁকি নিতে চায় না।

ড. মো. ফরিদ তালুকদার: সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ম্যাকনিজ স্টেট ইউনিভার্সিটি, লুইজিয়ানা, যুক্তরাষ্ট্র

THE FINANCIAL EXPRESS June 22, 2026

Tea sector needs a fresh

Alongside formulating the growth strategy of the tea sector, the condition of its workers, the prime mover of its growth, needs improvement

writes

Syed Fattahul Alim

The tea sector contributes approximately 0.81 per cent to 1.0 per cent to Bangladesh's national GDP. It is the country's second-largest export-oriented cash crop after jute and supporting millions of livelihoods, especially in rural communities. The sector provides direct and indirect employment for roughly 3.0 million people, primarily in the tea estates of Sylhet, Moulvibazar, Habiganj and in Chattogram division's tea estates mostly located in the Fatkchhari upazila. There are some tea gardens also in Rangunia, Banshkhali and Rangamati. Add to these the small-grower networks of Panchagar in the northern district of Thakurgaon. As a vital domestic cash crop, it is a primary driver of socioeconomic stability in rural regions.

Tea output in 2026 reached 94.91 million kg, a 2.01per cent increase over the previous year. Basically an agricultural crop, historically the tea sector has been considered an industry. But tea's production, like any other agricultural crop, is highly dependent on weather condition. Usually, its production begins to rise from May, and in July the yield increases to around 10 million to 15 million kg. However, with the decline in rainfall from November, the yield begins to fall. Since, tea harvesting remains suspended in February for maintaining and tending of the tea gardens, the yield is naturally the lowest in this month of the year.

A rapidly expanding middle class and rising urbanisation have driven annual domestic consumption of tea to roughly 85 to 90 million kg. Despite a slight increase in production, the sector faces headwinds such as rising fuel, fertiliser, and labour costs. Industry analysts point to the need for better irrigation, modernised land management and a shift towards value-added premium teas to improve global competitiveness and profitability. But this important sector of the economy is also plagued by some inherent issues that need to be addressed before it can make its mark in the international market. In fact, tea is a vital driver for economies across South Asia including Bangladesh and India. But it is burdened by systemic hurdles that suppress productivity and profitability. The sector's stability requires addressing the core bottlenecks and their solutions. These include unpredictable rainfall and seasonal droughts which stunt leaf growth and significantly slash yields. Over 50 per cent of tea bushes are aging and underproductive. Combined with old processing machinery, this hurts the final product's quality. The costs of inputs including fertilisers, pesticides and labour have skyrocketed, while tea is still heavily taxed or subjected to commercial interest rates (10-14 per cent) rather than agricultural rates. Stagnant wages, housing challenges and outdated headcount ratios hamper worker motivation and productivity. Rigid weekly floor-priced auctions (such as in Chattogram) restrict direct export negotiations and depress local prices. Most tea is exported in bulk. Without strong, centralised branding (like Sri Lanka's 'Ceylon Tea' or India's 'Darjeeling Tea'), the industry misses out on premium global revenues. If tea is reclassified from a commercial industry to agriculture, it will enable garden owners to access 4.0-6.0 per cent subsidised agricultural credit for modernisation. While the industry contributes significantly to the economy, it faces other challenges. Because local demand outpaces supply, tea exports have generally declined over the past three decades to prioritise the domestic market. Despite the overall drop in exports, established brands continue to compete internationally. Leading companies like SEYLON, Finlay, and Ispahani dominate the market, with SEYLON maintaining its position as the country's top branded tea exporter. The good news is that tea cultivation has expanded beyond the traditional hills of Sylhet and Chattogram. The transformation of flatlands in northern districts, such as Panchagarh and Thakurgaon, has been highly successful, now contributing over 10 per cent of total national production. With per capita consumption rising, the local tea market is expected to continue growing at an annual rate of over 8.0 per cent. This provides a massive, reliable revenue stream for local producers. Further utilisation of unused or fallow flatlands for tea production remains the most viable way to meet the escalating demand. The government and the Bangladesh Tea Board are encouraging smallholder farming in these regions. To revive exports, the industry must focus on producing premium/specialty blends that satisfy international standards, such as Maximum Residue Level (MRL) compliance for European markets. Against this backdrop, the government is now pushing for global competitiveness, sustainable production and digital supply chain management. So, it can be said that the tea sector is undergoing a strategic renaissance. With domestic consumption absorbing almost the entirety of the Tk22.26 billion crop, major investment avenues lie in premium export development, cold-chain logistics and modern plantation automation. The Bangladesh Tea Board (BTB) is actively urging growers to diversify into aromatic, oolong and specialty blends for the international market. Brands like Seylon and Finlay continue to dominate the export space, but there is high-yield potential in smallholder investments in northern districts. Investors are increasingly looking to develop eco-tourism and luxury lodging near major tea estates, specifically in Moulvibazar and Habiganj (which account for roughly 77 per cent of national production). As a result of reforms in BEPZA, attractive packages are being offered for foreign investors within Export Processing Zones (EPZs), including tax holidays and 100 per cent foreign ownership permissible. The government has advanced plans to amend the Customs Act to establish free trade zones and to lift the 49 per cent foreign shareholding cap in private Inland Container Depots (ICDs) to attract international-standard logistics players. Auctions-which occur at Agrabad in Chattogram and Srimangal-are increasingly digitised, speeding up trade cycles.

The Commerce Ministry has formed task teams to chart the future of the tea supply chain. Meanwhile, estates are modernising their distribution, with major firms like bKash facilitating digital payrolls for estate workers, creating a more reliable labour supply chain. There is no question that the tea sector has its immense growth potential seeing that at least its domestic consumption is continuously on the rise, thanks to increasing population, particularly of the middle class. But what about the tea garden workers, who are among the most unfairly treated segments of the working class in the country? Regrettably though, some 360,000 tea garden workers of the country face multidimensional deprivations, generational poverty and hazardous working conditions. Despite the historic nature of their work-primarily in regions like Sylhet and Moulvibazar-systemic underpayment, lack of land rights and poor access to healthcare and education keep these communities in substandard living arrangements. Daily wages, for instance, remain exceptionally low, forcing workers to rely on micro-debt leading to child labour, not to mention, chronic malnutrition. Workers often put in long hours in extreme weather without adequate protective gear. Many face strict daily plucking quotas (e.g., upwards of 25 kg). Research by organisations like the Bangladesh Institute of Labour Studies show that a vast majority of workers lack formal appointment cards or service books which hinder their job security. Families are frequently confined to cramped, dilapidated estate housing with limited access to safe drinking water and sanitation. In the circumstances, alongside formulating the growth strategy of the tea sector, the condition of its workers, the prime mover of its growth, needs improvement. They are, as though, still bound in chains, which harks back to the colonial era. That should come to an end, if only to ensure an inclusive growth of the tea sector.

sfalim.ds@gmail.com

৫৬

যুগান্তর | রোববার ২১ জুন ২০২৬
৭ আষাঢ় ১৪৩৩

বড়পুকুরিয়া খনির ড্রেন থেকে কয়লার ডাস্ট সংগ্রহ করছেন নারীরা — যুগান্তর

কয়লা খনির ময়লা পানিতে জীবনের রঙিন স্বপ্ন

দিনাজপুর প্রতিনিধি

দূর থেকে দেখলেই মনে হয়, একদল নারী ড্রেনের কালো ময়লা পানির স্রোতের মধ্যে কী যেন খুঁজছেন অথবা মাছ ধরার চেষ্টা করছেন। কারও হাতে লম্বা লাঠি, আর বেশির ভাগ নারীই ডুবে রয়েছেন বুকসম পানিতে। কাছে গিয়ে জানা যায়, তারা খুঁজছেন তাদের জীবন ও জীবিকা। তীব্র শীত, প্রবল বর্ষণ কিংবা যে কোনো প্রতিকূল আবহাওয়ায় এভাবেই ড্রেনের ময়লা কালো পানিতে দিন-রাত জীবনযুদ্ধে লিপ্ত তারা। এ দৃশ্য দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ময়লাযুক্ত পানি নিষ্কাশনের ড্রেনের। ড্রেন দিয়ে খনির ভেসে আসা কয়লার ডাস্ট (গুঁড়া) সংগ্রহ করেই জীবন ও জীবিকা চলে অতিদরিদ্র এসব নারীর।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির দক্ষিণ পাশে প্রাচীর ঘেঁষে রয়েছে একটি ড্রেন। ভূগর্ভ থেকে কয়লা উত্তোলন এবং শোধনের পর এ ড্রেন দিয়েই খনির ভেতরের ময়লা কালো পানি নিষ্কাশন করে খনি কর্তৃপক্ষ। এ ময়লা পানি দিয়েই ভেসে আসে কয়লার ডাস্ট। আর পালাক্রমে এ ডাস্ট কয়লা সংগ্রহ করেন এলাকার অন্তত ১২০ জন অতিদরিদ্র নারী।

> বড়পুকুরিয়া খনির ড্রেন থেকে কয়লার ডাস্ট সংগ্রহ করেন শতাধিক নারী

সম্প্রতি ওই ড্রেনে বুকসম ময়লা পানিতে কয়লা সংগ্রহ অবস্থায় কথা হয় কয়লা খনির পার্শ্ববর্তী চৌহাটি গ্রামের কুলসুম বেগমের সঙ্গে। তিনি বলেন, নেট সেলাই করে ড্রেনের পিলারের সঙ্গে বেঁধে রাখি। পানির সঙ্গে কয়লার ময়লা ভেসে যাওয়ার সময় সেগুলো নেটে আটকা পড়ে। মাঝেমধ্যে বাঁশের মাথায় লোহার তৈরি বিশেষ অস্ত্র দিয়ে ড্রেনের পানিতে থাকা ময়লা কাটি। এভাবে সবাই মিলে দল বেঁধে কাজ করি।

২৩ জুন ২০২৬। ৯ আষাঢ় ১৪৩৩ সময়ের আলো

আদম ব্যবসার ফাঁদে পিষ্ট প্রবাস জীবন

সাব্বির আহমেদ
মালয়েশিয়া থেকে

সংসারে অভাবের তাড়নায় ২৫ বছর বয়সকালে জুয়েল গাজী আসেন মালয়েশিয়ায়। এসে যেই কাজ করার কথা, সেটি পাননি। বাধ্য হন অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে। এতে প্রতি বছরই ভিসা নবায়ন করতে হচ্ছে তাকে। এটি করতে খরচ হয় লাখ দেড়েক টাকা। প্রায় পাঁচ বছর ধরে চলছে তার এমন দিনলিপি। প্রথম কাজ করেন মালয়েশিয়ার পুত্রাজায়া এলাকায়। এখন জহুর বারুতে। দালালের মাধ্যমে কয়েক লাখ টাকা খরচায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় শ্রমবাজার মালয়েশিয়ায় এসেও অধরাই থাকল শ্রমিক জুয়েল গাজীর দুদণ্ড সুখ।

সোমবার দুপুরে মালয়েশিয়ায় তার সঙ্গে সরাসরি কথা হয় এই প্রতিবেদকের। জুয়েল জানান, আসার পর তিনি আর বাংলাদেশে যাননি। গ্রামের বাড়ি গাজীপুরের কাপাসিয়ায়। একেক সময় একেক কাজ করে ধারদেনা পরিশোধের চেষ্টা করছেন। আরও কয়েক বছর এখানে থেকে গুছিয়ে যেতে চান দেশে।

জুয়েলের চেয়ে ভয়াবহ অবস্থা তার সমবয়সি রুবেল উদ্দিনের। তার বাড়িও একই জেলায়। তিনি যে মালিকের অধীনে মালয়েশিয়ায় এসেছেন, সেই মালিকের অবস্থা ভালো নয়। ছোট্ট কোম্পানি, কর্মীদের বেতন দিতে পারছে না। বাধ্য হয়ে চুক্তিভিত্তিক বাংলাদেশি একটি রেস্টুরেন্টে পরিচ্ছন্নতার কাজ করছেন। এতেও আছে পুলিশি হয়রানির ভয়।

> | মালয়েশিয়ায় বন্দিজীবন বাংলাদেশিদের
>
> | 'আমগোর কথা বলার কেউ নাই' : প্রবাসী

থাইল্যান্ড সীমান্তঘেঁষা ক্লান্তা এলাকায় থাকতেন ময়মনসিংহ অঞ্চলের নাছির মীর। পরে মালয়েশিয়ায় কারাগারের বন্দি। তার খালাতো ভাই জবির মিয়াও একই এলাকায় থাকেন। নাছির জানান, দালালের মাধ্যমে থাইল্যান্ড হয়ে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় আসেন। এসেই পুলিশের হাতে আটক হন। এরপর তিন মাসের সাজা দেওয়া হয়। জবির মিয়া সাজা শেষে দেশে ফেরার চেষ্টা করছেন।

মালয়েশিয়ায় বেসরকারি চাকুরে চুয়াডাঙ্গার আমিনুল ইসলাম রতন। ১৯৯৩ সাল থেকে দেশটিতে আছেন। সময়ের আলোকে তিনি বলেন, ক্যাম্পের ভেতরে অনেকেই মারা যান। সোমবার তার সঙ্গে প্রতিবেদকের কথা হয় মালয়েশিয়ার পুত্রাজায়ায়। ঘণ্টাখানেক আলাপে তিনি বলেন,

আদম ব্যবসার ফাঁদে পিষ্ট প্রবাস জীবন

শেষ পৃষ্ঠার পর

মালয়েশিয়ায় সাধারণ প্রবাসীরা শোষিত হচ্ছেন, বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠিত প্রবাসীদের দ্বারা। তারা মূলত আদম ব্যবসায়ী। আদম ব্যবসা করেই অনেকে হচ্ছে কোটিপতি। কিন্তু হাজারো শ্রমিকের জীবন তছনছ হয়ে যায় তাদের কারণে। মুদি দোকানি, পান দোকানিসহ বিভিন্ন ছোট কোম্পানি ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়ে এসে কাজ দিতে পারে না। পরে বাধ্য হয়ে এক জায়গার কর্মী আরেক জায়গায় কাজ করছেন। পুলিশের হাতে ধরাও পড়ছেন। যাদের আত্মীয়স্বজন নেই তারা দীর্ঘদিন কারাগারেই থাকছেন। কেউ কেউ মারাও যাচ্ছেন। আমিনুলের মতে, দালালদের সঙ্গে বাংলাদেশ দূতাবাসের কিছু অসাধু কর্মকর্তাও অবৈধ কাজে জড়িত। তাদের নিয়ে শুরু থেকেই সাধারণ প্রবাসীদের বিরূপ ধারণা রয়েছে। মূলত হাইকমিশনের শ্রম ও পাসপোর্ট উইংয়ে সমস্যা বেশি। যেমন–

ই-পাসপোর্ট করার মালয়েশিয়ার বেসরকারি এজেন্ট 'ইএসকেএল'। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এটির অনুমোদন দেওয়া হয়। অন্তর্বর্তী সরকার বন্ধ করতে চাইলেও আইনি বাধ্যবাধকতা দেখিয়ে ইএসকেএল কোর্ট থেকে এ বিষয়ে স্টে অর্ডার নিয়েছে।

এখন বিএনপি নেতা ও বাফুফের সভাপতি তাবিথ আউয়াল এটি দেখভাল করছেন। আমরা চাই এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাক। বায়োমেট্রিক, আই-স্ক্রিনিং সবই আমরা দিয়ে আসি। পরে পাসপোর্টগুলো দূতাবাসে পাঠায়। এরপর পাসপোর্ট অ্যাকটিভ করতে ইএসকেএলের অফিসে যেতে হয়। অথচ পাসপোর্ট অ্যাকটিভ করার কথা সরকারের। আমরা চাই এই হয়রানি বন্ধ হোক। ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হোক।

সাত বছর ধরে মালয়েশিয়ায় শাহজাহান মিয়া : শাহজাহান মিয়া। দুই ছেলের বাবা তিনি। এক ছেলে মালয়েশিয়ায় শ্রমিক। বাড়ি ময়মনসিংহের গৌরীপুর। এক যুগ ধরে আছেন এ দেশে। কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে তার সঙ্গে কথা। তিনি জানান, তার অনেক পরিচিত স্বজনকে পালিয়ে থাকতে হচ্ছে। পুলিশের ভয়ে থাকেন তারা। ভিসা পারমিট নেই। অনেকে সাগর পাড়ি দিয়ে আসছেন। মালিক ভালো না হলে অবৈধভাবে কাজ করেন অনেকে।

৩৩ বছর ধরে নারায়ণগঞ্জের হোসেন আলী থাকেন মালয়েশিয়ায় কুয়ালালামপুরে। নামিদামি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী। তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, বাংলাদেশের দালাল চক্রগুলো গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে টার্গেট করে এবং ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। জাল ভিসা, ফেক ওয়ার্ক পারমিট বা ট্রাভেল ভিসা দিয়ে কর্মসংস্থান ভিসার নামে প্রতারণা করে। শ্রমিকরা লোভে পড়ে ঝুঁকিপূর্ণ পথ বেছে নেন। আর আদম ব্যবসায়ীরা সরলতা কাজে লাগিয়ে ঝুঁকিতে ঠেলে দেয় তাদের। অনেকে ট্যুরিস্ট ভিসায় এনে কাজের ভিসা দেওয়ার ভুয়া আশ্বাস দেয়। এই ফাঁদে পড়ে শ্রমিকদের জমিজমা বিক্রি থেকে শুরু করে পুরো পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

এদিকে মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন কারণে কারাগারে থাকা প্রায় দুই হাজার বাংলাদেশিকে মুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রোববার মালয়েশিয়া সফরে এসে তিনি বলেন, মালয়েশিয়ায় বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে নানা কারণে কারাগারে আছেন। এসব প্রবাসীর মুক্তির বিষয়ে সরকার সম্ভাব্য পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টায় থাকবে। তাদের সমস্যার সমাধান এবং দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়েও আমরা চেষ্টা করব। আর দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় চালু করার বিষয়ে মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখপাত্র ও উপদেষ্টা মাহদী আমিন। তিনি বলেন, মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত অবৈধ বাংলাদেশি প্রবাসী এবং যারা বিভিন্ন জেলে আটক আছেন, তাদের বিষয়টি মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করে কীভাবে দ্রুত মুক্ত করা যায় সেই বিষয় আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৩ জুন ২০২৬
৯ আষাঢ় ১৪৩৩

সৈয়দ তোশারফ আলী

বন্ধ কারখানা চালুর উদ্যোগের সাফল্য দেখতে চাই

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে বন্ধ ও অলাভজনক শিল্পকারখানা চালু করার জন্য দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইতোমধ্যে কয়েক দফা বৈঠক করেছেন। ২০ জুন এরকম একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এ বৈঠকে জাপানের একাধিক করপোরেশনের প্রতিনিধি ও দূতাবাসের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পথ তৈরি করা। সমস্যা আছে, চ্যালেঞ্জ আছে; কিন্তু একসঙ্গে চেষ্টা করলে বাধা অতিক্রম করা সম্ভব।

আমরা সবাই জানি, পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গ দুর্বল শিল্পভিত্তি নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। তবুও ইতিবৃত্তে তাকালে দেখা যায়, পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে উল্লেখযোগ্য ভারী শিল্প গড়ে না উঠলেও বেশকিছু হালকা শিল্প গড়ে উঠেছিল। এসব শিল্প মূলত ঢাকার তেজগাঁও ও এর পার্শ্ববর্তী টঙ্গী এলাকায় গড়ে ওঠে। এসব শিল্পকারখানার মধ্যে ছিল বস্ত্র, ওষুধ, সাবান, বিস্কুট ও হালকা প্রকৌশল শিল্প। হাজারীবাগে চামড়া প্রক্রিয়াজাত এলাকা হিসাবে গড়ে ওঠে। ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর দুই তীরে ডেমরা ও কেরানীগঞ্জে এবং শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে নারায়ণগঞ্জ ও সিদ্ধিরগঞ্জে গড়ে ওঠে একাধিক পাটকল। নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলস ছিল এশিয়ার সর্ববৃহৎ জুট মিল। এছাড়া ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে একটি মেশিন টুলস কারখানা গড়ে তোলা হয়।

অন্যদিকে চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ, উত্তর পতেঙ্গা, ফৌজদারহাট ও কালুরঘাট এলাকায় কিছু ভারী শিল্প গড়ে ওঠে। এর মধ্যে উত্তর পতেঙ্গার চিটাগাং স্টিল মিলস ছিল বিখ্যাত। এছাড়া ষোলশহর, সীতাকুণ্ড ও রাঙ্গুনিয়ায় কিছু জুট মিল গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও চট্টগ্রামে অনেক হালকা শিল্পও গড়ে উঠেছিল।

এদিকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শহর খুলনার রূপসা, খালিশপুর, দৌলতপুরও শিল্পাঞ্চল হিসাবে একটা পরিচিতি পায়। খুলনার ক্রিসেন্ট জুট মিলও ছিল আকারে বিশাল। বস্তুত ৭২টি জুট মিল, ১৫টি কাপড়ের কল, ১১টি চিনিকল, ১টি মেশিন টুলস কারখানা, ২টি কাগজের কল ও ১টি নিউজপ্রিন্ট মিল, আর কিছু হালকা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে গড়ে উঠেছিল আমাদের একাত্তর-পূর্ব শিল্পভিত্তি। শিল্প বিকাশের সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আমরা যদি শিল্প ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটাতে পারতাম, তাহলে আজ বাংলাদেশ হতো দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ। আমরা সেটা কেন পারিনি, এর কিছুটা হলেও নির্মোহ বিশ্লেষণ হওয়া দরকার।

আমরা নতুন করে যাত্রা শুরু করেছিলাম ১৯৭২ সালে। সে অভিযাত্রা ছিল সমাজতন্ত্রের অভিমুখে। এ সময়ে অবাঙালি মালিকানায় পরিচালিত পরিত্যক্ত কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করার যৌক্তিকতা বা বাধ্যবাধকতা দেখা দিয়েছিল। আর সেসবের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গিয়ে পড়েছিল আমলাদের ওপর। ওইসব কলকারখানা পরিচালনা কিংবা ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে তাদের পূর্বধারণা বা অভিজ্ঞতা বলতে কিছু ছিল না। তবুও হয়তো ভুল করে শেখার সুযোগ ছিল। কিন্তু বাইরে রাজনৈতিক অঙ্গনে অদ্ভুত একটা প্রবণতা লক্ষ করা করা গেল। রুশপন্থি কমরেডরা অপুঁজিবাদী বিকাশের একটা অভিনব তত্ত্ব হাজির করলেন এবং ব্যাংক-বিমা-শিল্পকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করার অনুকূল বয়ান তৈরি করা শুরু করলেন। তারা ভাবলেন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিলে সমাজতন্ত্র কায়েম করা সহজ হবে। তারা লাভ-লোকসানের বিষয়টি উপেক্ষা করলেন এবং আর একশ্রেণির নব্য সমাজতন্ত্রী তখন রাজনীতিতে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্লোগান তুলে হাওয়া গরম করে তুললেন। অর্থনীতিতে ব্যক্তি উদ্যোগের যে সুবর্ণ সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল, তা সাময়িকভাবে আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। শ্রমজীবী মানুষের শ্রমে ও ঘামে গড়ে ওঠা কলকারখানাগুলো আমলারা কতটা দক্ষতা ও সততা নিয়ে পরিচালনা করে ব্যর্থ হলেন, সেটা কেউ খতিয়ে দেখলেন না। লাভ-লোকসানের বিষয়টি নিয়ে কোনো পরিদর্শন বা তদন্ত করা হলো না। এ বিষয়ে কোনো জবাবদিহিতার বালাই ছিল না। শিল্প বিকাশে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়নের একটা ভূমিকা থাকে। কিন্তু কোথাও সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন করতে দেওয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। শ্রমিকদের বাঁচার মতো মজুরি না দিয়ে কোথাও কি কখনো শিল্প বিকাশ হয়েছে? পরিত্যক্ত শিল্পকারখানা যদি শুরুতেই উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে দিয়ে দেওয়া হতো, তাহলে আর যা-ই হোক, বছরের পর বছর দায়-দেনার বোঝা জনগণকে বহন করতে হতো না।

সে যাই হোক, বেসরকারিকরণ নীতি গ্রহণ করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। বস্তুত, রাজনীতিতে অনেক উত্থান-পতন সংঘটিত হওয়ার পর অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী পথকে অগ্রাধিকার দেওয়া শুরু হয়। ব্যক্তিমালিকানায় ব্যাংক-বিমা কোম্পানি গড়ে তোলার সুযোগ উন্মুক্ত হয়। লোকসানে চলা কলকারখানা বিক্রি করতে ও লিজ দিতে দেখা যায়। ধীরে ধীরে ব্যক্তি মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও শক্তি বাড়তে থাকে। কিন্তু তাই বলে সরকারি করপোরেশনগুলো এখনো অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য থেকে শুরু করে ব্যাংক-বিমা অনেক কিছু এখনো সরকার তথা আমলারা নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ২০ জুন শিল্পপতিদের যে বৈঠক হয়েছে, সেই বৈঠকেও দুটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা পাঁচটি সংস্থার চেয়ারম্যানরা তাদের কারখানাগুলোর চিত্র তুলে ধরেছেন। যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন বিসিআইসি (বিসিআইসি), বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনি শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি), বাংলাদেশ ইস্পাত শিল্প করপোরেশন (বিএসইসি), বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) এবং বাংলাদেশ বস্ত্রকল করপোরেশন (বিটিএমসি)।

আশার কথা, এখন বাংলাদেশের বেসরকারি খাত অনেক শক্তিশালী। পোশাকশিল্প, ওষুধশিল্প, সিমেন্ট কারখানা, সিরামিক শিল্প, স্টিল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এখন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। কয়েকটি শিল্প ও ব্যবসায়ী গ্রুপ এতটা শক্তিশালী যে তারাই অর্থনীতিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা রাখে। তারা অলাভজনক ও বন্ধ কলকারখানার হেফাজতে থাকা বিপুল জায়গা ও অবকাঠামো দীর্ঘমেয়াদি লিজ নেওয়ার, এমনকি কিনে নেওয়ার মতো সামর্থ্য রাখে। প্রধানমন্ত্রীর আলোচ্য উদ্যোগের সাফল্য দেখতে চাই।

সৈয়দ তোশারফ আলী : *সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক*

৫৮

শোভন কাজ

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ২৪ জুন ২০২৬

উন্মুক্ত হোক মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

এ কে এম আতিকুর রহমান

> মালয়েশিয়া বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছে। শিগগিরই দুই দেশের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বন্ধ শ্রমবাজার উন্মুক্ত করা এবং নতুন কর্মী নিয়োগের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে বলে আশা করা যায়

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের আমন্ত্রণে ২১ জুন দুদিনের এক সরকারি সফরে মালয়েশিয়া যান। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। সফরকালে ২২ জুন তিনি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে এক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন। তিনি মালয়েশিয়ার রাজা সুলতান ইব্রাহিম ইবনে সুলতান ইস্কান্দরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সফরকালে তিনি মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করা ছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ২২ জুন সন্ধ্যায় মালয়েশিয়া সফর শেষে তিনি চীন সফরের উদ্দেশ্যে কুয়ালালামপুর ত্যাগ করেন।

২২ জুন বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য একটি একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। এরপর দুই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দুই দেশের প্রতিনিধিদলের মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে এবং পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে খোলা মনে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি, বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্তকরণ, বিভিন্ন কারণে অবৈধ হয়ে যাওয়া বাংলাদেশি নাগরিকদের নিয়মিতকরণ ও ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন, জ্বালানি সহযোগিতা, হালাল অর্থনীতি, সেমিকন্ডাক্টর শিল্প, শিক্ষা, রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন, আসিয়ান-এ বাংলাদেশের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হওয়ার জন্য মালয়েশিয়ার সমর্থন, আঞ্চলিক বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারি উদ্যোগে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আনুষ্ঠানিক বৈঠকটির সমাপ্তি ঘটে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সংস্কৃতিবিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, সন্ত্রাসবাদ দমন বিষয়ে গবেষণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতাসংক্রান্ত একটি দলিল এবং বিনিয়োগসংক্রান্ত একটি দ্বিপক্ষীয় দলিল বিনিময় করার মাধ্যমে। এরপর দুই প্রধানমন্ত্রী একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

যৌথ সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশ থেকে আরো বেশি কর্মী নিয়োগসহ যত দ্রুত সম্ভব শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করার আহ্বান জানান। এ ছাড়া অনিয়মিত শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ এবং সম্ভব হলে আটক বাংলাদেশিদের পুনরায় নিয়োগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে অনুরোধ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগ যেন স্বচ্ছ, ন্যায্য এবং সাশ্রয়ী ব্যয়ের মধ্যে থাকে সে ব্যাপারে উভয় পক্ষের একমত পোষণের কথাটিও জানান। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং টেকসই প্রত্যাবাসনে মালয়েশিয়ার অব্যাহত সহায়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের আসিয়ান সেক্টরাল ডায়ালগে পার্টনার হওয়া এবং আঞ্চলিক সুসংহত অর্থনৈতিক অংশীদারত্বে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে মালয়েশিয়ার সমর্থনের বিষয় নিয়েও কথা বলেন। কুয়ালালামপুর অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রীর শেষ বৈঠকগুলো ছিল মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে। বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর এবং তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্যই মূলত ওই বৈঠকগুলোর আয়োজন করা হয়। তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত খোলামেলা আলোচনা হয়। বাংলাদেশে তাদের বিনিয়োগ আনা গেলে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরো শক্তিশালী ও প্রসারিত হবে। একই সঙ্গে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কও দৃঢ়তর হবে।

২১ জুন সন্ধ্যায় কুয়ালালামপুর পৌঁছানোর পর রাতে স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ওই অনুষ্ঠানে তিনি প্রবাসীদের নিজেদের দাবিদাওয়া থেকে বেরিয়ে এসে দেশের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনের আহ্বান জানান এবং দেশের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করার অনুরোধ জানান। তিনি বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের সমস্যাসহ নতুন কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার বিষয়ে বলেন, 'বহুদিন ধরে বাংলাদেশ থেকে মানুষ কাজ নিয়ে মালয়েশিয়ায় যেতে পারছে না। এই সমস্যা কাটাতে আমরা মালয়েশিয়ার সরকারের সঙ্গে কথা বলব। একই সঙ্গে অনেক প্রবাসী বিভিন্ন কারণে মালয়েশিয়ায় আটক আছেন; তাঁরা দেশে ফিরতে পারছেন না। এসব মানুষ কিভাবে মুক্ত হবে, তা নিয়েও আলোচনা করব।'

বাংলাদেশ থেকে নতুন কর্মী নিয়োগের ব্যাপারটি আলোচনায় প্রাধান্য পেলেও সফরকালে এ ব্যাপারে কোনো সমঝোতা দলিল স্বাক্ষরিত হয়নি। তবে মালয়েশিয়া বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছে। শিগগিরই দুই দেশের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বন্ধ শ্রমবাজার উন্মুক্ত করা এবং নতুন কর্মী নিয়োগের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে বলে আশা করা যায়। তবে আমাদের প্রত্যাশা নতুন কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি যেন কর্মিবান্ধব, বিশেষ করে ন্যূনতম অভিবাসন ব্যয়ের হয় সেদিকে উভয় পক্ষকে গুরুত্ব দিতে হবে। কোনোক্রমেই কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া আবারও যেন সিন্ডিকেটের বেড়াজালে আবদ্ধ না হয়ে যায়। এ ছাড়া মালয়েশিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মীদের প্রতি যেন আন্তর্জাতিক অভিবাসী নীতির প্রয়োগ হয় এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা হয় সে ব্যাপারে বাংলাদেশ দূতাবাস ও সরকারের তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। অন্যদিকে মালয়েশিয়ার যেসব ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী প্রেরণে অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক। সেটি করা সম্ভব হলে মালয়েশিয়া থেকে প্রাপ্ত আমাদের রেমিট্যান্স অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে।

মালয়েশিয়ায় প্রায়শই অনিয়মিত বিদেশি শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ করা হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে হয়তো শিগগিরই মালয়েশিয়া সরকার অবৈধভাবে সে দেশে অবস্থানরতদের ক্ষমা প্রদর্শনপূর্বক নিয়মিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ছাড়া অবৈধভাবে অবস্থানের কারণে আটক বাংলাদেশিদের পুনরায় নিয়োগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে যে অনুরোধ করেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, সে বিষয়েও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যেতে পারে। কারণ মালয়েশিয়ার অর্থনীতির জন্যই ওই সব কর্মীর প্রয়োজন রয়েছে। তবে বিষয়টি মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষকে অনবরত স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

একসময় মালয়েশিয়া থেকে ছাত্র আসত বাংলাদেশে লেখাপড়া করতে। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে সেই চিত্রটি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। এখন বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছরই হাজার হাজার ছাত্র মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়ে থাকে। এই বাস্তবতার নিরিখে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করা ছাড়াও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে।

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং টেকসই প্রত্যাবাসনে মালয়েশিয়া সব সময়ই বাংলাদেশের পাশে থেকেছে। মায়ানমার ও মালয়েশিয়া উভয়েই আসিয়ানের অন্তর্ভুক্ত। মালয়েশিয়া এর আগে কয়েকবার রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনসহ অন্যান্য ইস্যুতে কার্যকর সমাধানের চেষ্টা করেছে। এ বিষয়ে আগামীতে বাংলাদেশ অবশ্যই মালয়েশিয়াকে পাশে পাবে। মালয়েশিয়া আসিয়ানে এই বিষয়টি নিয়ে মায়ানমারকে চাপ দিতে পারে। বাংলাদেশের আসিয়ান সেক্টরাল ডায়ালগে পার্টনার হওয়া এবং আঞ্চলিক সুসংহত অর্থনৈতিক অংশীদারত্বে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে মালয়েশিয়ার সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে কিভাবে এবং কতটুকু লাভবান হতে পারবে তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

দুই দেশের মধ্যে চলমান ব্যবসা-বাণিজ্য আরো সম্প্রসারিত ও বহুমুখী করা দরকার। ২০১০ সালে কুয়ালালামপুরে আমাদের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মালয়েশীয় প্রতিপক্ষের বৈঠকের ধারাবাহিকতায় দুই দেশের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। মালয়েশিয়ার আগ্রহ থাকলেও ঢাকা তেমন একটা আগ্রহ না দেখানোর ফলে এফটিএ নিয়ে ২০১৪ সালে রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমার মালয়েশিয়া ছেড়ে আসার আগ পর্যন্ত আর কোনো আলোচনায় বিষয়টি আসেনি। যাহোক বর্তমান সরকার যদি বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয় এবং চুক্তিটি সম্পাদনে আগ্রহ পোষণ করে, তাহলে সেটি অত্যন্ত ইতিবাচক একটি পদক্ষেপ হবে। দুই দেশের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এ সফরটি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। মালয়েশিয়াকে অবশ্যই এ বিষয়টি স্বীকার করতে হবে যে বাংলাদেশ মালয়েশিয়ার সঙ্গে তার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ, আন্তরিক এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এই অনুধাবনই বলে দেবে এ সফরের সাফল্য, আমরা সেই প্রত্যাশা পূরণের অপেক্ষায় রইলাম।

দেশ রূপান্তর বুধবার। ২৪ জুন ২০২৬,
features@deshrupantor

শ্রমশক্তি ও আচরণ সংকট

অজয় দাশগুপ্ত

শ্রমবাজার

> আমাদের দেশের উন্নতির পেছনে বড় ভূমিকা রয়েছে প্রবাসীদের, অর্থাৎ তাদের প্রেরিত আয়ের। এর জোগানদাতাদের দেশে-বিদেশে ভালো রাখা আর তাদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেই সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে উঠবে। এই কাজটি করা খুব জরুরি দেশ-জাতির স্বার্থ ও প্রয়োজনে

বাংলাদেশের মানুষ ভালো আছে। তারা তাদের মতো করে ভালোই আছে। দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন নেই– এ কথা বলা যাবে না। কিন্তু এখন বিশ্বায়নের যুগ। দুনিয়ার কোন দেশ আছে, যেখানে অভাব হানা দেয়নি? অভাব না বলে বরং বলব সংকট। আমরা যারা সিডনি প্রবাসী তারা জানি একটা সময় যা ইচ্ছে কেনার সুযোগ ছিল এবং মানুষ কিনত। এখন কি আমরা তা পারি? পারি না। কারণ দ্রব্যমূল্য তা হতে দেয় না। আপনি যদি বহু মত ও পথে বিশ্বাসী হন তো আপনাকে সরকার মানতে হবে। সরকারের ভুলত্রুটি এবং সমালোচনা করবেন, জাতীয় সংসদে কথা বলবেন এটাই নিয়ম। আমাদের সমাজে সে রীতির পথ কতটা মসৃণ, এ নিয়ে কখনো কখনো প্রশ্ন ওঠে। গঠনমূলক বলে আসলে কিছু নেই, আছে তীব্র বিরোধিতা বা অন্ধ সমর্থন কিংবা স্তাবকতা।

বলছিলাম মানুষ ভালো আছে। তাদের মতো করে তাদের এই ভালো থাকার মূল চালিকাশক্তিগুলোর একটি হচ্ছে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স। এই টাকা পাঠানো মানুষদের নিয়েই আজকের লেখা। নিকট অতীতে জরুরি কাজে দেশে যেতে হয়েছিল। খুব অল্প সময়ের ওই ঝটিকা সফরে আমার যাত্রাপথ ছিল কুয়ালালামপুর হয়ে ঢাকা। কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে অবতরণের পরপরই বুঝতে পারি এর পরের চার ঘণ্টা আকাশ উড়াল সহজ কিছু হবে না। একই এয়ারলাইনস এক দেশ এবং এক পরিষেবা কিন্তু ভিন্ন যাত্রায় ভিন্ন ফল। কারণ এবারের গন্তব্য ঢাকা। কেন এমন হয়? শুরুতেই বলি সিকিউরিটি চেক আর তল্লাশি এখন বিমানযাত্রার বড় প্রতিবন্ধক। এতে প্রচুর সময় অপচয় হয় এবং এ প্রক্রিয়া কষ্টকর। শরীরের জামা কাপড় আর হাঁড়গোড় ছাড়া প্রায় সব খুলে দেখাতে হয়। ভিড়াভিড়ির এই পর্যায়ে কে যে কার ব্যাগ নিচ্ছে বা কার ঘড়ি কার হাতে উঠছে বোঝা মুশকিল।

এই চেকিং সব দেশে সব বিমান বন্দরে হয়। কিন্তু আপনি সিডনি থেকে মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় এমন নিরাপত্তাহীন অবস্থায় পড়বেন না। কারণ তখন যারা যাত্রী বা লাইনে তারা নিয়ম মানেন। তারা মানে কি আমাদের দেশের মানুষজন নিয়ম মানে না? না, এ কথা বলা যাবে না। মানে কিন্তু সব জায়গায় বা সব মানুষ মানে না। একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, আমাদের জাতিগত হুড়োহুড়ি সর্বজনবিদিত । আমরা বিয়ে বাড়ি থেকে বাসে ওঠা সব জায়গায় তাড়াহুড়া করতে ভালোবাসি। এই যে বিমান যাত্রা, যে বা যারা নিয়ম না মেনে মালয়েশিয়ার মানুষজনের মনে দেশ ও জাতি সম্পর্কে নেগেটিভ ধারণ দিয়ে চলেছেন তারা সবাই জানেন ওই বিমানটি তাদের ছেড়ে উড়াল দেবে না। তাদের নির্দিষ্ট আসনটিতে আর কেউ বসতে পারবেন না। তবু মাছের বাজারের মতো হুড়োহুড়ি কেন? আমার ধারণা, যারা শ্রম বিনিয়োগে দেশান্তরী হন তাদের অনেককেই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি।

এ ঝামেলা পার হওয়ার পর আপনি উড়োজাহাজে চড়ে বসলেও টের পাবেন কেবিন ক্রু বা সেবক-সেবিকারা অন্যান্য ফ্লাইটের মতো আচরণ করছেন না। কেন করেন না? আপনি তাদের দোষারোপ করার আগে নিজেদের কথা ভাবুন। বাংলাদেশে অনেক মানুষের হাতে এখন অনেক টাকা। আজকাল প্রায়ই হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়ায় মানুষ। এমন কি দেশের ভেতরেও আকাশপথে যাতায়াত বেড়েছে। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যেতে হলে অন্তত কয়েকদিন আগে এয়ার টিকিট না কাটলে আপনি টিকিট নাও পেতে পারেন। আকাশ পথে সামনে লাগানো ছোট টিভি আর খাবার ছাড়া বিনোদনের কোনো পথ খোলা থাকে না। মূলত এই ভ্রমণ সবচেয়ে একঘেয়ে আর অনিরাপদ ভ্রমণ। তাই তারা একটু পরপর খাবার সাধে। আপনাকে খাবার বা পানীয় দেওয়া হয় বলে আপনি কি একটা শেষ না হতেই আরেকটা চাইবেন? আমরা ভুলে যাই দুশ-আড়াইশ যাত্রীর জন্য গোটা কয়েকজন নিয়োজিত থাকেন সেবা দানে। তাদের সময় দিতে হয়। ওই সময়টাই যেন দিতে আমরা নারাজ।

বাংলাদেশের ভাবমূর্তির বিষয়টা ভাবায়, ভীষণভাবে ভাবায়। কারণ যে জাতি সাউথ ইস্ট এশিয়ায় তরতর করে এগিয়ে চলেছে, যার গায়ে উন্নয়নের হাওয়া, যার রাস্তাঘাট অবকাঠামো পুরো বদলে গেছে, তার কেন এমন ব্যবহার হবে? আমরা কি আরও আধুনিক হতে পারি না? যে কথা বলছিলাম, আমাদের মেধাবী শ্রমশক্তি অন্যান্য দেশে ভালো কাজ করে বলেই জায়গা পায়। যেতে পারে। যে জায়গাটায় ঘাটতি তা হচ্ছে আমাদের এসব শ্রমশক্তিকে একটু আধুনিক করে তোলা। যারা সেদিন আমাদের সঙ্গে ঢাকা গিয়েছিলেন তাদের আচার-আচরণ বা পোশাক ইত্যাদি বলে দিয়েছে তারা সচ্ছল। তাদের ঘাটতির জায়গাটা ম্যানার বা ব্যবহার। একটি জাতির এ জন্য আইডল দরকার। নেতা বা সমাজপতি নামে পরিচিতদের দরকার নিজেদের সংযত করা। তাদের মানুষ ফলো করে। তাদের আচরণ ও ব্যবহার বা কায়দা-কানুন যতটা চমৎকার হবে, ততটাই প্রভাব ফেলবে সাধারণ মানুষের জীবনে।

বাংলাদেশের পাসপোর্ট বা পরিচয়পত্র এখন আগের জায়গায় নেই। সবুজ পাসপোর্ট দেখলেই ভ্রু কুঁচকানোর দিন শেষ। তার জায়গায় ধীরে ধীরে সমীহ আর ভালোলাগা তৈরি হচ্ছে। এখন এই জায়গাটা শক্তপোক্ত করতে হলে আমাদের শ্রমশক্তি আর সাধারণ মানুষকে প্রাণবন্ত আধুনিক করে তুলতে হবে। দেশে সংস্থা বা যোগ্য মানুষের অভাব নেই। অভাব নেই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের। এখন চাইলেই এ কাজ শুরু করা যায়। বলছিলাম দেশ ও দেশের মানুষের ভালোমন্দের কথা। আমাদের দেশের উন্নতির পেছনে বড় ভূমিকা রয়েছে প্রবাসীদের, অর্থাৎ তাদের প্রেরিত আয়ের। এর জোগানদাতাদের দেশে-বিদেশে ভালো রাখা আর তাদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেই সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে উঠবে। এই কাজটি করা খুব জরুরি দেশ-জাতির স্বার্থ ও প্রয়োজনে।

লেখক : সিডনি প্রবাসী
dasguptaajoy@hotmail.com

সমকাল ■ বুধবার। ২৪ জুন ২০২৬

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া

শ্রমবাজার উন্মোচনেই প্রকৃত সাফল্য

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথম বিদেশ সফরের জন্য তারেক রহমান যখন মালয়েশিয়াকে বাছিয়া লইয়াছিলেন তখনই বোঝা গিয়াছিল, ঢাকা-কুয়ালালামপুর সম্পর্ককে বর্তমান সরকার কতটা গুরুত্ব দিতেছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীও তাঁহার বাংলাদেশি সমকক্ষকে বেশ উষ্ণ সংবর্ধনা জানাইয়াছেন। সোমবার দুই শীর্ষ নেতার মধ্যকার বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করিয়াছেন, এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের পারস্পরিক আস্থা, বন্ধুত্ব ও জনগণের সহিত জনগণের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত হইয়াছে। তিনি জানাইয়াছেন, সফরে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হইবার পাশাপাশি নিয়োগ বৃদ্ধি ও সন্ত্রাস দমনে দুইটি কূটনৈতিক নোট বিনিময় হইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি, এই সফরে সর্বমোট ৯টি বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দেশের সম্মতিতে ৩৩ দফার একটি যৌথ বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছে; সেখায়ও উক্ত বিষয়গুলি স্থান পাইয়াছে। যাহা গুরুত্বপূর্ণ, যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তারেক রহমান জানাইয়াছেন, মালয়েশিয়ায় শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টি 'স্বচ্ছ, ন্যায্য ও সাশ্রয়ী' করিবার ব্যাপারে দুই দেশ একমত। উপরন্তু মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা হ্রাস এবং শ্রমিকদের ব্যয় হ্রাসের মতো বিষয়গুলিও তথায় গুরুত্ব পাইয়াছে। তৎসহিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার মালয়েশীয় সমকক্ষকে অনিয়মিত বাংলাদেশি শ্রমিকদের বৈধ করা এবং আটক বাংলাদেশিদের প্রত্যাবাসন বিষয়ও সদয় বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

প্রসঙ্গত, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তুলনায় অধিক মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কারণে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বরাবরই বাংলাদেশি কর্মীদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে। এই কারণে যেই কোনো মূল্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভে ভিড় করিয়া থাকে বাংলাদেশিরা। উহারই সুযোগ লইয়া দেশীয় রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের একটা অংশ মালয়েশীয় সহযোগীদের যোগসাজশে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য নানা প্রতারণার ফাঁদ পাতে। একদিকে নানা বাহানা দেখাইয়া মালয়েশিয়ামুখী বৈধ শ্রমিকদের নিকট হইতে অস্বাভাবিক অর্থ আদায় করা হয়; অন্যদিকে ভুয়া চাহিদাপত্র প্রদর্শন করিয়া যেই কোনো মূল্যে মালয়েশিয়ায় গমনেচ্ছুদের দেশটিতে লইয়া অকহতব্য দুর্ভোগে ফেলে।

স্মরণ করা যাইতে পারে, ২০০৫ সালে এহেন ফাঁদের কারণেই মালয়েশিয়ায় পৌঁছাইবার পর কয়েক লক্ষ বাংলাদেশি কর্মী কর্মহীন অবস্থায় ভীষণ দুর্গতিতে পড়েন। এমনকি অবৈধভাবে অবস্থানের অভিযোগে অনেককে সেইখানে কারা নির্যাতনও ভোগ করিতে হয়। শুধু উহাই নহে, ঐ ঘটনার জের হিসাবে ২০০৯ সালে মালয়েশীয় সরকার বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যাহা অনেক চেষ্টা-তদবিরের পর ২০১২ সালে প্রত্যাহৃতও হয়। কিন্তু দুই দেশের কতিপয় রিক্রুটিং এজেন্সি চক্রের অপতৎপরতায় ক্ষুব্ধ হইয়া মালয়েশিয়া সরকার ২০১৮ সালে পুনরায় বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ বন্ধ করিয়া দেয়। তৎকালীন মালয়েশীয় সরকার উক্ত সিন্ডিকেট চক্রের বিরুদ্ধে অন্তত পাঁচ সহস্র কোটি টাকা দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগও আনিয়াছিল। ঐ হতাশাজনক ঘটনার পর মালয়েশিয়ার বাজার পুনরায় এক পর্যায়ে খুলিলেও ২০২৪ সালের জুন মাসে তাহা পুনরায় বন্ধ হইয়া যায়। সেই সময় প্রায় ১৭ সহস্র বাংলাদেশি বৈধ কর্মী মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তন্মধ্যে বর্তমান মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় আট সহস্র কর্মীকে গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলেও সোমবার প্রকাশিত বাংলা ট্রিবিউনের এক প্রতিবেদন অনুসারে, এখনও প্রায় পাঁচ সহস্র কর্মী মালয়েশিয়া গমনের অপেক্ষায়।

অতএব বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার খোলাই হইবে প্রধানমন্ত্রীর মালয়েশিয়া সফরের প্রধান সাফল্য। তৎসহিত বাজারটিতে বাংলাদেশি কর্মীদের প্রবেশাধিকার বারংবার বন্ধ হইবার কারণগুলিও দূর করিতে হইবে।

সমকাল বৃহস্পতিবার। ২৫ জুন ২০২৬

জামায়াতের সমাবেশে সাংবাদিক নিপীড়ন

স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য শঙ্কাজনক

মঙ্গলবার ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে দলীয় এক কর্মসূচি চলাকালে জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা যেইভাবে চার সাংবাদিকের উপর হামলা করিয়াছেন, উহা ন্যক্কারজনক। দলটি যদিও উক্ত ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ এবং দায়ী নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা লইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, উক্ত হামলা স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতি দলটির অবস্থান লইয়া প্রশ্নবোধক চিহ্ন হইয়া থাকিবে। ইতোপূর্বে, বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে বহুবার সাংবাদিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠিয়াছে। মঙ্গলবারের হামলার মাধ্যমে জামায়াতও সেই খাতায় নাম লিখাইল। ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে সংবাদকর্মীরা নিছক পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে হামলার শিকার হইয়াছেন, যাহার ভিডিওচিত্র ও আলোকচিত্র সমকালসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরা মনে করি, ইহা নিছক ব্যক্তি সাংবাদিকের উপর আক্রমণ নহে; বরং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং মানুষের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের উপরেও আঘাত।

দুঃখজনক হইলেও সত্য, রাজনৈতিক কর্মসূচি, সমাবেশ, মিছিল কিংবা জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল কর্মসূচির খবর প্রচার করিতে গিয়া সাংবাদিকদের হামলা, মারধর, হুমকি ও হয়রানির শিকার হওয়ার ঘটনা ক্রমবর্ধমান। দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া সাংবাদিকরা এমনকি মামলা ও গ্রেপ্তারেরও শিকার হইতেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদের জের ধরিয়া দৈনিক অগ্রযাত্রা প্রতিদিনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রেজানুর ইসলামকে যেইভাবে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, উহা ছিল স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশের ফল। যদিও শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে প্রতিমন্ত্রীর নমনীয়তায় উক্ত সাংবাদিক জামিনে ছাড়া পাইয়াছেন; সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্ব পালনে স্বাধীন– বলা যায় না। মূলত এমন বিরূপ পরিস্থিতিই যে সাংবাদিক নির্যাতনে উক্ত জামায়াত কর্মীদের উৎসাহ জোগাইয়াছে, বলাই বাহুল্য।

আমরা দেখিয়াছি, অনেক ক্ষেত্রে হামলাকারীরা স্বীয় রাজনৈতিক পরিচয়ের আড়ালে দায়মুক্তির সংস্কৃতি ভোগ করিয়া থাকে। ফলে ঘটনার পর নিন্দা ও প্রতিবাদের বাহিরে বিচার কিংবা শাস্তি দৃশ্যমান নয় বলিলেই চলে। অথচ গণতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভখ্যাত সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরাই মানুষকে তথ্য জানাইবার জন্য ঝুঁকি লইয়া মাঠে কাজ করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলিরও আত্মসমালোচনা জরুরি বলিয়া আমরা মনে করি। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উচিত স্ব স্ব নেতাকর্মীদের স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া– সংবাদকর্মীদের প্রতি সম্মান দেখাইতে হইবে এবং কোনো অবস্থাতেই তাহাদের কর্মে বাধা দেওয়া চলিবে না। বিরোধী দল হিসাবে জামায়াতে ইসলামীকে এই সত্য অনুধাবন করিতে হইবে।

সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বও এইখানে গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকদের উপর হামলার প্রতিটি ঘটনার দ্রুত তদন্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিত করিতে সরকারকে সচেষ্ট হইতে হইবে। সংবাদকর্মীরা সরকারি দলের নেতাকর্মী দ্বারা আক্রান্ত হইলেও কেহ নিষ্কৃতি পাইবে না। ইহার সহিত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক মামলা বন্ধ করিতে হইবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে রাজনৈতিক কর্মসূচির সময় সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। আমরা বিশ্বাস করি, ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামী নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

স্মরণে রাখিতে হইবে, সাংবাদিকদের কলম, ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন কোনো পক্ষ কিংবা বিপক্ষের অস্ত্র নহে। এইগুলি সত্য অনুসন্ধান ও জনস্বার্থ রক্ষার মাধ্যম। সেই মাধ্যমকে ভয় দেখাইয়া কিংবা হামলা করিয়া স্তব্ধ করিবার চেষ্টা বুমেরাং হইতে বাধ্য। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করিতে হইলে সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা ও পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের বিকল্প নাই।

বৃহস্পতিবার
২৫ জুন ২০২৬
দৈনিক ইত্তেফাক

ইপিজেড শ্রমিকদের জন্য টেকসই সামাজিক সুরক্ষা কাঠামো গড়ার উদ্যোগ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য একটি স্থায়ী ও টেকসই সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম (ইআইএস) প্রতিষ্ঠায় নতুন উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। এ লক্ষ্যে ইতালির তুরিনে আইএলওর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সম্প্রতি একটি উচ্চপর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালা শেষে অংশীজনরা ২০২৭ সালের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ, স্বনির্ভর ও স্থায়ী ইআইএস-বেপজা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যৌথ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। কর্মশালায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন। এতে বেপজার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, আইএলওর কারিগরি বিশেষজ্ঞ ও অ্যাকচুয়ারিরা অংশ নেন। জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড) এ আয়োজনের সহযোগী ছিল।

বেপজা, আইএলও ও জিআইজেডের মধ্যে ২০২৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত লেটার অব ইনটেন্টের আওতায় ইপিজেডের তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য ইআইএস পাইলট প্রকল্প চালু করা হয়। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত এই প্রকল্পের আওতায় কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, স্থায়ী অক্ষমতা বা কর্মস্থলে যাতায়াতের পথে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ২০২৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে সুবিধা প্রদান কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর এ পর্যন্ত ৪৮ জন শ্রমিক বা তাদের পরিবার এ স্কিমের আওতায় সহায়তা পেয়েছেন।

তুরিনে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ইআইএস পাইলট বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা, প্রশাসনিক কাঠামো, অর্থায়ন ব্যবস্থা, আইনগত বিষয় এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিচালন পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অংশগ্রহণকারীরা ইআইএস-বেপজাকে একটি স্থায়ী সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রোড ম্যাপও চূড়ান্ত করেন। এর ফলে ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রথম কর্মদিবস থেকেই আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী দ্রুত ও স্বচ্ছ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগ পাবেন।

কর্মশালায় বক্তব্য দিতে গিয়ে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, শিল্পায়ন তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা শ্রমিকদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে সমন্বিত হয়। ইআইএস-বেপজা সেই লক্ষ্য অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি বলেন, উৎপাদনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে একটি দায়িত্বশীল শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলতে বেপজা কাজ করে যাচ্ছে।

সংবাদ
বুধবার ১০ আষাঢ় ১৪৩৩
Wednesday 24 June 2026

পরিবহন খাতে নারীর নতুন যাত্রা, পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি বিআরটিএ'র

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের পরিবহন খাতে গাড়ি চালনায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং তাদের জন্য সব ধরনের লাইসেন্সিং ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা নিশ্চিত করতে বিআরটিএর দরজা সব সময় খোলা থাকবে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান। গতকাল রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে পেশাদার নারী চালকদের প্রশিক্ষণের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ব্র্যাকের সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে 'চালকের আসনে নারী, সাফল্য উদযাপন, সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবহন খাত' শীর্ষক এ অনুষ্ঠানে সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করা ১১তম ব্যাচের ১০ জন নারী চালকের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ তুলে দেয়া হয়। বিআরটিএ চেয়ারম্যান বলেন, 'নানান বৈষম্য ও সামাজিক বাধা টপকে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা এই নারীরা আজকে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরেছেন। স্টিয়ারিং ধরা মানে শুধু গাড়ি চালানো নয়, তারা আমাদের অর্থনীতি ও পরিবহন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনবেন। বিআরটিএ চেয়ারম্যান হিসেবে আমি বলছি, আমাদের দরজা সব সময় আপনাদের জন্য উন্মুক্ত।'

নারীরা স্বভাবগতভাবেই 'মার্জিত এবং নিয়মকানুন মানতে' স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তুলে ধরে তিনি বলেন, এটি সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বড় ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে দেশে ও বিদেশে নারী চালকদের বড় চাহিদা তৈরি হচ্ছে জানিয়ে গাড়ি মালিকদের প্রতি নারীদের সম্মানজনক মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ বলেন, 'উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় নারীদের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানো সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। ইচ্ছা ও সুযোগ থাকলে সব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব - তা ব্র্যাকের এই আয়োজন প্রমাণ করেছে।'

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার আগামী বাংলাদেশকে সবার উপযোগী এবং একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে। যেখানে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তামারা হাসান আবেদ বলেন, 'দক্ষতা ও সক্ষমতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ চালকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ব্র্যাকের নিজস্ব পরিবহন বহরেই বর্তমানে ২৪ জন নারী চালক কর্মরত আছেন।'

আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে নারী চালকদের চাহিদা বৃদ্ধির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এই নারীদের যদি 'কেয়ার গিভিং' বা 'হাউজহোল্ড হেল্প'-এর মতো বহুমুখী দক্ষতা (মাল্টি-স্কিল) দেয়া যায়, তবে তারা দেশের বাইরে আরও উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন।'

তিনি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারি ট্রান্সপোর্ট পুলে এসব নারী চালকদের নিয়োগ দেয়ার জন্য

পরিবহন খাতে নারীর নতুন যাত্রা

চালক মীম আক্তার মুক্তা বলেন, 'আমাদের জন্য একটা দারুণ সুযোগ তৈরি হলো। এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমরাও পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারবো।'

ব্র্যাকের সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিচালক আহমেদ নাজমুল হুসেইন নারী চালকদের প্রশিক্ষণের বিষয় এবং তাদের কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি জানিয়েছেন, ২০০১ সাল থেকে ব্র্যাকের সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচি সড়ক ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্র্যাক ড্রাইভিং স্কুল থেকে এ পর্যন্ত সাড়ে ১৩ হাজার জনকে ডিফেন্সিভ চালনা, সাড়ে ১২ হাজার জনকে সাধারণ চালনা এবং ৪০৯ জনকে গাড়ি চালনার প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে নিরাপদ সড়কের জন্য কার্যকর আইন ও শক্তিশালী নীতিমালা নিশ্চিত করতে ব্র্যাক অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

সড়ক দুর্ঘটনার পর প্রথম এক ঘণ্টা বা 'গোল্ডেন আওয়ার'-এ আহতদের জীবন রক্ষায় ব্র্যাক কমিউনিটি-ভিত্তিক দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা, স্বেচ্ছাসেবী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং জরুরি পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে কাজ করছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে মোটরসাইকেল চালনা প্রশিক্ষণ, লাইসেন্সিং সহায়তা এবং ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল ও স্কুটারভিত্তিক চলাচলের সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে গণপরিবহনে নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবহন খাতের কর্মীদের সক্ষমতা বাড়ানোর কাজ চলছে। এছাড়া ডিস্ট্রিক্ট রোড সেফটি কমিটির মিটিং, কমিউনিটি স্পিড ওয়াচ কার্যক্রম, পথনাটক এবং স্কুলভিত্তিক সড়ক নিরাপত্তা শিক্ষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ উদযাপনের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজ অব্যাহত রেখেছে সংস্থাটি। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য আন্না মিনজ এবং কর্মসূচির প্রকল্প ব্যবস্থাপক এম খালিদ মাহমুদ।

'যা কামাই করি, সব খরচা হইয়া যায়'

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ২৫ জুন ২০২৬,

মানুষের কথা

ড্রিঞ্জা চাম্বুগং, ঢাকা

মাথায় বাঁশের তৈরি খাঁচায় পান নিয়ে ফুটপাতের এক দোকান থেকে আরেক দোকানে ঘুরছেন কামাল হোসেন। দোকানিদের জিজ্ঞাসা করছেন, পান লাগবে কি না। কেউ কিনতে চাইলে মাথা থেকে খাঁচা নামিয়ে পান দেখাচ্ছেন, দাম বলছেন। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের শিয়া মসজিদ এলাকায় দেখা হয় এই ভ্রাম্যমাণ পান বিক্রেতার সঙ্গে।

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের বাসিন্দা কামাল জীবিকার সন্ধানে ২০২০ সালে ঢাকায় আসেন। আগে নৌকা চালাতেন, এখন পুরান ঢাকার শ্যামবাজারে একটি মেসে থাকেন। সেখান থেকেই প্রতিদিন ভোরে পাইকারি পান কিনে ৪০ টাকা ভাড়া দিয়ে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে রায়েরবাজারের বালুর মাঠে আসেন।

এরপর শুরু হয় কামালের দিনের কাজ। হাঁটতে হাঁটতে ফুটপাত ও অলিগলির ছোট ছোট চা-পান-সিগারেটের দোকানে পান সরবরাহ করেন। প্রতিদিন প্রায় ৬০ বিড়া পান কেনেন। প্রতি বিড়া ৫০ টাকা দরে কিনে ৭০ টাকায় বিক্রি করেন। দোকানে পান বিক্রি শেষে দুপুরে ফিরে যান শ্যামবাজারে।

মেসে থাকা-খাওয়াসহ কামালের দৈনিক খরচ ১৬০ টাকা। সকালে আলুভর্তা ও ডাল, দুপুরে মাছ-ডাল আর রাতে ব্রয়লার মুরগির দুই টুকরা মাংসের সঙ্গে সবজি—এটাই প্রতিদিনের খাবার। তবে খাবারের চেয়ে বেশি কষ্ট থাকার পরিবেশে। চার কক্ষের ওই মেসে থাকেন ৯৫ জন। সবচেয়ে ছোট কক্ষটিতে কামালসহ ১৪ জন ঘুমান। এতটাই গাদাগাদি যে ঠিকমতো ঘুমানোও যায় না। তবু পরিবারের জন্য কিছু টাকা বেশি বাঁচাতে সস্তা মেসেই থাকেন তিনি।

কামাল হোসেন প্রথম *আলো*কে বলেন, 'চাইর জনের সংসার, অনেক কষ্ট কইরা টানাটানির মইধ্যে চলে। রোজ হাজার-বারো শ টাকার পান বেচি। সব মিলায়ে মাসে ১৮-২০ হাজার টাকার মতো হাতে থাকে; কিন্তু বাড়িতেই পাঠান লাগে ১৫-১৬ হাজার টাকা।' তিনি বলেন, 'টাকার দরকার তো অনেক; কিন্তু এর বেশি আয় করতে পারি না। পোলা-মাইয়াগোর অনেক দরকারি জিনিস কিনতেও পারি না। হেরাও বুঝে আমার কষ্ট।'

পান বিক্রেতা কামাল হোসেন। প্রথম আলো

ভ্যানচালক আলী শিকদার। প্রথম আলো

চুলা মেরামতকারী অন্তর মিয়া। প্রথম আলো

'খাওনের কষ্টই যায় না'

ভ্যানভর্তি মাটির তৈরি ছোট-বড় নানা রকমের পাত্র নিয়ে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিচ্ছিলেন আলী শিকদার। প্রচণ্ড গরমে ঘেমে উঠেছেন। কথা বলে জানা গেল, রায়েরবাজার থেকে মিরপুর-১৪ নম্বর সেকশনে পণ্য পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন তিনি। এ কাজের জন্য ভাড়া পাবেন ৮০০ টাকা।

তবে আলী শিকদারের জীবন এমন ছিল না। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানান, একসময় তিনি নিজেই মাটির তৈরি জিনিসপত্রের বড় মহাজন ছিলেন; কিন্তু ২০০৩ সালে টঙ্গীর এরশাদনগরে জমি কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হন এবং বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন। তাঁর ভাষায়, 'তখন প্রায় আট লাখ টাকার ঋণের বোঝা মাথায় চাপে। সেই ধাক্কা আর সামাল দিতে পারিনি। আমার ব্যবসা একেবারে শেষ হয়ে যায়।'

এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি আলী শিকদার। জীবিকার তাগিদে ভ্যান চালানো শুরু করেন। এখন ভ্যানে করে বিভিন্ন পণ্য ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেন। তবে ছোটখাটো অর্ডার পেলে নিজে পণ্য কিনেও গ্রাহকের কাছে সরবরাহ করেন।

সংসারের টানাপোড়েনের কথা বলতে গিয়ে আলী শিকদার বলেন, 'গরিব মাইনসের তো কষ্টের শেষ নাই। খাওনের কষ্ট, থাকনের কষ্ট, পিন্দনের কষ্ট। যে কামাই করি, এই দিয়া তো খাওনের কষ্টই যায় না। সরকার যদি গরিব মাইনসের কষ্ট নিয়া চিন্তা করত, খালি বাজারের জিনিসপত্রের দামটাও যদি ঠিক রাখতে পারত, তাইলে আমগো কষ্ট কিসু অইলেও কমত।'

আলী শিকদারের সংসারে স্ত্রী ও তিন মেয়ে। স্ত্রী একটি স্কুলে কাজ করেন। বড় মেয়ে মাহিয়ার বিয়ে দিয়েছেন। মেজ মেয়ে সূচনা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে; আর ছোট মেয়ে জান্নাত শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থী। পরিবার নিয়ে রায়েরবাজারে একটি তিনতলা ভবনের ছাদে দুই কক্ষের ভাড়া বাসায় থাকেন। মাসে ঘরভাড়া সাত হাজার টাকা।

প্রতি মাসেই ধার করা লাগে

হাত মাইকে একটানা ঘোষণা দিতে দিতে পাড়া-মহল্লা ঘুরে বেড়ান অন্তর মিয়া। তাঁর কণ্ঠে ভেসে আসে, 'গ্যাসের চুলা, নষ্ট চুলা ঠিক করেন।' কোনো বাসা থেকে ডাক এলে সেখানে গিয়ে গ্যাসের চুলা মেরামতের কাজ করেন তিনি। মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর মিরপুর-৬ নম্বর সেকশনে কথা হয় তাঁর সঙ্গে।

অন্তর থাকেন মিরপুরের রূপনগর বস্তি এলাকায়। স্ত্রী তানিয়া আক্তার গৃহিণী। তাঁদের একমাত্র ছেলে রিফাতের বয়স সাড়ে তিন বছর। দুই কক্ষের একটি বাসায় মাসে ছয় হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে থাকেন তাঁরা। এক কক্ষে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে থাকেন অন্তর। অন্য কক্ষে থাকেন তাঁর বাবা কালাম মিয়া ও ছোট ভাই সোলেমান। অন্তরের মা মারা গেছেন। বাবা দীর্ঘদিন ধরে হাঁপানি ও শ্বাসকষ্টে ভুগছেন।

গ্যাসের চুলার কালি, গ্যাস না আসা বা লিকেজের মতো সমস্যা মেরামত করেই আয় করেন অন্তর। কোনো দিন ৫০০, কোনো দিন ৭০০, আবার কোনো দিন ১০০০ টাকাও আয় হয়। তবে এমন দিনও যায়, সারা দিন ঘুরেও কোনো কাজ মেলে না। মঙ্গলবার সকাল ১০টায় বাসা থেকে বের হলেও বেলা ২টা পর্যন্ত কোনো কাজ পাননি অন্তর।

সংসারের সবচেয়ে বড় চাপ বাবার চিকিৎসা জানিয়ে অন্তর বলেন, 'প্রতি মাসেই ধার করা লাগে। গত মাসেও চার হাজার টাকা ধার করে চলসি। আব্বার জন্যই মাসে চার-পাঁচ হাজার টাকার ওষুধ লাগে।'

ঢাকা : সোমবার ১৫ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Monday 29 June 2026

গৃহকর্মী নির্যাতন: স্ত্রীসহ মানবাধিকার কর্মীর ৭ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

৮ বছর আগে রাজধানীর দক্ষিণ বনশ্রী এলাকায় গৃহকর্মী হাওয়া আক্তারকে নির্যাতনের মামলায় মানবাধিকার কর্মী মোস্তাকিন শরীফ এবং তার স্ত্রী জান্নাতুল নাঈমাকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল। গতকাল ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩ এর বিচারক শাহানাজ সুলতানা এ রায় দেন।

সংশ্লিষ্ট আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আবু রায়হান সরকার বলেন, দণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। অর্থদণ্ড অনাদায়ে তাদের প্রত্যেককে ৬ মাস করে বিনাশ্রম কারাভোগ করতে হবে। রায় ঘোষণার সময় দুই আসামি ট্রাইব্যুনালে হাজির ছিলেন। রায় শেষে সাজা পরোয়ানা দিয়ে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী আবু রায়হান সরকার।

মামলার বিবরণে বলা হয়েছে ২০১৮ সালের ৩১ অক্টোবর খিলগাঁও থানার দক্ষিণ বনশ্রী এলাকার একটি বাসা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ১৪ বছর বয়সী হাওয়া আক্তারকে উদ্ধার করে পুলিশ। 'পুলিশ হাওয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায়, ২০১৮ সালের ১ জুলাই থেকে গৃহকর্মী হিসেবে ওই বাসায় কাজ করতো। কাজের ত্রুটির অজুহাতে তাকে সব সময় গালি-গালাজ, লোহার খুন্তি ও রড দিয়ে দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছ্যাঁকা দিত। হাওয়াকে একজন ধরত, আরেকজন মারতো। সে কান্নাকাটি করলে তারা হাসাহাসি করতো। হাওয়াকে তার পরিবার বা স্বজনদের সাথে দেখা করতে দিতো না।'

এ ঘটনায় খিলগাঁও থানার তৎকালীন এসআই সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন ৩১ অক্টোবর মামলা দায়ের করেন। মামলাটি তদন্ত করে পরের বছরের ২২ অক্টোবর দুই জনকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র জমা দেন তদন্তকর্তা খিলগাঁও থানার এসআই প্রশান্ত বালা।

অভিযোগপত্রে উঠে আসে নির্মম নির্যাতনের কথা। অভিযোগপত্রে বলা হয়, 'আসামিরা সম্পূর্ণ ঠান্ডা মাথায় ২০১৮ সালের ৭ জুলাই থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত হাওয়াকে আটকে রেখে লোহার খুন্তি, রড গরম করে ছ্যাঁকা দিয়ে গুরুতর পোড়া, জখম, গ্যাসের চুলার আগুনে চুল পুড়িয়ে দিতো। গরম চাকু দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে জখম করে সেখানে মরিচের গুড়া দিয়ে তীব্র যন্ত্রণা সৃষ্টি তথা তাকে বিভিন্নভাবে অমানবিক, অকল্পনীয়ভাবে সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে তার স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করে চিরতরে পঙ্গু করে দিয়েছে।'

যুগান্তর | সোমবার ২৯ জুন ২০২৬ | ১৫ আষাঢ় ১৪৩৩

৬৫ শতাংশ ঘটনা থাকে আড়ালে

গৃহকর্মী নির্যাতনের বিচার বিরল

মহিউদ্দিন খান রিফাত

দেশের শহর থেকে গ্রাম, অভিজাত এলাকা থেকে সাধারণ পরিবার, সর্বত্রই গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া যায়। কখনো খাবার চুরি বা কাজের ভুলের অজুহাতে, কখনো কোনো কারণ ছাড়াই চলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। দেশের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্যে আসা গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনাগুলো একেকটি বিভীষিকাময় গল্প। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো, আলোচিত এসব ঘটনার অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত বিচারের মুখ দেখে না। মামলা হয়, গ্রেফতার হয়, কিছুদিন আলোচনা চলে, এরপর ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। ঘরের ভেতরে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনার অধিকাংশই বাইরের পৃথিবী জানতে পারে না। গৃহ শ্রমিক অধিকারকর্মীরা বলছেন, গৃহকর্মীদের বেশির ভাগই দরিদ্র পরিবারের নারী ও শিশু। নির্যাতনের শিকার হলেও তাদের পরিবারের পক্ষে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এছাড়া অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক চাপে মীমাংসার পথ বেছে নেন অনেকে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গৃহকর্মী নির্যাতনের একাধিক আলোচিত ঘটনা সামনে এসেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, শিল্পপতি থেকে শুরু করে বিনোদন জগতের পরিচিত মুখও। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, গ্রেফতারের পর আসামিরা জামিনে মুক্তি পেয়েছেন এবং বিচার দীর্ঘসূত্রতায় আটকে গেছে।

সম্প্রতি শিশু গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগে করা একটি মামলায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিকুর রহমান ২৮ এপ্রিল জামিন পেয়েছেন। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, তার বাসায় কাজ করা ১১ বছর বয়সি এক শিশুর শরীরে নির্যাতনের অসংখ্য চিহ্ন পাওয়া যায়। গরম খুন্তির ছ্যাঁকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্থানে আঘাতের দাগ ছিল। এর আগে রাজধানীতে গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া চলচ্চিত্র অভিনেত্রী শিমন হাসান একা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জামিনে মুক্তি পান। মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, এসব ঘটনায় শুরুতে তৎপরতা দেখা গেলেও পরে মামলার গতি কমে যায়। ২০২৪ সালের

নির্যাতনের শিকার প্রায় অর্ধেকের বয়স ছয় বছরের নিচে

গত ১৫ বছরে ৩৫০ গৃহকর্মী নিহত

অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক চাপে মীমাংসার পথ বেছে নেন অনেকে

কার্যকর সুরক্ষা কাঠামো, দ্রুত তদন্ত, সাক্ষী সুরক্ষা, শাস্তি নিশ্চিত করা না গেলে এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না

গৃহকর্মী নির্যাতনের বিচার বিরল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

১৯ অক্টোবর রাজধানীর ভাটারার একটি আবাসিক এলাকায় ১০ বছর বয়সি গৃহকর্মী কল্পনাকে নির্যাতনের ঘটনাটি ব্যাপক আলোড়ন তোলে। মামলার নথি অনুযায়ী, দীর্ঘদিন ধরে তাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। চুল কাটানোর ক্লিপার দিয়ে জখম দেওয়া, নখ তুলে ফেলা, জুতার ব্রাশ দিয়ে আঘাত করা এবং সাঁড়াশি দিয়ে দাঁত ভেঙে দেওয়ার মতো অভিযোগ উঠে আসে। তদন্ত চলাকালে উভয়পক্ষের মধ্যে আপসের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। আদালতে আপসনামাও জমা দেওয়া হয়। তবে আদালত সেটি গ্রহণ না করে বিচার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বর্তমানে মামলার বিচার চলছে। এ মামলার অভিযুক্ত বাসার মালিক দিনাত জাহান আদর ও তার ভাই নাজমুস সাকিব জামিনে রয়েছেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী ফাহমিদা আক্তার নারি, এ ধরনের মামলায় আপসের চেষ্টা নতুন কিছু না। অনেক ক্ষেত্রেই আর্থিক প্রলোভন, সামাজিক চাপ কিংবা দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার কারণে ভুক্তভোগী পরিবার আপস করতে বাধ্য হয়।

গৃহকর্মী নির্যাতনের ৬৫ শতাংশ ঘটনাই আড়ালে থেকে যায় : আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্যানুযায়ী ২০২০ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত দেশে শিশু গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১৪০ জন। এর মধ্যে আইনি প্রক্রিয়ায় গিয়েছে মাত্র ৫০টি ঘটনা। অর্থাৎ প্রায় ৬৫ শতাংশ নির্যাতনের ঘটনাই আদালত কিংবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নথিতে পৌঁছায় না।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতে পারে। কারণ অধিকাংশ নির্যাতনের ঘটনা ঘটে বাসার ভেতরে। ভুক্তভোগীরা সাধারণত দরিদ্র পরিবারের সদস্য হওয়ায় অভিযোগ জানাতেও ভয় পান। অনেক পরিবার কাজ হারানোর আশঙ্কায় বিষয়টি গোপন রাখে। এছাড়া গত ছয় বছরে নির্যাতনের শিকার শিশু গৃহকর্মীদের প্রায় অর্ধেকের বয়স ছিল ৬ বছরের নিচে। অর্থাৎ সবচেয়ে কম বয়সি শিশুরাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে।

গত ১৫ বছরে ৩৫০ গৃহকর্মী নিহত : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) পরিসংখ্যান বলছে, ২০১১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে ৭৫৪ জন গৃহকর্মী বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ৩৫০ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৩৪৫ জন। আত্মহত্যা করেছেন ১৭ জন এবং নিখোঁজ হয়েছেন দুজন।

বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দীন আহমদ যুগান্তরকে বলেন, বিচার পাওয়ার বিষয়ে ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর আস্থার সংকট রয়েছে। অনেকেই বিশ্বাস করেন না যে শেষ পর্যন্ত তারা ন্যায়বিচার পাবেন। ফলে মামলা শুরু হলেও পরে অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক চাপে মীমাংসার পথ বেছে নেন। এজন্য এসব ঘটনায় পুলিশের বাদী হওয়া প্রয়োজন।

কেন বিচার হয় না : গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের সমন্বয়কারী আবুল হোসেন যুগান্তরকে বলেন, দেশে গৃহকর্মী নির্যাতনের বহু ঘটনা ঘটলেও দণ্ডের নজির খুবই কম। তার মতে, দুর্বল এজাহার, প্রভাবশালী আসামি, দীর্ঘ তদন্ত এবং সাক্ষী সংকট বিচার বাধাগ্রস্ত হওয়ার প্রধান কারণ।

মানবাধিকারকর্মী সালমা আলী বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা হলেও পরবর্তীকালে অধিকাংশ মামলার গতি কমে যায়। সাক্ষী সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় অনেকেই আদালতে সাক্ষ্য দিতে আগ্রহী হন না। অন্যদিকে দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ায় ভুক্তভোগী পরিবার মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের আইনজীবী ফাহমিদা আক্তার যুগান্তরকে বলেন, তদন্তে ধীরগতি এবং বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা ভুক্তভোগীদের হতাশ করে। ফলে অনেক পরিবার মাঝপথে আপস করে নেয়। এতে অপরাধীদের মধ্যে শাস্তির ভয় তৈরি হয় না।

সংশ্লিষ্টদের মতে, গৃহকর্মীদের জন্য কার্যকর সুরক্ষা কাঠামো, দ্রুত তদন্ত, সাক্ষী সুরক্ষা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা না গেলে এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না।

দেশ রূপান্তর | মঙ্গলবার, ৩০ জুন ২০২৬

৫ হাজারের বেশি কর্মী ছাঁটাই করবে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো

বাণিজ্য ডেস্ক

বিশ্বব্যাপী সাড়ে পাঁচ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি)। ব্যয় কমানোর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আরও সাড়ে তিন হাজার পদ আউটসোর্সিংয়ের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছে তামাক উৎপাদন ও তামাকজাত পণ্য বিপণনকারী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানটি। গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে এ ঘোষণা দেয় বিএটি। বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

বিবৃতিতে বিএটি জানায়, পুনর্গঠন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০২৮ সালের মধ্যে বছরে ৯ হাজার ৭২০ কোটি টাকা (৬০ কোটি পাউন্ড) সাশ্রয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তারা। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির ৪৭ হাজার কর্মীর প্রায় ২০ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত হতে পারেন। বিশ্ববাজারে প্রচলিত সিগারেটের চাহিদা কমে যাওয়ায় অন্যান্য বড় তামাক কোম্পানির মতো বিএটিও এখন ভেপসহ নতুন ধরনের পণ্যের দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে।

বিএটির প্রধান নির্বাহী টাদেউ মারোকো বলেন, 'আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছি, যা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকবে। এটি আরও গতিশীল, ব্যয় ব্যবস্থাপনায় সতর্ক ও প্রযুক্তিনির্ভর হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'এই পরিবর্তনের কারণে আমাদের অনেক সহকর্মী প্রভাবিত হবেন। এই পরিবর্তনের সময়ে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সম্মান নিশ্চিত করাই আমাদের মনোযোগের বিষয় হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য আমরা ব্যবসাকে আরও শক্তিশালী করে তুলব।'

তবে যুক্তরাষ্ট্রে কোনো কর্মী ছাঁটাই করা হবে না। সেখানে বিএটির কার্যক্রম পরিচালনা করে সহযোগী প্রতিষ্ঠান রেনল্ডস আমেরিকান। ঘোষণার পর লন্ডন শেয়ারবাজারে বিএটির শেয়ারের দাম প্রায় ১ দশমিক ৫ শতাংশ কমে যায়। একই সময়ে এফটিএসই ১০০ সূচকও ০ দশমিক ২ শতাংশ কমে যায়।

বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান এজে বেলের ইনভেস্টমেন্ট ডিরেক্টর রাস মোল্ড বলেন, 'প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে কার্যক্রম আরও দক্ষ করা এবং দ্রুত নতুন পণ্য বাজারে আনার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো সর্বশেষ বড় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই পথে এগিয়েছে।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৩০ জুন ২০২৬

মাতৃত্বকালীন ছুটি সীমিত করার বৈধতা প্রশ্নে রুল

নিজস্ব প্রতিবেদক

মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সুবিধা সীমিত করা সংক্রান্ত শ্রম আইনের ৪৬(১) ও ৪৬(২) ধারা এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুলসের (বিএসআর) ১৯৭ (১) ও (১এ) বিধি কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাই কোর্ট। এ সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত হাই কোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, আইন মন্ত্রণালয়ের দুই সচিব, জনপ্রশাসন সচিব, নারী ও শিশু বিষয়ক সচিব, সমাজকল্যাণ সচিব, স্বাস্থ্য সাচবসহ সংশ্লিষ্টদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এর আগে গত ১৫ জুন বাংলাদেশের কর্মজীবী নারীদের মাতৃত্বকালীন অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রিটটি দায়ের করা হয়। রিটের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী ইশরাত হাসান। তাকে সহযোগিতা করেন তানজিলা রহমান, মো. বাহাউদ্দিন আল ইমরান ও ইফাত হাসান শাম্মি। শ্রম আইনের ৪৬ (১) ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক নারী শ্রমিক সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৬০ দিন এবং প্রসবের পরবর্তী ৬০ দিনের জন্য প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোনো নারী উক্তরূপ সুবিধা পাবেন না, যদি না তিনি সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পূর্বে অন্যূন ছয় মাস কাজ করে থাকেন। (২) কোনো উক্তরূপ সুবিধা প্রদেয় হবে না, যদি তার সন্তান প্রসবের সময় তার দুই বা ততোধিক সন্তান জীবিত থাকে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ২৬ জুন ২০২৬

গাজীপুরে কাজ করতে করতে নারী শ্রমিকের মৃত্যু

সুপারভাইজার বলেছিলেন, 'তুই মইরা যাগা, ছুটি নাই'

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

"লিজা আক্তার সুপারভাইজারকে বলেছিলেন, 'খুব অসুস্থ লাগছে। মনে হয় মারা যাব। ডাক্তার দেখাব। আমাকে ছুটি দেন।' জবাবে সুপারভাইজার বলেছিলেন, 'তুই মইরা যাগা, ছুটি নাই।' এরপর কাজ করতে করতে তিনি কারখানার ফ্লোরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। সকালে আমরা জানতে পারি, তাঁর মৃত্যু হয়েছে।"

কথাগুলো বলেন গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের টেপিরবাড়ী এলাকার কালার কো লিমিটেড নামের পোশাক কারখানার এক নারী মেশিন অপারেটর।

চিকিৎসার জন্য ছুটি চেয়েও না পেয়ে বুধবার রাতে ওই কারখানায়ই মারা যান লিপি আক্তার (২৬)। তিনি দুই সন্তানের মা। তাঁর স্বামীর নাম বিদ্যুৎ মিয়া। তিনি পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার হোগলা গ্রামের বাসিন্দা। পরিবার নিয়ে তিনি শ্রীপুরের আনসার রোড এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

শ্রমিক ও স্থানীয় সূত্র জানায়, অসুস্থতার কারণে লিপি দুই সপ্তাহের ছুটিতে ছিলেন। বুধবার কাজে যোগ দিলেও তিনি পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন না। বিকেলে তিনি আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাত ১২টার দিকে কর্মরত অবস্থায় ফ্লোরে অচেতন হয়ে পড়েন তিনি। পরে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর জানাজানি হলে কারখানার শ্রমিকরা সকাল ৮টা থেকে দুপুর পর্যন্ত মাওনা-বরমী আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এতে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে দুপুর ১টার দিকে পুলিশ গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

শ্রমিকদের অভিযোগ, অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও লিপিকে জোর করে কাজ করানো হয়েছে। একই রাতে মোসা. শোভা নামের আরেক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে মাওনা চৌরাস্তার আল হেরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তাঁরা আরো জানান, কারখানায় সকাল ৮টা থেকে কাজ শুরু হলেও রাত ১২টা, এমনকি কোনো কোনো দিন রাত ২টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। পরদিন আবার সকাল ৮টায় কাজে আসতে হয়। দীর্ঘ কর্মঘণ্টার কারণে শ্রমিকদের মধ্যে প্রায়ই অসুস্থতা দেখা দেয়। প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সুপারভাইজারদের বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগও করেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, প্রতিবাদ করলে চাকরিচ্যুতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়।

শ্রমিকরা লিপির মৃত্যুর ঘটনায় জড়িতদের বিচার এবং তাঁর দুই সন্তানের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে চেষ্টা করেও কারখানা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

শ্রীপুর থানার ওসি শাহীনুর আলম বলেন, লিপি আক্তারের মৃত্যু কিভাবে হয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। সকালে শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ ও শ্রমিকদের আলোচনার মাধ্যমে দুপুরের দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, জুন ৩০, ২০২৬

আলোচনা সভায় শ্রমমন্ত্রী

শিশুশ্রম নিরসনে কেবল সরকারের উদ্যোগই যথেষ্ট নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শ্রম, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, 'শিশুশ্রম নিরসনে কেবল সরকারের উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, এক্ষেত্রে সমাজের প্রতিটি মানুষকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। নিজেদের পরিবার ও আশপাশে কর্মরত শিশুদের শিশুশ্রম থেকে প্রত্যাহার এবং তাদের পুনর্বাসনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। যেসব এলাকায় ও সেক্টরে শিশুশ্রম বিদ্যমান, সেসব এলাকা ও সেক্টরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিশুশ্রম নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্বকে সম্পৃক্ত করে এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।'

'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২৬' উপলক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন প্লাটফর্মের (সিএলইপি) যৌথ উদ্যোগে গতকাল রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আইএলও বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদার। স্বাগত বক্তব্য দেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মো. ফরহাদ সিদ্দিক।

অনুষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা, সিএলইপির সদস্য, শ্রমিক ও মালিক সংগঠনের নেতারা, গণমাধ্যমকর্মী এবং শ্রমিক প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

ম্যাক্স টুনন বলেন, 'শিশুশ্রম নির্মূলে তিনটি বিষয়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে—সব শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং দক্ষ ও শক্তিশালী শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।'

শ্রম সচিব বলেন, 'আলোচনা সভায় প্রাপ্ত সুপারিশগুলো শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

স্বাগত বক্তব্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক বলেন, 'বাংলাদেশ সরকার শিশুশ্রম নিরসনে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুশ্রম প্রতিরোধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।'

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ২৫ জুন ২০২৬

কালিয়াকৈরের অ্যাপেক্স হোল্ডিংসের চার কারখানা বন্ধ

অনিশ্চয়তায় ১৮ হাজার শ্রমিক

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি ▷

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের চন্দ্রা পল্লীবিদ্যুৎ এলাকার অ্যাপেক্স হোল্ডিংস লিমিটেডের অধীন চারটি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকদের সার্ভিস বেনিফিট সংক্রান্ত দাবিকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অ্যাপেক্স হোল্ডিংস লিমিটেডের প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। দ্রুত কারখানা খুলে দেওয়া না হলে বেকার হয়ে পড়বে ওই কারখানায় চাকরি নেওয়া ১৮ হাজার শ্রমিক।

অ্যাপেক্সের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অ্যাপেক্স হোল্ডিংস লিমিটেডের অধীন অ্যাপেক্স স্পিনিং অ্যান্ড নিটিং মিলস লিমিটেড, অ্যাপেক্স টেক্সটাইল প্রিন্টিং মিলস লিমিটেড, অ্যাপেক্স লন্ড্রি মিলস লিমিটেড এবং অ্যাপেক্স ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেডের চারটি কারখানা রয়েছে। এসব কারখানার শ্রমিকদের একটি অংশ ১০ বছর চাকরি সম্পন্নকারীদের জন্য ১৫ মাসের মূল মজুরি এবং পাঁচ বছর চাকরি সম্পন্নকারীদের জন্য সাড়ে সাত মাসের মূল মজুরি প্রদানের দাবি জানিয়ে আসছিল। এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৫ জুন কারখানার নিটিং [illegible] শ্রমিক প্রতিনিধি, কারখানা কর্তৃপক্ষ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) এবং বিজিএমইএর প্রতিনিধিদের

> শ্রমিকদের কিছু দাবির বিষয়ে আলোচনা করে সমঝোতা না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে
>
> আমজাদ হোসেন
> পুলিশ সুপার, গাজীপুর শিল্পাঞ্চল

উপস্থিতিতে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদান করে ডিআইএফই। তাদের মতামতে বলা হয়, সার্ভিস বেনিফিট বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী প্রদান করতে হবে। গত ২০ জুন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে বর্তমানে প্রচলিত সার্ভিস বেনিফিট সুবিধা আগের মতোই বহাল থাকবে। তবে শ্রমিকদের দাবিকৃত অতিরিক্ত সার্ভিস বেনিফিট প্রদান করা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব না। একই সঙ্গে শ্রম আইন মেনে কারখানার স্বাভাবিক উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

নোটিশে আরো উল্লেখ করা হয়, গত রবিবার শ্রমিকদের একটি অংশ আইনবহির্ভূত দাবি আদায়ের জন্য উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে কারখানায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ১৩(১) ধারা অনুযায়ী কারখানা বন্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। ২২ জুন থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারখানার সব কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরে কারখানা পুনরায় চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।'

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন বলেন, কালিয়াকৈরের অ্যাপেক্স হোলডিংস লিমিটেডের অধীন চারটি কারখানা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ১৩(১) ধারা অনুযায়ী কারখানা বন্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকদের কিছু দাবির বিষয়ে আলোচনা করে সমঝোতা না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এ ঘটনার পর কারখানা এলাকায় কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়নি।

অ্যাপেক্স হোল্ডিংস লিমিটেডের এজিএম রহমত-ই-খোদা বলেন, শ্রমিকেরা অযৌক্তিক দাবি করে আসছেন, যা কারখানা কর্তৃপক্ষের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। শ্রমিকদের এ দাবি মানলে কারখানা কর্তৃপক্ষ দেউলিয়া হয়ে যাবে। তা ছাড়া ওই দাবিকে কেন্দ্র করে শ্রমিকেরা কারখানায় উদ্ভট পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। ফলে বিজ্ঞপ্তি টানিয়ে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রমিকরা যদি সরকারের প্রচলিত আইন মেনে কাজ করেন তাহলে কারখানা পরিচালক কারখানা খুলে দেবেন।

NEW AGE
TUESDAY JUNE 30 2026

Eradicating child labour must be national priority

THE failure to eliminate child labour by the government's own deadlines is a shame. The authorities set targets to eliminate the worst forms of child labour by 2021 and all forms of child labour by 2025, and have missed both. The latest Bangladesh Bureau of Statistics survey on child labour reveals that 17.8 lakh children remain trapped in labour, with 10.7 lakh engaged in hazardous occupations. While the authorities have succeeded in substantially reducing child labour in export-oriented industries such as garments, leather, ceramics and shipbreaking, largely because of global oversight and pressure, child labour has simply migrated to informal, hidden and unregulated sectors. Children are now found in domestic service, waste recycling, e-waste processing and other dangerous occupations where government oversight is virtually absent. The omission of these occupations from the official list of hazardous work is indefensible. Child domestic workers routinely suffer physical, psychological and even sexual abuse behind closed doors, while children engaged in e-waste recycling inhale toxic fumes and handle hazardous substances without any protective equipment. International Labour Organisation conventions ratified by Bangladesh clearly recognise such work as hazardous. The government's failure to classify these sectors as hazardous reflects not only a policy gap but also a grave moral failure.

What is particularly worrying is the persistence of child labour despite a number of government programmes and substantial public expenditure over the past decade, indicating weaknesses in planning, programme design and implementation. Weak labour inspections, inadequate law enforcement and the absence of a comprehensive national approach are believed to have allowed child labour to persist. All this suggests that child labour cannot be addressed by the labour ministry alone. Rather, it should be treated as a cross-cutting national priority involving the ministries, departments and programmes responsible for labour, social welfare, education, local government, women and children affairs, and poverty alleviation. It is encouraging that the labour ministry is preparing a National Plan of Action for 2026–2030. The plan should include measurable targets and establish a special cell to regularly inspect informal sectors to ensure accountability. Equally important is the expansion of social safety programmes for vulnerable families and orphaned children, as poverty remains the principal driver of child labour. Unless struggling households receive adequate financial assistance, educational support and access to decent livelihoods, children will continue to enter the labour market. The state needs to guarantee that no child is forced to choose between survival and schooling.

The success achieved in export-oriented industries under domestic and international scrutiny proves that eliminating child labour is possible. The government must now commit to eliminating all forms of child labour and eradicating hazardous child labour immediately. Such a commitment should be backed by stronger laws, rigorous enforcement, expanded social safety nets and sustained public awareness campaigns.

THE FINANCIAL EXPRESS June 30, 2026

Experts for expediting child labour eradication efforts

FE REPORT

Development partners, rights groups and civil society organisations on Monday called for aligning compulsory education with the minimum employment age of 14 by extending free and compulsory education to class VIII to expedite child labour eradication efforts.

They also stressed the need for fair wages for workers saying low wages in most cases force families to send their children to work, even hazardous ones, to manage livelihoods.

Their other recommendations included implementation of laws and policies related to child labour, stronger coordination among the ministries of education, social welfare and labour and collaboration between the government and civil society and other related agencies.

The observations and suggestions were made at a programme marking the World Day Against Child Labour 2026, held at Krishibid Institution Bangladesh (KIB) in the city.

Held under the global theme, "Red Card to Child Labour: Fair Play for Children, Decent Work for Adults," the Ministry of Labour and Employment (MoLE), the Child Labour Elimination Platform (CLEP) and the International Labour Organization (ILO) jointly organised discussion sessions and a cultural programme.

Speaking at the event, Labour Minister Ariful Haque Choudhury said child labour should be eliminated from the country through practical and sustainable projects rather than seminars alone. He also emphasised that child labour elimination efforts should start from home.

He called on all local and foreign organisations working in this sector to identify the areas most prone to child labour and work together accordingly.

ILO Bangladesh country director Max Tunon said, "In line with ILO Convention138, keeping children in school remains one of the most effective ways to prevent child labour."

Emphasising the need for stronger links between child labour programmes and social protection for vulnerable families, he said social safety nets that support parents while ensuring children remain in school can help break that cycle of intergenerational poverty.

Stronger labour inspection with timely prosecution and enacting policies are also essential to deterring child labour and ensuring compliance with the law, he noted.

Presenting keynote paper, AKM Ashraf Uddin, executive director of the Bangladesh Labour Foundation, identified inadequate budget allocations and programmes for child labour elimination, the absence of a dedicated coordinating and monitoring authority, and poor inter-ministerial coordination due to the lack of focal points in ministries as major challenges.

He stressed the need for data-driven planning and evidence-based interventions and effective enforcement of existing laws and policies and adequate social protection for child labour eradication from all sectors.

Chaired by Labour Secretary Md Abdur Rahman Tarafder, the event was also addressed by Syed Sultan Uddin Ahmed of the Bangladesh Institute of Labour Studies, Samajtantrik Sramik Front president Razequzzaman Ratan and Munira Sultana, child labour and safe work for youth specialist at ILO Bangladesh, among others.

munni_fe@yahoo.com

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ৩০ জুন ২০২৬,

দেশে ১৭ লাখ শিশু শ্রমে নিয়োজিত

আলোচনা সভা

আলোচনা সভা আয়োজন করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, চাইল্ড লেবার ইলিমিনেশন প্ল্যাটফর্ম এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসনে নানা আইনি পদক্ষেপ ও উদ্যোগ সত্ত্বেও এখনো ১৭ লাখ ৮০ হাজার শিশু শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে ১০ লাখ ৭০ হাজার শিশু কাজ করছে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে, যা তাদের জীবনের জন্য চরম হুমকিস্বরূপ। বিভাগীয় পর্যায়ে শিশুশ্রমের এই হার সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রামে।

'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৬' উপলক্ষে গতকাল সোমবার রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ উদ্বেগের চিত্র তুলে ধরা হয়। 'শিশুশ্রমকে না বলি, শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করি'—বৈশ্বিক এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে যৌথভাবে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, চাইল্ড লেবার ইলিমিনেশন প্ল্যাটফর্ম (সিএলইপি) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশে শিশুশ্রম নির্মূলে অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ' শিরোনামে উপস্থাপনা দেওয়া হয়।

বিভাগ শীর্ষে চট্টগ্রাম, জেলা শীর্ষে কুড়িগ্রাম

উপস্থাপনায় বলা হয়, দেশের বিভাগগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সর্বোচ্চ, যা প্রায় ৬ লাখ ৪০ হাজার। এর পরের অবস্থানে রয়েছে ঢাকা বিভাগ, যেখানে ৩ লাখ ৪০ হাজার শিশু শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। অন্য বিভাগগুলোর মধ্যে রাজশাহীতে ২ লাখ ৪০ হাজার, রংপুরে ২ লাখ ২০ হাজার, সিলেটে ১ লাখ ৪০ হাজার, খুলনায় ১ লাখ ৩০ হাজার এবং ময়মনসিংহে ৯০ হাজার শিশু শ্রমিক রয়েছে। বরিশাল বিভাগে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে কম—৭০ হাজার। তবে জেলার হিসাবে দেশের মধ্যে কুড়িগ্রাম জেলায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বলে সভায় জানানো হয়।

শিশু শ্রমিকদের মধ্যে ছেলের সংখ্যাই বেশি—প্রায় ১৩ লাখ ৭০ হাজার এবং মেয়ের সংখ্যা ৪ লাখ। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে জানানো হয়, সারা বিশ্বে বর্তমানে ১৩ কোটি ৮০ লাখ শিশু শ্রমে নিয়োজিত, যার মধ্যে ৫ কোটি ৪০ লাখ শিশু অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে।

আলোচনা সভায় বক্তারা শিশুশ্রমের মূল কারণ হিসেবে দারিদ্র্য, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া, আইন ও নীতিমালার দুর্বল বাস্তবায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও বাস্তুচ্যুতি, অভিবাসন ও নগরায়ণের চাপ এবং সচেতনতার ঘাটতিকে চিহ্নিত করেন।

শিশুশ্রম নির্মূলে নেওয়া কিছু পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরা হয় উপস্থাপনায়। সেখানে বলা হয়, জাতীয় নীতিগত কাঠামো গঠন করার পাশাপাশি আটটি খাতকে শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আইএলওর কনভেনশন ১৩৮ ও ১৮২ অনুসমর্থন করা হয়েছে। ৪৩ ধরনের কাজকে শিশুর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিকর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কেরানীগঞ্জের অনানুষ্ঠানিক তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাত থেকে শিশুশ্রম নির্মূলে খাতভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিশুশ্রম নিজের ঘর থেকে বন্ধ করতে হবে

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, 'শুধু সেমিনারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবসম্মত ও টেকসই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশ থেকে শিশুশ্রম নির্মূল করতে হবে। আর শিশুশ্রম নির্মূলের কাজ শুরু হতে হবে নিজের ঘর থেকে। বস্তি এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সচেতনতা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আরও কাজ করতে হবে। একটি শিশু সুস্থভাবে বেড়ে উঠছে কি না, তা নিশ্চিত করা আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা।'

অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্যে এডুকো বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদুল হামিদ শিশুশ্রম নিরসনে খাতভিত্তিক পদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এ বিষয়ে সিএলইপির যৌথ উদ্যোগগুলো তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থানসচিব মো. আবদুর রহমান তরফদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএলও বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন।

NEW AGE MONDAY, JUNE 29, 2026,

Child labour elimination target missed

Govt to observe World Day Against Child Labour today

Rashad Ahamad

A child works at a motorcycle workshop at Jurain in the capital on Saturday. Children are employed in different hazardous occupations in the country in violation of the ILO Convention against child labour. — Sony Ramani

OVER 10 lakh children in Bangladesh continue to work in dangerous conditions with minimal government oversight, exposing the nation's future to abuse, torture, and severe physical harms.

Facing severe dangers at their workplaces, children have now come to dominate national crime statistics, many of them ending up on the list of dead or rape victims.

Yet, many of the perilous sectors they are engaged in are still not officially recognised on the government list of hazardous jobs, said Bangladesh Institute of Labour Studies executive director Syed Sultan Uddin Ahmed, who is also head of the Labour Reform Commission.

'Child domestic worker has not been included in the list of hazardous jobs because they don't have a voice,' further said Sultan Uddin.

While Bangladesh has substantially reduced child labour in export-oriented industries like garments, leather, ceramics, and shipbreaking due to global oversight, this pressure has largely relocated the problem.

Many children have simply shifted into less regulated, invisible, and unmonitored informal sectors. Consequently, Bangladesh missed its targets of eliminating the worst forms of child labour by 2021 and all forms of child labour by 2025.

According to the Bangladesh Bureau of Statistics National Child Labour Survey 2022, published in 2024, about 17.8 lakh children aged 5-17 are engaged in child labour, up from 17 lakh in 2013.

Among them, 10.7 lakh children are engaged in hazardous work, according to the survey.

The government currently recognises 43 occupations as hazardous for children after expanding the list from 38 sectors in 2022.

The hazardous sectors, however, do not include occupations such as domestic work and recycling as hazardous though the sectors expose children to serious physical, psychological, and chemical hazards.

As Bangladesh observes World Day Against Child Labour today, although the day is globally observed on June 12, campaigners questioned why these rapidly growing sectors remain outside official recognition.

Child victims of brutal domestic torture, sometimes with graphic description of physical abuse like being scalded in the kitchen or pushed out of their workplace in multistoried apartment buildings, often become the subject of national news.

The suspected perpetrators range from high-level government officers to slum dwellers.

The International Labour Organisation recognises hazardous domestic work as one of the worst forms of child labour under Convention No. 182 and Recommendation No. 190.

A 2024 study by the Association for Social Development, conducted among 352 child domestic workers in Dhaka, found that almost half of them had experienced abuse.

The survey showed that 31.45 per cent were subjected to excessive workloads, 18.47 per cent suffered physical injuries, 8.23 per cent were beaten, 20.74 per cent faced verbal abuse, while 1.7 per cent experienced sexual abuse.

Electronic waste is a massive, unlisted hazard.

A 2025 study by Transparency International Bangladesh found that 97 per cent of e-waste is processed in the informal sector, where safety standards are non-existent.

Large numbers of children dismantle e-waste, plastics, batteries, and scrap metal without protective gear.

Safety and Rights Society executive director Sekender Ali Mina noted that these children regularly handle hazardous chemicals and inhale toxic fumes.

'They inhale toxic fumes, handle hazardous chemicals and suffer injuries, yet the sector is still not officially recognised as hazardous for children,' he said.

Meanwhile, the government has declared eight industries — export-oriented garments, leather goods, tannery, ceramics, glass, silk, shrimp processing, and shipbreaking — free of child labour since 2021 following years of domestic and international pressure.

Experts said that while progress in formal industries was encouraging, the absence of effective monitoring in informal sectors has simply relocated child labour rather than eliminating it.

Although the government has spent about Tk 352 crore on child labour elimination programmes over the past 13 years, child labour has increased instead of declining, they said.

The labour ministry is now preparing a new National Plan of Action for 2026-2030 after missing the previous targets and has proposed another project worth about Tk 2,500 crore.

Labour ministry joint secretary Mohammad Mozammel Haque attributed the increase partly to the economic impacts of the Covid-19 pandemic.

He said that the new action plan would involve all relevant ministries and government agencies.

Bangladesh Labour Foundation executive director AKM Ashraf Uddin said that although Bangladesh had demonstrated strong commitment internationally, implementation remained weak.

'The government response has not been holistic. Child labour must become a cross-cutting national priority involving education, social protection, poverty reduction, and labour inspection,' he said.

Syndicate fears resurface amid hopes for Malaysia labour market reopening

MIGRATION - BANGLADESH

KAMRAN SIDDIQUI

Fresh concerns are emerging over a possible return of the controversial recruitment syndicate system in the Malaysia labour market as Bangladesh and Malaysia move towards reopening worker recruitment without revising the existing memorandum of understanding (MoU) that critics say enabled such practices in the past.

The concern follows a recent visit to Malaysia by a Bangladesh delegation led by Expatriates' Welfare Minister Ariful Haque Choudhury.

While the visit raised hopes of reopening the labour market after two years of closure, it also triggered fears among recruiters and migration experts that the syndicate model introduced during the Awami League government could resurface.

"As long as the existing MoU between the two countries is not amended, the masterminds behind the syndicate will continue to take advantage. This time too, the beneficiaries of the syndicate have continued their efforts in both countries," former Joint Secretary General of the Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (Baira) Fakhrul Islam told TBS.

"The Malaysian authorities have imposed several new conditions that encourage the formation of syndicates. Nearly 2,500 agencies in Bangladesh obtained licences by complying with government rules and regulations, but instead of giving all of them equal opportunities, these new conditions undermine the authority of our government," he added.

The issue gained further attention after State Minister for Expatriates' Welfare Nurul Haque Nur said on 6 May that Malaysia's labour market would remain closed to Bangladeshi workers unless Dhaka accepted Kuala Lumpur's conditions for recruitment.

He noted that the market could remain shut if Bangladesh rejected what he described as either a "syndicate" or a "fair recruitment system".

According to Nur, Malaysia imposed 10 conditions that would effectively allow only five to seven Bangladeshi agencies to send workers.

However, during the interim government's tenure, it managed to waive three conditions and submitted a list of 423 recruiting agencies to Malaysia, but the market remains closed.

Nur said Bangladesh's minister had recently visited Malaysia and requested approval for the 423 recruiting agencies on the submitted list.

However, Expatriates' Welfare Minister Ariful Haque Choudhury pledged on 18 May to launch a strict crackdown on controversial recruitment syndicates in a bid to reopen the Malaysian labour market quickly.

"Our jihad is against the syndicate," he told reporters.

Asked when the market would reopen, Ariful replied, "It will happen very quickly."

How the new conditions came under discussion

On 28 October 2025, Malaysia's Ministry of Foreign Affairs sent a letter to Bangladesh requesting a list

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Syndicate fears resurface amid hopes for Malaysia labour

CONTINUED FROM PAGE 3

of recruiting agencies eligible to send workers based on 10 mandatory criteria.

Bangladesh later requested Malaysia to relax at least three conditions requiring agencies to have handled at least 3,000 foreign workers in the past five years, own a training centre and maintain a permanent office space of at least 10,000 square feet for the previous three years.

The request was made in a letter sent on 4 November 2025 by Asif Nazrul, then adviser to the expatriates' ministry, to the Malaysian government.

The remaining conditions include holding a valid licence for at least five years, experience in sending workers to at least three countries, possession of a good conduct certificate and no record of involvement in forced labour or human trafficking.

According to the Ministry of Expatriates' Welfare, agencies from Bangladesh, India, Nepal, Pakistan and Myanmar will be selected under the same standards.

However, Nepal rejected Malaysia's proposed standards for recruitment agencies, according to local media outlet The Annapurna Express. At the time, many Baira members urged the government not to comply with what they described as unfair conditions, warning that they could pave the way for another syndicate by limiting recruitment rights to a small number of agencies.

Frequent closures since syndicate system introduced

Recruiters say the syndicate system dates back to 2010, when the number of approved agencies was initially limited to 10 before expanding into a powerful mechanism controlling labour migration.

More recently, a syndicate involving 100 agencies has been accused of syphoning off thousands of crores of taka and failing to send around 18,000 workers to Malaysia before the May 2024 deadline.

Malaysia's labour market for Bangladesh was first closed in 2008, reopened in 2016 and shut again in 2018 amid corruption allegations. It reopened in 2022 before closing once more in 2024. Though BNP governments in 1991-1996 and 2001-2006 did not face such allegations, insiders now fear that the current process, if not transparent, could lead to a resurgence of the same system.

Following the recent visit to Malaysia, Prime Minister's Adviser Mahdi Amin said efforts were under way to ensure low-cost migration, expand opportunities for skilled workers and dismantle syndicates.

A joint statement issued on 9 April said both countries had agreed to recruit workers through "credible and qualified" agencies based on Malaysia's sectoral needs. However, sector insiders question the ambiguity of those terms and warn that the selection process itself could become a gateway to forming a new syndicate.

Altab Khan warned that any return of syndicate practices under a BNP-led government would seriously damage the party's reputation. "If syndicates return, it will break BNP's clean record and erode public trust," he said.

Mohammad Rashed Alam Bhuiyan, who completed a PhD on the Bangladesh-Malaysia labour migration corridor, said influential groups in both countries had long played a role in forming syndicates that ultimately exploited workers. "If the current government follows the same path, it will be difficult to bring transparency to the labour migration sector and create jobs at a lower cost," he said, urging Bangladesh to engage more actively with Malaysia to avoid what he described as irrational conditions.

The joint statement also said Malaysia planned to introduce a technology-driven, AI-based recruitment system aimed at reducing intermediaries, lowering costs and ensuring employers bear recruitment expenses under the International Labour Organisation's Employer Pays Principle.

Bangladesh expressed support for the initiative, but Fakhrul Islam questioned whether the "zero-cost migration" concept could become another avenue for syndicate control.

Stakeholders argue that dismantling syndicates is possible if Bangladesh adopts a firm negotiating position. They point to Nepal, which reportedly resisted similar pressure while continuing to send workers to Malaysia without syndicate control.

"Malaysia alone cannot impose a syndicate. Bangladesh can prevent it if it wants to," said RMMRU founding chair Dr Tasneem Siddiqui.

Before 2008, Bangladeshi workers could secure jobs in Malaysia by paying recruiters between Tk1.8 lakh and Tk2.2 lakh. By May 2024, the cost had risen to nearly Tk6 lakh despite the Ministry of Expatriates' Welfare fixing the official migration cost at Tk79,000.

Baira sources estimate that the syndicate of 100 agencies siphoned off at least Tk14,000 crore after the market reopened in August 2022.

প্রথম আলো

...বার ৯ জুন ২০২৬, ২

ব্যবসায় মন্দা, কর্মসংস্থান কম, চোখ বাজেটে

বাজেট ২০২৬-২৭

বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি ব্যবসার খরচ কমাতে বাজেটে বেশ কিছু উদ্যোগ থাকতে পারে।

শুভংকর কর্মকার ও শফিকুল ইসলাম, *ঢাকা*

সাভারের লিটল স্টার স্পিনিং মিলস একটি রপ্তানিমুখী সুতা উৎপাদনের কারখানা। এটি চালাতে গ্যাস লাগে।

মালিকপক্ষ জানিয়েছে, তাঁদের কারখানায় গ্যাসের অনুমোদিত চাপ ১০ পিএসআই (গ্যাসের চাপ পরিমাপের একক)। তবে তাঁরা পান দেড় থেকে দুই পিএসআই।

গ্যাস না পেয়ে কারখানাটির কর্তৃপক্ষ সৌরবিদ্যুৎ ও ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের ব্যবস্থায় ১২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। তবু বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সমস্যার সমাধান হয়নি। কারখানাটি উৎপাদন সক্ষমতায় ৬০ শতাংশ ব্যবহার করতে পারছে।

লিটল স্টার গ্রুপের চেয়ারম্যান খোরশেদ আলম প্রথম আলোকে বলেন, 'শুধু গ্যাস-সংকটের কারণে গত চার বছরে আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রায় আড়াই শ কোটি টাকার উৎপাদন ক্ষতি হয়েছে।'

গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই দেশের অধিকাংশ শিল্পকারখানা ভুগছে। এর মধ্যে ২০২৪ সালের জুলাই থেকে দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন ও রূপান্তর ঘটে। গত ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে একটি স্থিতিশীলতা এসেছে। কিন্তু এরপরই শুরু হয় ইরান যুদ্ধ। বেড়ে যায় জ্বালানির দাম।

দেশি বিনিয়োগের চিত্র

	২০২৪-২৫ *	২০২৫-২৬ *	প্রবৃদ্ধি
মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি	১৪৪	১৪০	-৩.০৭ %
শিল্পের মধ্যবর্তী কাঁচামাল আমদানি	৩৪৪	৩০০	-১২.৯৩%

সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই)

	২০২৪-২৫ *	২০২৫-২৬ *	প্রবৃদ্ধি
নিট এফডিআই	১৩১.৬	১০০.৬	-২৩.৫৬%

বি. দ্র. মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানিতে ঋণপত্র খোলা এবং কাঁচামাল আমদানিতে ঋণপত্রের নিষ্পত্তি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

*জুলাই-মার্চ

হিসাব: কোটি ডলারে

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

অন্যদিকে দেশ দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে রয়েছে। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় পণ্যের চাহিদা কমতির দিকে। সব মিলিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাভাব। নতুন বিনিয়োগ কম। চলছে ব্যয় সাশ্রয় ও কর্মী ছাঁটাই। নতুন নিয়োগের সংখ্যা প্রত্যাশা অনুযায়ী নয়।

এমন প্রেক্ষাপটে ১১ জুন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ঘোষণা করবেন। এটিই নতুন সরকারের প্রথম বাজেট হতে যাচ্ছে।

ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে ব্যবসায় গতি ফেরানো, বিনিয়োগ চাঙা করা এবং কর্মসংস্থান বাড়ানোই এখন সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ। এ বিষয়ে সরকার কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকে নজর থাকবে সবার।

জানতে চাইলে দেশের সুপরিচিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আনোয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান মানোয়ার হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রথমেই সরকারের উপলব্ধি করা দরকার, দেশের অর্থনীতি এখনো সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। এই অর্থনীতির সুস্থ হয়ে উঠতে সময় লাগবে। তিনি বলেন, নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের আগে বর্তমানে সংকটে থাকা বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে বিদ্যমান বিনিয়োগই অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক অবদান রাখার পরিবর্তে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

বিনিয়োগের কী হাল

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে বিনিয়োগকে দেখা হয় মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির অনুপাতে। তিন বছর ধরে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ ধারাবাহিকভাবে কমছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন ৭০

ব্যবসায় মন্দা, কর্মসংস্থান কম, চোখ বাজেটে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের হার ছিল ২৪ দশমিক ৫২ শতাংশ। পরের দুই অর্থবছরে কমে হয় যথাক্রমে ২৪ দশমিক ১৮ এবং ২৩ দশমিক ৯৬ শতাংশ। সর্বশেষ গত অর্থবছরের (২০২৪-২৫) সাময়িক হিসাবে জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের হার ছিল ২২ দশমিক ৪৮ শতাংশ, যা ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

দেশি-বিদেশি ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অবস্থা বোঝার জন্য কয়েকটি পরিসংখ্যানের দিকে চোখ বোলানো যেতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ঋণপত্র বা এলসি খোলা গত অর্থবছরের একই সময়ে তুলনায় প্রায় ৩ শতাংশ কমেছে। একইভাবে মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানির ঋণপত্র নিষ্পত্তি কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ। ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তি কম হওয়ার অর্থ হচ্ছে, নতুন বিনিয়োগ বা সম্প্রসারণ কমেছে।

উচ্চ সুদের হার ও বৈশ্বিক অস্থিরতার বেসরকারি খাতে ঋণ নেওয়া রেকর্ড পরিমাণ কমেছে। গত এপ্রিলে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ। এই হার সাধারণত ১০ শতাংশের ওপরে থাকে।

বিষয়টি নিয়ে এনপলি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রিয়াদ মাহমুদ *প্রথম আলোকে* বলেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ব্যবসা অর্ধেক কমে গিয়েছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হলেও স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ব্যবসা এখনো ১৮-২০ শতাংশ কম। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা কম থাকায় প্রতিষ্ঠানে চলতি মূলধনে টান পড়েছে।

ব্যবসার পরিবেশে উন্নতি নেই

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি কমে যাওয়ার বিষয় পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স বা পিএমআই সূচকেও উঠে এসেছে। অর্থনীতির প্রধান চার খাত—উৎপাদন, কৃষি, নির্মাণ ও সেবা নিয়ে এই সূচক প্রণয়ন করা হয়। পিএমআই অনুযায়ী, গত জানুয়ারিতে অর্থনীতি সম্প্রসারণের গতি কমেছিল। পরের মাসে গতি কিছুটা বাড়লেও মার্চে কমে। গত এপ্রিলে পিএমআই সূচকের মান সামান্য বেড়ে হয় ৫৪ দশমিক ৫ পয়েন্ট।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) একাধিক সূত্র জানিয়েছে, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি ব্যবসার খরচ কমাতে বাজেটে বেশ কিছু উদ্যোগ থাকবে। অন্তত ১৯ ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম আয়কর (এআইটি) ও স্থানীয় পর্যায়ে উৎসে করের হার কমানো হতে পারে। তরুণ ও নারী উদ্যোক্তাদের কর ছাড়ের সুবিধা দিতে পারে সরকার। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যে যেসব লাইসেন্স ও অনুমোদন লাগে, সেগুলো স্বল্প সময়ে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে একগুচ্ছ ঘোষণাও থাকতে পারে বাজেটে।

জিডিপির অনুপাতে বিনিয়োগ

২০২১-২২	২৪.৫২%
২০২২-২৩	২৪.১৮%
২০২৩-২৪	২৩.৯৬%
২০২৪-২৫	২২.৪৮%

বাজেটের আগেই দেশের অর্থনীতিতে গতি ফেরাতে ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা তহবিল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা বন্ধ শিল্পকারখানার জন্য থাকছে। এই ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা তহবিল থেকে গড়ে ৭ শতাংশ সুদে ঋণ পাবে বেসরকারি খাত।

এফডিআই নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটেনি

বেসরকারি বিনিয়োগের মধ্যে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে দীর্ঘদিন ধরেই এফডিআইয়ে গতি নেই। অন্তর্বর্তী সরকার কিছু চেষ্টা করলেও ইতিবাচক কোনো প্রভাব পড়েনি। নতুন সরকারও চেষ্টা করছে। তবে চলমান ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শিগগিরই এফডিআইয়ে গতি পাবে, এমনটা কেউ বলতে পারছে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ৯ (জুলাই-মার্চ) মাসে ১০০ কোটি ৬০ লাখ ডলারের নিট বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ১৩১ কোটি ৬০ লাখ ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ। তার মানে চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে নিট বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে সাড়ে ২৩ শতাংশ।

কয়েকজন উদ্যোক্তা বলেন, দেশের ব্যবসায়ীরা গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট, ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদহারসহ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। দেশি উদ্যোক্তাদের ব্যবসা যদি মসৃণ হয়, তাহলে বিদেশি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে উৎসাহী হন।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সরকার ১৮০ দিনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ২৫টি অগ্রাধিকারমূলক উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিনিয়োগ সেবা আরও সহজ করতে বিডা, বেজা, বেপজা, পিপিপিএ এবং হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের মতো বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে একীভূত করা; চীনে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ও বিনিয়োগ প্রবাহ বাড়াতে সেখানে বিডার অফিস চালু ইত্যাদি।

আশিক চৌধুরীর মতে, সামগ্রিকভাবে এই পরিকল্পনা বিনিয়োগের একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে সহায়ক হবে।

কর্মসংস্থান পরিস্থিতি

ঈদের ছুটির পর সাভারে আল-মুসলিম গ্রুপের ৭ পোশাক কারখানার মোট ১ হাজার ৮৬৮ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। শুধু আল-মুসলিম নয়, চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে ছয়টি শিল্পাঞ্চলে কয়েক হাজার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।

একদিকে ছাঁটাই হচ্ছে, অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে গতি কম থাকায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে কম, মত বিশ্লেষকদের। তাতে বেকার পরিস্থিতি আগের চেয়েও খারাপ হচ্ছে। ২০২৪ সাল শেষে দেশে বেকারের সংখ্যা ২৭ লাখ। তার আগের বছর (২০২৩ সাল) এই সংখ্যা ছিল সাড়ে ২৫ লাখ। গত বছরের হিসাব এখনো প্রকাশ করেনি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম মাসরুর রিয়াজ *প্রথম আলোকে* বলেন, যেকোনো উপায়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতি কমাতে হবে। কারণ, উচ্চ মূল্যস্ফীতি চাহিদা কমিয়ে রাখে। তা ছাড়া মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকলে টাকার অবমূল্যায়নে চাপ বাড়বে। সেটি হলে আমদানি ব্যয় বাড়বে। তাতে ব্যবসার খরচ বাড়বে। তাঁর মতে, জ্বালানিসংকট মোকাবিলায় মধ্য মেয়াদে সক্ষমতা বাড়াতে হবে। সৌরবিদ্যুতের উৎপাদন বাড়াতে হবে। নতুন কূপ খনন করার মাধ্যমে জ্বালানি নিয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে আস্থা ফেরাতে হবে।

এম মাসরুর রিয়াজ আরও বলেন, ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ সহজ করার কাজ শুরু করতে হবে। যেসব সমস্যা বেশি ভোগাচ্ছে, সেগুলো আগে সমাধান করতে হবে।

সমকাল
রোববার । ২১ জুন ২০২৬

মালয়েশিয়ায় ১১৮ বাংলাদেশিসহ ১৮৬ অভিবাসী আটক

■ সমকাল ডেস্ক

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে এক বিশেষ অভিযানে ১১৮ জন বাংলাদেশিসহ ১৮৬ জন অবৈধ অভিবাসীকে আটক করা হয়েছে। গত শুক্রবার মধ্যরাতে পুডু মার্কেট এলাকার একটি বহুতল ভবনে এই আকস্মিক অভিযান চালায় দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ।

ফ্রি মালয়েশিয়া টুডের খবরে বলা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে অনেক বিদেশি নাগরিক বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করেন। তবে যৌথ বাহিনী তাদের আটক করতে সক্ষম হয়। অভিযানে ইমিগ্রেশন বিভাগ, পুলিশ ও সিটি হলের মোট ১৩৭ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

অভিযান চলাকালে ওই ভবনে থাকা মোট ৩২০ জন বিদেশি নাগরিকের কাগজপত্র যাচাই করা হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন অপরাধে ১৮৬ জনকে আটক করে ইমিগ্রেশন বিভাগ। আটকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১১৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক। এ ছাড়া ২৮ জন ইন্দোনেশিয়ান, ২৬ জন মিয়ানমারের এবং পাঁচজন ভিয়েতনামের। বাকিদের মধ্যে চারজন নেপালি, দুজন ভারতীয়, দুজন চীনা ও একজন পাকিস্তানি নাগরিক রয়েছেন।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, আটকদের অনেকেরই ভিসার মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। আবার অনেকের কাছে দেশটিতে বসবাসের কোনো বৈধ নথিপত্র বা পাসপোর্ট ছিল না।

তাদের বিরুদ্ধে মালয়েশীয় ইমিগ্রেশন আইনের বিভিন্ন ধারায় তদন্ত শুরু হয়েছে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবাইকে ইমিগ্রেশন ডিপোতে পাঠানো হয়েছে।

THE BUSINESS STANDARD WEDNESDAY 03.06.2026

Free raw material import, 3-year bond licence for non-RMG likely

BUDGET FY27

REYAD HOSSAIN AND SHAIKH ABDULLAH

The government is considering a package of fresh facilities for non-RMG export sectors in the upcoming budget as part of efforts to diversify exports and reduce dependence on the garment industry.

One of the key measures under consideration is transferring the authority to issue utility declarations (UDs) – which determine exporters' raw material entitlement – from customs bond offices to relevant trade associations. Initially, this authority may be granted to associations representing terry towel and home textile exporters, as well as leather goods exporters.

Under the proposed system, association members would no longer need to visit customs bond commissionerate offices to obtain UDs. Instead, they would be able to secure raw material entitlement certificates directly from their respective associations.

The move is expected to reduce harassment and lower additional business costs.

The government is also considering extending to non-RMG exporters the facility of importing raw materials free of cost (FOC) from foreign buyers, a benefit currently available to garment exporters.

In some cases, buyers provide the manufacturer the raw materials, and pay only the manufacturing cost.

In addition, the validity period of bond licences for non-RMG exporters may be extended from one year to three years, similar to the arrangement for the garment sector.

The meeting was attended by Finance and Planning Adviser Dr Rashed Al Mahmud Titumir, the finance secretary and senior officials of the National Board of Revenue (NBR).

An NBR senior official who attended the meeting told The Business Standard on condition of anonymity, "The government's intention is to gradually hand over

According to sources present at a policy-level meeting held at the finance ministry yesterday, these decisions were discussed and approved in principle.

Some of the measures may be formally announced in the upcoming budget proposal, the sources said.

UD issuance authority to more associations. Initially, considering institutional capacity, the Terry Towel Association and the leather goods exporters' association are likely to receive this authority."

The official added that the government has taken a positive stance on granting FOC facilities to non-RMG exporters.

"To implement this, amendments will be required to the Import Policy Order (IPO), which falls under the jurisdiction of the commerce ministry," he said.

Attempts to contact Dr Rashed Al Mahmud Titumir for comment were unsuccessful.

Currently, while some leather goods exporters enjoy bond licence facilities, they still need to obtain permissions or utility permits (UPs) from customs bond commissionerate offices to import raw materials.

Exporters have long alleged that obtaining each utility permit involves additional costs and unofficial payments. Similar complaints have also been raised regarding the process of obtaining bond licences from customs bond offices.

To address such issues, the authority to issue UDs was previously delegated to the garment sector's two major associations, BGMEA and BKMEA.

Other export associations have since been demanding the same facility.

Non-RMG exporters believe extending the facility to additional associations would help reduce harassment and improve the business environment.

দেশ রূপান্তর বৃহস্পতিবার, ২৫ জুন ২০২৬,

২৩ জুন পর্যন্ত রেমিট্যান্সে ১৭.৮% প্রবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রবাসী আয়ের প্রবাহে ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রয়েছে। অর্থবছরের প্রথম ১১ মাস ২৩ দিনে দেশে প্রায় ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭.৮ শতাংশ বেশি।

গতকাল বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খানের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের জুলাই থেকে চলতি বছরের ২৩ জুন পর্যন্ত প্রবাসীরা দেশে মোট ৩ হাজার ৪৯৯ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার পাঠিয়েছেন। আগের অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ২ হাজার ৯৭১ কোটি ৫০ লাখ ডলার। সে হিসাবে এক বছরে প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি জুন মাসের প্রথম ২৩ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ২২৩ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার। গত বছরের একই সময়ে এসেছিল ২২০ কোটি ৯০ লাখ ডলার। ফলে মাসভিত্তিক হিসাবে জুনের ২৩ দিন পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহে ১ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এদিকে শুধু ২৩ জুন এক দিনেই প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ৮ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলার।

ব্যাংকাররা বলছেন, বৈধ চ্যানেলে অর্থ পাঠাতে প্রবাসীদের আগ্রহ বৃদ্ধি, ব্যাংকিং সেবার সম্প্রসারণ এবং সরকারের দেওয়া প্রণোদনার ইতিবাচক প্রভাব রেমিট্যান্স প্রবাহে প্রতিফলিত হচ্ছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি দেশের আমদানি ব্যয় মেটানো ও সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে প্রবাসী আয়। চলতি অর্থবছরের শেষ সপ্তাহে এসে রেমিট্যান্সের এ ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি দেশের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় স্বস্তি এনে দিয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রথম আলো

সোমবার, ২২ জুন ২০২৬, ৮

শ্রমবাজারের সঙ্গে গুরুত্ব পাবে বিনিয়োগ-বাণিজ্য

প্রধানমন্ত্রীর প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর

বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর যৌথ সংবাদ সম্মেলন আজ।

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। সঙ্গে সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান। গতকাল দুপুরে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ছবি : বাসস

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আজ সোমবার সকালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে পুত্রাজায়ায় আনুষ্ঠানিক বৈঠকে অংশ নেবেন। দুই দেশের সম্পর্ক জোরদারে শ্রমবাজারের পাশাপাশি বাণিজ্য, বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, জ্বালানি সহযোগিতা, হালাল অর্থনীতি, সেমিকন্ডাক্টর শিল্প এবং কৃষি, শিক্ষা ও জনযোগাযোগের মতো বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে।

ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনে জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার চার মাস পর তারেক রহমান প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশে গেলেন। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের আমন্ত্রণে তিনি গতকাল স্থানীয় সময় রাত পৌনে নয়টায় কুয়ালালামপুরে পৌঁছান।

বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান মালয়েশিয়ার ধর্মমন্ত্রী জুলকিফলি হাসান এবং তাঁর সহধর্মিণী। লালগালিচা সংবর্ধনার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

এরপর বিমানবন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ মোটর শোভাযাত্রাসহকারে কুয়ালালামপুরের 'শাংগ্রি লা' হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়; সফরে প্রধানমন্ত্রী, তাঁর সহধর্মিণী ও সফরসঙ্গীরা এই হোটেলে থাকবেন।

দুই দিনের সফরের দ্বিতীয় দিনে আজ তারেক রহমান আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রথমে একান্তে ও পরে প্রতিনিধি পর্যায়ে বৈঠকে বসবেন। বৈঠক শেষে দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারকসহ বেশ কয়েকটি দলিল সইয়ের কথা রয়েছে। এরপর দুই প্রধানমন্ত্রী যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেবেন।

আজ মালয়েশিয়ার রাজধানী পুত্রাজায়ায় ব্যস্ত সময় কাটাবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পর তিনি তাঁর সম্মানে প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের দেওয়া রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় অংশ নেবেন। এরপর তিনি সাক্ষাৎ করবেন মালয়েশিয়ার রাজা সুলতান ইব্রাহিম সুলতান ইস্কান্দরের সঙ্গে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মালয়েশিয়া সফরে গেছেন সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান। সফরসঙ্গীদের মধ্যে আরও আছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিন, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং প্রধানমন্ত্রীর ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ।

আজ বিকেলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পাঁচ দিনের সফরে চীনের উদ্দেশে কুয়ালালামপুর ছেড়ে যাবেন।

কেন প্রথম সফরে মালয়েশিয়া

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ভারত, মালয়েশিয়া ও চীন—তিন দেশই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। একপর্যায়ে প্রথম সফর চীনে হবে, এমন আভাসও ছিল। তবে সূত্রগুলো বলছে, আঞ্চলিক ভূরাজনীতি এবং ভারত-চীন প্রতিযোগিতার বাস্তবতায় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বিদেশ সফরের গন্তব্য নির্ধারণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছে সরকার। সে কারণে দিল্লি বা বেইজিংয়ের পরিবর্তে তৃতীয় একটি দেশকে বেছে নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রধানমন্ত্রীর প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরের গন্তব্য শুধু প্রটোকলের বিষয় নয়; এটি নতুন সরকারের পররাষ্ট্রনীতির অগ্রাধিকারেরও একটি প্রতীকী বার্তা। সেই বিবেচনায় ভারত বা চীনের পরিবর্তে মালয়েশিয়াকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা যেতে পারে।

চীন কিংবা ভারতের পরিবর্তে ...য়াকে প্রথম সফরের জন্য বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে দুই দেশের সম্পর্কের ঐতিহাসিক ধারা, দ্বিপক্ষীয় যুক্ততা এবং আসিয়ানে মালয়েশিয়ার প্রভাব—এ বিষয়গুলো সরকার বিবেচনায় নিয়েছে।

ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের (বিআইপিএসএস) প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল (অব.) আ ন ম মুনীরুজ্জামানের মতে, সামগ্রিক কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিলে প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মালয়েশিয়াকে বেছে নেওয়া ইতিবাচক। দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাষ্ট্র মালয়েশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য, ... অর্থনীতিসহ নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতা উত্তরোত্তর বা... বাংলাদেশের কর্মীদের জন্য মুসলিম দেশটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য।

শ্রমবাজার থেকে প্রযুক্তি

বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় পরিসরে না দেখে এক বা একাধিক ইস্যুর প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করা হয়। ফলে দুই দেশের সম্পর্কের বিস্তৃতি ও সম্ভাবনা অনেক সময় আড়ালে চলে যায়। যেমন মালয়েশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনায় এলে বাংলাদেশ থেকে কর্মী পাঠানো কিংবা শ্রমবাজারের ইস্যুতে সবার মনোযোগ থাকে।

এক দশক ধরে বিদেশে বাংলাদেশের নতুন কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সৌদি আরবের পর দ্বিতীয় প্রধান গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে মালয়েশিয়া।

মালয়েশিয়ায় অতীতে এবং এখন বিশেষায়িত কাজ করছেন, এমন বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়ায় বৈধ ও অবৈধ মিলিয়ে প্রায় ১০ লাখ বাংলাদেশি কর্মী কাজ করছেন। দেশটি শিল্পায়নের নতুন পরিকল্পনা নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাস্টারপ্ল্যান বা এনআইএমপি ২০৩০ ঘোষণা করেছে। ওই উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তির শিল্প উৎপাদন। এতে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতের পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক বিকাশের কথা বলা হচ্ছে।

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার মঞ্জুরুল করিম খান চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন শিল্পনীতির কারণে দেশটিতে কর্মী নিয়োগের চিরাচরিত ধরন পাল্টে যাচ্ছে। বাংলাদেশ যে ধরনের কর্মী পাঠায়, সেই বাজার সংকুচিত হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ ও আধা দক্ষ কর্মী নিয়োগের বিষয়ে আমরা যোগাযোগ শুরু করেছি। বিশেষ করে বাংলাদেশের কর্মীদের সুরক্ষা এবং কল্যাণের বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।'

জানা গেছে, দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীদের আলোচনায় বাংলাদেশ থেকে কর্মী পাঠানো, বৈধ নিয়োগ, কর্মীদের অধিকার এবং নতুন সুযোগ তৈরি—এসব বিষয় গুরুত্ব পাবে।

ঢাকা ও কুয়ালালামপুরের সূত্রগুলো জানিয়েছে, কর্মী নিয়োগ আর ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষা খাতে সহযোগিতার বিষয়ে মালয়েশিয়া বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

বাংলাদেশের একাধিক কূটনীতিক এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম শিক্ষা খাতে দুই দেশের সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের অন্তত ১১ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন মালয়েশিয়ায়। দেশটিতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশিদের সংখ্যা দ্বিতীয়। সেখানে এখন চীনের শিক্ষার্থী প্রায় ৬২ হাজার।

শিক্ষা খাতে সহযোগিতার ক্ষেত্রে দুই দেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী বিনিময়, যৌথ গবেষণা এবং মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগের বিষয়গুলো নিয়ে দুই দেশ আলোচনা করছে।

জ্বালানি ও বন্দরে বিনিয়োগের সুযোগ

মালয়েশিয়া বাংলাদেশের কাছে শুধু শ্রমবাজার নয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ অংশীদারও। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিয়োগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়া গুরুত্বপূর্ণ। রবি আজিয়াটার মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের ... খাতে বিনিয়োগ করে আসছে মালয়েশিয়া। ফলে শিক্ষা খাতের পাশাপাশি ডিজিটাল অবকাঠামো, শিল্প ও প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতার সুযোগও রয়েছে।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশে বন্দরে বিনিয়োগ, বিমানবন্দরের সক্ষমতার বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি উৎপাদনে বিনিয়োগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে মালয়েশিয়ার শীর্ষ তিন প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের আলোচনার কথা রয়েছে। আজ দুপুরে কুয়ালালামপুরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের পৃথকভাবে দেখা করার কথা রয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন মালয়েশিয়ার বন্দর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান এমএমসি পোর্টসের চেয়ারম্যান তাজুউদ্দিন আতান, উড়োজাহাজ পরিচালনা প্রতিষ্ঠান এয়ার এশিয়ার চেয়ারম্যান জামালউদ্দিন ইব্রাহিম ও রাষ্ট্রায়ত্ত তেল ও গ্যাস উৎপাদনকারী সংস্থা পেট্রোনাস গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বাকী সালেহ।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সহযোগিতার পরিসর বড়

বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার সম্পর্কের শুরু ১৯৭২ সাল থেকে। দুই দেশের অগ্রাধিকার এবং অভিন্ন দ্বিপক্ষীয় বিষয়ের পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে কিছু মিল আছে। যেমন রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মালয়েশিয়া দীর্ঘদিন ধরেই যুক্ত আছে। সংখ্যায় বাংলাদেশের তুলনায় কম হলেও দেশটিতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উপস্থিতি আছে। তাই এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই সহযোগী হিসেবে কাজ করছে মালয়েশিয়া।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ বেশ কিছুদিন ধরেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সহযোগিতা সংস্থা আসিয়ানে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিশেষ করে আসিয়ানের সংলাপ অংশীদার এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক চুক্তি আঞ্চলিক সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্বে (আরসেপ) যুক্ত হতে চাইছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রীর সফরে আসিয়ানে এবং আরসেপে বাংলাদেশে যুক্ততার বিষয়ে মালয়েশিয়ার সক্রিয় সহযোগিতা চাওয়া হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ এক দশকের বেশি সময় ধরে (২০১৩-২৪) মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব মালয়া ও মোনাশ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর মতে, দুই দেশের সম্পর্ককে শুধু প্রবাসী শ্রমের কাঠামোয় না দেখে 'দক্ষতা, শিক্ষা ও প্রযুক্তিনির্ভর অংশীদারত্বের' প্রেক্ষাপটে দেখা প্রয়োজন।

এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন, উচ্চশিক্ষা, দক্ষ জনশক্তি, প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হতে পারে বাংলাদেশ। মালয়েশিয়া যদি উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তরের লক্ষ্য পূরণ করতে চায়, তাহলে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষকদের সম্পৃক্ত করার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিকস শিল্প এবং উৎপাদন খাতে দুই দেশের সহযোগিতা নতুন মাত্রা পেতে পারে।

যুগান্তর | শনিবার ২০ জুন ২০২৬
৬ আষাঢ় ১৪৩৩

সরকারি জুট মিলের করুণদশা

লিজ দিয়েও স্বপ্ন ফিকে কর্মসংস্থানের

শাহেদ সিদ্দিকী

দেশের ২৫টি সরকারি জুট মিল নিয়ে বিপাকে আছে সরকার। এগুলোর মধ্যে গত চার বছরে বেসরকারি খাতে লিজ দেওয়া গেছে ১৪টি মিল। কিন্তু কারখানা এখন পর্যন্ত চালু হয়েছে মাত্র ছয়টি মিলে। আবার এই ১৪টি মিলের মধ্যে চারটি মিল লিজ বাতিলের চিন্তা করছে সরকার। কারণ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেখানে শিল্পকারখানা বসানো হয়নি। আবার অনেকে শর্ত অনুযায়ী কর্মসংস্থানও করেনি। ওই চার জুট মিল হচ্ছে হাফিজ জুট মিলস, গালফা হাবিব লিমিটেড, গুল আহমদ জুট মিলস এবং আর আর জুট মিলস। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, চার জুট মিল দেওয়া হয়েছিল মূলত শিল্পপ্রতিষ্ঠান করে বেশি বেশি কর্মসংস্থান করতে। কিন্তু তারা এখন কন্টেইনার টার্মিনাল করতে চায়। এটা জুট মিলে সম্ভব নয়।

প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় চার মিলের লিজ বাতিলের চিন্তা

জানা গেছে, শত শত একর জমি পড়ে থাকলেও সরকার সঠিক উদ্যোক্তা খুঁজে পাচ্ছে না। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কারণ সরকার বন্ধ হওয়া জুট মিলগুলোতে শ্রমঘন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে দেশের কর্মসংস্থান বাড়াতে চাইছে। তবে প্রথমবারের মতো সরকার চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের আওতাধীন আমিন জুট মিলের ৩৩ দশমিক ৬৪ একর জমি লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি চেয়েছে পাট মন্ত্রণালয়। সদ্য সাবেক পাট সচিব আব্দুন নাসের খান যুগান্তরকে বলেন, অনেক উদ্যোক্তা সরকারের শর্ত মেনে জুট মিলগুলো লিজ নিয়েছেন। কিন্তু সেই শর্ত অনুযায়ী তারা শিল্পপ্রতিষ্ঠান সেখানে বসাতে পারেননি। এখন সরকার এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

আব্দুন নাসের খান গত সপ্তাহে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাবে বদলি হয়েছেন। বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের (বিজেএমসি) চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. কবির উদ্দিন সিকদার টেলিফোনে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

২০২০ সালের ১ জুলাই লোকসানের কারণে বিজেএমসির ২৬টি জুট মিল বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেগুলোর বেসরকারি খাতে দীর্ঘমেয়াদে লিজের সিদ্ধান্ত নেয় আওয়ামী লীগ সরকার। এই ২৬টি জুট মিলের মধ্যে জুটো ফাইবার গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ঢাকাই মসলিন হাউজ বসাতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আইনগত জটিলতা ও সিটি করপোরেশনের আওতাভুক্ত হওয়ায় বাকি ২৫টির মধ্যে চারটি মিল বেসরকারি খাতে লিজ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেগুলো হচ্ছে বাগদাদা—ঢাকা কার্পেট ফ্যাক্টরি, আলীম জুট মিলস, করিম জুট মিলস ও লতিফ জুট মিলস।

জানা গেছে, বাকি জুট মিলের মধ্যে মোটামুটি ভালো আছে নরসিংদীর বাংলাদেশ জুট মিলস। এই মিলের ৭৭ একর জমির মধ্যে টিকে গ্রুপের জুট

লিজ দিয়েও স্বপ্ন ফিকে কর্মসংস্থানের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অ্যালায়েন্স লিমিটেড ৩৪ দশমিক ৩৫ একর এবং প্রাণ গ্রুপের প্রাণ ফুড লিমিটেড ৩ দশমিক ২৯৬ একর জমিতে কারখানা করেছে। দুটি কারখানা চালু আছে। জুট অ্যালায়েন্স প্রতি বর্গফুট ৫ দশমিক ০৫৯ টাকা এবং প্রাণ ফুড ২ দশমিক ৫০ টাকা ভাড়ায় এই জমি লিজ নিয়েছে।

যশোরের রাজঘাটে জুট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ৮১ একর জমির মধ্যে ২৭ দশমিক ৪০ একর জমি ৩০ বছরের জন্য লিজ নিয়েছে আকিজ জুট মিলস লিমিটেড। প্রতি বর্গফুট তারা ভাড়া দিচ্ছে ২ দশমিক ৫২ টাকা। আকিজের এই কারখানা চালু আছে।

খুলনার আরেক জুট মিল দৌলতপুর জুট মিলস। ২২ একরের মধ্যে ১৩ দশমিক ৮০ একর জমি ভাড়া নিয়ে কারখানা করেছিল ইউনিওয়ার্ল্ড ফুটওয়্যার টেকনোলজি লিমিটেড। ২০২৩ সালে তারা ৩০ বছরের জন্য লিজ নিয়ে ফ্যাক্টরিও চালু করেছিল। কিন্তু গত ঈদুল ফিতরের পর সেটি বন্ধ আছে। যশোরের কার্পেটিং জুট মিলস ২০২৪ সালে ৩০ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয় রিগাল জুট লিমিটেডকে। সেটির প্রতি বর্গফুট ভাড়া ১ দশমিক ৭০ টাকা। এটি পুরোদমে চালু আছে।

চট্টগ্রামের মিলস ফারনিশিংস লিমিটেড ২০২৩ সালে লিজ দেওয়া হয়েছিল ফোর এমারেল্ড এক্সেসরিজ নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে। রপ্তানি নির্ভর এই শিল্প কারখানার বন্ড লাইসেন্স সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এটি এখনো চালু হয়নি। চট্টগ্রামের আরও একটি জুট মিলস গালফ্রা হাবিব জুট মিল। ২০২৩ সালে প্রতি বর্গফুট ১ দশমিক ৫৫ টাকায় এটি লিজ নিয়েছিল শফি মোটরস নামে একটি প্রতিষ্ঠান। সেখানে কিছু কারখানা চালু করে এখন তারা সরকারকে জানিয়েছে ওই জায়গায় ব্যবসার ধরন বদলাতে চায় তারা। সেখানে গড়ে তুলতে চায় কন্টেইনার টার্মিনাল। কিন্তু সরকার তার অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারে নেতিবাচক বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। একই ভাবে চট্টগ্রামের কেডিএস গ্রুপ গুল আহমেদ জুট মিল লিজ নিয়েছিল ২০২৩ সালে। ওই জুট মিলে পানির স্তর অনেক নিচে। তাই তারা সেখানে কনটেইনার টার্মিনাল করার আগ্রহ দেখিয়েছে সরকারকে।

নরসিংদীর ইউএমসি জুট মিল ২০২৩ সালে লিজ নেয় বি সুয়েটারস নামে এক প্রতিষ্ঠান। সেটি এখন চালু আছে। খুলনার খালিশপুর জুট মিল ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে লিজ নেয় রেডিয়েন্ট ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেড। এই জুট মিলের একটি ইউনিটে কিছু উৎপাদন করা হলেও বাকি দুটি ইউনিট এখনো চালু হয়নি। খুলনার ইস্টার্ন জুট মিলস ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বরাদ্দ দেওয়া হয় আটলান্টিক জুট লিমিটেডকে। সেটি এখন চালু আছে। চট্টগ্রামের আর আর জুট মিল লিজ নিয়েছিল প্রাণ গ্রুপের হাবিগঞ্জ অ্যাগ্রোকে। ফার্নিচার ফ্যাক্টরির পর এখন সেখানে কনটেইনার টার্মিনাল করতে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সরকার এই ব্যাপারে নেতিবাচক। চট্টগ্রামের হাফিজ জুট মিলসকে ২০২৫ সালে লিজ দেওয়া হয় চট্টগ্রাম ডেনিমকে। সেটিতে এখনো পুরোনো যন্ত্রপাতি পড়ে রয়েছে। চালু হয়নি কোনো কারখানা। রাজশাহী জুট মিলস প্রাণ আরএফএলের বঙ্গ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেডকে দেওয়া হয়। এটির ফুডওয়্যার এবং এক্সেসরিস উৎপাদন কার্যক্রম চলছে। খুলনার ক্রিসেন্ট জুট মিলস ২০২৫ সালে লিজ দেওয়া হয় বিশ্বাস পোলট্রি এবং ফিশারিজ কোম্পানিকে। ২৯ জানুয়ারি (২০২৬) তাদের মিল বুঝে নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়। কিন্তু এখনো সেটি দখল হস্তান্তর হয়নি।

এ ছাড়া বাকি প্লাটিনাম জুবেলি জুট মিলস, জাতীয় জুট মিলস এবং স্টার জুট মিলস লিজ নিতে কয়েকটি বেসরকারি কোম্পানি আগ্রহ দেখিয়েছে। তাদের সেই দরপত্রের মূল্যায়ন চলছে বলে জানা গেছে। কিন্তু এখনো বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে ২৯ এপ্রিল আন্তঃমন্ত্রণালয় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকও হয়েছে।

এছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনা কো-অপারেটিভ জুট মিলস দ্বিতীয় দফা লিজ দিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। সেখানে কয়েকটি বেসরকারি কোম্পানি অংশ নিলেও এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

চট্টগ্রামের কেএফডি লিমিটেড বরাদ্দ দিতে দরপত্র দেওয়া হয়েছে। সেখানে তিনটি বেসরকারি কোম্পানি অংশ নিয়েছে। কিন্তু এখনো চূড়ান্ত বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া চট্টগ্রামের এম এম জুট মিলস একাধিকবার দরপত্র দিয়েও লিজ দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এটি এখন বিজেএমসি বিকল্পভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে।

জানা গেছে, বাগদাদ-ঢাকা কার্পেট জুট মিলসের জমির ব্যাপারে চট্টগ্রামের এ কে খান জুট মিলের মালিকানা নিয়ে মামলা আছে। এই কারণে দীর্ঘদিন ধরে এটি লিজ দিতে পারছে না সরকার।

সমকাল
৬ জুন ২০২৬

উৎসে কর নিয়ে বেশি উদ্বেগ তৈরি পোশাক খাতে

■ আবু হেনা মুহিব

প্রায় প্রতি বছর বাজেটে রপ্তানিমুখী পোশাক খাতের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকে উৎসে করের পরিবর্তনের বিষয়টি। রপ্তানির সময় পোশাকের দর অনুযায়ী এই কর কেটে রাখা হয়। বর্তমানে এই হার ১ শতাংশ। অর্থাৎ রপ্তানির পোশাকের দাম ১০০ টাকা হলে উৎসে কর হিসেবে ১ টাকা হারে কেটে রাখা হয়। রপ্তানিকারক উদ্যোক্তারা এই হারকে যথেষ্ট বেশি মনে করেন। নিয়ম হচ্ছে, অগ্রিম এই আয়কর বছর শেষে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য করের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে। অর্থাৎ এই ১ শতাংশ অন্যান্য কর থেকে বাদ দেওয়া হবে। রপ্তানিকারকরা বলছেন বাস্তবতা হচ্ছে, এই কর সমন্বয় করা হয় না। বছরের পর বছর ধরে উৎস কর নিয়ে এমন পরিস্থিতি চলছে।

এবারও বাজেটকে ঘিরে উদ্যোক্তা রপ্তানিকারকদের প্রধান উদ্বেগের এই নাম উৎসে কর। তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর পক্ষ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছে এ সম্পর্কিত দাবিটি জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে উৎসে কর বর্তমানের ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য দশমিক ৬৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে একই হারের উৎসে করকে 'চূড়ান্ত করদায়' হিসেবে বাস্তবায়ন করার দাবি তাদের। শূন্য দশমিক ৬৫ শতাংশের হার যেন অন্তত আগামী ৫ বছর পর্যন্ত বলবৎ রাখা হয়–সেই দাবিটিও করেছেন তারা।

গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে ঘোষিত অর্থবিলের মাধ্যমে তৈরি পোশাকশিল্পের জন্য উৎসে কর কর্তনের হার শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছিল। বর্তমান বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে তৈরি পোশাক রপ্তানি যে সংকটময় অবস্থায় রয়েছে, তা বিবেচনায় এই হারকে অত্যন্ত বেশি বলে মনে করেন উদ্যোক্তারা। পরিস্থিতি মাথায় রেখে উৎসে করের এই হার পুনর্বিবেচনা করা জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করেন তারা।

এর আগে বেশ কয়েক অর্থবছর বিভিন্ন বৈরী পরিস্থিতি বিবেচনায় এক বছর মেয়াদের জন্য কখনও শূন্য দশমিক ২৫, কখনও শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ হিসেবে উৎসে কর কর্তনের সুবিধা প্রস্তাব করা হয়েছে বাজেটে। পরে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে তা কার্যকর করা হতো। আয়কর অধ্যাদেশ অনুসারে, যে ব্যাংকের মাধ্যমে একজন রপ্তানিকারকের পণ্যের রপ্তানি আয় গৃহীত হয়, তা ক্রেডিট করার সময় মোট রপ্তানি আয়ের ১ শতাংশ হারে কর কর্তন করা হয়।

তৈরি পোশাক খাতের নিট ক্যাটেগরির পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সমকালকে বলেন, নিয়ম আছে উৎসে কর অন্যান্য করের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে। তবে আজ পর্যন্ত এরকম একটি নজিরও নেই যে, উৎসে কর অন্য কোনো করের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে

নিজের কারখানা এমবি নিটের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, উৎসে করের সমন্বয়ের পরিবর্তে রাজস্ব কর্মকর্তারা অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে উল্টো নানান হয়রানি করে থাকেন। দীর্ঘ দিন ধরে এ নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা সত্ত্বেও কোনো কূলকিনারা হয়নি।

তৈরি পোশাক খাতের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে বিকেএমইএ সভাপতি বলেন, বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ দ্বিমুখী সংকটের কারণে তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বজায় রাখতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন। অনেক কারখানা ইতোমধ্যে এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে না পেরে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের কর্মসংস্থান ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় তৈরি পোশাক খাতের জন্য উৎসে কর ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য ৬৫ শতাংশ করা, এটিকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করা এবং ব্যবসায়ী মহলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সুবিধার্থে এই নীতি আগামী ৫ বছর পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখার দাবি জানিয়েছেন তারা। এনবিআর চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান তিনি।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাক উৎপাদক এবং রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ফারুক হাসান সমকালকে বলেন, সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় উৎসে কর কমানোর দাবি বিবেচনায় নেওয়া খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। তা না হলে নতুন বিনিয়োগ আসবে না। কর্মসংস্থান কমবে। শ্রমিক ছাঁটাই করতে হবে হয়তো। কাজ, রপ্তানির আদেশ না থাকলে শ্রমিকদের বেতনের জোগান আসবে কোত্থেকে। অথচ টেকসই শিল্প এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য এখন শ্রমিকদের দক্ষ এবং অভিজ্ঞ করে তোলা প্রয়োজন। গত কয়েক মাসের ধারাবাহিকতায় আগামীতে রপ্তানিতে নেতিবাচক পরিস্থিতি অব্যাহত থেকে যাবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

পোশাক খাতে নানামুখী সংকট: উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে দেশের পোশাকশিল্প খাত একটি অত্যন্ত জটিল ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মুখোমুখি। আন্তর্জাতিক বাজারে নানামুখী চ্যালেঞ্জের কারণে পোশাক রপ্তানি কমেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুসারে, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে মে মাস পর্যন্ত সময়ে গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে পোশাক রপ্তানি ৩ দশমিক ৪১ শতাংশ কম হয়েছে। শুধু মে মাসে কমেছে ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ।

কারখানাগুলো তাদের পূর্ণ সক্ষমতা অনুযায়ী চলতে পারছে না। এর ফলে উৎপাদন কমলেও কারখানার স্থায়ী খরচ বা নির্ধারিত খরচ আনুপাতিক হারে বেড়েছে, যা সামগ্রিক উৎপাদন ব্যয়কে বাড়িয়ে দিয়েছে। রপ্তানি আদেশ কমে আসার পাশাপাশি নতুন শ্রেণির বাজারেও মন্থর গতি চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-জানুয়ারি ২০২৫-২৬ সময়ে কাঁচামাল আমদানির জন্য ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খোলার পরিমাণ ডলারের মূল্যে ৬ দশমিক ৭৯ শতাংশ কমেছে।

রপ্তানিকারকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক নীতি এবং ইউরোপের বাজারে চীনের মূল্য হ্রাসে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি মূল্যের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে পোশাকের গড় ইউনিট মূল্য ১ দশমিক ৭৬ শতাংশ কমেছে। মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধসহ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, মূল্যস্ফীতি ও সরবরাহ চেইন ব্যবস্থার অবনতির কারণে কাঁচামালের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। তবে তৈরি পোশাকের ব্র্যান্ড ক্রেতারা সেই অনুপাতে পণ্যের দাম বাড়ায়নি। ফলে লোকসান বা নামমাত্র মুনাফায় কারখানা সচল রাখতে বাধ্য হচ্ছেন উদ্যোক্তারা। ব্যাংক ঋণের সুদের হার বর্তমানে ১২ থেকে ১৫ শতাংশে পৌঁছেছে। তীব্র গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের পাশাপাশি ২০১৭-২০২৩ সময়ের মধ্যে গ্যাসের দাম ২৮৬ শতাংশ এবং গত ৫ বছরে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৫০ শতাংশ। গত বছর চট্টগ্রাম বন্দরের ট্যারিফ এক লাফে ৪১ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে ২০২৩ সালের জুলাই থেকে পর্যায়ক্রমে রপ্তানি প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা গড়ে প্রায় ৬০ শতাংশ কমানো হয়েছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আগামী অর্থবছরের বাজেট বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সভায় ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই থেকেও পোশাকসহ বিভিন্ন খাতের উৎসে কর নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে। এফবিসিসিআইর প্রস্তাবনায় বলা হয়, রপ্তানিকারদের জন্য মোট রপ্তানি আয়ের ১ শতাংশ হারে অগ্রিম কর প্রযোজ্য। এটি শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দিয়ে এফবিসিসিআই বলেছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে খরচ বেড়ে যাওয়া, কভিড-১৯, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মুদ্রার অবমূল্যায়ন, বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাওয়া এবং রপ্তানিতে নগদ প্রণোদনা কমে যাওয়ার কারণে রপ্তানিমুখী শিল্পে লাভজনকতা কমেছে। তাই রপ্তানি আয়ের ওপর উৎসে কর কমানো দরকার।

পোশাক খাতের অন্যান্য প্রস্তাব

বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির সক্ষমতা বাড়ানো এবং ম্যান মেইড ফাইবারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে কৃত্রিম তন্তু আমদানিতে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি বহাল রাখা এবং রিসাইকেলড ফাইবার উৎপাদনে ভ্যাট প্রত্যাহার চান উদ্যোক্তা রপ্তানিকারকরা। তাদের মতে, বিশ্ববাজারের বিশাল অংশ দখলে নিতে হলে তুলাভিত্তিক পোশাকের পাশাপাশি কৃত্রিম তন্তুর পোশাক রপ্তানিতে জোর দেওয়া এখন সময়ের দাবি। বর্তমানে বিশ্ববাজারের মাত্র ৩০ শতাংশ সুতি বা তুলাভিত্তিক পণ্যের দখলে। বাকি ৭০ শতাংশ দখল করে আছে কৃত্রিম তন্তু বা ম্যান মেইড ফাইবার। বাংলাদেশের রপ্তানি এখনও ৭৩-৭৫ শতাংশ কটননির্ভর হওয়ায় এই বিশাল বাজার ধরা সম্ভব হচ্ছে না। তাই এক্ষেত্রে নীতিসহায়তা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে রিসাইক্লিং শিল্পের বিকাশে বর্তমান ভ্যাট কাঠামো বড় বাধা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। ব্যবসায়ীরা জানান, একটি রিসাইক্লিং মিল যখন গার্মেন্টস কারখানা থেকে ঝুট সংগ্রহ করে, তখন তাকে ৭.৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হয়। সেই ঝুট থেকে উৎপাদিত ফাইবার বা সুতা যখন স্পিনিং বা টেক্সটাইল মিলে বিক্রি করা হয়, সেখানেও ভ্যাটের জটিলতা বিদ্যমান। পরিবেশবান্ধব ও টেকসই ফ্যাশনের চাহিদা বিবেচনা করে রিসাইকেলড ফাইবার বা সুতার ওপর আরোপিত এই ভ্যাট সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে পোশাক খাতের ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে।

সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল পরিশোধের সময় উৎসে কর কর্তনের হার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১ শতাংশ করার দাবি জানিয়েছে বিজিএমইএ। সংগঠনটি বলেছে, রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ও সক্ষমতা বজায় রাখার স্বার্থে পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানের সাব-কন্ট্রাক্ট কার্যক্রমে ঢাকা অধিক্ষেত্রে অবস্থিত হলে আগের মতো বিজিএমইএ থেকে জারি করা ইন্টারবন্ড ব্যবস্থার মাধ্যমে সাব-কন্ট্রাক্ট কার্যক্রম অনুমোদন করা যেতে পারে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 4 June 2026

'জোরপূর্বক শ্রম': বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের পণ্যে অতিরিক্ত শুল্কের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের

সংবাদ ডেস্ক

'জোরপূর্বক শ্রমে' তৈরি পণ্য আমদানি কমাতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের পণ্যে আরও ১০-১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্কারোপ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন এই শুল্কারোপের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, 'জোরপূর্বক শ্রমে' তৈরি পণ্য আমদানি কমাতে ব্যর্থ হয়েছে এই দেশগুলো। এই শুল্কারোপ হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে শুল্ক ২৯ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে।

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয় (ইউএসটিআর) গত মঙ্গলবার ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে ৬০টি দেশের পণ্যে অতিরিক্ত শুল্কারোপের প্রস্তাব দেয়। এ পদক্ষেপ কার্যকর হলে চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপানসহ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ বাণিজ্য অংশীদারই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সব দেশকে অবশ্য একই হারে শুল্ক দিতে হবে না।

জোরপূর্বক শ্রমসংক্রান্ত সিদ্ধান্তে ইউএসটিআর জানিয়েছে, কিছু নির্দিষ্ট পণ্য প্রস্তাবিত শুল্কের আওতার বাইরে রাখা হবে। এরমধ্যে রয়েছে জ্বালানি, বিরল খনিজ ও নির্দিষ্ট কিছু ধাতু, গরুর মাংস, কফি, নির্দিষ্ট ফল ও সবজি, ওষুধ, জৈব রাসায়নিক ও উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ।

ইউএসটিআর-এর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, যেসব দেশ জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্যে পূর্ণ বা আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্কারোপ করা হবে। যেসব অর্থনীতি এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করেনি, তাদের জন্য শুল্কের হার হবে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ।

ইউএসটিআর-এর প্রস্তাবে কোন দেশকে কত শুল্ক দিতে হবে, সে বিষয় পরিষ্কার না হলেও বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে, বাংলাদেশসহ ১৫টি দেশকে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হতে পারে। এ তালিকায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন রয়েছে। বাকি দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইকুয়েডর, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান, আর্জেন্টিনা, কম্বোডিয়া, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান ও যুক্তরাজ্য। অন্যদিকে বাকি ৪৫টি দেশের ক্ষেত্রে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ হারে অতিরিক্ত শুল্কারোপের প্রস্তাব দিয়েছে সংস্থাটি।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ৩০১ ধারার আওতায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তালিকাভুক্ত ৬০টি দেশই জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করতে বা সেই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে মার্কিন শ্রমিকেরা 'অসম প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের' সম্মুখীন হয়েছেন বলে ইউএসটিআরের মূল্যায়ন।

ইউএসটিআরের সিদ্ধান্ত, যে ৬০ দেশের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে, তারা জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করতে এবং সেই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংস্থাটি মনে করছে, এই ব্যর্থতা অযৌক্তিক বা বৈষম্যমূলক। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ৩০১ (বি) (১) ধারার আওতায় এসব দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাব করেছে তারা।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত বাণিজ্যচুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কহার ১৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। এখন তার সঙ্গে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক যুক্ত হলে মোট শুল্কহার হবে ২৯ শতাংশ। এতে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় প্রভাব পড়বে, এমন আশঙ্কা আছে। তবে বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলোর পণ্যেও শুল্কারোপিত হলে বাস্তবতা বোঝা যাবে।

গত সোমবার ইউএসটিআর জানিয়েছে, ব্রাজিলের ডিজিটাল বাণিজ্যনীতি ও অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ৩০১ ধারার তদন্তের অংশ হিসেবে দেশটির অনেক পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্কারোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। ইউএসটিআর আরও জানিয়েছে, ১৬টি বাণিজ্য অংশীদার দেশের মধ্যে চীনসহ আরও কয়েকটি দেশের অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন সক্ষমতাসংক্রান্ত আরেকটি বড় তদন্তের ফলাফলও শিগগিরই প্রকাশ করা হবে। গত ১১ মার্চ এই তদন্ত শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর ইউএসটিআর জানায়, তদন্তে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর নীতি, পদক্ষেপ বা উৎপাদনকাঠামো যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের জন্য অযৌক্তিক বা বৈষম্যমূলক কিনা, সে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মূলত তৈরি পোশাক ও সিমেন্ট খাতের অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে কিনা, তা তদন্ত করবে যুক্তরাষ্ট্র।

Thursday • June 11, 2026 thefinancialexpress.com.bd

RMG export loses ground in American market

Vietnam, Cambodia continue to expand their market shares

MONIRA MUNNI

Bangladesh's apparel exports to the United States, its single-largest export destination, suffered a deeper setback during the first four months of this year. Shipments from the country showed double-digit negative growth during the period while major competitors, particularly Vietnam and Cambodia, continued to strengthen their positions in the market.

Bangladesh exported garment products worth US$2.64 billion during the January-April period of 2026, registering an 11.21 per cent decline from US$2.98 billion earned during the corresponding period of 2025, according to data released by the Office of Textiles and Apparel (OTEXA) on Tuesday.

In volume terms, Bangladesh shipped 890.17 million square metres of apparel, about 9.0 per cent lower than the 978.32 million square metres exported during the same period last year.

Apparel exports to the United States have faced headwinds since the beginning of the year, recording growth rates of less than 1.0 per cent in January, followed by declines of 17.18 per cent and 8.08 per cent in February and March respectively.

In April 2026, exports again fell sharply, declining 17.21 per cent to US$627 million from US$757.37 million in April 2025, according to an analysis of the OTEXA data.

Asked about the reasons behind the downturn, AK Azad, Managing Director of Ha-Meem Group, one of Bangladesh's largest garment exporters to the United States, said rising geopolitical tensions and economic uncertainty had weakened consumer demand.

He said the US-Iran conflict had driven up food and energy prices, forcing American consumers to prioritise essential spending and reduce purchases of apparel, resulting in lower demand for garments.

Mr Azad noted that Vietnam remains ahead of Bangladesh in the production of higher value-added and man-made fibre (MMF)-based garments, which command better prices and benefit from shorter lead times due to stronger domestic and Chinese fabric supply chains.

By contrast, Bangladesh remains largely concentrated on basic cotton-based products, while sourcing orders are increasingly being distributed among competing suppliers, including India, whose competitiveness has been improving.

Bangladesh is also losing competitiveness because of several domestic challenges, including higher energy costs, inadequate gas supply, rising bank lending rates and increasing labour costs, all of which have pushed up overall production expenses, said Mr Azad, a former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

"Buyers now want garments with designs developed by suppliers themselves, supported by their own fabrics, patterns and product development capabilities," he said, adding that Bangladesh continues to lag behind major competitors in these areas.

"Bangladesh now needs to focus more on MMF-based garment manufacturing, improve productivity and worker efficiency, reduce wastage and strengthen design capabilities to increase its share in the global market," he said. He also urged the government to provide the necessary policy support to help reduce production costs and sustain competitiveness.

Speaking to the FE, M Masrur Reaz, Chairman and CEO of

প্রথম আলো
সোমবার, ২৯ জুন ২০২৬,

বন্ধ হচ্ছে ফক্সভাগেনের চার কারখানা

বিশ্ববাণিজ্য

কারখানা বন্ধের পাশাপাশি বিপুল কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করছে কোম্পানিটি। সব মিলিয়ে ১ লাখ লোক চাকরি হারাতে পারে।

রয়টার্স

বড় ধরনের ছাঁটাইয়ে যাচ্ছে জার্মান গাড়ি কোম্পানি ফক্সভাগেন। জার্মানিতে চারটি কারখানা বন্ধ করার পাশাপাশি কোম্পানিটিতে যে কর্মী ছাঁটাই চলছে, তা এক লাখে উন্নীত করার পরিকল্পনা করছে কোম্পানিটি। কোম্পানি সংশ্লিষ্ট সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

সূত্রগুলো বলছে, ফক্সভাগেনের তদারকি পর্ষদের সদস্যদের এ পরিকল্পনার বিষয়ে জানানো হয়েছে। আগামী ৯ জুলাইয়ের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

চীনা প্রতিদ্বন্দ্বীদের বাড়তি চাপ, যুক্তরাষ্ট্রের গাড়ি আমদানিতে উচ্চ শুল্ক ও ইউরোপে চাহিদা কমে যাওয়ার মধ্যে কোম্পানিটি এ পদক্ষেপের কথা ভাবছে। ফক্সভাগেন আগেই বলেছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের ব্যবসায়িক মডেল টেকসই নয়।

নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, জার্মানির হ্যানোভার, জিভকাউ, এমডেন ও আউডির কারখানা বন্ধ হতে পারে। এতে ৪৫ হাজারের বেশি মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে পড়বেন। এর সঙ্গে আগে ঘোষিত ৫০ হাজার কর্মী ছাঁটাই হলে মোট সংখ্যা এক লাখে পৌঁছাতে পারে। এক লাখ কর্মী ছাঁটাই ও চারটি কারখানা বন্ধ হলে তা হবে গাড়িশিল্পের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পুনর্গঠন।

মার্কিন গাড়ি কোম্পানি জেনারেল মোটরস (জিএম) ২০০৯ সালে দেউলিয়া হওয়ার আগে বড় ধরনের পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে যায়। ফক্সভাগেনের পুনর্গঠনের সঙ্গে সেই ঘটনার তুলনা করছেন খাত সংশ্লিষ্টরা।

ফক্সভাগেনের প্রধান নির্বাহী অলিভার ব্লুমে চলতি সপ্তাহের শুরুতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের কাছে পরিকল্পনাটি তুলে ধরেন। শ্রমিক ইউনিয়ন ও লোয়ার স্যাক্সনি রাজ্য সরকারের প্রবল বিরোধিতার মুখে সমর্থন ধরে রাখতে তিনি এ উদ্যোগ নেন।

জার্মান সাময়িকী ম্যানেজার প্রথম এ পুনর্গঠনের খবর প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামী পাঁচ বছরে ফক্সভাগেন তাদের বিনিয়োগ প্রায় ১৫ শতাংশ হ্রাস করবে। ফলে তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ১৩০ বিলিয়ন বা ১৩ হাজার কোটি ইউরোর কিছু বেশি।

সাময়িকীটির তথ্য অনুযায়ী, ব্লুমে ও প্রধান অর্থ কর্মকর্তা আর্নো আন্টলিৎস ৮৯ বছর পুরোনো কোম্পানির আদ্যোপান্ত ঢেলে সাজাতে চান। এর মধ্যে মূল ফক্সভাগেন ব্র্যান্ড ও যন্ত্রাংশ ব্যবসা আলাদা কোম্পানিতে রূপ দেওয়ার পরিকল্পনাও আছে।

গত শুক্রবার শেয়ারবাজারে ফক্সভাগেনের শেয়ারদর ১৬ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়। এতে বোঝা যাচ্ছে, বিনিয়োগকারীদের একাংশ এ পরিকল্পনার সফলতা নিয়ে সন্দিহান।

ফক্সভাগেনের অন্যতম শেয়ারধারী ডেকাব্যাংকের প্রতিনিধি ইঙ্গো স্পাইখ বলেন, 'উচ্চ ব্যয় মূল সমস্যা নয়, এটি কেবল উপসর্গ। মূল সমস্যা হলো বিক্রি কমে যাওয়া; বাজারে চাহিদা আছে—এমন আকর্ষণীয় পণ্য আনতে পারলে ব্যয় নিয়ে বিতর্কও কমে যাবে।'

ফক্সভাগেনের এক মুখপাত্র গোপন নথি নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে তিনি বলেন, পুরো গ্রুপ, এর ব্র্যান্ড ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

অন্যদিকে ফক্সভাগেনের ওয়ার্কস কাউন্সিল ও জার্মানির শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়ন আইজি মেটাল যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে, এ ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে এগোনোর চেষ্টা করা হলে তারা সেটা ঠেকানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে।

২০২৫ অর্থবছরে বিশ্বজুড়ে ফক্সভাগেন গ্রুপে কর্মীর সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৬৭ হাজার ১৬৪। এর মধ্যে প্রায় ৪৩ শতাংশই জার্মানিতে কর্মরত। এর আগেও ২০২৪ সালে জার্মানিতে কারখানা বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ব্লুমে। তবে শ্রমিক ইউনিয়নের তীব্র বিরোধিতার মুখে তখন পিছু হটতে হয়।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, চীনা প্রতিদ্বন্দ্বীদের উত্থানে ফক্সভাগেন এখন সবচেয়ে বড় চাপে আছে। বিশেষ করে চীনের বৈদ্যুতিক গাড়ি কোম্পানি বিওয়াইডি দ্রুত বাজার দখল করছে। এ ছাড়া চীনের কোম্পানিগুলো এখন ইউরোপের বাজারেও দ্রুত বিস্তার করছে।

NEW AGE
WEDNESDAY, JUNE 3, 2026, JYAISHTHA 20, 1433 BS

174 more Bangladeshis repatriated from Libya

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

ONE hundred and seventy four more Bangladeshi migrants were repatriated from Libya on Tuesday through a joint initiative of the Bangladesh government, Libyan authorities and the International Organization for Migration.

The returned arrived at Hazrat Shahjalal International Airport at 5:10am aboard a Buraq Air flight from Tripoli, according to a foreign ministry's press release.

The repatriation was facilitated through coordinated efforts of the Bangladesh embassy in Libya, the ministry of foreign affairs, the ministry of expatriates' welfare and overseas employment, the government of Libya and the IOM.

Most of the returned had reportedly entered Libya irregularly with the assistance of human traffickers while attempting to reach Europe through sea routes.

Many of them allegedly became victims of abduction, exploitation and various forms of abuse during their stay in the North African country, said the release.

Officials from the ministry of foreign affairs, relevant government agencies and the IOM received the returned at the airport upon their arrival.

As part of efforts to raise awareness about the risks of irregular migration, the ministry of foreign affairs urged the returned to share their experiences with the public.

The IOM provided each repatriated migrant with travel assistance, food supplies, primary healthcare services and temporary accommodation where required.

The ministry of foreign affairs, the Bangladesh embassy in Libya, the ministry of expatriates' welfare and overseas employment and the IOM are continuing their joint efforts to ensure the safe return of Bangladeshi nationals currently held in various detention centres across Libya.

সমকাল | রোববার | ৭ জুন ২০২৬

পিপিআরসির ওয়েবিনারে বক্তারা

অপরিকল্পিত স্থানান্তরের কারণে চামড়াশিল্প ধ্বংসের মুখে

বুড়িগঙ্গা বাঁচানোর নামে যে স্থানান্তর হয়েছে, তাতে বুড়িগঙ্গাও বাঁচেনি, উল্টো ধলেশ্বরী নদীও ধ্বংসের মুখে পড়েছে

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান
নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

২০০ কোটি টাকার সিইটিপি প্রজেক্ট ১ হাজার ২০০ কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকলেও এখনও বৈশ্বিক মান অর্জন করা যায়নি

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

সমকাল প্রতিবেদক

তৈরি পোশাক খাতে মূল্য সংযোজন ৬০ শতাংশ হলেও চামড়া খাতে তা ৯০ শতাংশের বেশি হওয়া সম্ভব। অথচ একদিকে মূল্য না পেয়ে মানুষ চামড়া ফেলে দেয়, অন্যদিকে রপ্তানিকারকরা বিদেশ থেকে উচ্চমূল্যে চামড়া আমদানি করেন।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পিপিআরসি আয়োজিত 'বাংলাদেশের চামড়াশিল্পের ভবিষ্যৎ কি ফিকে হয়ে আসছে?' শীর্ষক ওয়েবিনারে আলোচকরা এমন তথ্য দেন। পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় গতকাল শনিবার ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বাংলাদেশের চামড়া খাতের সংকটকে 'আত্মঘাতী' এবং হাজারীবাগ থেকে সাভারে ট্যানারি স্থানান্তরকে একটি 'অসম্পূর্ণ স্থানান্তর' হিসেবে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, বুড়িগঙ্গা বাঁচানোর নামে যে স্থানান্তর হয়েছে, তাতে বুড়িগঙ্গাও বাঁচেনি, উল্টো ধলেশ্বরী নদীও ধ্বংসের মুখে পড়েছে। সংকট উত্তরণের জন্য তিনি সাভারের চামড়া শিল্পনগরীতে অসম্পূর্ণ স্থানান্তর প্রক্রিয়া আগামী এক বছরের মধ্যে পুরোপুরি শেষ করার সুপারিশ করেন।

সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, তৈরি পোশাক খাতে মূল্য সংযোজন ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ। চামড়া খাতে তা ৯০ শতাংশের বেশি সম্ভব। কারণ চামড়া এ দেশেই মিলছে। বিশ্ববাজারে এ খাতের ২৫০ বিলিয়ন ডলারের বিশাল বাজার থাকলেও বাংলাদেশ বর্তমানে মাত্র এক বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করছে।

এ খাতের বর্তমান অবস্থাকে পশ্চাদগমন অভিহিত করে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, হাজারীবাগ থেকে সাভারে স্থানান্তরের প্রাক্কলন ভুল ছিল। যেখানে ২৫ হাজার কিউসেক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা দরকার ছিল, সেখানে মাত্র ১৩ থেকে ১৪ হাজার কিউসেকের সক্ষমতা তৈরি করা হয়েছে। ফলে বুড়িগঙ্গার পর এখন ধলেশ্বরী নদী দূষিত হচ্ছে। ২০০ কোটি টাকার সিইটিপি প্রজেক্ট এক হাজার ২০০ কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকলেও এখনও বৈশ্বিক মান অর্জন করা যায়নি। অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান সতর্ক করে বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০৩০ সালের মধ্যে চামড়া পণ্যের ওপর কার্বন ট্যাক্স বসাবে। এ ছাড়া এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ অনেক দেশে শূন্য শুল্ক সুবিধা হারাবে।

বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাহীন আহমেদ বলেন, গেল কোরবানির ঈদে প্রায় ৯০ লাখ পশু কোরবানি হলেও ছাগল ও খাসির চামড়ার ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটেছে এবং প্রায় ৬০ শতাংশ চামড়া নষ্ট হয়েছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে ২০১৭ সালে হাজারীবাগ থেকে সাভারে স্থানান্তরের সময় ছাগলের চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে বিশেষায়িত ৩০টি কারখানার মধ্যে মাত্র ছয়টি সচল হতে পেরেছে। বাকি ২৪টি নিষ্ক্রিয়।

ঈদের পশুর চামড়ার দাম পড়ে যাওয়ার আরও কারণ ব্যাখ্যায় শাহীন আহমেদ বলেন, ২০১৭ সালের আগে কোরবানির মৌসুমে ব্যাংকগুলো প্রায় ৪৬০ কোটি টাকা ঋণ দিত। এখন মাত্র ৬৫ কোটি টাকায় নেমেছে। অর্থ সংকটের কারণে ট্যানারি মালিকরা আড়তদার ও প্রান্তিক পর্যায়ে অর্থ অগ্রিম দিতে পারছেন না, যা মাঠ পর্যায়ে চামড়া কেনাবেচায় অস্থিরতা সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদারগুডস ও ফুটওয়্যার রপ্তানিকারক সমিতির চেয়ারম্যান টিপু সুলতান বলেন, সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ের সিইটিপি প্রকল্পে ইউরোপীয় মানের পরিবর্তে নিম্নমানের চায়নিজ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া এর ধারণক্ষমতা ও প্রক্রিয়াকরণ সময় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী না হওয়ায় এটি কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃতি পায়নি, যা রপ্তানি বাধার প্রধান কারণ।

ওয়েবিনারে জেনিস সুজের চেয়ারম্যান নাসির খান বলেন, সরকারের সদিচ্ছা থাকলেই চামড়া খাতকে বাঁচাতে পারত। পরিকল্পনা ছাড়াই ২০১৭ সালে হুট করে হাজারীবাগের গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে এ শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের কারখানাগুলো বন্ধ হওয়ার পরপরই কলকাতায় নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন খোলা হয়েছিল।

কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. নুরুল আমিন বলেন, শুধু অর্থায়ন নয়; বরং সিইটিপি ও কমপ্লায়েন্সের সমস্যা কাটাতে শিল্প মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর এবং ব্যাংকগুলোর চেয়ারম্যানদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের সভার আয়োজন করা প্রয়োজন।

সময়ের আলো | বৃহস্পতিবার। ২৫ জুন ২০২৬

লিবিয়া থেকে ফিরেছেন আরও ১৭০ বাংলাদেশি

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

লিবিয়া থেকে অনিয়মিত ১৭০ জন বাংলাদেশি বুধবার দেশে ফিরেছেন। পররাষ্ট্র ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় এই বাংলাদেশিরা দেশে ফেরেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, লিবিয়ার বেনগাজীস্থ গানফুদা ডিটেনশন সেন্টার এবং ত্রিপোলিস্থ তাজুরা ডিটেনশন সেন্টারে বন্দি ১৭০ জন বাংলাদেশি ঢাকায় ফিরেছেন। গত সোমবার ভোর ৫টা ২০ মিনিটে বুরাক এয়ারের বিশেষ ফ্লাইট যোগে তাদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে লিবিয়া সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশিদের অধিকাংশই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপ যাওয়ার উদ্দেশ্যে মানব পাচারকারীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করে। তাদের অনেকে লিবিয়াতে বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হন বলে অভিযোগ রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশিদের বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের এই দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে বিনিময় করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের অনুরোধ জানানো হয়। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রত্যাবাসনকৃত প্রত্যেককে পথখরচা, কিছু খাদ্যসামগ্রী, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রথম আলো
সোমবার, ২৯ জুন ২০২৬, ১৫ আষাঢ় ১৪৩৩

ইউরোপে পোশাক রপ্তানি বেশি কমেছে বাংলাদেশের

রপ্তানি খাত

ইইউর ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন দেশ থেকে গড়ে যে তৈরি পোশাক কেনা কমিয়েছেন, তার তুলনায় বাংলাদেশ থেকে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ কম কিনেছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তৈরি পোশাকের বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাজারটিতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে প্রায় ১৯ শতাংশ। ইইউতে প্রতিযোগী অন্য কোনো দেশের রপ্তানি এতটা কমেনি। তার মানে ইইউতে তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমায় বাংলাদেশ শীর্ষে রয়েছে।

তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকেরা বলছেন, গত বছর ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপের পর চীনের ব্যবসায়ীরা ইইউর বাজার ধরার জন্য আগ্রাসী হয়ে ওঠেন। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা পেয়ে মূল্যছাড়ে ইইউর ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ক্রয়াদেশ নিতে শুরু করেন চীনারা। ভারতের সঙ্গে ইইউর মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি (এফটিএ) হওয়ায় কিছু ক্রেতা প্রতিষ্ঠান পার্শ্ববর্তী দেশটিতেও ব্যবসা বাড়াচ্ছে। আবার ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাজারটিতে তৈরি পোশাকের চাহিদা কমে গেছে। সব মিলিয়ে তাই ইইউতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমছে। এতে উদ্যোক্তারা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

বাংলাদেশের রপ্তানি কমে যাওয়ার চিত্রটি ইউরোস্ট্যাটের হালনাগাদ পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে। এতে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম চার মাসে (জানুয়ারি-এপ্রিল) চীন, বাংলাদেশ, তুরস্ক, ভারত, ভিয়েতনামসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ২ হাজার ৭৭৭ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক আমদানি করেছে ইইউর ক্রেতা প্রতিষ্ঠান। এই আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ দশমিক ৪২ শতাংশ কম।

ইইউর বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে সব সময়ই চীনের আধিপত্য। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে দেশটি ৭৯৫ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের প্রথম চার মাসের তুলনায় ৪ দশমিক ৭০ শতাংশ কম। তার মানে সামগ্রিকভাবে ইইউর ব্যবসায়ীরা তৈরি পোশাক কেনা যতটা কমিয়েছেন, সেই তুলনায় চীন থেকে ততটা কমাননি।

> **চীন যখন ইইউতে আগ্রাসী বিপণন শুরু করল, তখন তাদের রাষ্ট্র সহায়তা করেছে। আর আমাদের সরকার সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে দিয়েছে।**
>
> **ফজলুল হক**, সাবেক সভাপতি, বিকেএমইএ

অন্যদিকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চিত্রটি উল্টো। ইইউর ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন দেশ থেকে গড়ে যে তৈরি পোশাক কেনা কমিয়েছেন, তার তুলনায় বাংলাদেশ থেকে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ কম কিনেছেন। এই বাজারে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ ৬০৯ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। গত বছরের একই সময়ে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছিল ৭৫৪ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক। তার মানে এবার বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ১৯ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'তিন কারণে ইইউতে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমছে। এক. বাজারটিতে ভোক্তা পর্যায়ে তৈরি পোশাকের চাহিদা কমেছে। দুই. চীন ইইউতে আগ্রাসী বিপণন করে ক্রয়াদেশ নিচ্ছে। তিন. ভারতের সঙ্গে এফটিএ হওয়ায় ইইউ অনেক ক্রেতা দেশটিতে ক্রয়াদেশ সরাচ্ছে। এক বছরের মধ্যে এটি অনেক বাড়বে। আমরা এসব বিষয় সরকারের উচ্চপর্যায়ে অবহিত করেছি।'

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০৫৬-২৬ অর্থবছরে প্রথম ১১ মাসে ৩ হাজার ৫৩১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। তার মধ্যে ইইউর বাজারে গেছে ৪৯ শতাংশ বা ১ হাজার ৭৩৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এ সময়ে রপ্তানি কমেছে প্রায় ৫ শতাংশ।

সুবিধাজনক অবস্থানে ভিয়েতনাম

চীন ও বাংলাদেশের পর ইইউতে শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক হলো তুরস্ক, ভারত, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, মরক্কো, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়া। তার মধ্যে তুরস্ক গত জানুয়ারি-এপ্রিল সময়ে ২৪২ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। তাদের রপ্তানি কমেছে প্রায় সাড়ে ১৬ শতাংশ। তারপর ভারত ১৬৪ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক রপ্তানি করলেও তাদের রপ্তানি কমেছে ১২ শতাংশ।

শীর্ষ ১০ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকের মধ্যে ভিয়েতনামের রপ্তানি সবচেয়ে কম কমেছে, শূন্য দশমিক ৭০ শতাংশ। ইইউর বাজারে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে দেশটি রপ্তানি করেছে ১৩৭ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক। এ ছাড়া কম্বোডিয়ার ১২, পাকিস্তানের ১৮, মরক্কোর ৯, শ্রীলঙ্কার সাড়ে ১৪ ও ইন্দোনেশিয়ার তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ১৮ শতাংশ।

বাংলাদেশের রপ্তানি কেন কমছে

ইইউর বাজারে চীন বাংলাদেশের চেয়ে বেশি অর্থের তৈরি পোশাক রপ্তানি করলেও পরিমাণের দিক থেকে দেশটি পিছিয়ে। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে চীন ৪১ কোটি কেজি তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। তার বিপরীতে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ৪৪ কোটি কেজি তৈরি পোশাক, যা গত বছরের তুলনায় ৯ দশমিক ৯১ শতাংশ কম। পরিমাণের দিক থেকে চীনের কমেছে সোয়া ৩ শতাংশ।

ইইউতে চীনের চেয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে মূলত তৈরি পোশাকের দামে। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে চীন প্রতি কেজি তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে ১৯ দশমিক ৪৪ ইউরোতে। আর বাংলাদেশ প্রতি কেজি রপ্তানি করেছে ১৩ দশমিক ৯৬ ইউরোতে। যা কিনা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সাড়ে ১০ শতাংশ কম। চীনের দাম কমেছে মাত্র ৭ দশমিক ৭০ শতাংশ। যদিও তুরস্ক, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার রপ্তানি করা প্রতি কেজি তৈরি পোশাকের দাম বেড়েছে। ভারতের কমেছে পৌনে ৫ শতাংশ।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'চীন যখন ইইউতে আগ্রাসী বিপণন শুরু করল, তখন তাদের রাষ্ট্র সহায়তা করেছে। আর আমাদের সরকার সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে দিয়েছে। ব্যাংকগুলো খারাপ অবস্থা থাকায় সহায়তা না পেয়ে অনেক কারখানা বন্ধ হয়েছে কিংবা তাদের রপ্তানি বন্ধ হয়েছে। তা ছাড়া ব্যবসার খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে ক্রেতাদের চীনাদের কম দাম অফার করার সুযোগ ছিল না।'

সমকাল | বুধবার | ২৪ জুন ২০২৬

শিগগির খুলছে না মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

জনশক্তি রপ্তানি

- বিদ্যমান সমঝোতার মেয়াদ শেষ এ বছরে
- আলোচনায় নতুন সমঝোতা
- সিন্ডিকেট বন্ধ ও ব্যয় কমানোর চেষ্টা

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশিদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার আবার চালু করতে চলমান সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছে ঢাকা। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মালয়েশিয়া সফরের সময় এ প্রস্তাব দেওয়া হয়।

বিদ্যমান সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ আগামী ডিসেম্বরে শেষ হবে। দ্রুত সংশোধন করা না হলে নতুন করে সমঝোতা স্মারক সই করতে হবে, যা সময়সাপেক্ষ হতে পারে।

অবশ্য দুই দেশই মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা কমাতে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, ন্যায্য এবং সাশ্রয়ী করতে একমত হয়েছে। এতে কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় কমে আসবে। তবে এসব প্রক্রিয়া শেষ করে বাংলাদেশিদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খুলতে সময় লাগবে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গত রোববার মালয়েশিয়া সফরে যান। পরদিন সোমবার মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বৈঠক শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ (জেডব্লিউজি) গঠনের কথা বলা হয়। ওয়ার্কিং গ্রুপ বিদ্যমান সমঝোতা স্মারকটি (এমওইউ) পর্যালোচনা করবে এবং বর্তমান বাস্তবতা ও দুই দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) প্রণয়নের ভিত্তি তৈরি করবে। তবে দ্রুত শ্রমবাজার খুলতে বাংলাদেশ চায় সমঝোতা স্মারকের সংশোধন।

জনশক্তি রপ্তানিকারকরা সমকালকে বলেন, নতুন করে সমঝোতা স্মারক সই করার প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ। চলমান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে দুই বছর ধরে আলোচনা করতে হয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে পাঁচ বছরের জন্য তা স্বাক্ষরিত হয়।

যদিও প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী গতকাল মঙ্গলবার সংসদে জানিয়েছেন, সরকার মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্ত করতে কাজ করছে। আশা করা যায়, দ্রুত দেশটিতে বাংলাদেশি কর্মী পাঠানোর পথ সুগম হবে।

প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর সমকালকে বলেন, 'মালয়েশিয়ার সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।'

গত সোমবার মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বৈঠকে তারেক রহমান বাংলাদেশিদের জন্য শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার অনুরোধ জানান। যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আরও বেশি বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা এবং যত দ্রুত সম্ভব শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার অনুরোধ জানিয়েছি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে। আমরা একমত হয়েছি, নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, ন্যায্য এবং সাশ্রয়ী হতে হবে, যাতে মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা কমে এবং কর্মীদের খরচ হ্রাস পায়।'

বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগে প্রতারণা, প্রতিশ্রুত চাকরি ও বেতন না দেওয়া এবং অমানবিক পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য করায় মালয়েশিয়া বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার সমালোচনার মুখে রয়েছে। যৌথ সংবাদ সম্মেলনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেছেন, বাংলাদেশি কর্মীদের শোষণ, তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ বা শুধু কোম্পানির লাভের জন্য তাদের ব্যবহার করা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। কর্মী নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়া ন্যায্য ও মানবিক করা এবং শ্রমিক ও তাদের পরিবারের স্বার্থ রক্ষায় জোর দিয়েছেন আনোয়ার ইব্রাহিম।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ থাকে বেশি

জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, বিদ্যমান সমঝোতা স্মারক সংশোধন করে দ্রুত শ্রমবাজার উন্মুক্ত করা সম্ভব। নতুন সমঝোতা স্মারক সই করতে সময় লাগবে। সে ক্ষেত্রে শিগগিরই কর্মী পাঠানো যাবে না।

বায়রার সাবেক মহাসচিব শামীম আহমেদ চৌধুরী নোমান গুরুত্ব দিচ্ছেন শ্রমবাজার যেন টেকসই হয়। তিনি বলেন, নব্বইয়ের দশক থেকেই মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশিদের জন্য যতদিন খোলা থাকে; বন্ধ থাকে এর চেয়ে বেশি। মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো ২০০৯ সালে বন্ধ হয়। এরপর ২০১৫ সালে সমঝোতা স্মারক সই হলে ২০১৬ সালে কর্মী পাঠানো শুরু হয়। ২০১৮ সালে কর্মী পাঠানো আবার বন্ধ হয়ে যায়। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে আবার সমঝোতা স্মারক হয়। ২০২২ সালের আগস্টে কর্মী পাঠানো শুরু হয়ে ২০২৪ সালের মে মাসে আবার বন্ধ হয়। কর্মী পাঠানো এখনও বন্ধ আছে। তিনি বলেন, সর্বশেষ সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ আগামী ডিসেম্বর মাসে শেষ হবে। তাই এমন একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করা হোক, যখন অন্যান্য দেশ থেকে মালয়েশিয়া কর্মী নেবে, তখন বাংলাদেশ থেকেও নিয়োগ দেবে।

জনশক্তি ব্যবসায়ীরা জানান, ১৪টি দেশ থেকে কর্মী নিয়োগ করে মালয়েশিয়া। বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়া বন্ধ থাকলেও বাকি ১৩ দেশ থেকে কর্মী নিয়োগ চালু থাকে। শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কখনও খোলা, কখনও বন্ধ থাকে। এর কারণ দুদেশের জনশক্তি রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী ও আমলাদের সিন্ডিকেট।

২০২১ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতার স্মারকের বর্ধিতাংশের ৫, ৬ ও ৭ ধারা অনুযায়ী, বাংলাদেশ সব বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা মালয়েশিয়ায় পাঠাবে। মালয়েশিয়া সরকার সেখান থেকে ঠিক করবে কোন কোন এজেন্সি কর্মী পাঠাতে পারবে।

২০২২ সালে বাংলাদেশ দেড় হাজার রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা দিয়েছিল। মালয়েশিয়ার তৎকালীন সরকার ২৫ এজেন্সিকে কর্মী পাঠানোর কাজ দিয়েছিল। কীসের ভিত্তিতে এসব প্রতিষ্ঠানকে বাছাই করা হয়েছিল, তা কখনও ব্যাখ্যা করেনি তারা। এই ২৫ প্রতিষ্ঠানকে তখন 'সিন্ডিকেট' বলা শুরু হয়। ২০১৫ সালেও সিন্ডিকেট নামে পরিচিতি পাওয়া ১০ এজেন্সিকে কর্মী পাঠানোর কাজ দেওয়া হয়। তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টির এমপি, মন্ত্রী, নেতারা ছিলেন অধিকাংশ এজেন্সির মালিক।

এবার কী হবে

শ্রমবাজার খোলার আলোচনা করতে আগামী মাসে মালয়েশিয়ার মানব সম্পদমন্ত্রী আর. রামানান ঢাকা সফরে আসতে পারেন। তিনি সোমবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়াকে শোষণ, বৈষম্য ও আর্থিক লেনদেনমুক্ত রাখতে মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের যৌথ অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সুশাসন, শ্রমিক কল্যাণ এবং নৈতিক নিয়োগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন, যা উভয় দেশের জন্যই উপকারী হবে।

ঢাকার জনশক্তি রপ্তানিকারকদের দাবি, কর্মী নিয়োগের সিন্ডিকেটের 'গোড়া' মালয়েশিয়া। সে দেশের সরকারের প্রভাবশালী অংশ এর নিয়ন্ত্রক। বাংলাদেশে থাকা প্রভাবশালীরা তাদের সহযোগী। তারেক রহমান মালয়েশিয়া সফরে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সর্বোচ্চ পর্যায়ে শ্রমবাজার উন্মুক্ত করতে কথা বলেছেন। শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণে এদের অনেকের প্রভাব থাকে।

বিভিন্ন সূত্র সমকালকে জানায়, মালয়েশিয়ার বিদেশি কর্মী নিয়োগে কাজ করে ফরেন ওয়ার্কার্স সেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (এফডব্লিউসিএমএস) নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান বেস্টিনেট। এর মালিক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মালয় নাগরিক আমিনুল ইসলাম নুর। তিনি বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের নিয়ে সিন্ডিকেট গড়ে তোলেন বলে অভিযোগ আছে। বাংলাদেশ অংশে এর নেতৃত্বে ছিলেন ২৫ এজেন্সির 'সমন্বয় করা' ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের মালিক রুহুল আমিন স্বপন।

২০২২ সালের আগস্টে নিয়োগের সময় প্রত্যেক কর্মীর ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা। কিন্তু মালয় শ্রমিক ইউনিয়নের গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রত্যেক কর্মীর কাছ থেকে ৫ লাখ ৪৪ হাজার টাকা আদায় করা হয়। হাজারো কর্মী এত টাকা খরচ করে মালয়েশিয়া গিয়েও প্রতিশ্রুত চাকরি পাননি। অনেককে ভুয়া চাকরির চাহিদাপত্র দিয়ে নেওয়া হয়।

সমকালে ওই সময় প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, সেবার সিন্ডিকেটে থাকা এজেন্সিগুলোকে কর্মীপ্রতি দেড় লাখ টাকা দিতে হয়েছিল বেস্টিনেটকে। প্রত্যেক কর্মীর চাহিদাপত্রের জন্য মালয়েশিয়ায় থাকা মধ্যস্বত্বভোগীকে দিতে হয় ছয় হাজার রিঙ্গিত, যা ওই সময়ের বিনিময় মূল্যে দেড় লাখ টাকা। এ ছাড়া ঢাকায় সিন্ডিকেটে প্রবেশের চাঁদা ছিল কর্মীপ্রতি এক লাখ সাত হাজার টাকা।

নিয়োগকারীদের দেওয়া চাহিদাপত্র এফডব্লিউসিএমএসে 'অটো রোটেশন'-এর মাধ্যমে বণ্টন করা হয়েছিল। এমপি-মন্ত্রীদের প্রতিষ্ঠান অটো রোটেশনে পাওয়া চাহিদাপত্র 'বিক্রি' করে কোটি টাকা কামিয়ে নেয় বলেও অভিযোগ ওঠে।

এসব অনিয়ম বন্ধ করতে, বিদ্যমান এমওইউ সংশোধন করে এজেন্সি বাছাই ও অটো রোটেশনের শর্ত বাতিল করলে সিন্ডিকেট সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে করেন জনশক্তি ব্যবসায়ীরা।

প্রথম আলো
সোমবার, ২৯ জুন ২০২৬,

পোশাক খাতে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের অভিঘাত, কমছে ক্রয়াদেশ

বাংলাদেশ

ইরান যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে। জ্বালানিসংকট, ব্যয় বৃদ্ধি ও কমে যাওয়া ক্রয়াদেশে চাপ বাড়ছে।

দ্য ইকোনমিস্ট

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ আপাতত শেষ হলেও তার অভিঘাত টের পাচ্ছে বাংলাদেশ। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ঘাটতিতে দেশের শিল্প খাত, বিশেষ করে তৈরি পোশাকশিল্প, চাপে পড়েছে।

বাংলাদেশের স্পিনিং, নিটিং ও ডাইং মিলগুলো ব্যাপকভাবে গ্যাস ও পেট্রোকেমিক্যালনির্ভর। বাস্তবতা হলো, এই তেল ও গ্যাসের প্রায় ৯৫ শতাংশই আসে উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে। ফলে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন ব্যয় গেছে বেড়ে।

এর মধ্যে গত ৬ জুন বৃহৎ পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান আল-মুসলিম গ্রুপ তাদের নিটওয়্যার ও ডেনিম কারখানার প্রায় ১ হাজার ৯০০ শ্রমিক ছাঁটাই করেছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পে ৪০ লাখের বেশি মানুষ কাজ করেন, যাঁদের বেশির ভাগই নারী। পশ্চিমা ব্র্যান্ড যেমন জারা ও এইচঅ্যান্ডএমের জন্য পোশাক তৈরি করেন তাঁরা। এই শিল্পের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল প্রায় ৪ কোটি মানুষ। সংখ্যাটির তাৎপর্য হলো, এটি দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। গত বছর বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের পাঁচ ভাগের চার ভাগই এসেছে পোশাক খাত থেকে, জিডিপিতেও তার অবদান ১৩ শতাংশ। পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের ওপরে আছে শুধু চীন।

তবে এই খাত আগে থেকেই সংকটে আছে। ২০২৪ সালে ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই বিদেশি ক্রেতাদের আস্থায় ধাক্কা লাগে বলে মন্তব্য করেন শিল্প বিশ্লেষক মেহেদী মাহবুব।

সেই সময় রাজনৈতিক অস্থিরতায় অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, পাঁচটি কারখানায় আগুন দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের কারাবন্দী বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতারও পোশাক কারখানা ছিল। গত তিন বছরে ৪০০টির বেশি কারখানা বন্ধ হয়েছে।

গত মে মাসে ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় গড়ে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকত। চট্টগ্রামের কোথাও কোথাও দিনে আট ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হয়েছে। উৎপাদন চালিয়ে যেতে অনেক কারখানা ডিজেলচালিত জেনারেটর ব্যবহার করছে।

এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভের আবিল বিন আমিন বলেন, এই শিল্প দক্ষতানির্ভর, সেখানে জেনারেটর চালু করতেই যদি ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময় লাগে, তা বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। ফেব্রুয়ারি থেকে মে—এই সময়ের মধ্যে উৎপাদন কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ।

উৎপাদনে বিলম্ব, জাহাজীকরণে বিঘ্ন ও পশ্চিমা দেশগুলোর ক্রেতাদের কম চাহিদার কারণে বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলো ক্রয়াদেশ কমিয়ে দিয়েছে। এক জ্যাকেট কারখানার মালিক আবদুল্লাহ হিল নকিব বলেন, যুদ্ধ শুরুর পর তাঁর কারখানার ক্রয়াদেশ প্রায় ২০ শতাংশ কমে গেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, মে মাসে টানা দশম মাসের মতো পোশাক রপ্তানি কমেছে; বছরওয়ারি হিসাবে তা কমেছে ৮ শতাংশ।

বেড়েছে কাঁচামালের খরচ

তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে কাঁচামালের খরচও বেড়েছে। পোশাক তৈরির মোট ব্যয়ের প্রায় ৬৫ শতাংশ যায় কৃত্রিম তন্তু, রং, ফিনিশিং কেমিক্যাল, প্লাস্টিক বোতাম ও চেইনে, যেগুলোর বেশির ভাগই পেট্রোকেমিক্যালনির্ভর।

বাংলাদেশে প্রায় ৩০ শতাংশ পোশাক পলিয়েস্টার ফাইবার ও সুতা দিয়ে তৈরি হয়, যার মূল উপাদান ন্যাফথা। যুদ্ধ শুরুর পর ন্যাফথার দাম প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেড়েছে। এ ছাড়া উৎপাদনব্যবস্থাও খণ্ডিত। কিছু সমন্বিত টেক্সটাইল মিল থাকলেও বেশির ভাগ কারখানায় উৎপাদনের একটি অংশ সম্পন্ন হয়। নকিবের হিসাবে, পরিবহন ব্যয় বেড়েছে ৩০ শতাংশ।

সংকটগ্রস্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা দিতে মে মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। এর বড় অংশই বরাদ্দ দেওয়া হয় পোশাক খাতের জন্য। তবে এই ঋণের সুদহার প্রায় ৭ শতাংশ। উদ্যোক্তারা এমনিতে চাপে আছেন, তাঁদের জন্য এটা কঠিন।

এদিকে কোভিড মহামারির সময় উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও বড় ব্র্যান্ডগুলো পোশাকের দাম বাড়াতে রাজি হয়নি। এবারও একই পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৮০টি কারখানায় অন্তত ৯ হাজার ৫০০ শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে যে শ্রম অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল, এবার তার চেয়েও বেশি হবে—এমন শঙ্কা আছে।

মাধবপুরের কোরটেক্স অ্যাপারেলসে কাজ করা সামলী খাতুন ৭ জুন কারখানায় গিয়ে দেখেন, ফটকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ ঝুলছে। তাঁর ভাষায়, 'নতুন কাজ পাওয়া আমার জন্য খুব কঠিন হবে। নারী হিসেবে সুযোগও কম। হয়তো আমাকে গ্রামে ফিরে যেতে হবে।'

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ১০ জুন ২০২৬

নিলুফার চৌধুরী

বিদেশের শ্রমবাজার হারানোর ঝুঁকিতে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিশ্বব্যাপী শ্রমবাজারের পরিবর্তিত বাস্তবতায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে না পারলে বাংলাদেশ বিদেশের শ্রমবাজার হারানোর উচ্চ ঝুঁকিতে পড়বে বলে জাতীয় সংসদে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য নিলুফার চৌধুরী মনি। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ যদি সময়ের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তির জোগান বাড়াতে না পারে, তাহলে বিদেশের শ্রমবাজার হারানোর উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে।'

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে ৭১ বিধিতে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশ উত্থাপনকালে নিলুফার চৌধুরী মনি এই আশঙ্কার কথা বলেন। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ নোটিশটি গ্রহণ না করলেও বিষয়টির ওপর দুই মিনিট বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এ সময় নিলুফার চৌধুরী মনি বলেন, 'কথায় আছে, গতিতে জীবন আর স্থিতিতে মরণ। দক্ষ জনশক্তির গতি একটি দেশকে সামনের দিকে অগ্রসর করে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় প্রবাসী আয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০২৫ সালে এই খাত থেকে জিডিপিতে প্রায় ৭ শতাংশ অবদান এসেছে।' তিনি বলেন, 'প্রতিবছর প্রায় ১০ লাখ দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়েন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই অদক্ষ ও স্বল্পশিক্ষিত। অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে শ্রমবাজার দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে।

সময়ের আলো
১৪ জুন ২০২৬।

ফ্রুট ব্যাগ স্বল্পতায় দাম দ্বিগুণ

লাভ থেকে বঞ্চিত হবেন নওগাঁর আমচাষিরা

● নওগাঁ প্রতিনিধি

আমের জেলা হিসেবে পরিচিত উত্তরের জেলা নওগাঁ। রফতানিযোগ্য এবং কীটনাশকমুক্ত আম উৎপাদন ও ভালো দাম পেতে ফ্রুট ব্যাগিং করেন চাষিরা। তবে এ বছর চাহিদামতো ফ্রুট ব্যাগ না পাওয়ায় আমে ব্যাগিং করতে পারেননি চাষিরা। আবার যতটুকু ফ্রুট ব্যাগ পাওয়া গেছে দ্বিগুণ দামে কিনতে হয়েছে। প্রতিটি ফ্রুট ব্যাগ ৩ টাকা ৭০ পয়সা হলেও এ বছর ৬ টাকা ২০ পয়সায় কিনতে হয়েছে চাষিদের। বাড়তি দাম দিয়েও চাহিদামতো পাওয়া যায়নি। এতে আমের কাঙ্ক্ষিত দাম পাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়েছে তাদের। সেই সঙ্গে আয়ের একটি অংশ থেকেও বঞ্চিত হতে হচ্ছে আমচাষিদের।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তথ্যমতে, জেলায় ৩০ হাজার ৩১০ হেক্টর জমিতে আমবাগান রয়েছে। যা থেকে প্রায় ৪ লাখ ২২ হাজার টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮৬ হেক্টর জমিতে আম্রপালি, ব্যানানা ম্যাংগো ও গৌড়মতি ১ কোটি ১১ লাখ ৫১ হাজার ৫০০ আমে ফ্রুট ব্যাগিং করা হয়েছে।

গত বছর সাপাহার ও পোরশা উপজেলা থেকে বিভিন্ন রফতানিকারকের মাধ্যমে ২৮৪ টন আম্রপালি, ক্ষীরশাপাত ও ব্যানানা ম্যাংগো মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে রফতানি হয়েছিল। বরেন্দ্র ভূমি হিসেবে পরিচিত নওগাঁর সাপাহার, পোরশা, নিয়ামতপুর ও পত্নীতলা উপজেলার আংশিক এলাকা। জেলায় যে পরিমাণ আমবাগান রয়েছে তার ৭০ শতাংশ রয়েছে এসব উপজেলায়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১০ জুন ২০২৬ ॥

জনসংখ্যার বড় অংশ শ্রমবাজারের বাইরে

ইমরান চৌধুরী

২৮ বছর বয়সি মো. রাকিব ঢাকার মিরপুর এলাকার বাসিন্দা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শেষ করেছেন বছরখানেক হলো। তবে এখনো তিনি কোনো চাকরি পাননি। তিনি বলছিলেন, স্নাতকোত্তর শেষ করেছি এক বছর হলো, এখনো ঠিকমতো কোনো কাজ পাইনি। চেষ্টা করছি, কিন্তু কোথাও সুযোগ পাচ্ছি না। বেশির ভাগ জায়গায় অভিজ্ঞতা খুঁজছে। আর নতুন যেখানে-সেখানে বেতন খুবই কম। রাকিবের এই অভিজ্ঞতা একার নয় বাংলাদেশের বড় একটি অংশ এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] এখনো শ্রমবাজারের বাইরে রয়ে গেছে, যদিও দেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি ৫৮ লাখ ৩০ হাজার। এর মধ্যে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সি অর্থাৎ কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ১১ কোটি ৪৪ লাখের বেশি। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশ এখন কর্মক্ষম বয়সে, যা একটি বড় জনমিতিক সুযোগ হিসেবে ধরা হয়। এ ছাড়া ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি তরুণ জনসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ১৫ লাখ, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৯ দশমিক ১১ শতাংশ। অন্যদিকে, ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সি তরুণ শ্রমশক্তির সংখ্যা ২ কোটি ৬৭ লাখ। কিন্তু এই বড় জনগোষ্ঠীর সবাই শ্রমবাজারে সক্রিয় নয়।

শ্রমশক্তি জরিপের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, ১৫-৬৪ বছর বয়সিদের মধ্যে মাত্র ৬২ দশমিক ৪ শতাংশ শ্রমবাজারে রয়েছে অর্থাৎ তারা কাজ করছে বা কাজ খুঁজছে। অন্যদিকে, শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৫৮ দশমিক ৯০ শতাংশ, যা দেখায় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ এখনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে।

শ্রমশক্তির জরিপ বলছে, ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সি তরুণ শ্রমশক্তির প্রায় ২০ লাখই বেকার। তাদের মধ্যে সাড়ে ১৩ শতাংশ স্নাতক ডিগ্রিধারী এবং ৭ দশমিক ১৩ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক পাস। অর্থাৎ প্রতি পাঁচজন বেকারের একজন স্নাতক বা উচ্চ মাধ্যমিক সনদধারী। শুধু তা-ই নয়, ১৫-২৯ বছর বয়সি যুব বেকারদের মধ্যে প্রায় ২৯ শতাংশ স্নাতক। এর মানে দাঁড়ায় প্রতি তিনজন স্নাতক তরুণের একজন বেকার।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মুস্তফা কে মুজেরী বলেন, বাংলাদেশ এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় পার করছে। কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু অর্থনীতিতে সেই অনুপাতে মানসম্মত কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না। ফলে অনেকেই শ্রমবাজারে ঢুকছে না, বা ঢুকলেও টিকে থাকতে পারছে না।

দেশে ১১ কোটির বেশি কর্মক্ষম মানুষ : বিবিএসের হিসাব বলছে, বর্তমানে শূন্য থেকে ১৪ বছর বয়সি জনসংখ্যা ৪ কোটি ৯৪ লাখ, ১৫-৬৪ বছর বয়সি ১১ কোটি ৪৪ লাখ এবং ৬৫ বছরের বেশি ১ কোটি ১৯ লাখের বেশি। ২০১১ সালের তুলনায় শিশুদের (শূন্য থেকে ১৪) অংশ কমে এসেছে। বেড়েছে বয়স্কদের সংখ্যা।

এই পরিবর্তনকে জনমিতিক রূপান্তর হিসেবে দেখা হয়। অর্থনীতির ভাষায়, এটি 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'-যেখানে বেশি কর্মক্ষম মানুষ থাকলে উৎপাদনশীলতা বাড়ার সুযোগ তৈরি হয়। তবে শর্ত একটাই-এই মানুষদের কাজের মধ্যে আনতে হবে। দেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বাড়ার অর্থ হলো প্রতি বছর নতুন করে বিপুলসংখ্যক তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। কিন্তু সেই হারে কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। বর্তমানে দেশে তরুণ বেকার প্রায় ২৭ লাখ। যা মোট জনসংখ্যার হার ৩ দশমিক ৬৬ শতাংশ। সংখ্যাটি তুলনামূলক কম মনে হলেও বাস্তবে অনেকেই আংশিক বেকার বা কম আয়ের কাজে যুক্ত।

নারীরা পিছিয়ে পড়ছে শ্রমবাজারে : শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বৈষম্য দেখা যায় নারীদের ক্ষেত্রে। সবশেষ জনশুমারি অনুযায়ী, দেশে পুরুষের চেয়ে নারীর অনুপাত বেশি। তবে শ্রমশক্তিতে পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে নারীরা। আর সাড়ে ২৭ লাখ বেকারের মধ্যে প্রায় ১০ লাখই নারী। উচ্চশিক্ষিত নারীদের মধ্যেই বেকারত্ব বেশি। বৈষম্য, সামাজিক অবকাঠামো, কাজের পরিবেশ অনুকূলে না থাকায় অনেক নারীই আগ্রহ হারাচ্ছেন কর্মক্ষেত্রের ওপর থেকে। এমন হলে দেশের অর্থনৈতিক পরিধি বৃদ্ধিতে বাধা আসবে বলে মত বিশ্লেষকদের।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এই পতন উদ্বেগজনক। কারণ, নারীর অংশগ্রহণ বাড়লে অর্থনীতির সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে। বিবিএসের হিসাবে, ২০১5-১৬ সালে নারী শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ছিল ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশ, যা ধীরে ধীরে বেড়ে ২০২২ সালে ৪২ দশমিক ৭৭ শতাংশে পৌঁছায়। কিন্তু এরপর আবার কমে ২০২৩ সালে ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৩৮ দশমিক ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে। বর্তমানে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে। ড. মুস্তফা কে মুজেরী বলেন, নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ কমে যাওয়া মানে আমরা আমাদের সম্ভাবনার বড় একটি অংশ ব্যবহার করতে পারছি না। সামাজিক বাধা, নিরাপত্তা, উপযুক্ত কাজের অভাব-সব মিলিয়ে নারীরা পিছিয়ে পড়ছে।

শিশু কমছে, বাড়ছে বয়স্ক জনগোষ্ঠী : জনসংখ্যার কাঠামোতেও বড় পরিবর্তন আসছে। ২০১১ সালে যেখানে শিশুদের হার ছিল ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ, সেখানে ২০২৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৮ দশমিক ১ শতাংশে। অন্যদিকে, ৬৫ বছরের বেশি মানুষের হার বেড়ে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে ৬ দশমিক ৮ শতাংশে পৌঁছেছে। বিবিএসের হিসাবে, শূন্য থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশুর সংখ্যা এখন প্রায় ৫ কোটি। আর ৬৫ বছরোর্ধ্ব বয়স্ক মানুষের সংখ্যা এখন দেড় কোটির কাছাকাছি।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। মঙ্গলবার। ৯ জুন ২০২৬

মরিশাসে আবার চালু হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রমবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মরিশাসে বন্ধ থাকা বাংলাদেশের শ্রমবাজার আবার চালু হতে যাচ্ছে। দেশটি থেকে বাংলাদেশি কর্মী নেওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে শিগগিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে দুই দেশ।

গতকাল সোমবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত ১১৪তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের (আইএলও) সাইডলাইনে এক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এই সম্মতি হয়। জেনেভাস্থ জাতিসংঘ কার্যালয়ের সভাকক্ষে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টায় বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এবং মরিশাসের শ্রমমন্ত্রী মুহাম্মদ রেজা কাসাম উতিম এই বৈঠকে মিলিত হন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় জানায়, এই বৈঠকে মরিশাসে বাংলাদেশি শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা, বন্ধ বাজার পুনরায় চালু এবং দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয়ে ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। মন্ত্রী আরিফুল হক বাংলাদেশ থেকে কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক দ্রুত স্বাক্ষরের জন্য ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে মরিশাস সরকারকে অনুরোধ করেন।

বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তির সক্ষমতা তুলে ধরে মন্ত্রী জানান, ঐতিহ্যবাহী টেক্সটাইল শিল্প ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে এখন ডাক্তার, প্রকৌশলী, নার্স এবং অ্যাকাউন্ট্যান্টসহ বিভিন্ন পেশার উচ্চ দক্ষ জনশক্তি মরিশাসে পাঠাতে প্রস্তুত সরকার। বৈঠক শেষে তিনি মরিশাসের শ্রমমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানান।

বাংলাদেশের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে মরিশাসের শ্রমমন্ত্রী মুহাম্মদ রেজা কাসাম উতিম বলেন, বাংলাদেশ থেকে দক্ষ জনশক্তি নেওয়ার ব্যাপারে মরিশাস সরকার অত্যন্ত আগ্রহী। বিশেষ করে দেশটির ওয়ানস্টপ টেক্সটাইল শিল্পের প্রসারে প্রচুর দক্ষ কর্মী প্রয়োজন।

মরিশাসের মন্ত্রী আশ্বস্ত করেন, পুনরায় শ্রমবাজার চালুর লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারকের একটি খসড়া শিগগিরই বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঠানো হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বাংলাদেশের টেক্সটাইল খাতে মরিশাস সরকারের বিনিয়োগের গভীর আগ্রহের কথাও বৈঠকে প্রকাশ করেন তিনি। দ্বিপক্ষীয় এই বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে আরো উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদার, সুইজারল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী মিশনের প্রতিনিধি নাহিদা সোবহান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব মো. মাহবুবুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ মিশনের প্রথম সচিব মো. আমিনুল ইসলাম।

কালের কণ্ঠ
কা। শনিবার। ৬ জুন ২০২৬

যুদ্ধের বড় ধাক্কা শ্রমবাজারে

মধ্যপ্রাচ্য

- মার্চ থেকে মে–তিন মাসে কর্মী যাওয়া কমেছে ৪১ শতাংশ
- শ্রমিক পাঠানোয় কাঠামোগত উদ্যোগ ও নীতিগত প্রস্তুতির ঘাটতি : আসিফ মুনীর
- দক্ষ শ্রমিক গড়ে তুলতে বাধ্যতামূলক কারিগরি শিক্ষা প্রয়োজন : শরিফুল ইসলাম

আবদুল্লাহ আল মিরাজ ▷

মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে বাংলাদেশের কর্মী পাঠানোয় সবচেয়ে বড় ধাক্কা লেগেছিল করোনা মহামারির সময়। এরপর ধীরে ধীরে বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলেও সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধের প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যজুড়েও ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় বাংলাদেশের কর্মী পাঠানোয় আবারও বড় ধাক্কা লাগায় সংকটে পড়ে এই খাত। অন্যদিকে যুদ্ধের কারণে কাজ হারিয়ে অনেক শ্রমিককে দেশেও ফেরত আসতে হয়। এতে দেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্র নতুন করে হুমকির মুখে পড়ে।

সূত্র মতে, চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে সৌদি আরব, কুয়েত ও কাতারের মতো দেশগুলোয় নতুন কর্মীর চাহিদা ব্যাপক হারে কমে যায়। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যানুযায়ী, গত মার্চ থেকে মে পর্যন্ত তিন মাসে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য গেছেন এক লাখ ৫৩ হাজার ৬৩৬ জন বাংলাদেশি কর্মী। অথচ এর আগের বছর একই সময় এই সংখ্যা ছিল দুই লাখ ৬০ হাজার ৪৩৮ জন। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে বিদেশগামী কর্মীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ৪১ শতাংশ।

শ্রমবাজার বিশ্লেষকদের মতে, যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যটন, সেবা ও বাণিজ্য খাতের অনেক প্রতিষ্ঠান নতুন কর্মী নিয়োগে সতর্ক অবস্থান নেয়। এ কারণে নতুন করে শ্রমিক নেওয়ার অনুমোদনের হার কমতে শুরু করে। একই সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মধ্যপ্রাচ্যগামী শত শত ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় নতুন কর্মীদের বিদেশযাত্রাও বিলম্বিত হতে থাকে। আগে যেখানে ন্যূনতম বিমানভাড়া ছিল ৫০ থেকে ৫৫ হাজার টাকা, ফ্লাইটসংকটের কারণে তা এখন বেড়ে ৯০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা ছাড়িয়েছে।

বিএমইটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের শ্রমবাজারের বড় অংশই মধ্যপ্রাচ্যনির্ভর। সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান বাংলাদেশের প্রধান শ্রমবাজার। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক শ্রমিক যান সৌদি আরবে। ২০২৫ সালে বিদেশে যাওয়া মোট কর্মীর প্রায় সাত লাখ ৫২ হাজার গেছেন শুধু সৌদি আরবে। এর বাইরে কাতারে যান এক লাখ ৬৯ হাজার, কুয়েতে যান ৪২ হাজার ৪৯৬ জন।

অন্যদিকে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে গতকাল ৫ জুন পর্যন্ত বিদেশে গেছেন তিন লাখ ১৪ হাজার ৩৬২ জন বাংলাদেশি কর্মী। এর মধ্যে সৌদি আরব গেছেন এক লাখ ৯০ হাজার ৭২ জন, কাতারে গেছেন ২৩ হাজার ৭৮০ জন, কুয়েতে আট হাজার ৭৫৩ জন, জর্দানে সাত হাজার ৩৫৩ জন, আরব আমিরাতে সাত হাজার ১২১ জন এবং ইরাকে তিন হাজার ৯১ জন। এ থেকেই বেরিয়ে আসে মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশি

যুদ্ধের বড় ধাক্কা শ্রমবাজারে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মী যাওয়ার তুলনামূলক চিত্র।

এর আগের বছরগুলোয় অর্থাৎ করোনার পর ২০২২ সালে মোট ১১ লাখ ২৬ হাজার ৩৬৮ জন বাংলাদেশি কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য গেছেন। এর মাঝে সৌদি আরব ছিল সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার, যেখানে গেছেন তিন লাখ ৯১ হাজার ৩০২ জন কর্মী। ওমানে এক লাখ ৬৩ হাজার ২১ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেছেন ৭৭ হাজার ৪৭৬ জন, কুয়েতে ২৯ হাজার ৯ জন এবং কাতারে ২৭ হাজার ৬৬৩ জন।

২০২৩ সালে সর্বোচ্চসংখ্যক কর্মী পাঠায় বাংলাদেশ। সরকারি হিসাবে ১৩ লাখ পাঁচ হাজার ৪৫৩ জন কর্মী বিদেশে যান। এর মধ্যে সৌদি আরবে চার লাখ ৯৭ হাজার ৬৭৪ জন, ওমানে এক লাখ ২৭ হাজার ৮৮৩ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৯৮ হাজার ৪২২ জন, কাতারে ৫৬ হাজার ১৪৮ জন, কুয়েতে ৩৬ হাজার ৫৪৮ জন, জর্দানে আট হাজার ৬২৬ জন বাংলাদেশি কর্মী গেছেন।

২০২৪ সালে মোট ১০ লাখ ১০ হাজার ৯০৮ জন শ্রমিক বিদেশে গেছেন। এর মধ্যে সৌদি আরবে গেছেন ছয় লাখ ২৭ হাজার ৮১২ জন, কাতারে ৭৪ হাজার ৪৬৪ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) ৪৭ হাজার ১৫৮ জন, কুয়েতে ৩৩ হাজার ১৫ জন, জর্দানে ১৫ হাজার ৪১০ জন এবং লেবাননে চার হাজার ২৩০ জন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতপ্রবাসী শরিফুল হক কালের কণ্ঠকে জানান, দুবাইয়ে একটি রেস্তোরাঁ চালান তিনি। ভালোই আয় হচ্ছিল। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব পড়েছে আরব আমিরাতে। সেখানে ইরানের হামলার পর দীর্ঘদিন ধরে তাঁর রেস্তোরাঁটি বন্ধ রাখতে হয়। যুদ্ধ পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও সেখানে এখনো পর্যটকশূন্য। এতে এখন রেস্তোরাঁ খুললেও বিক্রি নেই। ফলে তাঁর আয়-রোজগারে বড় টান পড়েছে। বর্তমান আয় দিয়ে রেস্তোরাঁ চালানো কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে। দেশে পরিবারকে টাকাও পাঠাতে পারছেন না তিনি।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় বাংলাদেশি কর্মী যাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চাইলে অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশের (আটাব) সেক্রেটারি মাজহারুল ভূইয়া গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের সৌদি আরব রুটটা এখন অনেকটা বন্ধের মুখে। কারণ মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে ওখানে কাজ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কুয়েতে যেসব ভিসা হচ্ছে, সেগুলো পুরনো। নতুন করে ভিসা হওয়া প্রায় বন্ধ। করোনা যাওয়ার পর মানুষ যখন একটু সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা শুরু করেছিল, তখনই শুরু হয় মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ। ফলে আজ ফ্লাইট ক্যানসেল হয়তো কাল নতুন শিডিউল। মানুষ যেতে চাইলেও বর্তমানে বিমানভাড়া অনেক বেশি। আগে যেখানে ন্যূনতম ভাড়া ছিল ৫০ থেকে ৫৫ হাজার টাকা, তা এখন বেড়ে হয়েছে ৯০ হাজার থেকে এক লাখ টাকার ওপরে।'

পর্যটন ভিসার বিষয়ে তিনি বলেন, 'ওমান ও দুবাইয়ের ভ্রমণ ভিসা অনেক দিন ধরে বন্ধ। আর বর্তমানে সৌদি আরবে শুধু ওমরাহ ভিসা ছাড়া অন্য সব ভিসার ক্ষেত্রে স্থবিরতা চলছে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কম্পানিগুলো অনিশ্চয়তার কারণে নতুন লোক নিতে চাচ্ছে না। বিমানের জ্বালানির দাম বাড়ায় ভাড়াও বাড়ছে। এতে এজেন্সির ব্যবসা ও ট্রাভেল ট্রেডের ওপর চারদিক থেকে বড় ধাক্কা লেগেছে।'

অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বাংলাদেশের শ্রমবাজার মূলত দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক এবং সবচেয়ে বড় নির্ভরতা সৌদি আরবের ওপর। কিন্তু নীতিনির্ধারণী জায়গায় শ্রমবাজারকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্প্রসারণ, ঝুঁকি কমানো বা বিকল্প বাজার তৈরির মতো কাঠামোগত উদ্যোগ যথেষ্ট দৃশ্যমান হয়নি। সরকারি আলোচনা থাকলেও শ্রম অভিবাসনের বড় অংশই এখনো প্রাইভেট এজেন্সি ও ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কে চলছে। ফলে বড় কোনো সংকট এলে বিকল্প বাজার প্রস্তুত না থাকায় বাংলাদেশকে সরাসরি ধাক্কা খেতে হচ্ছে। বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মধ্যপ্রাচ্যে থাকা শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা ও বেতন নিয়মিত হওয়া নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, যা দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের রেমিট্যান্স প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করবে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শক্তিশালী দ্বিপক্ষীয় চুক্তি কাঠামো ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।'

ব্র্যাক অভিবাসন কর্মসূচির প্রধান শরিফুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অদক্ষ শ্রম অভিবাসন ও রেমিট্যান্সের চোরাবালি থেকে বের হওয়ার বিকল্প ভাবনার সময় এখনই। গত পাঁচ বছরে সৌদি আরবে প্রায় ২০ থেকে ২৫ লাখ কর্মী যাওয়ার পরও আমাদের রেমিট্যান্স উল্টো কমে সাড়ে তিন থেকে চার বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয়ের কারণে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রকৃত পক্ষে দেশ থেকে পাচার ও লুটপাট হয়ে গেছে। এ ছাড়া টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, মুন্সীগঞ্জের মতো প্রবাসী-প্রধান এলাকায় তীব্র কৃষি শ্রমিক সংকট দেখা দিচ্ছে, যা উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে। মাদারীপুরের মতো জেলা থেকে লাখ লাখ টাকা খরচ করে সাগরপথে লিবিয়া হয়ে ইতালি গিয়ে মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে অথচ জেলাটি দরিদ্রই রয়ে গেছে।'

তিনি আরো যোগ করেন, 'সরকার কত লাখ কর্মী পাঠাল সেই হিসাব বন্ধ করে তারা কতটুকু দক্ষ এবং কতটুকু রেমিট্যান্স পাঠাতে পারছে, সেই হিসাব করতে হবে। আমাদের সামনে আগামী ২০ থেকে ২৫ বছর 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বা সুবর্ণ সময় রয়েছে, এরপর আমাদের জনসংখ্যা প্রবীণ হতে শুরু করবে। তাই শিক্ষা ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষাকে সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বিকল্প হিসেবে সাম্প্রতিক যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ইরানের মতো নতুন পুনর্গঠন বাজারে কর্মী পাঠানোর কূটনৈতিক উদ্যোগ এখনই নিতে হবে।'

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে ইরান ও বাহরাইন থেকে দেশে ফিরে এসেছেন বেশ কিছু কর্মী। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের কারণে চলতি বছরের এ পর্যন্ত ইরান থেকে সরকারি সহায়তায় মোট ২০১ জন বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। আর বাহরাইন থেকে ফিরেছেন ২৮২ জন কর্মী।

সমকাল
২০ জুন ২০২৬

কৃত্রিম তন্তুর তৈরি পোশাকে রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ

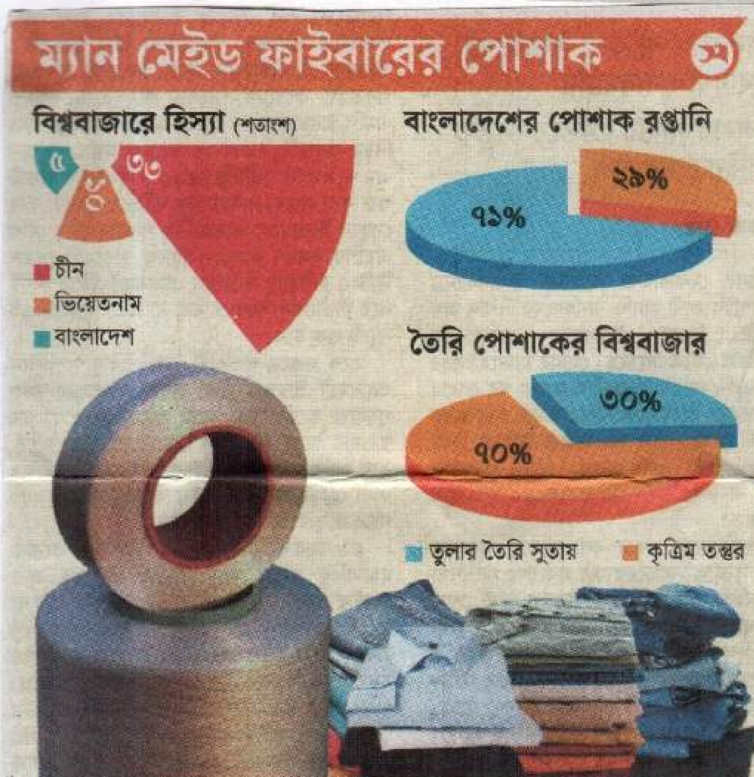

- অন্যতম কাঁচামাল সিন্থেটিক ফেব্রিক্সে ১০% সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে বাজেটে
- পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়, তবে কৃত্রিম তন্তুর পোশাক রপ্তানিতে চতুর্থ

কাচামাল আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহারের ফলে রপ্তানি আয় বাড়বে।
বিশ্ববাজারে এ ধরনের পোশাকের দাম বেশি, দ্রুত বাড়ছে চাহিদাও

মোহাম্মদ হাতেম, সভাপতি, বিকেএমইএ

পলিয়েস্টার স্ট্যাপল ফাইবার, পিভিসি রেজিন ও পিইটি রেজিনে
শুল্ক প্রত্যাহার হলে আরও ভালো হতো

মাহমুদ হাসান খান, সভাপতি, বিজিএমইএ

■ আবু হেনা মুহিব

ম্যান মেইড ফাইবার বা কৃত্রিম তন্তুর তৈরি পোশাকের চাহিদা ও ব্যবহার বাড়ছে বিশ্ববাজারে। তুলায় তৈরি সুতা থেকে প্রস্তুতকৃত সাধারণ পোশাকের চেয়ে ম্যান মেইড ফাইবারে উৎপাদিত পোশাকের দাম কয়েক গুণ। তবে ম্যান মেইড ফাইবারের ক্ষেত্রে আছে উচ্চ শুল্কের খড়গ। কোনো কোনো কাঁচামালে তা ৩৫ শতাংশের মতো। এ শুল্ক প্রত্যাহার চেয়ে দীর্ঘ দিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন উদ্যোক্তারা। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সে দাবি অনেকটাই পূরণ হয়েছে। এতে ম্যান মেইড ফাইবারের পোশাক উৎপাদনের অন্যতম কাঁচামাল সিন্থেটিক ফেব্রিক্সে থাকা ১০ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। অন্য কিছু কাঁচামালেও শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। এতে উচ্চমূল্যের পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিতে বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়বে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

ম্যান মেইড ফাইবারের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে এখনও অনেক পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে ম্যান মেইড ফাইবারের পোশাকের অংশ প্রায় ৭০ শতাংশ। বাকি ৩০ শতাংশ আসে তুলার মতো প্রাকৃতিক তন্তু থেকে পাওয়া সুতায়। বিশ্ববাজারে ম্যান মেইডের অংশ দিন দিন বাড়ছেই। বাংলাদেশের বেলায় তা প্রায় বিপরীত। দেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকে এখন ম্যান মেইড ফাইবারের পণ্যের অংশ ২৯ শতাংশ। বাকি ৭১ শতাংশই এখনও তুলায় তৈরি সুতায় উৎপাদিত পোশাক। প্রধান প্রতিযোগী চীনের মোট পোশাক রপ্তানিতে ম্যান মেইডের অংশ ৫২ শতাংশ।

আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে দেওয়া সুবিধায় তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তা রপ্তানিকারকরা খুশি। তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ নেতাদের মতে, আগে কোনো অর্থবছরের বাজেটে এ খাতের জন্য এত বেশি সুবিধা দেওয়া হয়নি।

জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান সমকালকে বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে ম্যান মেইড ফাইবারের কিছু কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। এতে এ ধরনের পোশাক রপ্তানি বাড়বে। বাজেটে প্রস্তাবিত পলিয়েস্টার স্ট্যাপল ফাইবারের ওপর ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ও পিবিসি রেজিন এবং পিইটি রেজিনের ওপর প্রস্তাবিত অতিরিক্ত ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার হলে আরও ভালো হতো।

এ বিষয়ে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সমকালকে বলেন, প্রস্তাবিত বাজেট রপ্তানি খাতে স্বস্তি ফেরাতে সহায়ক হবে। তিনি বলেন, স্মরণকালের ইতিহাসে তৈরি পোশাক খাতের জন্য এত ভালো বাজেট হয়নি। ম্যান মেইড ফাইবারের পোশাকের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার এবং ছাড়ের ফলে রপ্তানি আয় অনেক বাড়বে। এ ধরনের পোশাকের দাম বেশি পাওয়া যায় এবং প্রাকৃতিক তন্তুর পোশাকের বিপরীতে এসব পোশাকের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। তবে ম্যান মেইড ফাইবারের মধ্যে পিএসএফ ও পিভিসি রেজিন ও পিইটি রেজিন আমদানির ওপর অতিরিক্ত ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক রাখা ঠিক হয়নি। বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়েছে, দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষায় এ ধরনের শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে দেশে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান এটি সামান্য পরিমাণ উৎপাদন করে, যা চাহিদার ১০ শতাংশেরও কম।

প্রস্তাবিত বাজেট অনুসারে, তৈরি পোশাক রপ্তানি খাত আরও কিছু ক্ষেত্রে সুবিধা পাবে। যেমন, রপ্তানির ওপর নগদ সহায়তার ওপর আয়কর ১০ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে কেনা বিদ্যুতের ওপর উৎস করের হার ৪ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশ করা হচ্ছে। রিসাইকেলড বা পুনর্ব্যবহৃত এবং রিসাইকেলযোগ্য কাঁচামালের ওপর করের হার ৩ থেকে কমিয়ে ১ শতাংশ করা হয়েছে।

উদ্যোক্তারা বলছেন, বাজেটে উৎসে কর্তিত কর 'অগ্রিম কর' হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতদিন করযোগ্য আয় কম থাকা সত্ত্বেও উৎসে কর্তিত করকে চূড়ান্ত দায় বা ন্যূনতম কর হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যা রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক পুঁজিতে সংকট তৈরি করছে। উৎসে কর অগ্রিম কর হিসেবে গণ্য করা হলে বছর শেষে সমন্বয়ের পর উৎসে কর বাবদ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে তা ফেরত দেওয়া হবে। এতে মূলধন সংকট কাটবে রপ্তানি খাতে।

সার্বিকভাবে প্রস্তাবিত বাজেট ব্যবসাবান্ধব হয়েছে বলে মনে করেন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। তিনি বলেন, আগামী পাঁচ বছরের জন্য করকাঠামোর একটি পথরেখা দেওয়া হয়েছে। করের ক্ষেত্রে এখন দীর্ঘমেয়াদি পূর্বানুমানযোগ্যতা তৈরি হলো। এর ফলে আগে থেকেই জানা যাবে কত টাকা কর দিতে হবে, যার ফলে বিনিয়োগ পরিকল্পনা নেওয়া সহজ হবে। করপোরেট করও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে আগামী পাঁচ বছরের জন্য। উৎসে কর্তিত কর সমন্বয় হবে। প্রণোদনার ওপর আয়কর কমানো হচ্ছে।

আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ পোশাক রপ্তানি ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ম্যান মেইড ফাইবারের পোশাকের অংশ ৪০ শতাংশে পৌঁছানো হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাঁচামাল সংকটকে প্রধান বাধা হিসেবে দেখেন উদ্যোক্তা রপ্তানিকারকেরা। এ ধরনের পোশাকের কাঁচামালের ৮০ শতাংশই আমদানি করতে হয়। চীন থেকে বড় একটা অংশ আসে। স্থানীয়ভাবে মাত্র ২০ শতাংশ কাঁচামাল জোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে

PTO

বাংলাদেশের অবস্থান এখন দ্বিতীয়। তবে কৃত্রিম তন্তুর পোশাক রপ্তানিতে এই অবস্থান চতুর্থ। এ ধরনের পোশাকের বিশ্ববাজারের ৩৩ শতাংশ চীনের দখলে। চীনের নিজস্ব কাঁচামাল রয়েছে। প্রযুক্তি সুবিধায়ও এগিয়ে তারা। এর ফলে সবচেয়ে কম খরচে এবং দ্রুততম সময়ে কৃত্রিম তন্তুর পোশাক উৎপাদন সরবরাহ করতে পারে দেশটির উদ্যোক্তা রপ্তানিকারকেরা। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের পেছনে থাকলেও কৃত্রিম তন্তুর পোশাক রপ্তানিতে এগিয়ে রয়েছে। এ ধরনের পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ভিয়েতনামের হিস্যা ১২ শতাংশ। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হওয়ায় দ্রুত সময়ে চীন থেকে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ রয়েছে দেশটির উদ্যোক্তাদের। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। জোটের হিস্যা ১০ শতাংশ। বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। রপ্তানিতে হিস্যা ৫ শতাংশ। ভারত- পাকিস্তানসহ অন্য দেশগুলো পৃথকভাবে বাকি ৪০ শতাংশ কৃত্রিম তন্তুর পোশাকের জোগান দিয়ে আসছে।

বিশ্বব্যাপী ক্রেতাদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বাড়ছে। তুলা উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে পানি লাগে। তুলা থেকে সুতা করা, রং করা ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি পানির ব্যবহার হয়। এ কারণে পরিবেশবাদী ও সচেতন ভোক্তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক তন্তুর পোশাকের প্রতি অনাগ্রহ আছে। অন্যদিকে কৃত্রিম তন্তুর পোশাক উৎপাদনে একবার ব্যবহৃত কাঁচামাল পুনরায় ব্যবহারের সুযোগ থাকে। সার্কুলার ইকোনোমি নামে এ ধরনের উৎপাদন কাঠামো তুলনামূলক বেশি পরিবেশসম্মত। ফলে ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো কৃত্রিম তন্তু বা ব্যবহৃত পোশাক পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে উৎপাদিত কাপড় তৈরিতে ঝুঁকছে। এছাড়া দ্রুত ফ্যাশন পরিবর্তন, আরামদায়ক ও টেকসই হওয়ার সুবিধায় কৃত্রিম পোশাকের কদর বাড়ছে বিশ্বভোক্তা বাজারে।

বাংলাদেশ সেলাই ও কাটাবিহীন অত্যাধুনিক সিমলেসসহ প্রায় ৩০ আইটেমে কৃত্রিম আঁশের পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানি করছে। এর মধ্যে গাউন, ওভারকোট, টাই, সুট-কোট, জার্সি, ট্রাউজার, পুলওভার, শার্ট ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় বিভিন্ন ধরনের জার্সি ও পুলওভার। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) কটন বা তুলাভিত্তিক পোশাক রপ্তানি কিছুটা কমলেও ম্যান মেইড ফাইবার-ভিত্তিক পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। এ সময় রপ্তানি হয় ৩ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন ডলারের, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলার।

কৃত্রিম তন্তুর মূল ব্যবহার বেশি করে থাকে বস্ত্রকলগুলো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃত্রিম আঁশের সঙ্গে প্রাকৃতিক আঁশের মিশ্রণে তৈরি করা হচ্ছে সুতা ও বস্ত্র। বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) সূত্রে জানা গেছে, কৃত্রিম তন্তু আমদানি করে সুতা ও কাপড় তৈরিতে বিনিয়োগ করেছে সংগঠনের ৪০টি সদস্য কারখানা। পলিয়েস্টার স্টেপল ফাইবার এবং বিসকস স্টেপল ফাইবারের চাহিদা বেশি থাকায় এ খাতেই বিনিয়োগ রয়েছে কারখানাগুলোর। কৃত্রিম আঁশের পোশাক ফ্যাশনদুরস্ত, টেকসই ও উজ্জ্বল। বারবার ধোয়ার পরও রং নষ্ট হয় না। বৈশ্বিক চাহিদার দিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে কৃত্রিম আঁশ পোশাক বাণিজ্যে গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ। এতে গুরুত্ব কিছুটা কমছে প্রচলিত তুলা, পাট ও অন্যান্য প্রাকৃতিক আঁশের।

NEWAGE

SUNDAY, JUNE 7, 2026,

RMG exports to major markets fall in July-May

Staff Correspondent

THE country's readymade garment exports to major global destinations declined persistently during the July-May period of the current financial year 2025-26 due to weak global demand.

According to detailed country-wise export data from the Export Promotion Bureau, Bangladesh exported RMG items worth $35.31 billion in the July-May period of FY26, marking a 3.41 per cent decline from that of $36.56 billion earned in the same period of FY25.

In the single month of May of 2026, the RMG sector, the country's highest export earner, earned $3.59 billion, an 8.29 per cent decline from $3.92 billion in May 2025.

Exports have been declining for the past several months due to weak global demand, fewer buyer inquiries, geopolitical tensions, and intense competition, particularly in European markets, said the exporters.

They also expressed concerns that prolonged conflict in the Middle East and tensions in the Strait of Hormuz could again negatively affect the global economy, which could in turn affect the country's exports.

In the eleven months of FY26, the downturn was more pronounced in the United States, the United Kingdom, the European Union, Canada and non-traditional markets.

During July-May of FY26, Bangladeshi exporters recorded a 4.88 per cent decline in shipments to the EU — the largest destination for Bangladesh's apparel exports — to $17.36 billion, down from that of $18.25 billion in the same period of FY25.

Export earnings from the EU accounted for more than 49 per cent of Bangladesh's total RMG export revenues during the period.

Exports to major EU countries such as Germany, France, and Denmark and Italy declined in the eleven months of FY26, although narrow to moderate growth was recorded in Spain, the Netherlands, and Poland.

Export earnings from the United States also declined narrowly by 0.04 per cent to $7.02 billion in July-May of FY26, compared with that of $7.03 billion in the same period of FY25.

The US, the largest single-country destination for Bangladeshi apparel, accounted for 20 per cent of the total RMG export earnings, according to EPB data compiled by the Bangladesh Apparel Exchange, a private initiative promoting the country's apparel and textile industry.

RMG exports to the UK declined by 0.5 per cent to $4.02 billion in the first eleven months of FY26, down from $4.04 billion in the same period of FY25.

From Canada, RMG exporters bagged $1.22 billion during the reporting period, up by 2.27 per cent from $1.2 billion in the corresponding period of the previous financial year.

In the apparel trade, the US, Canada, the UK, and the EU are considered traditional markets, while other destinations are classified as non-traditional.

Major non-traditional markets include Japan, Australia, Russia, India, China, South Korea, the United Arab Emirates, Malaysia, Brazil and Mexico.

Despite hope, export earnings from non-traditional markets have declined since October.

During July-May of FY26, exports to non-traditional destinations further fell by 5.95 per cent to $5.68 billion, compared with those of $6.04 billion in the same period of FY25.

Non-traditional markets accounted for 16.09 per cent of Bangladesh's total RMG exports during the period.

Among major non-traditional markets, exports to Japan, Australia, India, South Korea, and Mexico witnessed a substantial decline in the July-May period of FY26.

Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association president Mohammad Hatem said the primary reasons for the pressure on exports are subdued global demand and a lack of new work orders.

He said that the real challenge lies in securing new export orders and maintaining competitiveness in global markets, without which sustainable export growth would be difficult to achieve.

Mohiuddin Rubel, former director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said the data indicated a recalibration of global consumption patterns rather than a sector-wide crisis.

'Traditional buyers are optimising their sourcing strategies, which is an invitation to strengthen relationships and demonstrate competitive value beyond price,' he added.

Moreover, global economic sluggishness, weaker demand, conflicts, and domestic political tensions throughout the FY26 impacted the exports.

'However, to stay competitive in such tense global markets, we must explore new markets, diversify products, invest in automation, design, and innovation,' he added, urging proper governmental support.

In FY25, the RMG sector earned $39.35 billion from global markets.

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 6 June 2026

e-mail : sangbadec

2

বন্ধ কারখানা চালু করতে ২শ' কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বন্ধ ও আংশিক চালু কারখানা পুরোপুরি সচল করতে ২০ হাজার কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই তহবিল থেকে ঋণ নিতে পারবে বড় শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো। এ জন্য গ্রাহকদের সুদ দিতে হবে ৭ শতাংশ। বর্তমানে ব্যাংকগুলোতে সুদের হার ১৪ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। ফলে বিদ্যমান সুদের চেয়ে প্রায় অর্ধেক সুদে চলতি মূলধন হিসেবে ঋণ নিয়ে কারখানা পুরোপুরি চালু করতে পারবেন শিল্পোদ্যোক্তারা।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত বৃহস্পতিবার রাতে এক প্রজ্ঞাপনে 'বন্ধ শিল্প ও সেবা খাত-সহায়ক প্রাক্?-অর্থায়ন স্কিম' নীতিমালা ঘোষণা করে। এর আগে গত ২৩ মে বন্ধ কলকারখানা চালুসহ অর্থনীতি চাঙা করতে ৬০ হাজার কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমান। তারই ধারাবাহিকতায় আজ ২০ হাজার কোটি টাকার তহবিলের নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে।

এই নীতিমালা অনুযায়ী, বন্ধ ও আংশিক সচল কারখানা পুরোপুরি চালু করতে একটি কোম্পানি বা গ্রুপ সর্বোচ্চ ২০০ কোটি টাকা চলতি মূলধন ঋণ নিতে পারবে। এতে সুদের হার হবে ৭ শতাংশ। চলতি মূলধন নেওয়া কোম্পানিতে প্রতিনিধি বসাতে পারবে ব্যাংক। স্কিমের আওতায় ঋণের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা কোম্পানি ও ব্যাংক পাবে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা।

মূলত ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য প্রাক্?-অর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের সেই তহবিল থেকে ৪ শতাংশ সুদে টাকা নিয়ে ঋণ দিতে পারবে ব্যাংকগুলো। দেশের সব ব্যাংক এই তহবিল থেকে টাকা নিতে পারবে।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, তহবিলের প্রধান লক্ষ্য বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা করা, যারা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও শুধু চলতি মূলধনের অভাবে পূর্ণ ক্ষমতায় উৎপাদন বা সেবা দিতে পারছে না।

এই তহবিল থেকে ঋণ নিতে পারবে বড় শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো। এ জন্য গ্রাহকদের সুদ দিতে হবে ৭ শতাংশ। বর্তমানে ব্যাংকগুলোতে সুদের হার ১৪ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে

এই সহায়তার মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় শিল্পনীতি অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ যে প্রতিষ্ঠানগুলো আবার চালু হতে সক্ষম, তারা এই সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। পাশাপাশি রপ্তানিমুখী ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোও ঋণ পাবে। কোনো দক্ষ প্রতিষ্ঠান যদি বন্ধ থাকা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে সচল করার উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করে বা ইজারা নেয়, তবে তারাও এই সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই ঋণ তথ্য ব্যুরো (সিআইবি) অনুযায়ী খেলাপি হওয়া যাবে না এবং ইতিপূর্বে অর্থ পাচার বা ঋণের অর্থ অপব্যবহারের কোনো রেকর্ড থাকা চলবে না।

একটি একক প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপ সর্বোচ্চ ২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ এক বছর, যা ব্যবহারের ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্যাংকগুলো ৪ শতাংশ সুদে এই তহবিল থেকে ঋণ পাবে। গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ সুদের হার হবে ৭ শতাংশ। গ্রাহকদের জন্য ৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ড সুবিধা থাকবে, অর্থাৎ প্রথম ৬ মাস পর থেকে সুদের কিস্তি আদায় শুরু হবে।

শ্রমিক-কর্মচারীদের সর্বোচ্চ চার মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধে এই অর্থ ব্যবহার করা যাবে। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য পরিষেবা বিল পরিশোধ এবং উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহে ব্যয় করা যাবে। শ্রমিকদের বেতন সরাসরি তাদের ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাংকিং সেবার হিসাবে দিতে হবে। কোনোভাবেই নগদ লেনদেন করা যাবে না। এই ঋণ দিয়ে আগের কোনো ঋণের দায় সমন্বয় বা পরিশোধ করা যাবে না।

নির্ধারিত সময়ে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব থেকে টাকা কেটে নেবে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অতিরিক্ত ২ শতাংশ দণ্ড সুদ আরোপ হবে। ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যাংকগুলো গ্রাহক থেকে সাপ্তাহিক বিক্রয় বা রাজস্ব রিপোর্ট সংগ্রহ করবে। ব্যাংকের প্রতিনিধিরা প্রতি তিন মাস অন্তর কারখানা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন তৈরি করবেন। বাংলাদেশ ব্যাংকও যেকোনো সময় সরেজমিনে পরিদর্শন করে ঋণের ব্যবহার যাচাই করতে পারবে।

গ্রাহকের সব ব্যবসায়িক আয়-ব্যয় একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। শ্রমিকদের বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁদের জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই বাধ্যতামূলক। নীতিমালার সফল বাস্তবায়নে বড় অবদান রাখা গ্রাহক ও ব্যাংককে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা দেওয়া হবে।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ১৬ জুন ২০২৬,

শ্রমবাজার খুললেই হবে না, বদলাতে হবে পুরো অভিবাসনব্যবস্থা

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় চালু হওয়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো এমন একটি অভিবাসনকাঠামো গড়ে তোলা, যা বারবার সংকটে পড়বে না। এমন একটি নতুন অভিবাসন-দর্শন গড়ে তোলা প্রয়োজন, যেখানে প্রবাসী শ্রমিককে কেবল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং দেশের মানবসম্পদ, অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হবে। লিখেছেন সেলিম রেজা

সেলিম রেজা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আসন্ন মালয়েশিয়া সফর ঘিরে দেশে ও প্রবাসে ব্যাপক প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। দুই বছর ধরে স্থবির হয়ে থাকা মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ফের চালুর সম্ভাবনা, অনথিভুক্ত বাংলাদেশিদের বৈধকরণ, প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার সমাধান এবং দুই দেশের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্কের নতুন দিগন্ত—সব মিলিয়ে এই সফর নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত মালয়েশিয়ায় বসবাসরত লাখ লাখ বাংলাদেশি প্রবাসীর কাছে এই সফর কেবল একটি কূটনৈতিক ঘটনা নয়; বরং এটি তাঁদের জীবিকা, নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

অনেকেই আশা করছেন, দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত থাকা শ্রমবাজার, ভিসা জটিলতা, কনস্যুলার সেবার সীমাবদ্ধতা এবং অনথিভুক্ত কর্মীদের সমস্যার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হবে। তবে প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ কি আবারও কেবল শ্রমবাজার 'খুলে যাওয়ার' ঘোষণায় সন্তুষ্ট থাকবে, নাকি এবার অভিবাসনব্যবস্থার গভীরে থাকা কাঠামোগত সমস্যাগুলো সমাধানের সুযোগ হিসেবে এই সফরকে কাজে লাগাবে?

বাস্তবতা হলো, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশের জন্য নতুন কোনো গল্প নয়। গত দুই দশকের অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে যে বাজার খোলা এবং বাজার বন্ধ হওয়ার পুনরাবৃত্ত চক্রের মধ্যেই আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। ২০০৮ সালে বন্ধ, ২০১৬ সালে আবার চালু, ২০১৮ সালে আবার বন্ধ, ২০২২ সালে নতুনভাবে চালু এবং ২০২৪ সালে আবার স্থগিত—এই ইতিহাস একটি কঠিন সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে : সমস্যাটি বাজার খোলা বা বন্ধ হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; সমস্যাটি আমাদের শ্রম অভিবাসনব্যবস্থার ভেতরেই নিহিত।

এ কারণেই এবারের সফরের সাফল্য কত হাজার নতুন কর্মী মালয়েশিয়ায় যাবে, সেই সংখ্যায় পরিমাপ করা উচিত নয়। বরং প্রকৃত সাফল্য হবে যদি বাংলাদেশ একটি স্বচ্ছ, দক্ষ, মানবিক এবং দীর্ঘমেয়াদি অভিবাসনকাঠামো প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে পারে।

অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার সময়

প্রধানমন্ত্রীর সফরের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় নিঃসন্দেহে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার আবার চালু করা। কিন্তু এই বাজার কীভাবে কোন মডেলে খুলবে, সেটিই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের ইতিহাস আসলে সুযোগ এবং ব্যর্থতার মিশ্র গল্প। ১৯৭৮ সালে মাত্র কয়েকজন কর্মী পাঠানোর মধ্য দিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা পরে লাখো মানুষের জীবিকা ও বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হয়।

কিন্তু একই সঙ্গে এই বাজার বারবার বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে। নিয়োগে অস্বচ্ছতা, সীমিতসংখ্যক এজেন্সির একচেটিয়া প্রভাব, কর্মীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, চুক্তিভঙ্গ, মানব পাচারের অভিযোগ এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা—এসব কারণে একাধিকবার মালয়েশিয়া শ্রমবাজার স্থগিত করেছে।

একই সমস্যা বারবার ফিরে আসে, কারণ আমরা সাধারণত শ্রমবাজার খুলে যাওয়াকেই সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করি, কিন্তু বাজার পরিচালনার কাঠামোগত সংস্কারকে গুরুত্ব দিই না। ফলে সমস্যার মূল কারণগুলো অমীমাংসিত থেকে যায়। এবারের সফরে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত একটি সিন্ডিকেটমুক্ত, স্বচ্ছ, প্রযুক্তিনির্ভর এবং জবাবদিহিমূলক অভিবাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মালয়েশিয়ার সঙ্গে সমন্বিত কাঠামো তৈরি করা।

সিন্ডিকেট ভাঙা ছাড়া কোনো টেকসই সমাধান নেই

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে যতবার আলোচনা হয়েছে, ততবারই একটি শব্দ সামনে আসে—'সিন্ডিকেট'। অতীতে শ্রমবাজার খোলার পরপরই কিছু প্রভাবশালী রিক্রুটিং এজেন্সি বা গোষ্ঠী পুরো নিয়োগপ্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছিল। এর ফলে কর্মীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, ভুয়া চাকরির প্রতিশ্রুতি, চুক্তি লঙ্ঘন এবং নানা ধরনের শোষণের ঘটনা ঘটে। কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। অনেক কর্মী বিদেশে যাওয়ার জন্য জমি বিক্রি করেছেন, উচ্চ সুদে ঋণ নিয়েছেন কিংবা পরিবারের শেষ সম্বলটুকুও বন্ধক রেখেছেন। ঋণ নিয়ে বিদেশে পৌঁছে প্রথম দুই-তিন বছর তাঁদের আয় মূলত ঋণ পরিশোধেই চলে যায়।

প্রতীকী ছবি

▶ মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশের জন্য নতুন কোনো গল্প নয়। গত দুই দশকের অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে যে বাজার খোলা এবং বাজার বন্ধ হওয়ার পুনরাবৃত্ত চক্রের মধ্যেই আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি।

অতীতে বাজার বন্ধ হওয়ার পেছনে যেমন মালয়েশিয়ার নিজস্ব নীতিগত কারণ ছিল, তেমনি বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও অস্বচ্ছতা ও নিয়োগব্যবস্থার দুর্বলতা বড় ভূমিকা রেখেছে। তাই এবারের আলোচনায় বাংলাদেশের সবচেয়ে দৃঢ় অবস্থান হওয়া উচিত—কোনো ধরনের একচেটিয়া নিয়োগব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্রমবাজারকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং জবাবদিহিমূলক করতে হবে। বাংলাদেশের উচিত মালয়েশিয়ার সঙ্গে এমন একটি ডিজিটাল ও স্বচ্ছ নিয়োগ-কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা, যেখানে কর্মী নির্বাচন, চাকরির চুক্তি, নিয়োগকর্তার তথ্য, ভিসা প্রক্রিয়া এবং খরচের বিবরণ অনলাইনে উন্মুক্ত ও যাচাইযোগ্য থাকবে। প্রত্যেক কর্মীর নিয়োগ ব্যয় প্রকাশ্যে আনতে হবে এবং সরকারি পর্যায়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কর্মী, নিয়োগকর্তা এবং সরকারের মধ্যে সরাসরি ডিজিটাল সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা কমাতে হবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

▶ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত একটি সিন্ডিকেটমুক্ত, স্বচ্ছ, প্রযুক্তিনির্ভর এবং জবাবদিহিমূলক অভিবাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মালয়েশিয়ার সঙ্গে সমন্বিত কাঠামো তৈরি করা।

ভবিষ্যতের শ্রমবাজার : অদক্ষ নয়, দক্ষ জনশক্তির

এই সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদি আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত দক্ষতা উন্নয়ন। বাংলাদেশ বহু বছর ধরে মালয়েশিয়ায় বিপুলসংখ্যক শ্রমিক পাঠিয়েছে, কিন্তু তাঁদের বড় অংশই স্বল্প দক্ষ বা অদক্ষ। নির্মাণ, কৃষি, পরিচ্ছন্নতা বা সাধারণ উৎপাদন খাতের কাজে নিয়োজিত থাকায় তাঁদের আয়ও তুলনামূলক কম। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মালয়েশিয়া নিজেই এখন উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির দিকে এগোচ্ছে। দেশটি সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন, বৈদ্যুতিক যানবাহন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, ডেটা সেন্টার, স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, রোবোটিকস এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে।

এই নতুন অর্থনীতিতে কেবল শারীরিক শ্রম যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন হবে দক্ষতা। তাই বাংলাদেশকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান, শিল্প অটোমেশন অপারেটর, উন্নত ওয়েল্ডিং বিশেষজ্ঞ, সৌরবিদ্যুৎ প্রযুক্তিবিদ, সেমিকন্ডাক্টর টেকনিশিয়ান, তথ্যপ্রযুক্তি সহকারী, নেটওয়ার্ক সাপোর্ট কর্মী, স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তিবিদ, স্বাস্থ্যসেবা সহায়ক কর্মী—মালয়েশিয়া ও অন্য উন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের দক্ষ কর্মীদের চাহিদা আগামী দশকে আরও বাড়বে। বাংলাদেশ যদি এখনো কেবল অদক্ষ শ্রমিক পাঠানোর পুরোনো মডেলের ওপর নির্ভর করে, তাহলে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে।

শুধু বিদেশে কর্মী পাঠানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করলেই হবে না, কর্মীদের আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর সফরে একটি বড় অর্জন হতে পারে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি। যৌথ দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও দেওয়া যেতে পারে। মালয়েশিয়ার শিল্প খাতের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশে যৌথ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা গেলে কর্মীরা বিদেশে যাওয়ার আগেই নির্দিষ্ট চাকরির জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন।

অনথিভুক্ত বাংলাদেশিদের বৈধকরণ : মানবিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা

মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত অনথিভুক্ত বাংলাদেশিদের বিষয়টি শুধু অভিবাসন নয়, মানবিক মর্যাদারও প্রশ্ন। বিষয়টি এই সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হওয়া উচিত। মালয়েশিয়ায় অনথিভুক্ত বাংলাদেশিদের বড় অংশ কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত নন। বরং নিয়োগকর্তার প্রতারণা, কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়া, ভিসা নবায়নের জটিলতা কিংবা প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে তাঁরা বৈধ মর্যাদা হারিয়ে অনিয়মিত অবস্থায় পড়েছেন।

বাংলাদেশের উচিত মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে একটি বিশেষ নিয়মিতকরণ বা বৈধকরণ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা, যাতে কর্মীরা জরিমানা বা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণের মাধ্যমে বৈধ অবস্থায় ফিরে আসতে পারেন। এটি শুধু মানবিক পদক্ষেপ নয়; মালয়েশিয়ার অর্থনীতির জন্যও লাভজনক হবে। কারণ, এই কর্মীদের অনেকেই দেশটির উৎপাদন ও সেবা খাতে ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে নতুন করে অনথিভুক্ত কর্মী সৃষ্টি না হয়, সে জন্য কর্মীদের কর্মস্থল পরিবর্তন, নিয়োগকর্তা বদল এবং ভিসা নবায়নের প্রক্রিয়া আরও নমনীয় করার বিষয়েও আলোচনা প্রয়োজন।

প্রবাসীদের জন্য কনস্যুলার সেবা সহজ করতে হবে

মালয়েশিয়ায় লাখ লাখ বাংলাদেশি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিভিন্ন প্রদেশে কাজ করেন। কিন্তু বেশির ভাগ কনস্যুলার সেবা পেতে তাঁদের কুয়ালালামপুরে যেতে হয়। এতে সময়, অর্থ এবং শ্রম—সবকিছুর অপচয় হয়। বিভিন্ন প্রত্যন্ত প্রদেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশিদের জন্য কনস্যুলার সেবা পাওয়া এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সাবা, সারাওয়াক, পেনাং কিংবা জহুর থেকে কুয়ালালামপুরে এসে পাসপোর্ট নবায়ন বা অন্যান্য সেবা নেওয়া সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময় আঞ্চলিক কনস্যুলার সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, মোবাইল কনস্যুলার সেবা এবং পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল সেবা চালুর বিষয়গুলো গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ : অটোমেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হলো বিশ্ব শ্রমবাজার দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস এবং অটোমেশন আগামী দশকে বহু স্বল্প দক্ষ চাকরি কমিয়ে দিতে পারে। নির্মাণ, উৎপাদন এবং সেবা খাতের অনেক কাজ প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠছে। আজ যে কাজের জন্য হাজার হাজার শ্রমিক প্রয়োজন, কয়েক বছর পর হয়তো সেই কাজ কয়েক শ দক্ষ প্রযুক্তিবিদ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সম্পন্ন করা যাবে।

একই সময়ে ভারত, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং নেপালের মতো দেশগুলো দক্ষ কর্মী তৈরিতে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে। যদি বাংলাদেশ এখনো কেবল বিদেশে শ্রমিক পাঠিয়ে রেমিট্যান্স অর্জনের পুরোনো মডেলের ওপর নির্ভর করে, তাহলে ভবিষ্যতে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত কমসংখ্যক কিন্তু অধিক দক্ষ কর্মী পাঠিয়ে বেশি আয় নিশ্চিত করা। এই বাস্তবতায় 'বেশিসংখ্যক কর্মী' নয়, বরং 'বেশি বেশি দক্ষ কর্মী' হওয়া উচিত বাংলাদেশের নতুন অভিবাসন-দর্শন।

সবশেষে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার আবার চালু হওয়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো এমন একটি অভিবাসনকাঠামো গড়ে তোলা, যা বারবার সংকটে পড়বে না। এমন একটি নতুন অভিবাসন-দর্শন গড়ে তোলা প্রয়োজন, যেখানে প্রবাসী শ্রমিককে কেবল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং দেশের মানবসম্পদ, অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর এই সফর বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন দরজা খুলে দিতে পারে। কিন্তু সেই দরজা দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে কত দূর এগোনো যাবে, তা নির্ভর করবে আমরা অতীতের ভুল থেকে কতটা শিক্ষা নিতে পারি তার ওপর। বিদেশের শ্রমবাজারে বাংলাদেশকে সংখ্যার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে দক্ষতার রাজনীতিতে প্রবেশ করতে হবে। কারণ, আগামী দিনের বৈশ্বিক শ্রমবাজারে টিকে থাকবে সেই দেশ, যারা শুধু শ্রম রপ্তানি করবে না, রপ্তানি করবে দক্ষতা, জ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা।

● ড. সেলিম রেজা সহযোগী অধ্যাপক ও সমন্বয়ক, সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিজ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি

*মতামত লেখকের নিজস্ব

সময়ের আলো বুধবার। ১৭ জুন ২০২৬।

ইউরোপের বাজারে পোশাক রফতানি আয় কমেছে ২০ শতাংশ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুসারে চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশি পোশাক রফতানির থেকে আয় কমেছে প্রায় ২০ শতাংশ। ২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) যেখানে পোশাক রফতানি ছিল ৫ হাজার ৬৮৭ মিলিয়ন ইউরো, সেখানে ২০২৬ সালের একই সময়ে তা কমে ৪ হাজার ৫৯১ মিলিয়ন ইউরোতে নেমেছে।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্যমতে, এ বছরের প্রথম তিন মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইউরোপের পোশাক আমদানি কমেছে ১১ দশমিক ৬২ শতাংশ। ২০২৫ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়ে ২৩ হাজার ৮৬০ মিলিয়ন ইউরোর পোশাক আমদানি করে ইইউ, ২০২৬ সালের একই সময়ে তা কমে ২১ হাজার ৮৮ মিলিয়ন ইউরোতে নেমেছে।

এ সময়ে গত বছরের তুলনায় ইউরোপে চীনের পোশাক রফতানি কমেছে ৮ শতাংশ। তবে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনামের পোশাক রফতানি কমেছে মাত্র ২ শতাংশ। ভিয়েতনাম ২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসে ইউরোপে ১ হাজার ৭৫ মিলিয়ন ইউরোর পোশাক রফতানি করেছিল, ২০২৬ সালের একই সময়ে তা কমে ১ হাজার ৫২ মিলিয়ন ইউরোতে নেমেছে।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্য বলছে, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে ইউরোপে তুর্কির পোশাক রফতানি কমেছে ১৯ শতাংশ, ভারতের ১০ শতাংশ, কম্বোডিয়ার ১৬ শতাংশ, পাকিস্তানের ১৭ শতাংশ, মরক্কোর ১০ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার ১২ শতাংশ ও ইন্দোনেশিয়ার রফতানি কমেছে ১৮ শতাংশ। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি পোশাক রফতানি কমেছে বাংলাদেশেরই।

তথ্য মতে, গত বছরের তুলনায় চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে ইউরোপে বাংলাদেশের পোশাক রফতানির পরিমাণ কমেছে ৮ দশমিক ৩২ শতাংশ আর পণ্যের দাম কমেছে ১১ দশমিক ৯৩ শতাংশ।

সংবাদ ঢাকা : শনিবার ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 13 June 2026

চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে আইভরি কোস্টে মানবপাচার, নির্যাতনে ১ জনের মৃত্যু

প্রতিনিধি, পীরগাছা (রংপুর)

'আমাকে বাঁচাও, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।' আইভরি কোস্ট থেকে ফোনের ওপাশে কান্নাজড়িত কণ্ঠে এভাবেই পরিবারের কাছে আকুতি জানিয়েছিলেন রংপুরের পীরগাছার সানোয়ার হোসেন। পরিবারের স্বপ্ন ছিল বিদেশে গিয়ে ভাগ্যের চাকা ঘুরাবেন তিনি। কিন্তু সেই স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। অভিযোগ উঠেছে, চাকরির প্রলোভনে আইভরি কোস্টে নিয়ে গিয়ে মানবপাচারকারী চক্রের নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। একই ঘটনায় প্রাণে বেঁচে দেশে ফিরেছেন আরেক ভুক্তভোগী জব্বার মিয়া। তার অভিযোগ, মানবপাচারকারী চক্রের নির্যাতনে তার চোখের সামনেই মারা যান সানোয়ার।

এজাহার ও ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পীরগাছা উপজেলার পশুয়া টাঙ্গাইলপাড়া এলাকার আব্দুর রহমান মিয়া এবং তার ছেলে জাইদুর রহমান ওরফে রিয়াদ দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় আইভরি কোস্টে লোক পাঠানোর কথা বলে প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন। তারা দাবি করতেন, তাদের মাধ্যমে অনেকেই বিদেশে গিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

তাদের এমন আশ্বাসে বিশ্বাস করে কাউনিয়া উপজেলার গোড়াই গ্রামের জব্বার মিয়া এবং পীরগাছা উপজেলার পশুয়া খাঁপাড়া গ্রামের সানোয়ার হোসেন বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জনপ্রতি সাত লাখ টাকা চুক্তি অনুযায়ী ২০২৫ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে স্থানীয় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে আসামিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রহমান ট্রেডার্সে মোট ১৪ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়।

ভ্যানচালকের স্বপ্নভঙ্গ:

সানোয়ার হোসেন প্রায় ১০ বছর ধরে ভ্যান চালিয়ে এবং ছোট পরিসরে ভাঙারির ব্যবসা করে সংসার চালাতেন। পরিবারে স্ত্রী, ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া ছেলে জুনাইদ (১২) ও বিবাহিত মেয়ে আফরিন (১৮) রয়েছেন। স্বজনদের দাবি, সংসারের অভাব-অনটন দূর করে পরিবারের ভাগ্য বদলানোর স্বপ্ন নিয়েই তিনি বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

বিদেশ যাওয়ার আগে স্বজনদের কাছে তিনি বলেছিলেন, কয়েক বছর কষ্ট করলে পরিবারের অবস্থা বদলে যাবে। কিন্তু সেই স্বপ্নই শেষ পর্যন্ত তার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়।

বিমানবন্দর থেকে বন্দিশালায়:

চলতি বছরের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশ থেকে রওনা হয়ে পরদিন আইভরি কোস্টে পৌঁছান সানোয়ার ও জব্বার। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পর

চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চাকরি নয়, অপেক্ষা করছিল ভিন্ন এক বাস্তবতা।

অভিযোগ রয়েছে, কুমিল্লা অঞ্চলের 'রাজু' নামে এক দালাল বিমানবন্দর থেকে তাদের গ্রহণ করে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরের একটি নির্জন এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানে একটি পরিত্যক্ত বাড়ির অন্ধকার কক্ষে তাদের আটকে রাখা হয়। ওই বাড়িতে আগে থেকেই কয়েকজন বাংলাদেশি দালাল অবস্থান করছিল।

ভুক্তভোগীদের কোনো কাজ দেওয়া হয়নি। বরং শুরু হয় জিম্মি করে অর্থ আদায়ের প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে থাকা স্বজনদের কাছে ফোন করে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।

১৪ লাখ টাকার পর আরও ৮ লাখ:

পরিবারের সদস্যরা জানান, সানোয়ার ও জব্বারকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন স্বজনরা। নিরুপায় হয়ে সানোয়ারের বড় ভাই মনু মিয়া এবং পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন বিকাশ নম্বর ও ব্যাংক হিসাবে আরও আট লাখ টাকা পাঠান।

স্বজনদের আশা ছিল, টাকা পাঠানোর পর হয়তো তাদের মুক্তি মিলবে কিংবা কাজের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

এদিকে পরিবারের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হলে গত ১৬ এপ্রিল মূল অভিযুক্ত আব্দুর রহমান মিয়া নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে কাজের ব্যবস্থা করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করেন। কিন্তু অভিযোগ অনুযায়ী, সেটি ছিল সময়ক্ষেপণের কৌশল।

'আমাকে বাঁচাও':

'আমাকে বাঁচাও, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে' মৃত্যুর কয়েকদিন আগে আইভরি কোস্ট থেকে পরিবারের সঙ্গে শেষবারের মতো কথা বলেন সানোয়ার। সেই ফোনকল এখনও দুঃস্বপ্ন হয়ে তাড়া করে বেড়ায় স্বজনদের।

পরিবারের সদস্যরা জানান, ফোনের ওপাশ থেকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে সানোয়ার বলেছিলেন, 'আমাকে বাঁচাও, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।' এরপর ধীরে ধীরে যোগাযোগ কমে যায়। কিছুদিন পর আসে মৃত্যুর খবর।

নির্যাতনে মৃত্যু, দেশে ফিরলেন জব্বার

অভিযোগ অনুযায়ী, দীর্ঘদিনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের একপর্যায়ে গত ২২ মে আইভরি কোস্টে মারা যান সানোয়ার হোসেন।

একই ঘটনায় প্রাণে বেঁচে ফেরা জব্বার মিয়া গত ৫ জুন দেশে ফেরেন। দেশে ফিরেই গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি।

চিকিৎসা শেষে থানায় দেয়া অভিযোগে জব্বার মিয়া দাবি করেন, আইভরি কোস্টে তাদের আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়েছে এবং তার চোখের সামনেই সানোয়ার মারা গেছেন।

জব্বার মিয়া বলেন, 'তারা আমাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে আইভরি কোস্টে পাচার করেছে। সেখানে আটকে রেখে নির্যাতন করেছে। আমার চোখের সামনে সানোয়ার মারা গেছে। আমি জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

মরদেহের অপেক্ষায় পরিবার:

সানোয়ারের মৃত্যুর প্রায় ২২ দিন পার হলেও এখনও দেশে ফেরেনি তার মরদেহ।

পরিবারের সদস্যরা জানান, মরদেহ এখনও আইভরি কোস্টেই রয়েছে। মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার মতো আর্থিক সামর্থ্য তাদের নেই। দূতাবাসের সঙ্গেও কার্যকর যোগাযোগ করতে পারেননি তারা।

স্বামীকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন হাজেরা বেগম। তিনি বলেন, 'আমার স্বামী ভ্যান চালিয়ে সংসার চালাত। ভালো থাকার আশায় বিদেশে গিয়েছিল। এখন আমি শুধু আমার স্বামীর লাশটা দেশে ফেরত চাই। যারা আমার স্বামীর সর্বনাশ করেছে, তাদের বিচার চাই।'

বাবার জন্য অপেক্ষা:

বাবার মৃত্যুর বিষয়টি এখনও মেনে নিতে পারছে না ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া ছেলে জুনাইদ।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে সে বলে, 'আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে। আমি শুধু একবার বাবার মুখটা দেখতে চাই।'

পরিবারের সদস্যরা জানান, প্রতিদিনই বাবার কথা জানতে চায় সে। বিদেশে থাকা বাবার মরদেহ দেশে ফিরবে, সেই আশাতেই দিন গুনছে পুরো পরিবার।

পীরগাছার পশুয়া খাঁপাড়ার ছোট্ট বাড়িটিতে এখন প্রতিদিন অপেক্ষা শুধু একটি মরদেহের। বিদেশে ভাগ্য বদলাতে যাওয়া সানোয়ার আর কোনোদিন জীবিত ফিরবেন না। তবে তার স্ত্রী-সন্তান এখনও অপেক্ষা করছেন শেষবারের মতো তাকে দেখার জন্য। একই সঙ্গে তাদের দাবি, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক।

গত ৮ জুন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে অভিযুক্তদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ভুক্তভোগীদের ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয় বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ব্যবসায়ী সবুজ মিয়া বলেন, আব্দুর রহমান ও তার ছেলে রিয়াদ মানবপাচার চক্রের সাথে জড়িত। তারা পরিকল্পিতভাবে জব্বার মিয়া ও সানোয়ার হোসেন মকে আইভরিকোষ্ট নিয়ে যান। তিনি আরও বলেন, বিগত সময়ে আব্দুর রহমানের পরিবার জঙ্গি নাটক সাজিয়ে এই এলাকার অন্তত ৫০টি পরিবারের সর্বস্ব লুটে নিয়েছে। আমরা তদন্তসাপেক্ষে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

অভিযোগের বিষয়ে আব্দুর রহমান মিয়ার ব্যবহৃত মোবাইলে কল দিলে তার স্ত্রী ফোন রিসিভ করেন এবং সাংবাদিক পরিচয় জেনে ফোন কেটে দেন। তার ছেলে জাইদুর রহমান ওরফে রিয়াদ, সানোয়ার হোসেন ও জব্বার মিয়াকে আইভরিকোস্টে পাঠানোর কথা স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি আপোষ মিমাংসার আলোচনা চলছে। আগামী সোমবার পীরগাছা থানায় বসা হবে।

পীরগাছা থানার ওসি একেএম খন্দকার মহিবুল ইসলাম বলেন, 'ভুক্তভোগীর এজাহার গ্রহণ করা হয়েছে। সংযুক্ত তথ্য-প্রমাণ যাচাই করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।'

কালের কণ্ঠ

বুধবার। ১৭ জুন ২০২৬।

বাজেটে মূল্য সংযোজন শর্ত শিথিলে চাপে সংযোগ শিল্প

আমদানিনির্ভরতা বাড়ার আশঙ্কা

ব্যাংক গ্যারান্টির আওতায় শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানি করে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩০% মূল্য সংযোজনের শর্ত রয়েছে

প্রস্তাবিত বাজেটে এই বাধ্যবাধকতা কার্যত তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে

বাজেট ২৬-২৭

আগামী শনিবার বিটিএমএ'র সংবাদ সম্মেলন

সুতা, কাপড়, ডাইং অ্যাকসেসরিজ, প্যাকেজিংসহ বিভিন্ন সহায়ক শিল্পের চাহিদা কমে যেতে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রস্তাবিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানি করে রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান স্থানীয় মূল্য সংযোজনের বাধ্যবাধকতা শিথিল করার উদ্যোগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বস্ত্র, অ্যাকসেসরিজ ও প্যাকেজিং খাতের উদ্যোক্তারা। তাঁদের আশঙ্কা, এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় কাঁচামালের ব্যবহার কমে যাবে, আমদানিনির্ভরতা বাড়বে এবং দীর্ঘদিনে গড়ে ওঠা দেশের সংযোগ শিল্প (ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ) বড় ধরনের চাপে পড়বে।

বর্তমানে ব্যাংক গ্যারান্টির আওতায় শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানি করে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজনের শর্ত রয়েছে। তবে প্রস্তাবিত বাজেটে এই বাধ্যবাধকতা কার্যত তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী, আমদানীকৃত কাঁচামালের বিপরীতে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হবে, রপ্তানি থেকে অর্জিত আয় তার চেয়ে বেশি হলেই শর্ত পূরণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

উদ্যোক্তারা বলছেন, মূল্য সংযোজনের ন্যূনতম শর্ত না থাকলে অনেক রপ্তানিকারক স্থানীয় উৎস থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের পরিবর্তে আমদানীকৃত উপকরণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন। এতে সুতা, কাপড়, ডায়িং, অ্যাকসেসরিজ, প্যাকেজিংসহ বিভিন্ন সহায়ক শিল্পের চাহিদা কমে যেতে পারে। একই সঙ্গে দেশীয় শিল্পে নতুন বিনিয়োগ নিরুৎসাহ হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

সম্প্রতি ঘোষিত খসড়া আমদানি নীতিতে মূল্য সংযোজনের ন্যূনতম হার ৩০ শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও বাজেটে তা আরো শিথিল করার উদ্যোগকে পরস্পরবিরোধী বলে মনে করছেন শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের মতে, দেশের শিল্পায়ন ও স্থানীয় সরবরাহব্যবস্থা শক্তিশালী করার পরিবর্তে এ ধরনের নীতি আমদানিনির্ভরতা বাড়াতে পারে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) নেতারা কালের কণ্ঠকে বলেন, দেশের তৈরি পোশাক খাতের শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প গড়ে তুলতে সরকার অতীতে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত নগদ প্রণোদনা দিয়েছে। দীর্ঘদিনের সেই নীতিগত সহায়তার ফলেই বর্তমানে একটি শক্তিশালী দেশীয় কাঁচামাল ও সংযোগ শিল্প গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখন মূল্য সংযোজনের শর্ত শিথিলের মাধ্যমে সরকার উল্টো পথে হাঁটছে।

তাঁদের আশঙ্কা, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সুতা, কাপড় ও অন্যান্য উপকরণের পরিবর্তে আমদানীকৃত কাঁচামালের ব্যবহার বাড়বে। ফলে দেশের প্রকৃত রপ্তানি আয় কমার পাশাপাশি বাংলাদেশ ধীরে ধীরে তৃতীয় দেশের পণ্যের পুনঃ রপ্তানি কেন্দ্র বা 'রপ্তানি হাব'-এ পরিণত হতে পারে। এতে দেশের রপ্তানি সক্ষমতা ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে।

বিটিএমএ নেতাদের মতে, বর্তমানে প্রায় ১৯-২০ বিলিয়ন ডলারের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ বা সংযোগ শিল্প সরাসরি ঝুঁকির মুখে পড়বে। হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং ব্যাংকঋণনির্ভর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর টিকে থাকাও কঠিন হয়ে যেতে পারে।

এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ এবং বিদ্যমান মূল্য সংযোজনের শর্ত বহাল রাখার দাবিতে আগামী ২০ জুন সংবাদ সম্মেলন করবে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ)। সংগঠনটির সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে এলডিসি উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা ধরে রাখতে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের গুরুত্ব আরো বাড়বে। বাংলাদেশ স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী, ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি প্লাস সুবিধা পেতে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ মূল্য সংযোজন নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে কানাডার বাজারে ৬০ শতাংশ, যুক্তরাজ্যে ৫০ শতাংশ এবং ভারতের বাজারে ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজনের শর্ত রয়েছে।

এনজেড টেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সাবেক সহসভাপতি মো. সালেহুদ্দিন জামান খান বলেন, 'বছরের পর বছর ধরে নীতিগত সহায়তা এবং মূল্য সংযোজনের শর্তের মাধ্যমে দেশে শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প গড়ে উঠেছে। এসব শর্ত তুলে দিলে সেই অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হতে পারে।'

সমকাল | রোববার। ৭ জুন ২০২৬

মালয়েশিয়া পাচারকালে ৫০ ব্যক্তিকে উদ্ধার

টেকনাফের উপকূলে পাচারকারী চক্রের ৯ সদস্য আটক

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ায় পাচারকালে কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার উপকূল থেকে ৫০ জনকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। এ সময় আটক করা হয় পাচারকারী চক্রের ৯ সদস্যকেও। গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় পরিচালিত বিশেষ অভিযানে বাহারছড়াসংলগ্ন এলাকা থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে বাংলাদেশির পাশাপাশি মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত নাগরিকও (রোহিঙ্গা) রয়েছেন। তাদের তথ্য যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কোস্টগার্ড।

গতকাল শনিবার দুপুরে টেকনাফের কেরুনতলী এলাকায় আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে কোস্টগার্ড স্টেশন টেকনাফের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মো. মুত্তাকীন সিদ্দিকী এসব তথ্য জানিয়েছেন। তাঁর দেওয়া তথ্যমতে, অভিযানে অংশ নেন কোস্টগার্ড জাহাজ মনসুর আলী, স্টেশন টেকনাফ, শাহপরীর দ্বীপ আউটপোস্ট ও বাহারছড়া আউটপোস্টের সদস্যরা। এ সময় বাহারছড়া উপকূলের অদূরে একটি সন্দেহজনক বোটকে থামার সংকেত দেওয়া হলে নির্দেশনা অমান্য করে সেটি গভীর সমুদ্রের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে ধাওয়া করে বোটটি আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে ৫০ জনকে উদ্ধার করা হয়, যাদের মালয়েশিয়ায় পাচারের উদ্দেশ্যে নেওয়া হচ্ছিল।

পাশাপাশি বোট থেকে পাচার চক্রের ৯ সদস্যকেও আটক করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় একটি মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য। তারা মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে অবৈধভাবে লোক পাঠানোর একটি সংগঠিত নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে আসছিল। চক্রটির অন্য সদস্যদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

উদ্ধার ব্যক্তিরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, সংঘবদ্ধ মানব পাচারকারী চক্র বিদেশে উচ্চ বেতনের চাকরি, উন্নত জীবনযাপন ও দ্রুত টাকা উপার্জনের প্রলোভন দেখিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা ও রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে লোকজন সংগ্রহ করত। পরে তাদের টেকনাফের বিভিন্ন গোপন আস্তানায় আটকে রেখে সুযোগ বুঝে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় পাচারের চেষ্টা করত। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, পাচারকারীরা তাদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়েছে। পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করত। কয়েকজনকে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অপহরণ করে আটকে রাখার তথ্যও পেয়েছে কোস্টগার্ড।

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মো. মুত্তাকীন সিদ্দিকী বলেন, উদ্ধার ভুক্তভোগীদের পরিচয় যাচাই ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আটক মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য ও জব্দ বোটের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তারা মানব ও মাদক পাচার, অবৈধ অভিবাসন ও সমুদ্রপথে সংঘটিত অপরাধ দমনে গোয়েন্দা নজরদারি ও বিশেষ অভিযান জোরদার করবেন।

এ বিষয়ে টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, কোস্টগার্ডের কাছ থেকে এ বিষয়ে তথ্য পেয়েছেন। ভুক্তভোগী ব্যক্তি ও আটক ব্যক্তিদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে। পরে মামলা হবে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৪ জুন ২০২৬ | ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

মে-তে রপ্তানি কমেছে ৭ শতাংশ

পোশাক চামড়া ও কৃষিপণ্য রপ্তানি নেতিবাচক ধারায়

যুগান্তর প্রতিবেদন

প্রধান রপ্তানিপণ্য তৈরি পোশাকের চালান কমে যাওয়ার কারণে মে মাসে বাংলাদেশের রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ শতাংশ কমে ৪৪০ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। রপ্তানির এই পরিমাণ আগের মাস অর্থাৎ এপ্রিলের তুলনায় বাড়লেও গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কিছুটা কম। অন্যদিকে গত মাসে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় শীর্ষ পাঁচ খাতের তিনটিতে রপ্তানি কমেছে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং কৃষিপণ্য রপ্তানি কমেছে; রপ্তানি বেড়েছে পাট ও পাটজাত পণ্য এবং হোম টেক্সটাইল পণ্যের। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, ঈদের কারণে লম্বা সরকারি ছুটি ছিল। এজন্য পোশাকসহ কিছু খাতে রপ্তানি কিছুটা কমতে পারে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) বুধবার রপ্তানি আয়ের সবশেষ তথ্য প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়, এপ্রিল মাসের তুলনায় মে মাসে ১০ শতাংশ রপ্তানি বেড়েছে। এপ্রিল মাসে ৪০১ কোটি ডলারের রপ্তানি আয় এসেছিল। তবে মে মাসের রপ্তানির পরিমাণ গত বছরের মে মাসের তুলনায় ৭ শতাংশ কম। গত বছরের মে মাসে ৪৭৪ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। ফলে দেশের রপ্তানি আয়ের মূল চালিকা শক্তি তৈরি পোশাক খাতে মে মাসে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে। ইপিবির তথ্যে দেখা যায়, সবশেষ মে মাসে তৈরি পোশাক খাত থেকে আয় এসেছে ৩৫৯ কোটি ৪১ লাখ ডলার। এর মধ্যে নিটওয়্যার খাত থেকে ১৯৬ কোটি ৯৩ লাখ এবং ওভেন গার্মেন্ট থেকে ১৬২ কোটি ৪৮ লাখ ডলার রপ্তানি হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মে মাসে ৩৯২ কোটি ডলারের রপ্তানি আয় এসেছিল। সে হিসাবে গত বছরের তুলনায় মে মাসে তৈরি পোশাক খাতে ৮ শতাংশের বেশি রপ্তানি কমেছে। তৈরি পোশাক খাতের বাইরে অন্য দুটি প্রধান খাতেও গত বছরের মে মাসের তুলনায় রপ্তানি কমেছে। মে মাসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে ১০ কোটি ৯৩ লাখ ডলার আয় এসেছে। গত বছরের মে মাসে এই খাত থেকে সাড়ে ১২ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। অর্থাৎ রপ্তানি কমেছে প্রায় ১৩ শতাংশ। কৃষিপণ্য রপ্তানি করে মে মাসে আয় হয়েছে ৬ কোটি ৭১ লাখ ডলার। গত বছরের একই সময়ে এ খাত থেকে ৬ কোটি ৮৬ লাখ ডলারের রপ্তানি আয় এসেছিল। সে হিসাবে এ খাতে রপ্তানি কমেছে ২ শতাংশ।

অন্যদিকে পাট ও পাটজাত পণ্য খাতে মে মাসে রপ্তানি বেড়েছে। গত মাসে এ খাত থেকে ৯ কোটি ১৬ লাখ ডলারের রপ্তানি আয় এসেছে। এর মধ্যে পাট সুতা থেকেই এসেছে ৫ কোটি ডলার।

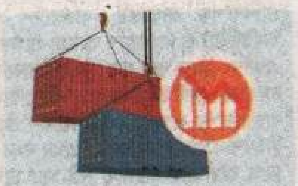

বেড়েছে পাট ও পাটজাত পণ্য এবং হোম টেক্সটাইল রপ্তানি

পোশাক চামড়া ও কৃষিপণ্য

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

গত বছরের মে মাসে এই খাত থেকে ৮ কোটি ৪৫ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এই খাতে রপ্তানি বেড়েছে সাড়ে ৮ শতাংশ। মে মাসে হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি ৪ শতাংশ বেড়েছে। মে মাসে এ খাত থেকে ৮ কোটি ৭২ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। গত বছরের একই সময়ে এ খাতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৪০ লাখ ডলার। এ ছাড়া মে মাসে প্লাস্টিক পণ্য খাত থেকে ২ কোটি ৭২ লাখ ডলার, হিমায়িত ও জীবন্ত মাছ রপ্তানি করে ২ কোটি ৯২ লাখ ডলার আয় হয়েছে। সামগ্রিকভাবে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) মোট ৪ হাজার ৩৮০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় আড়াই শতাংশ কম। গত বছর একই সময়ে ৪৫০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে অর্থাৎ জুলাইয়ে ৪৭৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। তখন প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২৫ শতাংশ। এরপর থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রতি মাসেই পণ্য রপ্তানি কমেছে।

TUESDAY, JUNE 2, 2026, JYAISHTHA
NEW AGE

Closed Shyampur Sugar Mills costs Tk 3cr annually

United News of Bangladesh · Rangpur

ONCE a vibrant industrial hub supporting thousands of families in northern Bangladesh, Shyampur Sugar Mills in Rangpur now stands largely silent, its machinery rusting away while the government continues to spend nearly Tk 24 lakh every month despite production remaining suspended since 2020.

The state-owned mill, one of the oldest heavy industries in the region, was shut down during the 2020-21 crushing season following years of mounting losses and declining sugarcane production.

Although the interim government announced plans to revive closed sugar mills and lifted the suspension order in late 2024, local residents, workers and farmers say little visible progress has been made on restarting operations.

Now uncertainty continues to loom over thousands of sugarcane growers, workers and businesses that once depended on the mill for their livelihoods.

Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation (BSFIC), a taskforce formed by the interim government, recommended reopening several closed mills including Shyampur Sugar Mills in Rangpur and Setabganj Sugar Mill in Dinajpur.

Based on the taskforce recommendations, BSFIC withdrew the suspension order on December 15, 2024, and proposed phased government financial assistance over three years to resume sugarcane crushing from the 2027-28 season.

However, the revival plan hit a major hurdle when the Finance Division declined a proposal seeking Tk 51.70 crore for Shyampur Sugar Mills during the 2024-25 and 2025-26 fiscal years.

A file photo shows Shyampur Sugar Mills in Rangpur. — UNB photo

In a response to the Industries Ministry, the Finance Division noted that BSFIC has already received substantial operational loans from the government over the past two decades and described the corporation as a loss-making entity. It also pointed out that the mills had originally been closed to reduce the government's subsidy burden.

Despite the suspension of production, the mill still employs 63 personnel, including permanent and temporary staff responsible for administration, security and maintenance.

Mill assistant manager (store) Debashish Singha Roy said approximately Tk 24 lakh is spent every month on salaries and allowances.

'Although monthly expenditure is around Tk 24 lakh the mill earns only about Tk 6-7 lakh annually by leasing out some of its land. We still need manpower to protect and maintain the land, machinery, residential quarters and administrative buildings. Otherwise, whatever remains of the mill's assets may not survive,' he said.

Workers said the closure has transformed what was once a bustling industrial complex into a deserted facility.

'Shyampur Sugar Mill was the economic heartbeat of this area. Thousands of families depended on it,' said Abu Sufian, former general secretary of the Sugar Mill Employees' Union.

'After the closure, many temporary workers lost their jobs. When the interim government announced plans to restart the mill, people became hopeful. But nearly a year and a half later, no visible initiative has been taken. This is increasing frustration among workers and employees,' he added.

He urged the government to allocate funds in the upcoming budget for modernising and reopening the mill.

Established in 1964 at Shyampur Bazar in Badarganj upazila, the mill formally began operations in 1967 on 111.45 acres of land.

Designed to crush 1,016 tonnes of sugarcane daily, it had an annual production capacity of 10,161 tonnes of sugar.

Ki For decades, it played a key role in the agricultural economy of Rangpur and surrounding districts.

Although profitable during its early years, the mill started incurring losses after 2000.

Rising bank liabilities, interest payments, employee provident fund obligations and operational inefficiencies reportedly pushed accumulated losses into several hundred crore taka.

A government committee comprising representatives from the industries, commerce, finance and agriculture ministries eventually recommended suspending crushing operations, leading to the mill's closure in the 2020-21 season.

Management attributed the losses to declining sugarcane cultivation and outdated machinery.

However, workers and farmers disputed that explanation, blaming corruption, mismanagement and inefficient staffing for the deteriorating financial condition.

The closure has significantly affected local sugarcane cultivation.

Fazlul Haque, a farmer from Badarganj, said he stopped growing sugarcane after the mill was shut down.

'While the mill was operating, I cultivated sugarcane regularly. Now I grow paddy, wheat, maize and vegetables instead,' he said.

According to BSFIC officials, around 300 acres of sugarcane have been cultivated this year under the Joypurhat Sugar Mill subzone. The harvested cane is being transported to Joypurhat for processing.

BSFIC Assistant Manager (Extension) Zahidul Islam, who oversees Shyampur operations, said reopening the mill would require sustained preparation.

'A sugar mill cannot be run with sugarcane from just one season. Even if funds are allocated this year, it will take at least three crushing seasons to fully restore sugar production operations,' he said.

Local businessman Manik Mia said the closure has weakened the area's economy.

'Shyampur Sugar Mill was one of the major industrial establishments in this agricultural region. Several thousand families were directly or indirectly connected to it. Many people are now struggling after losing their livelihoods,' he said.

However, the current government has also given assurances over re-opening closed sugar mills.

Industries and commerce minister Khandakar Abdul Muktadir has said the current government is determined to reopen the closed state-owned sugar mills.

'But in this (reopening) process, decisions will be made with utmost importance to the factors – the interests of sugarcane farmers and workers, and the long-term profitable operation of the mills,' he said at a view-exchange meeting with sugarcane farmers, arranged by Panchagarh Sugar Mills Limited in Panchagarh recently.

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, জুন ২, ২০২৬

বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক

রুগ্‌ণ কারখানাগুলোকে ভালো অবস্থানে আনতে দিকনির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর

বিশেষ প্রতিনিধি ■

ঔষধ শিল্পের বিকাশ, উন্নয়ন, রফতানি বৃদ্ধি এবং সুলভ মূল্যে মানুষের কাছে ওষুধ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিসহায়তা ও বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করার বিষয়ে সরকারের ইতিবাচক অবস্থানের কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির প্রতিনিধিরা। একই সঙ্গে খারাপ অবস্থায় থাকা ওষুধ কারখানাগুলোকে ভালো অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনার কথাও তুলে ধরেছেন তারা।

গতকাল সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির (বাপি) প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। প্রায় সোয়া ২ ঘণ্টা বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন সমিতির সভাপতি এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মুক্তাদির।

বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন, প্রতিমন্ত্রী এমএ মুহিত, প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর প্রমুখ। শিল্প মালিকদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তপন চৌধুরী, সমিতির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান এম মোসাদ্দেক হোসেন, সমিতির মহাসচিব ও হেলথকেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মুহাম্মদ হালিমুজ্জামান এবং এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালসের এমডি ও ট্রান্সকম গ্রুপের গ্রুপ সিইও সিমিন রহমান।

বৈঠক সম্পর্কে আব্দুল মুক্তাদির বলেন, 'শিল্পের বিকাশ, উন্নয়ন, রফতানি বৃদ্ধি এবং মানুষের কাছে ওষুধ যাতে সুলভ মূল্যে পৌঁছানো যায়, এসব বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। তিনি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। অনেক কারখানা যেগুলো রুগ্‌ণ হয়ে গেছে, সেগুলোও কীভাবে আরো ভালো অবস্থানে নিয়ে আসা যায়, সে ব্যাপারেও তিনি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।'

তিনি বলেন, 'অর্থ উপদেষ্টাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও জানালেন আমাদের ওষুধ রফতানি করতে যে সমস্যা হচ্ছে, তা দূর করতে সরকার আমাদের সহায়তা করতে চায়। প্রধানমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ও সচিব সবার সঙ্গে খুব খোলামেলা আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তারা সব বিষয়ে আমাদের সহযোগিতা করতে চান। যেসব নীতিসহায়তা দেয়া দরকার, সেগুলো দিতে চান, যাতে ঔষধ শিল্প তার যে সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।'

ঔষধ শিল্পের রফতানি সম্ভাবনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ওষুধ খাতে যে বিশাল রফতানি সম্ভাবনা রয়েছে সে সম্ভাবনাও আমরা কাজে লাগাতে পারব। বর্তমানে আমরা বিশ্বের প্রায় ১৪০টি দেশে ওষুধ রফতানি করি। এ রফতানির পরিমাণ এখন যদিও কম, কিন্তু ১৪০টি দেশে এখন রফতানির পরিমাণও বাড়বে। কারণ আমরা শুধু ওষুধই না, ওষুধের সঙ্গে ভ্যাকসিন, আমাদের অ্যাকটিভ র-ম্যাটেরিয়াল, বায়োলজিকালস—এসব জিনিসই আমরা রফতানি করতে পারব। অচিরেই বাংলাদেশের ওষুধ রফতানির ক্ষেত্রে এবং বাংলাদেশের উচ্চমানের ওষুধ যেন মানুষ পেতে পারে সে বিষয়ে একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ আমরা আশা করছি।'

ঔষধ শিল্পের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কী প্রত্যাশা ছিল, এমন প্রশ্নের জবাবে মুক্তাদির বলেন, 'আমাদের যা যা প্রতিবন্ধকতা আছে, সেগুলো তারা নিজে থেকেই বলেছেন। যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সব প্রতিবন্ধকতাই ওনারা অপসারণ করবেন।'

বন্ধ কারখানা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'যেসব কারখানা খারাপ অবস্থায় রয়েছে, তারা যাতে ভালো অবস্থায় আসতে পারে, এ বিষয়ে সরকার ব্যবস্থা নেবে।'

নীতিসহায়তার ধরন সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'যেসব নীতিসহায়তা দেয়া দরকার, এগুলো খুবই কারিগরি বিষয়। এর মধ্যে ম্যাচিউরিটি লেভেল থ্রি যাতে আমরা অর্জন করতে পারি সে বিষয় রয়েছে। আমাদের বায়োলজিকসে যেসব সর্বশেষ নির্দেশিকা রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নসহ অনেক কারিগরি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি যেগুলো হয়েছে, সেগুলো বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশের ঔষধ প্রশাসন আমলে নেবেন এবং সে অনুযায়ী দেশের ঔষধ শিল্পকে দিকনির্দেশনা দেবেন।'

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে মুক্তাদির বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী গভীর মনোযোগ দিয়ে পুরো ব্যাপারটা শুনেছেন এবং বাস্তবায়নের জন্য একেবারে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন।'

এলডিসি উত্তরণের পর ট্রিপস-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পরে আমরা কীভাবে মোকাবেলা করব, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ হয়েছে। যেসব ওষুধের নিবন্ধন এতদিন বন্ধ ছিল, সেগুলোকে তাড়াতাড়ি খুলে দিতে বলেছেন। যাতে অতি উচ্চমূল্যে পরে মানুষকে আর ওষুধ না কিনতে হয়। এ ওষুধগুলো দেশেই যাতে তৈরি হয় এবং মানুষ সুলভ মূল্যে সেটা পায়। আমাদের সব সমস্যা তিনি অতিশয় মনোযোগের সঙ্গে শুনে সবকিছুর দ্রুত সমাধান দিয়েছেন।'

> শিল্পের বিকাশ, উন্নয়ন, রফতানি বৃদ্ধি এবং মানুষের কাছে ওষুধ যাতে সুলভ মূল্যে পৌঁছানো যায়, এসব বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। তিনি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। অনেক কারখানা যেগুলো রুগ্‌ণ হয়ে গেছে, সেগুলোও কীভাবে আরো ভালো অবস্থানে নিয়ে আসা যায়, সে ব্যাপারেও তিনি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।
>
> —আব্দুল মুক্তাদির
> সভাপতি
> বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ২ জুন ২০২৬

অস্তিত্ব সংকটে চামড়াশিল্প

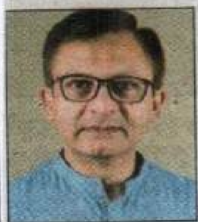

চামড়া খাতের উন্নয়নে আগামী জুলাইয়ে সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তুলে ধরা হবে : খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির

রপ্তানির জন্য লবণযুক্ত কাঁচা চামড়ার বাজারকে উন্মুক্ত করা দরকার : ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

■ মুন্না রায়হান

বাংলাদেশ কাঁচা চামড়ার বড় উৎসস্থল হলেও রীতিমতো অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে এ শিল্প। টানা গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও কাঁচা চামড়ার বাজারে ধস নেমেছে। কোরবানির ঈদের আগে সরকার লবণযুক্ত কাঁচা চামড়ার দর নির্ধারণ করে দিলেও ধস ঠেকানো যায়নি। নির্ধারিত দরের অনেক কমে গরুর চামড়া বিক্রি হয়েছে। এমনকি দেশের অনেক জায়গায় বিক্রেতারা চামড়া বিক্রি করতে না পেরে ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু কেন এ অবস্থা?

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, নানা কারণে দেশে চামড়ার বাজারের এ বিপর্যয়। এর মধ্যে বড় কারণগুলো হলো: পরিবেশগত সনদ না পাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজার হারানো, আড়তদার ও ট্যানারি শিল্প মালিকদের বড় সিন্ডিকেট, বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনভাবে কাঁচা চামড়ার দর নির্ধারণ, চীনের বাজারের ওপর নির্ভরতা ইত্যাদি। তারা বলেছেন, আন্তর্জাতিক বাজার হারানোর ফলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত চামড়া রপ্তানি করা যাচ্ছে না। আবার দেশের যেসব জুতা কারখানাগুলো বিদেশে জুতা রপ্তানি করে তারাও পরিবেশগত অনুমোদন না থাকায় এসব চামড়া কিনতে পারছে না। কারণ, এসব চামড়া দিয়ে জুতা বানালে বিদেশি আমদানিকারকরা তা নেবে না। ফলে তারা শুধু দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য যতটুকু চামড়া প্রয়োজন ততটুকু কিনছে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এ প্রসঙ্গে গতকাল ইত্তেফাককে বলেন, আমাদের অভ্যন্তরীণ চামড়ার যে বাজার আছে, তা সম্প্রসারণ হচ্ছে না। কারণ, এ বাজারের যারা ক্রেতা তাদের সংখ্যা বেশি না। যারা আছেন, তারা আবার বড় আকারে চামড়া কিনছেন না। তিনি বলেন, এ খাত সংশ্লিষ্টদের অনেকের প্রচুর ঋণ আছে। আবার কারো ব্যবসা কমে গেছে। সব মিলিয়ে, মূল ক্রেতার সংখ্যা খুব কম। কিন্তু সরকার দেশের বাজারের কথা বলে কাঁচা চামড়ার রপ্তানিকে আটকে রাখছে। তিনি বলেন, দেশে যারা জুতা রপ্তানি করছেন তারা আবার আমদানি করা চামড়া ব্যবহার করছেন। তাহলে এ অবস্থায় আমাদের কি করতে হবে? সিপিডির এই গবেষণা পরিচালক বলেন, আমাদের লবণযুক্ত কাঁচা চামড়ার বাজারটাকে রপ্তানির জন্য উন্মুক্ত করা দরকার। যাতে যে কেউ যে কোনো সময় কাঁচা চামড়া রপ্তানি করতে পারেন। এছাড়া, দেশের কাঁচা চামড়ার বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এসব করলে বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়বে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রতি বছরই চামড়া নিয়ে প্রায় একই রকম সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। চামড়া শিল্পের সমস্যাটা কোথায় তারা হয়তো অনুধাবন করার চেষ্ট করছেন না। সেই আগ্রহ হয়তো নেই।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, দেশে গত এক দশকে গরুর কাঁচা চামড়ার দাম ধারাবাহিকভাবে কমছে। এক দশক আগেও কোরবানির পশুর প্রতি বর্গফুট কাঁচা চামড়ার (গরু) সরকার নির্ধারিত দর ছিল ৮০ থেকে ৯০ টাকা। যা এ বছর ৬৫ টাকায় নেমে আসে। যদিও এবার ঈদে কোরবানির পশুর কাঁচা চামড়া বিক্রি হয়েছে নির্ধারিত দরের অনেক কমে। সাধারণত বড় আকারের একটি গরুর চামড়া ৩১ থেকে ৪০ বর্গফুট, মাঝারি আকারের গরুর চামড়া ২১ থেকে ৩০ এবং ছোট আকারের গরুর চামড়া ১৬ থেকে ২০ বর্গফুটের হয়। সে হিসাবে লবণযুক্ত ছোট আকারের এক পিস চামড়ার দাম হবে প্রায় এক হাজার টাকা। আর মাঝারি আকারের লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম ১ হাজার ৩০০ থেকে ১ হাজার ৮৫০ টাকা এবং বড় আকারের লবণযুক্ত গরুর চামড়া ১ হাজার ৯০০ থেকে ২ হাজার ৬০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণত একটি চামড়া প্রক্রিয়াজাত করতে লবণ ও শ্রমিক বাবদ খরচ পড়ে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা। এই টাকা বর্তমানের কাঁচা চামড়ার দামের সঙ্গে যুক্ত করলেও সরকার নির্ধারিত দরের চেয়ে অনেক কম দামে এবার চামড়া বিক্রি হচ্ছে। অথচ প্রতি বছরই কোরবানিকৃত পশুর পরিমাণ বেড়েছে। তবে চামড়ার দাম এত কম হওয়া প্রসঙ্গে মৌসুমি চামড়া ব্যবসায়ীরা আড়তদার ও ট্যানারি শিল্প মালিকদের সিন্ডিকেটকে দায়ী করেছেন। তারা বলেছেন, দেশে চামড়ার ভালো এক জোড়া জুতার দাম কয়েক হাজার টাকা। অথচ কাঁচা চামড়ার দাম নেই। এটা 'সিন্ডিকেটের বাজার' ছাড়া আর কিছুই না। কোরবানির ঈদের দিন রাজধানীর উত্তরা এলাকায় চামড়ার মৌসুমি ব্যবসায়ী স্বপন আহমেদ বলেন, তিনি এবার ৪০০ থেকে ৬৫০ টাকার মধ্যে চামড়া কিনেছিলেন। এরমধ্যে বেশির ভাগই কিনেছেন ৫০০ থেকে ৫৫০ টাকার মধ্যে। চামড়ার এই দর গত বছরের চেয়ে কম বলে তিনি জানান। এত কম দামে চামড়া কিনেও তিনি লাভ করতে পারেননি। ট্যানারি শিল্প মালিকরা বলেছেন, পরিবেশগত মানদণ্ড পূরণ না হওয়ায় বাংলাদেশের চামড়া আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স মানতে পারছে না। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও উন্নত বাজারে দেশের চামড়া রপ্তানি করা যাচ্ছে না। চামড়ার বাজারে ধস হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। যদিও এ খাতের বড় উদ্যোক্তারা প্রতি বছরই চামড়া শিল্পে বড় বিনিয়োগ করছেন।

চামড়ার দাম কম প্রসঙ্গে ট্যানারি মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) চেয়ারম্যান শাহীন আহমেদ বলেন, যে কোনো পণ্যের চাহিদাই তার বাজারদর নির্ধারণ করে। বর্তমানে বিনিয়োগ পরিস্থিতি, বৈশ্বিক অবস্থা সবকিছু মিলিয়ে আমাদের রপ্তানি বাজার নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে। এসবের প্রভাব পড়েছে গরুর চামড়ার দামের উপর। বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির গতকাল সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাবের কারণেই অনেক ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত দামে চামড়া বিক্রি করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা গেলে কোরবানির পশুর চামড়া দেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, কোরবানির চামড়ার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের চামড়াশিল্পকে আরো শক্তিশালী ও রপ্তানিমুখী খাতে পরিণত করা সরকারের লক্ষ্য। এজন্য আগামী জুলাইয়ের মধ্যে চামড়া খাতের উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানিসক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একটি সমন্বিত ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা তুলে ধরা হবে।

বুধবার, জুন ২৪, ২০২৬ ■ আষাঢ় ১০, ১৪৩৩ বণিকবার্তা

দেশের আট শিল্প এলাকায় স্থায়ী বন্ধ কারখানা

(২০২৪ সালের আগস্ট থেকে চলতি জুন পর্যন্ত)

শিল্প এলাকা	মোট কারখানা	বন্ধ কারখানা
গাজীপুর	২,৭৬৪	১৫৫
নারায়ণগঞ্জ	১,৯৬০	৩৮
চট্টগ্রাম	১,৭৭৮	১১৯
আশুলিয়া	১,৭০৫	১২৪
সিলেট	৭৪৮	০০
খুলনা	৬৭৩	০৬
কুমিল্লা	৩১৭	০৭
ময়মনসিংহ	২৯৩	০৮
মোট	১০,২৩৮	৪৫৭

সূত্র : শিল্পসংশ্লিষ্ট সংস্থা

২০২৪ সালের আগস্ট থেকে চলতি জুন পর্যন্ত শিল্প অধ্যুষিত সাতটি এলাকায় মোট ৪৫৭ কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। শিল্প গোয়েন্দা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৪৫৭ কারখানার মধ্যে ২০৫টি বন্ধ হয়েছে পর্যাপ্ত ক্রয়াদেশের অভাবে। ১৯০টি কারখানা বন্ধ হয়েছে মালিকের আর্থিক সংকটে

২০২৪ সালের আগস্ট থেকে চলতি জুন পর্যন্ত সাত শিল্প এলাকা

৪৫৭ কারখানার ৮৬ শতাংশই স্থায়ীভাবে বন্ধ কাজ না থাকায় ও মালিকের আর্থিক সংকটে

বদরুল আলম ■

গাজীপুরের বোর্ডবাজার এলাকার ইউনিক ডিজাইনার্স অ্যান্ড ইউনিক ওয়াশিং লিমিটেড আর্থিক সংকটসহ বিভিন্ন কারণে স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানটির ১ হাজার ৭০০ শ্রমিকসহ প্রায় ২ হাজার ২০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। শিল্প পুলিশ জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি ১৬ জুন থেকেই বন্ধ রয়েছে। মালিক পক্ষের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও সার্ভিস বেনিফিটসহ সব আইনানুগ পাওনা ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে পরিশোধের সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিল্পসংশ্লিষ্ট সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এ ধরনের ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে চলতি জুন পর্যন্ত শিল্প অধ্যুষিত সাতটি এলাকায় মোট ৪৫৭ কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।

শিল্প গোয়েন্দা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৪৫৭ কারখানার মধ্যে ২০৫টি বন্ধ হয়েছে পর্যাপ্ত ক্রয়াদেশের অভাবে। ১৯০টি কারখানা বন্ধ হয়েছে মালিকের আর্থিক সংকটে। অর্থাৎ ৮৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ কারখানা বন্ধের প্রধান কারণ পর্যাপ্ত কাজের অভাব ও মালিকের আর্থিক সংকট। এছাড়া শ্রমিক অসন্তোষের কারণে বন্ধ হয়েছে ১১টি কারখানা। রাজনৈতিক, ব্যাংক জটিলতা, গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট, কাঁচামালের অভাব ও ফ্যাক্টরি স্থানান্তরসহ অন্যান্য কারণে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে ৫১টি কারখানা।

গাজীপুরের বোর্ডবাজারে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইউনিক ডিজাইনার্স অ্যান্ড ইউনিক ওয়াশিং লিমিটেডের শ্রমিকদের বিক্ষোভ

শিল্প পুলিশ সূত্র বলছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারখানা বন্ধ করা হচ্ছে শ্রম আইন অনুযায়ী নোটিস দিয়ে। তবে সংকট তৈরি হচ্ছে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে বিলম্বের কারণে। সূত্রটির ভাষ্য, নোটিস দিয়ে বন্ধের প্রক্রিয়া আইনগত হলেও অনেক ক্ষেত্রে বেতন, সার্ভিস বেনিফিটসহ অন্যান্য পাওনা সময়মতো পরিশোধ করা হয় না। এতে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে কারখানা বন্ধের বিষয়টি আগে থেকে অবহিত না করলে হঠাৎ শ্রমিক অসন্তোষ তৈরি হয়, যা পরিস্থিতি জটিল করে তোলে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি গাজী জসীম উদ্দিন বণিক বার্তাকে বলেন, 'অধিকাংশ কারখানাই শ্রম আইন অনুযায়ী নোটিস দিয়ে কার্যক্রম বন্ধ করছে। তবে মূল সমস্যা হলো শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে বিলম্ব। অনেক কারখানা নোটিস দিয়ে বন্ধ করলেও শ্রমিকদের বেতন ও অন্যান্য পাওনা অনেক সময় ঠিকভাবে পরিশোধ করা হয় না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিটমেন্ট রক্ষা না হলে শ্রমিক অসন্তোষ তৈরি হয়।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করি। এটি আমাদের মূল দায়িত্ব না হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এটা করতে হয়। আগে থেকে তথ্য না থাকলে অনেক সময় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে যায়।'

দেশের শিল্পাঞ্চলগুলোতে মোট কারখানার সংখ্যা ১০ হাজার ২৩৮। এর মধ্যে আশুলিয়ায় ১ হাজার ৭০৫ কারখানার মধ্যে বন্ধ হয়েছে ১২৪টি। গাজীপুরে ২ হাজার ৭৬৪ কারখানার মধ্যে বন্ধ হয়েছে ১৫৫টি। চট্টগ্রামে ১ হাজার ৭৭৮ কারখানার মধ্যে ১১৯টি বন্ধ। নারায়ণগঞ্জে ১ হাজার ৯৬০ কারখানার মধ্যে বন্ধ ৩৮টি। ময়মনসিংহে ২৯৩ কারখানার মধ্যে বন্ধ আটটি। খুলনায় ৬৭৩ কারখানার মধ্যে বন্ধ ছয়টি। এরপর

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

৪৫৭ কারখানার ৮৬ শতাংশই

শেষ পৃষ্ঠার পর

কুমিল্লায় ৩১৭ কারখানার মধ্যে সাতটি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে। তবে সিলেট অঞ্চলে স্থায়ী বন্ধ হওয়া কোনো কারখানার তথ্য পাওয়া যায়নি।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মোট ৪৫৭ বন্ধ কারখানার মধ্যে তৈরি পোশাক পণ্য প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সদস্য ১০৮টি। এ খাতের আরেক সংগঠন বিকেএমইএ সদস্য কারখানার সংখ্যা ৩৫। তৈরি পোশাকের কাঁচামাল সুতা-কাপড় উৎপাদনকারীদের সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন বিটিএমএ সদস্য আটটি। বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) আওতাধীন বন্ধ কারখানা রয়েছে ১৯টি। কোনো সংগঠনের বাইরে থাকা কারখানার সংখ্যা ২৮৭। স্থায়ীভাবে বন্ধ ১৫১টি বা এক-তৃতীয়াংশের বেশি তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতসংশ্লিষ্ট কারখানা।

পোশাক শিল্প খাতসংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র বলছে, দীর্ঘমেয়াদের ক্রয়াদেশ সংকট এবং উৎপাদন ব্যয়ের চাপ অনেক কারখানার টিকে থাকার সক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। বৈশ্বিক বাজারে অর্ডার প্রবাহে অনিশ্চয়তা, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির কারণেও শিল্পে চাপ তৈরি হয়েছে। সরকার এরই মধ্যে বন্ধ কারখানা পুনরুজ্জীবিত করতে প্রণোদনার ঘোষণা দিয়েছে। বিজিএমইএ সূত্র অনুযায়ী, এরই মধ্যে ৩২২ কারখানা এ প্রণোদনা পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে ১৯৯টি পুরোপুরি বন্ধ, বাকি ১২৩টি আংশিকভাবে বন্ধ। এসব কারখানার প্রণোদনা প্রাপ্তির যোগ্যতা যাচাই-বাছাই চলছে।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'কারখানা বন্ধের বিষয়টি একমাত্রিক নয়। বন্ধের কারণগুলোর ক্ষেত্রে ছোটখাটো ব্যত্যয় থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তথ্য সঠিক। সব কারখানা একসঙ্গে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এমন নয়। কিছু কারখানা সংকটে আছে কিছু টিকে থাকার লড়াই করছে। প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তার মাধ্যমে কিছু কারখানা সচল রাখা সম্ভব। সে উদ্যোগও চলমান রয়েছে।' তৃতীয় পক্ষের অডিটের মাধ্যমে বন্ধ কারখানার প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণের প্রক্রিয়া রয়েছে জানিয়ে বিজিএমইএ সভাপতি আরো বলেন, 'কোন কারখানা চালু রাখা সম্ভব আর কোনটি সংকটে রয়েছে সেটা নির্ধারণ করতে আমাদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।'

শিল্প খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, একাধিক চাপ একসঙ্গে তৈরি হওয়ায় অনেক কারখানা কার্যক্রম চালাতে পারছে না। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চাপ, ব্যাংক খাতে ঋণ সংকোচন জ্বালানি ঘাটতি এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি শিল্পে বড় ধরনের চাপ তৈরি করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা। ফলে একদিকে অর্ডার কমছে, অন্যদিকে উৎপাদন ব্যয় বাড়ায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী পারভেজ বণিক বার্তাকে বলেন, 'এ সংকট একক কারণে হয়নি। এটি দীর্ঘমেয়াদি ও নানামুখী সমস্যার ফল। শুরুতে অর্ডার ঘাটতি ছিল, যা পরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সংকটে রূপ নেয়। অনেক কারখানা এলসি খুলতে পারেনি, ফলে কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে।'

জ্বালানি সংকট গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি এবং ব্যাংকিং চাপ শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে জানিয়ে তিনি আরো বলেন, 'বৈশ্বিক সংকট, কভিড মহামারীর অভিঘাত, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মূল্যস্ফীতির প্রভাবও শিল্পে পড়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে অতিসম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য সংকট। সব মিলিয়ে কারখানা বন্ধের পেছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে।'

শিল্প খাতসংশ্লিষ্ট বিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের উৎপাদন খাতে যে উচ্চমাত্রার বন্ধ ও স্থবিরতা দেখা যাচ্ছে, তার পেছনে শুধু আর্থিক দুর্বলতা নয়, বরং বাজার চাহিদার সংকোচন, নীতিগত অনিশ্চয়তা এবং কাঠামোগত দুর্বলতাও সমানভাবে দায়ী। প্রকৃত বিপদগ্রস্ত কারখানাগুলোকে উৎপাদনে ফেরাতে সরকারের উদ্যোগও রয়েছে। কিন্তু ঢালাওভাবে সহায়তা না দিয়ে প্রকৃতভাবে টিকে থাকার সক্ষমতা আছে এমন শিল্পগুলোকে বাছাই করাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ড. এম মাসরুর রিয়াজ বলেন, 'বিপদগ্রস্ত কারখানাগুলোকে সাহায্য করার বিষয়টি আমরা ইতিবাচক হিসেবেই দেখি। কারণ সামষ্টিক অর্থনীতি, কভিড-পরবর্তী পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে গত তিন-চার বছরে দেশের অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়েছে। এ অবস্থায় নীতিগত সহায়তা পেলে অনেক প্রতিষ্ঠান আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে। তবে ঢালাওভাবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। যেগুলো বহু বছর ধরে বন্ধ, তাদের ক্ষেত্রে স্বল্প সহায়তায় পুনরায় চালুর সম্ভাবনা কম। কারণ তাদের মেশিনারি ও অবকাঠামো অনেক ক্ষেত্রেই পুরোপুরি পুনর্গঠন ছাড়া চালু করা সম্ভব নয়। আবার এমন কারখানাও আছে যেগুলো সম্প্রতি বন্ধ হয়েছে, তাদের পুনরুদ্ধারের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে টার্গেটিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারা সত্যিকারের উপকারভোগী হবে, সেটা ঠিক করতে হবে। পাশাপাশি রাজনৈতিক কারণে বন্ধ হওয়া কারখানাগুলোর ক্ষেত্রেও বিবেচনা করতে হবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা আদৌ আবার ব্যবসায় ফিরতে পারবে কিনা।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৬ জুন ২০২৬

প্রবাসে ঘাম দেশে স্বপ্ন

ড. ইউসুফ খান

নিউইয়র্ক শহর। যার সরকারি নাম সিটি অব নিউইয়র্ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ও সবচেয়ে প্রভাবশালী মহানগরী। পৃথিবীর অন্যতম ব্যয়বহুল শহরও বটে; যা নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে হাডসন ও ইস্ট নদীর মোহনায় অবস্থিত। ব্যবসায়িক, সাংস্কৃতিক, পর্যটন সর্বক্ষেত্রে রয়েছে নিউইয়র্কের প্রাধান্য। এজন্য নিউইয়র্ককে বলা হয় বিশ্বের রাজধানী। প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে স্ট্যাচু অব লিবার্টি, রকফেলার সেন্টার, অ্যাম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, সেন্ট্রাল পার্ক, ব্রুকলিন ব্রিজ, টাইম স্কয়ার, মেডিসন স্কয়ার, ব্রডওয়ে মিউজিয়াম উল্লেখযোগ্য। একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ হলো–দ্য নিউইয়র্ক সিটি নেভার স্লিপস। অর্থাৎ নিউইয়র্ক শহর কখনো ঘুমায় না। এই শহরকে যাঁরা চব্বিশ ঘণ্টা জাগিয়ে রাখেন, সচল রাখেন তাঁরা আর কেউ নন–ট্যাক্সি-ক্যাব চালক।

২. গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মানুষের ভিড় বেড়েছে কয়েক গুণ। তাঁরা নানা ক্ষেত্রে নানা পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন। দেখা গেছে, বাংলাদেশিরা সবচেয়ে বেশি নিয়োজিত হয়েছেন ট্যাক্সিচালকের পেশায়। ট্যাক্সি ড্রাইভিং কিছুটা পরিশ্রমের কাজ হলেও উপার্জন ভালো। তাই বেশির ভাগ নতুন অভিবাসী এই পেশাটিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন বিধায় ট্যাক্সি চালানোর কাজটিকেই সানন্দে বেছে নেন। অর্থাৎ নিউইয়র্কে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয়ের প্রধান উৎস এই ট্যাক্সি ক্যাব। এই পেশাটির যেটি বড় সুবিধা তা হলো ধরাবাঁধা কোনো কাজ নয়। ইচ্ছা হলো তো কাজ থেকে বাসায় চলে এলো। পরে আবার কাজে গেল। অর্থাৎ নিজেই যেন নিজের বস। কিছুটা স্বাধীন ব্যবসার মতো।

৩. নিউইয়র্ক সিটিতে যে কত ধরনের ট্যাক্সি এবং কোম্পানি রয়েছে তার হিসাব রাখা মুশকিল। যেমন ইয়েলো ক্যাব, গ্রিন ক্যাব, ব্ল্যাক ক্যাব, উবার, লিভারি, লিমোজিন সার্ভিস ইত্যাদি। জানা গেছে, নিউইয়র্ক সিটিতে ১ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি ট্যাক্সি ক্যাব চলাচল করে। এর মধ্যে ইয়েলো ক্যাব বা হলুদ ট্যাক্সির ড্রাইভারই রয়েছেন ৯০ হাজার। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই ড্রাইভারদের ৮৬ শতাংশ হচ্ছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নতুন অভিবাসী। এই নতুন অভিবাসীর মধ্যে আবার দক্ষিণ এশিয়ার; অর্থাৎ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মানুষই বেশি। সত্যি কথা বলতে কী, ঢাকায় যেমন রিকশার সংখ্যা নিউইয়র্কে তেমনি ট্যাক্সি ক্যাবের সংখ্যা, যা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। নিউইয়র্ক সিটির ট্যাক্সি ক্যাবশিল্পের সঙ্গে ২ লাখেরও বেশি লোক জড়িত রয়েছেন; তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশির সংখ্যাই বেশি।

৪. নিউইয়র্কের ব্যস্ত রাজপথের দিকে তাকালেই দেখা যায়, ট্যাক্সিচালকদের অধিকাংশই বাংলাদেশি। আমেরিকান চালকের কদাচিৎ দেখা গেলেও অভিবাসী চালকরাই মূলত এই শহরটিকে সচল রেখেছেন। গত এক দশকে ট্যাক্সিচালকের পেশায় পাকিস্তানি ও ভারতীয়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশিরাই এগিয়ে আছেন। ইদানীং আফ্রিকান দেশগুলো থেকে আগত নতুন অভিবাসীদের মাঝেও এ পেশায় নিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। যেমন মিসর, মরক্কো, ঘানা ও নাইজেরিয়া থেকে আগত বহু লোক এই পেশায় নিয়োজিত হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে আগের মতো অবস্থা নেই, একেক ক্যাবের জন্য একেক ধরনের শর্ত। তারপরও বাংলাদেশিরা তাঁদের মেধা, মননশীলতা ও সততা দিয়ে এগিয়ে চলছেন।

৫. প্রবাসী বাংলাদেশিরা মনে করেন, এই নিউইয়র্ক সিটিতে সামান্য ইংরেজি জেনে সৎপথে ডলার উপার্জন করার ক্ষেত্রে ইয়েলো ক্যাব চালানোর কোনো জুড়ি নেই। একসময় এ পেশায় নিয়োজিত থেকে বছরে কোটি টাকা উপার্জন করার নজির রয়েছে। তবে বর্তমান মার্কেট এতটাই প্রতিযোগিতামূলক যে উপার্জন আগের চেয়ে অনেকটাই কমে গেছে। তারপরও সময় ধরে ঠিকমতো কাজ করলে দিনে ৩০০ ডলার উপার্জন করাটা কোনো ব্যাপার নয়। নিউইয়র্ক সিটিতে ট্যাক্সি চালিয়ে একজন লোক বছরে গড়ে ৫০ হাজার ডলার থেকে ১ লাখ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করতে পারে। পেশাজীবী এই ক্যাবচালকরা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরাট এক ভূমিকা রেখে চলেছেন। জনপ্রতি গড়ে ২০০ ডলার হিসাবে প্রতিদিন প্রায় ৫ মিলিয়ন ডলার তাঁরা ঘরে নিয়ে যান। এই অর্থের সিংহভাগ দেশে পরিবারপরিজনের কাছে পাঠান; যা দিনশেষে দেশের জিডিপিতে যোগ হয়।

৬. আমেরিকার পঞ্চাশটি রাজ্যেই কমবেশি বাংলাদেশি অভিবাসী ছড়িয়েছিটিয়ে বসবাস করছেন। কোনো সুনির্দিষ্ট স্ট্যাটিসটিকস না থাকলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, আমেরিকায় প্রায় ১০ লাখের বেশি বাংলাদেশি অভিবাসী বসবাসরত রয়েছেন। তন্মধ্যে নিউইয়র্কেই থাকেন প্রায় ৪ লাখ। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশির বসবাস। এঁদের বেশির ভাগই কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই গরিব মানুষগুলো যে কতটা কষ্টের কাজ করেন তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এঁরাই তো মূলত দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে থাকেন। পরিবারপরিজন ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে ও দেশে গিয়ে বছরের পর বছর আছেন। কোনো বৈধ কাগজপত্র নেই। কাগজপত্রের আশায় কষ্টার্জিত উপার্জনের অনেকাংশই ল'ইয়ারকে মাসের পর মাস দিয়ে যাচ্ছেন–যদি কোনো দিন সোনার হরিণ ধরা দেয়।

নিউইয়র্কের ব্যস্ত রাজপথের দিকে তাকালেই দেখা যায়, ট্যাক্সিচালকদের অধিকাংশই বাংলাদেশি। আমেরিকান চালকের কদাচিৎ দেখা গেলেও অভিবাসী চালকরাই মূলত এই শহরটিকে সচল রেখেছেন। গত এক দশকে ট্যাক্সিচালকের পেশায় পাকিস্তানি ও ভারতীয়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশিরাই এগিয়ে

৭. সম্প্রতি নিউইয়র্ক শহরের ফ্লোরাল পার্কে এক আত্মীয়ের বাসায় অবস্থানকালীন কুমিল্লার এক বাংলাদেশি ক্যাবচালক মোশারফ হোসেনের ট্যাক্সি ক্যাবে বেশ কয়েক দিন ম্যানহাটন ও জ্যাকসন হাইটসে যাতায়াত করি। আর তখনই তাঁর সঙ্গে আমার সখ্য গড়ে ওঠে। সেই সুবাদে একদিন কৌতূহলবশত তাঁকে অনেক খোলামেলা প্রশ্ন করি। যেমন কবে থেকে এই পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। অন্য পেশায় না গিয়ে এই পেশা কেন বেছে নিলেন। পরিবারে কে কে আছে। দৈনিক উপার্জন কেমন? খরচ বাদে কেমন সঞ্চয় থাকে। পরিবারপরিজনের কাছে কীভাবে রেমিট্যান্স পাঠান ইত্যাদি। তিনি জানান, পেশাটিতে পরিশ্রম ও ঝুঁকি থাকলেও অন্যান্য পেশার চেয়ে এ পেশায় উপার্জন ভালো। স্বাধীন একটি পেশা। তিনি কাজে খুব নিয়মিত। তাই দৈনন্দিন রোজগারও ভালো, একা মানুষ, সেদিক থেকে সঞ্চয়ও ভালো। নিজের খরচটা রেখে বাকি সবই দেশে পাঠান।

৮. মোশারফ হোসেন মনে করেন, কোনো পেশাই ছোট নয়। গত উনত্রিশ বছর তিনি নিউইয়র্ক শহরে ইয়েলো ক্যাব চালান। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা উপার্জন করে দেশে পাঠান। একদিন কথা প্রসঙ্গে মোশারফের জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু চমকপ্রদ ঘটনা তুলে ধরেন।

প্রবাসে এখনো মেসে থাকেন তিনি। স্ত্রী-সন্তানরা দেশে থাকেন। তাঁদের কেন আমেরিকায় আনেননি সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানালেন, মেসে আমি যেনতেনভাবে থাকতে পারি। আলুভর্তা, ডাল বা ডিম দিয়ে চলে যায় তিন বেলা। পরিবার নিয়ে থাকতে গেলে বাসাভাড়া দিতে হতো। তাতে খরচ অনেক বেড়ে যেত। বরং সেই টাকাটাই এখন দেশে পাঠাতে পারছি, এটাই আমার বড় আনন্দ–সহজসরল উত্তর মোশারফের। আর এজন্য স্ত্রীর প্রতিও রয়েছে তাঁর অগাধ বিশ্বাস আর কৃতজ্ঞতা।

৯. তিনি নিজে বেশি দূর পড়তে পারেননি। কিন্তু হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ভাইবোনদের পড়িয়েছেন। ঘামে ভেজা টাকায় এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেছেন বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান–দুটি কলেজ, একটি উচ্চবিদ্যালয় ও একটি কিন্ডারগার্টেন। গড়েছেন দুটি পাঠাগারও। প্রায় ২ কোটি টাকা সমমূল্যের জমি দিয়েছেন হাসপাতালের জন্য। বললেন, 'পড়ালেখার মূল্য আমি বুঝি। জীবিকার তাগিদে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েই পাড়ি জমাতে হয়েছিল বিদেশে। কিন্তু আমার মন পড়ে থাকে দেশে। টাকার অভাবে কারও যেন পড়াশোনা বন্ধ না হয়, সেজন্যই এলাকায় এত কিছু করা।' কথা প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান–এখান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা দেশেবিদেশে বিভিন্ন জায়গায় এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে। ভাবলে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে।

১০. নিউইয়র্কে ট্যাক্সি চালিয়ে অর্জিত অর্থ দিয়ে মোশারফ হোসেন দেশে শিক্ষা ও সমাজসেবায় আলো ছড়াচ্ছেন। এই মানুষটি যে অন্য ধাতুতে গড়া তাতে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন মুলুকে ট্যাক্সি চালাচ্ছেন। উপার্জন ভালো হলেও অন্যদের মতো আয়েশি জীবনযাপন করেননি। আয়ের বেশির ভাগই উজাড় করে দিয়েছেন নিজ এলাকায়, গড়ে তুলেছেন বিদ্যার বাতিঘর। তাঁর এই অসামান্য উদ্যোগ শুধু যে প্রবাসীদের জন্য অনুকরণীয় তা কিন্তু নয়; এই মহান উদ্যোগ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে এবং অসহায় শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে বড় ভূমিকা রাখছে।

১১. মোশারফ হোসেনের জীবন আমাদের শেখায়–মানুষ চাইলে প্রবাসে থেকেও নিজের শিকড়কে শক্ত করতে পারে। নিউইয়র্কে স্টিয়ারিং হাতে রেখেও তিনি চালনা করেছেন একটি গ্রামের ভবিষ্যৎ। তাঁর ত্যাগ, শ্রম ও মানবিকতা আজ তাঁর জন্মভূমিকে পরিণত করেছে শিক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে। তিনি বলেন, 'মানুষের জন্য কিছু করতে পারলেই আমার আনন্দ। যত দিন বাঁচব, এই আনন্দ নিয়েই বাঁচতে চাই।' তাঁর এই গল্প শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের নয়–এটি একটি সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাসও বটে।

১২. দূরত্ব কখনোই শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ হতে পারে না; বরং একজন প্রবাসী হিসেবে মোশারফের এই অবদান দেশের অগ্রগতি ও সমাজ বিনির্মাণে এক অবিচ্ছেদ্য শক্তি। তাঁর এই নিঃস্বার্থ উদ্যোগ নিউইয়র্কের মতো ব্যস্ত শহরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ট্যাক্সি চালিয়েও দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে, যা অন্যদেরও অনুপ্রেরণা জোগাবে।

■ লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক

যুগান্তর | সোমবার ১ জুন ২০২৬ ● E-mail : sportsjugantor@

ঈদের ছুটিতে সড়কে ঝরল ৬০ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

ঈদের ছুটিতে ছয় দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় ৬০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার থেকে রোববার পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে রাজধানীতে স্বামী-স্ত্রীসহ ছয়জন, বগুড়ায় ১০ জন, দিনাজপুরে পাঁচজন, নেত্রকোনায় মা-মেয়েসহ তিনজন, ময়মনসিংহে বাবা-ছেলেসহ পাঁচজন, ফরিদপুরে বিজিবি সদস্যসহ সাতজন, কিশোরগঞ্জে তিনজন, রংপুরে গৃহবধূ, নাটোরে শিক্ষার্থীসহ দুজন, টাঙ্গাইলে প্রবাসী, বরিশালে এক পরিবারের তিন সদস্যসহ ছয়জন, চাঁদপুরে শিশুসহ তিনজন, গোপালগঞ্জে পাঁচজন, সিলেটে চালকসহ দুজন এবং কুষ্টিয়ায় বাসযাত্রী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : ঈদুল আজহার ছুটিতে রাজধানীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে নর্দা নতুন বাজার এলাকায় চারজন, উত্তর বাড্ডায় একজন ও ডেমরায় একজন রয়েছেন। বুধবার সকালে নর্দা নতুন বাজার এলাকায় বাসের ধাক্কায় চারজন প্রাণ হারান। নিহতরা হলে—বাগেরহাটের মংলা লাইজু বেগম, তার স্বামী কবির জমাদ্দার, বাগেরহাটের মংলার খুশি বেগম ও পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জের রবিউল ইসলাম। এদিন সকালে উত্তর বাড্ডায় বাসের ধাক্কায় রিকশাচালক মোখলেছুর রহমান প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি নেত্রকোনার কলমাকান্দা থানার পুকুরিয়া গ্রামের আকবর আলীর ছেলে। বৃহস্পতিবার রাতে ডেমরার আমুলিয়া মডেল টাউনসংলগ্ন সড়কে প্রাইভেট কারের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী ব্যবসায়ী রাজিবুল ইসলাম রাজীব প্রাণ হারিয়েছেন। রাজীব ফরিদপুর সালথা থানার বাংবাইল গ্রামের শামসুল হকের ছেলে। তিনি মুগদা এলাকায় থাকতেন এবং মালিবাগে পাঞ্জাবি টেলারিং ব্যবসা করতেন।

বগুড়া : ঈদের ছুটিতে বগুড়ার শিবগঞ্জ, শেরপুর, নন্দীগ্রাম ও কাহালু উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পরিবহণ শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার ১০ জন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন অন্তত ছয়জন। এর মধ্যে তিনটি দুর্ঘটনা ঘটে বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেলের। নিহতরা হলেন—শিবগঞ্জ উপজেলার আটমূল ইউনিয়নের কুড়াহার গ্রামের আজিজার রহমানের ছেলে প্রধান শিক্ষক আশরাফ আলী প্রামাণিক, নওগাঁ সদরের খাস নওগাঁর আবুল কালাম আজাদের ছেলে রাহিম বিজয়, চকদেব নুনিয়াপট্টি এলাকার ইউসুফ হোসেনের ছেলে মো. অপূর্ব ও একই এলাকার সুরুজ বাঁশফোড়ের ছেলে প্রেম বাঁশফোড়, শেরপুর পৌরসভার উলিপুর এলাকার হারুন অর রশিদের ছেলে, বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রথম বর্ষের ছাত্র আবু রায়হান ও শাহবন্দেগী ইউনিয়নের ফুলতলা এলাকার প্রবাসী নান্নু মিয়ার ছেলে, শেরউড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী তামিম হোসেন এবং নওগাঁর বদলগাছি উপজেলার কোমারপুর গ্রামের জিতেন্দ্র নাথ মন্ডলের ছেলে হানিফ পরিবহণের সুপারভাইজার উত্তম মন্ডল, বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার মালশন গ্রামের আবদুর রাজ্জাকের ছেলে ট্রাকের হেলপার হৃদয়, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঘড়াশনি গ্রামের ইজ্জত আলীর ছেলে ট্রাক হেলপার ইনজামাম ও দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার তরতবাড়ি গ্রামের আবদুর রাজ্জাকের ছেলে কারখানা শ্রমিক রবিউল আউয়াল জিয়া। বগুড়া সদরের রাজাপুর ইউনিয়নে চন্দ্রবিবেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফ আলী শনিবার রাতে, শুক্রবার কাহালু উপজেলার বীরকেদার ইউনিয়নের বারোমাইল এলাকায় বগুড়া-নওগাঁ সড়কে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে তিন বন্ধু রাহিম বিজয়, মো. অপূর্ব ও প্রেম বাঁশফোড়, বৃহস্পতিবার রাতে বগুড়ার শেরপুর উপজেলার শুভগাছা শাফলজানি এলাকায় শেরপুর-ধুনট সড়কে তিন মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই বন্ধু শিক্ষার্থী আবু রায়হান ও তামিম হোসেন দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। আর বগুড়ার কাহালু ও নন্দীগ্রাম উপজেলায় মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত বাসের সুপারভাইজার উত্তম মন্ডল, ট্রাকের হেলপার মো. হৃদয়, ট্রাকের হেলপার মো. ইনজামাম ও কারখানা শ্রমিক রবিউল আউয়াল জিয়া দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

ভাঙ্গা ও মধুখালী (ফরিদপুর) : পবিত্র ঈদুল আজহার দিনে পদ্মা সেতু দেখতে যাওয়ার পথে ফরিদপুর-ভাঙ্গা মহাসড়কে প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে মহাসড়কের ডাঙ্গী ইউনিয়নের নারানখালী ব্রিজের পূর্ব পাশে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—মধুখালী উপজেলার নওয়াবাড়ী ঘোষকান্দি গ্রামের হামিদ শেখের ছেলে রাজন শেখ এবং একই গ্রামের ওয়াসিম ফকিরের ছেলে ইব্রাহিম ফকির। অপরদিকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাস্তা পারের সময় প্রাইভেটকার চাপায় কোয়ারটেকার মো. আব্দুল মালেক শেখ নিহত হয়েছেন। একই দিন ভোরে উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ব্রাহ্মণকান্দা বাজার বাইপাস সড়কের প্রশান্ত দাসের স'মিলের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় ভারসাম্যহীন এক নারীর মৃত্যু ঘটেছে। তার নাম খীম খাতুন। তার বাড়ি ফরিদপুর সদর উপজেলার তাম্বুলখানা গ্রামে। এদিকে ঢাকা-ভাঙ্গা-খুলনা মহাসড়কে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে অবসরপ্রাপ্ত বিজিবি সদস্য আলিমুজ্জামান মাতুব্বর নিহত হয়েছেন। ঈদের দিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভাঙ্গা উপজেলার সুয়াদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আলিমুজ্জামান নগরকান্দা উপজেলার কাইচাইল ইউনিয়নের উত্তর কান্দি গ্রামের হোসেন মাতুব্বরের ছেলে।

অপরদিকে ঈদের আগের বুধবার রাতে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ দুই যুবক নিহত হয়েছেন। ভাঙ্গায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে পূর্ব সদরদী নাম এলাকায় বুধবার রাত সাড়ে ১০টার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোটরসাইকেল চালকরা হলেন—ভাঙ্গা উপজেলার ঘারুয়া ইউনিয়নের গঙ্গাধরদী এলাকার কাঞ্চন মোল্লার ছেলে মো. সাইফুল মোল্লা ও বরিশাল সদরের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর শরীফের ছেলে আলী ইমরান শরীফ।

চাঁদপুর ও হাজীগঞ্জ : হাজীগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু মিম আক্তার ইভার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ সড়কে পৌরসভাধীন রান্ধুনীমুড়া এলাকার অনি-রনি ব্রিকসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নানির সঙ্গে রাস্তা পার হওয়ার সময় ট্রাকের চাপা পড়ে শিশুটি। সে উপজেলার বড়কুল পূর্ব ইউনিয়নের দক্ষিণ রায়চোঁ মুন্সী বাড়ির মো. ইমান হোসেনের মেয়ে ও স্থানীয় হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) মাদ্রাসার চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী। এদিকে হাজীগঞ্জে যাত্রীবাহী বাস চাপায় প্রাণ হারিয়েছেন দারোয়ান বিল্লাল হোসেন। রোববার সকালে কুমিল্লা-চাঁদপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের হাজীগঞ্জ পৌরসভাধীন টোরাগড় গ্রামের মনির ফিলিং স্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিল্লাল হোসেন স্থানীয় ডক্টরস সিটিস্ক্যান ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পাহারাদার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি শাহরাস্তি উপজেলার টামটা উত্তর ইউনিয়নের খুড়াগাঁ গ্রামের মুন্সী বাড়ির বাসিন্দা। অপরদিকে সদরের বাগাদিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় ট্রাকের ধাক্কায় সড়কে ছিটকে পড়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী মো. জোহা নিহত হয়েছে। রোববার দুপুরে চাঁদপুর-রায়পুর সড়কের ইসলামপুর গাছতলা বাদামতলী এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। জোহা ইসলামপুর গাছতলা পাঠান বাড়ির সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী পাঠানের ভাগিনা। তার বাবার নাম মিরাজ সালেহ উদ্দিন তহুলিল। গ্রামের বাড়ি শাহরাস্তি উপজেলায়। ছোটবেলা থেকে মায়ের সঙ্গে নানার বাড়িতে বসবাস করেন। সে এ বছর চাঁদপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে।

লালপুর ও বড়াইগ্রাম (নাটোর) : বড়াইগ্রামে মোটরসাইকেল-মাছবাহী মিনি ট্রাক সংঘর্ষে এইচএসসি পরীক্ষার্থী রাহিক ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার আহিড়মারি ব্রিজ এলাকায় বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাহিক ইসলাম জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার শিধুলী গ্রামের হাসব আলীর ছেলে। তিনি গুরুদাসপুর বিলচলন শহীদ শামসুজ্জোহা সরকারি কলেজ থেকে চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। এদিকে লালপুর উপজেলায় অটোরিকশা থেকে ছিটকে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে লালপুর-রাজশাহী আঞ্চলিক সড়কের মাধবপুর পাকা রাস্তার মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আ. কাদের গড়বিল গ্রামের আসাদুল ইসলামের ছেলে। তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন।

কালের কণ্ঠ | সোমবার | ১ জুন ২০২৬

প্রাইভেট কারের ধাক্কায় অটোরিকশাচালক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

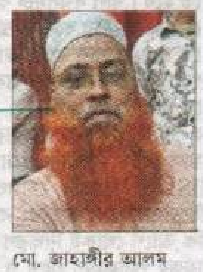

মো. জাহাঙ্গীর আলম

রাজধানীর ৩০০ ফিট সড়কে দ্রুতগামী প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মো. জাহাঙ্গীর আলম (৫৫) নামের এক সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। গত শনিবার কাঁটাবনের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার ৩০০ ফিটে দুর্ঘটনার পর তাঁকে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তবে সেখানে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) খালি না থাকায় জরুরি ভিত্তিতে কাঁটাবনের হোম কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে দুই দিন লাইফ সাপোর্টে থাকার পর গত শনিবার তিনি মারা যান। মো. জাহাঙ্গীর আলম ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের সাংবাদিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চুক্তিভিত্তিক পরিবহন সেবা দিতেন।

বণিক বার্তা | সোমবার, জুন ১, ২০২৬

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ধানখেতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গতকাল শহিদুল ইসলাম (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত শহিদুল ইসলাম উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের মৃত শাহাদাত মন্ডলের ছেলে।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, মেহেরপুর

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২ জুন ২০২৬

বংশালে হার্ডওয়্যারের দোকানে আগুনে ৩ কর্মচারী দগ্ধ

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর বংশালে একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে সোমবার বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে লাগা আগুনে ৩ কর্মচারী দগ্ধ হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

দগ্ধরা হলেন, মিরাজুল ইসলাম (২৫), মো. ইফাত হোসেন (২০) ও রকি হোসেন (২৬)।

জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান বলেন, মিরাজের ২ শতাংশ, ইফাতের ২৫ শতাংশ ও রকির ২৩ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

দোকানের ম্যানেজার রাফিন হোসেন জানিয়েছেন, বেলা পৌনে এগারোটায় বংশালের টেকেরহাট লেনের এম আর এন্টারপ্রাইজ পাওয়ার টুলস হার্ডওয়্যারের ভেতরে তিন কর্মচারী প্রবেশ করে। গোডাউনের ভেতরে মো. ইফাত হোসেন বৈদ্যুতিক সুইচ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়। এতে তিন কর্মচারী দগ্ধ হয়।

দেশ রূপান্তর সোমবার, ১ জুন ২০২৬,

তিন জেলায় কালবৈশাখী ও বজ্রপাতে ৪ জন নিহত

রূপান্তর ডেস্ক

কালবৈশাখী ঝড়ে সাতক্ষীরায় শারমিন নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। একই সঙ্গে উপকূলে ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে। সাতক্ষীরার উপকূলীয় উপজেলা শ্যামনগরের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ইউনিয়ন গাবুরায় বজ্রপাতে শাহানারা বেগম নামে এক বিধবা নারীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তিনি তিন সন্তানের জননী। ভোলার হাজারীগঞ্জ এলাকায় মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে মো. সজিব নামের এক জেলের মৃত্যু হয়। কক্সবাজারের পেকুয়ায় বজ্রপাতে রাকিবা জান্নাত মুন্নি (১৯) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। দৈনিক দেশ রূপান্তরের প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন।

সাতক্ষীরা : সাতক্ষীরার উপকূলে হঠাৎ আঘাত হানা কালবৈশাখী ঝড়ে তালগাছ চাপায় শারমিন (৯) নামে এক শিশু নিহত হয়। একই ঝড়ে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি কৃষিক্ষেতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। গত শুক্রবার বিকেলে শ্যামনগরের ঈশ্বরীপুর গ্রামে মর্মান্তিক এ ঘটনা। অন্যদিকে উপকূলীয় গাবুরা ইউনিয়নে ঝড়ের তাণ্ডবে কয়েকটি নিম্নআয়ের পরিবারের বসতঘরের টিনের চালা উড়ে গিয়ে মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ঝড়ের তীব্রতায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে জেলার বিভিন্ন এলাকায়। কোথাও গাছ ভেঙে পড়ে প্রাণহানি, কোথাও উড়ে গেছে ঘরের টিনের চালা, আবার কোথাও কৃষকের বছরের স্বপ্ন ভেসে গেছে ঝড়ের তাণ্ডবে। শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরীপুর গ্রামে তালগাছ চাপায় শারমিন মারা যায়। নিহত শারমিন ওই গ্রামের আব্দুর রউফের মেয়ে। নিহতের পরিবারের বরাতে শ্যামনগর থানার ওসি খালেদুর রহমান জানান, বিকেলে বাড়ির পাশে খেলছিল শিশু শারমিন। এ সময় হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড় শুরু হলে একটি তালগাছ ভেঙে তার ওপর পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গত বুধবার সকালে সাতক্ষীরার উপকূলীয় উপজেলা শ্যামনগরের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ইউনিয়ন গাবুরায় বজ্রপাতে শাহানারা বেগম (৩০) নামে এক বিধবা নারীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। তিনি তিন সন্তানের জননী। স্বামীর মৃত্যুর শোক কাটিয়ে সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দিতে সংগ্রাম করে যাওয়া এই নারীর আকস্মিক মৃত্যুতে পুরো পরিবার এখন অসহায় হয়ে পড়েছে। নিহত শাহানারা বেগম ওই গ্রামের জাকের মোল্লার মেয়ে।

ভোলা : ভোলার চরফ্যাশন উপজেলা উপজেলার হাজারীগঞ্জ এলাকায় মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে মো. সজিব (২৫) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার হাজারীগঞ্জ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সামছুল হকের ছেলে। গত মঙ্গলবার সকালে নদীতে মাছ ধরার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

অন্যদিকে, একই দিন ভোলার মনপুরা উপজেলায় আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ে পাঁচটি দোকান লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এতে প্রায় ১৪ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে দোকানে নতুন মালামাল তোলার পর এমন দুর্যোগে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তারা। মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার ১ নম্বর মনপুরা ইউনিয়নের রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মনপুরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু মুসা বলেন, 'ঝড়ে কিছু দোকান ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করে প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

পেকুয়া (কক্সবাজার) : কক্সবাজারের পেকুয়ায় বজ্রপাতে রাকিবা জান্নাত মুন্নি (১৯) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার উজানটিয়া ইউনিয়নের টেক পড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মুন্নি টেকপাড়া গ্রামের সাদেক হোসেনের স্ত্রী। এক বছর আগে সাদেক হোসেনের সঙ্গে বিয়ে হয় মুন্নির। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে নিজ বাড়ির রান্নাঘরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিলেন মুন্নি। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে পেকুয়া উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সমকাল মঙ্গলবার। ২ জুন ২০২৬

সাত জেলায় সড়কে ঝরল ১৬ প্রাণ

সুন্দরগঞ্জে মারা গেলেন বাস হেলপার

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় রুবেল মিয়া (২৭) নামের এক বাস হেলপার নিহত হয়েছেন। গত রোববার রাতে সুন্দরগঞ্জ-চৈতন্য বাজার সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। রুবেল মিয়া কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার হাতিয়া গ্রামের মোস্তাক আলীর ছেলে।

বাঁশখালীতে দুই অটোরিকশাযাত্রী নিহত

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ট্রাকচাপায় অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকালে পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মনছুরিয়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মহেশখালী পৌরসভার লাতুয়ার ডেইল এলাকার মোহাম্মদ নোমান ইলাহি (৩৪) এবং উপজেলার শাপলাপুর ইউনিয়নের জাহিদাঘোনা এলাকার বীর বাহাদুর ইসলাম (৩৫)।

গোপালগঞ্জে ভ্যানচালকের মৃত্যু

গোপালগঞ্জে বাসের ধাক্কায় আইয়ুব খাঁ (৫৫) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোপীনাথপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আইয়ুব খাঁ গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের বারেক খাঁর ছেলে। গোপীনাথপুর পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মো. মোমেনুল ইসলাম সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত করেছেন।

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যুরো ও প্রতিনিধিরা]

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১ জুন ২০২৬

ডেমরায় স্টিল মিলে বিস্ফোরণে তিন শ্রমিক দগ্ধ

■ বিশেষ প্রতিনিধি

রাজধানীর ডেমরার বাস্তেরপুল এলাকায় একটি স্টিল মিলে লোহা গলানোর সময় ভাট্টি বিস্ফোরণে তিন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল রবিবার সকালে জহির স্টিল মিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে দগ্ধ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। দগ্ধরা হলেন—সাব্বির হোসেন (২৪), তোফাজ্জল হোসেন (৪৮) ও মাজেদ হোসেন (৫২)। জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান জানান, সাব্বিরের শরীরের প্রায় ৩৫ শতাংশ, তোফাজ্জলের ২৩ শতাংশ এবং মাজেদের ১ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে সাব্বির ও তোফাজ্জলের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে। মাজেদ হোসেন জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও সহকর্মীরা জানান, সকালে স্ক্র্যাব লোহা গলানোর সময় হঠাৎ ভাট্টিতে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে তিন শ্রমিক গুরুতর ভাবে দগ্ধ হন। পরে সহকর্মীরা তাদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান।

সময়ের আলো ৪ জুন ২০২৬।

বরগুনায় সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে পরপর দুই শ্রমিকের মৃত্যু

● বরগুনা সংবাদদাতা

বরগুনার আমতলী উপজেলায় একটি নবনির্মিত বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্কের সেন্টারিং খুলতে গিয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে আমতলী এ কে স্কুল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া দুজন হলেন জাহিদুল হাওলাদার (৩৫) ও জাফর হাওলাদার (৫০)। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় তাদের মরদেহ উদ্ধার করেন।

স্থানীয় সূত্র ও ফায়ার সার্ভিস জানায়, আমতলী বন্দর হোসাইনিয়া কামিল মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মো. ইউসুফ আলী এ কে স্কুল এলাকায় একটি পাকা ভবন নির্মাণ করছিলেন। বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ওই ভবনের সেপটিক ট্যাঙ্কের সেন্টারিং খুলতে যান শ্রমিক জাহিদুল ও জাফর। প্রথমে জাহিদুল ট্যাঙ্কের ভেতরে নামেন। নিচে নামার পরপরই তিনি চিৎকার শুরু করেন। বিষয়টি বুঝতে না পেরে তাকে উদ্ধারের জন্য জাফরও ট্যাঙ্কের ভেতরে নামেন। কিন্তু তিনিও অচেতন হয়ে পড়েন। পরে খবর পেয়ে আমতলী ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। প্রত্যক্ষদর্শী মশিউর রহমান বলেন, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শ্রমিক জাহিদুল ইসলাম সেপটিক ট্যাঙ্কের সেন্টারিং খুলতে নামেন। এ সময় তিনি ডাকচিৎকার দেন। তাকে রক্ষায় আরেক শ্রমিক ট্যাঙ্কে নামলে তিনিও নিস্তেজ হয়ে পড়েন। পরে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে তাদের উদ্ধার করেন। উদ্ধারকালেই তারা নিস্তেজ ছিলেন।

উদ্ধারের পর দুই শ্রমিককে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। ধারণা করা হচ্ছে, সেপটিক ট্যাঙ্কের ভেতরে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাসের কারণে শ্বাস বন্ধ হয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে। নিহত জাহিদুলের বাড়ি উপজেলার হলদিয়া গ্রামে। তার বাবার নাম আজিজ হাওলাদার। জাফর হাওলাদারের বাড়ি বেতমোর গ্রামে। তার বাবার নাম ইউনুস মিয়া। ঘটনার পর ভবনের মালিক মো. ইউসুফ আলী এলাকা ছেড়ে গেছেন বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। নিহত জাফর হাওলাদারের ভগ্নিপতি রুহুল আমিন বলেন, ভবন মালিকের অসচেতনতার কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় মামলা করা হবে।

আমতলী ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যার হাউস পরিদর্শক আবু হানিফ বলেন, শ্রমিকরা অসাবধানতাবশত ট্যাঙ্কে নেমে দুর্ঘটনায় শিকার হয়েছেন। দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে বিষাক্ত গ্যাস নিষ্ক্রিয় করে ট্যাঙ্কের মুখ ভেঙে তাদের উদ্ধার করা হয়।

আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা কর্মকর্তা লুনা বিনতে হক বলেন, তাদের হাসপাতালে আনার আগেই তারা মারা গেছেন।

প্রথম আলো
বুধবার, ৩ জুন ২০২৬, ২০

ট্রাকের পেছনে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নিহত ৫

সড়ক দুর্ঘটনা

সোমবার দিবাগত রাত পৌনে চারটার দিকে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মালিগ্রাম ফ্লাইওভার পার হওয়ার আগে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো ডেস্ক

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় মা, দুই ছেলে ও মেয়েসহ একই পরিবারের চারজন এবং প্রাইভেট কারের চালক নিহত হয়েছেন। একটি প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারবোঝাই ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গত সোমবার দিবাগত রাত পৌনে চারটার দিকে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মালিগ্রাম ফ্লাইওভার পার হওয়ার আগে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের শহিদুল ইসলামের স্ত্রী নূর জাহান বেগম (৫০), মেয়ে আয়শা খাতুন (২৮), দুই ছেলে মো. আরিফ ইসলাম (২৫) ও রাকিবুল ইসলাম (১৮)। নিহত প্রাইভেট কারের চালক জাহিদ হোসেনের (৩২) বাড়ি যশোরের মনিরামপুর উপজেলার গৌরীপুর গ্রামে।

দুর্ঘটনায় শহিদুল ইসলামের দুই নাতি গুরুতর আহত হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে তাদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। তাদের ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ভাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা আবু জাফর বলেন, ঢাকা থেকে যশোরগামী একটি প্রাইভেট কার মালিগ্রাম এলাকায় পৌঁছে একই লেনে দাঁড়িয়ে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারবোঝাই ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে প্রাইভেট কারটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই দুই নারী ও দুই পুরুষ নিহত হন। আহত হয় এক শিশুসহ দুই আরোহী। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস, হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন।

এই কর্মকর্তা বলেন, আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে প্রথমে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে গুরুতর আহত ব্যক্তিদের ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয়।

শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যুর খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কারটি উদ্ধার করে থানার হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কম দৃশ্যমানতা কিংবা দ্রুতগতির কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দিতে পারেন।

ফরিদপুরের এ দুর্ঘটনা ছাড়াও সোমবার দিবাগত রাত থেকে গতকাল মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত যশোর, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে সড়ক দুর্ঘটনায় আরও চারজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে সোমবার রাতে সড়ক পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শাহাজান মজুমদার (৭৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। যশোরের অভয়নগর উপজেলার বারান্দি গ্রামের পালবাড়ি মোড়ে এলাকায় নওয়াপাড়া-টেকারঘাট সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শাহাজান মজুমদার উপজেলার পায়রা ইউনিয়নের বারান্দি গ্রামের মোকসেদ মজুমদারের ছেলে।

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল আটটার দিকে উপজেলার শাহ আমানত সেতুর দক্ষিণ পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন আনোয়ারা উপজেলার চাতরী ইউনিয়নের সিংহরা গ্রামের বাসিন্দা দুর্গাপদ মল্লিক (৭০) ও তাঁর ছেলে বিধান মল্লিক (৪৭)। তাঁরা চট্টগ্রাম নগরের পাথরঘাটা এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। মোটরসাইকেলে তাঁরা আনোয়ারায় গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিলেন।

ময়মনসিংহে গতকাল দুপুরে ড্রাম ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত এবং দুই নারী গুরুতর আহত হয়েছেন। ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মনতলা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। মরদেহ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
। বৃহস্পতিবার । ৪ জুন ২০২৬

বজ্রাঘাতে ৪ জেলায় মা ছেলেসহ ছয়জনের মৃত্যু

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

বজ্রাঘাতে চার জেলায় ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বিকেলে ও সন্ধ্যায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে গাইবান্ধার সাঘাটায় মা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় দুজন, কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে এক কৃষক এবং জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন :

গাইবান্ধা : গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার ভরতখালী ইউনিয়নের মান্দুরা গ্রামের দাসপাড়ায় বুধবার সন্ধ্যার দিকে বজ্রাঘাতে শৈলেন চন্দ্র দাসের স্ত্রী কল্পনা রানী (৫৫) ও ছেলে সোহাগ চন্দ্র দাসের (৩২) মৃত্যু হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : চাঁপাইনবাবগঞ্জে পৃথক স্থানে বজ্রাঘাতে এক তরুণসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার শিয়ালা কলোনি ও সদর উপজেলায় ভবানীপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কুড়িগ্রাম : কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে বজ্রাঘাতে আনোয়ার হোসেন (৪৪) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নের পূর্বকেদার গ্রামে মৃত হোসেন আলীর ছেলে।

জয়পুরহাট : জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে বুধবার বিকেলে মাঠে কাজ করার সময় বজ্রাঘাতে সামছুদ্দিন নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়। সামছুদ্দিন উপজেলার কুসুম্বা ইউনিয়নের কুয়াতপুর গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৪ জুন ২০২৬

স্বামীর লাশ নিয়ে ফেরার পথে নড়াইলে সড়ক দুর্ঘটনায় স্ত্রী ও অ্যাম্বুলেন্স চালক নিহত

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আরো পাঁচ জনের প্রাণহানি

ইত্তেফাক ডেস্ক

স্বামীর লাশ নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়ি ফেরার সময় নড়াইলে সড়ক দুর্ঘটনায় পথে স্ত্রী ও অ্যাম্বুলেন্স চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এ সময় পাঁচ জন আহত হয়েছেন। পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় খুলনার ডুমুরিয়ায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আরো আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন নারী পুরুষ, ফেনীতে এক জন, কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে এক জন, কুড়িগ্রামের রাজারহাটে এক জন, সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জে এক শিশু প্রাণ হারিয়েছে।

নড়াইল প্রতিনিধি জানান, স্বামীর লাশ নিয়ে ঢাকা থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে যশোরের গ্রামের বাড়ি মাহিদিয়া ফেরার সময় পথে স্ত্রী জাহানারা বেগম (৫৫) সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। একই সঙ্গে প্রাণ হারিয়েছেন অ্যাম্বুলেন্সের চালক আকবার হোসেন। গতকাল বুধবার সকালে নড়াইলে বালিয়াডাঙ্গা বাদশার গ্যারেজ এলাকায় নড়াইল-ঢাকা মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস ও অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। জাহানারা বেগম রাজারবাগ পুলিশ স্টাফ কলেজে কর্মরত এসআই আবু তাহেরের মা এবং ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়া মৃত ইসমাইল হোসেনের স্ত্রী। চালক আকবারের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানার আনুবাভান বাড়ি পূর্ব চর কোলাকোপা গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অ্যাম্বুলেন্সটিতে মোট ৯ জন যাত্রী ছিলেন'। এ ঘটনায় গুরুতর আহত পাঁচ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ৪ জুন ২০২৬

বন্দরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্কুলের দপ্তরির মৃত্যু

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জ বন্দরের হাজীপুর এলাকায় টিউবওয়েল বসানোর কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক স্কুলদপ্তরির মৃত্যু হয়েছে। স্কুল বন্ধ থাকায় বাড়তি আয়ের জন্য টিউবওয়েল বসানোর কাজ করতে গিয়েছিলেন। এ ঘটনায় আরো দুই জন আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার সকাল ৯টায় হাজীপুর এলাকার পূর্ব হাজীপুর কবরস্থান রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আহমদ আলী (৪০) হাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি ছিলেন। তিনি মৃত আমানুল্লাহ মেম্বারের ছেলে এবং পূর্ব হাজীপুর ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পূর্ব হাজীপুর কবরস্থান রোডের বাসিন্দা মোহাম্মদ রাজুর বাড়িতে টিউবওয়েল বসানোর কাজ চলছিল। এ সময় টিউবওয়েলের লোহার পাইপ বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এলে আহমদ আলী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে গুরুতর অবস্থায় তাকে খানপুর ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় জুয়েল (২৮) ও জামান (৪৭) নামে আরো দুই জন আহত হন। আহত জুয়েলকে নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে এবং জামানকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এ ব্যাপারে বন্দর থানার ওসি গোলাম মুক্তার আশরাফ উদ্দিন বলেন, 'ঘটনার সংবাদ শুনে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এর আগেই নিহত ও আহতদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩
Dhaka : Thursday 4 June 2026

গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ, পুকুর থেকে পাদুকা শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, ভৈরব

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে সহপাঠীদের সঙ্গে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজের ৫ ঘণ্টা পর পুকুর থেকে নীরব মিয়া (১৫) নামে এক পাদুকা শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা। গত মঙ্গলবার রাত ৮টায় উপজেলা কালিকাপ্রসাদ ইউনিয়নের আতকাপাড়া এলাকার দ্বীন ইসলাম মিয়ার পুকুর থেকে ওই কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এর আগে দুপুর ৩টায় সহপাঠীদের সঙ্গে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হয় নীরব মিয়া। সে আতকা পাড়া পূর্বপাড়া এলাকার ফুল মিয়া মেম্বারের বাড়ির উজ্জ্বল মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত মঙ্গলবার দুপুর ৩টায় সহপাঠীদের সঙ্গে বাড়ির পাশে দ্বীন ইসলাম মিয়ার পুকুরে গোসল করতে যায় নীরব। এক পর্যায়ের নীরব পানিতে নেমে সাঁতার দেয়ার পর পানিতে তলিয়ে যায়। এদিকে সহপাঠীরা যার যার মতো করে পুকুরে গোসল করে বাড়ি চলে যায়। সন্ধ্যায় ছেলে খুঁজে বের হয়ে নীরবের পরিবার জানতে পারে সে পুকুরে গোসল করতে গিয়েছিল। পরে স্থানীয়রা পুকুরে নেমে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে স্থানীয় জেলেদের খবর দেয় তারা এসে মাছ ধরার জাল পুকুরে ফেলে নীরবকে ৫ ঘণ্টা পর রাত ৮টায় নীরবের মরদেহ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে ইউপি সদস্য ও নিহতের দাদা ফুল মিয়া মেম্বার বলেন, আমার নাতি দুপুরে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়। আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে খোঁজ করে না পেয়ে তাঁর সহপাঠীদের মাধ্যমে জানতে পারি সে পুকুরে গোসল করতে গিয়েছিল। সন্দেহ হলে প্রথমে পুকুরে নেমে এলাকার যুবকেরা খোঁজাখুঁজি করে। পরে এলাকার জেলেদের এনে খোঁজ করে ৫ ঘণ্টা পর আমার নাতির মরদেহ উদ্ধার করি।

তিনি আরও বলেন, নীরবের পরিবারে ৩ ভাই ২ বোন। সে পরিবারের ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয়। নীরবের বাবা উজ্জ্বল মিয়া একজন পাদুকা শ্রমিক। নীরব বাবার সঙ্গে পাদুকা শ্রমিকের কাজ করতো।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ৩ জুন ২০২৬

এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে প্রাইভেট কারের ধাক্কা

তিন সন্তানসহ মা ও চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু

A

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আরো আট জনের প্রাণহানি

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে প্রাইভেটকারের চালক এবং তার আরোহী মা ও তিন সন্তানের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চট্টগ্রামের আনোয়ারায় বাবা-ছেলে, টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে এক জন, যশোরের অভয়নগরে এক জন, বগুড়ার কাহালুতে এক জন, নওগাঁয় এক জন, চট্টগ্রামের রাউজানে এক জন, নাটোরের বড়াইগ্রামে এক নারী প্রাণ হারিয়েছেন।

যশোর অফিস ও ফরিদপুরের ভাঙ্গা সংবাদদাতা জানান, মালয়েশিয়া প্রবাসী ছেলের দীর্ঘ ১১ বছর পর ফেরার আনন্দে বুক বেঁধেছিলেন মা। আজ বুধবার যাওয়ার কথা ছিল তার জন্য পাত্রী দেখতে। কিন্তু সেই আনন্দ রূপ নিল বিষাদে। প্রবাসী ছেলেকে বিমানবন্দর থেকে প্রাইভেটকারে করে বাড়িতে আনতে দুই সন্তানকে নিয়ে মা গিয়েছিলেন ঢাকায়। সেখান থেকে ফেরার পথে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে সেই প্রাইভেটকারের ধাক্কা লেগে তিন সন্তানসহ মায়ের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। একই সঙ্গে মারা যান প্রাইভেটকারে চালক। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে ভাঙ্গার মালিগ্রাম এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন—যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার উজ্জ্বলপুর গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী আরিফ গাজী (২৫), তার মা ইউপি সদস্য নুরজাহান বেগম (৫০), ছোট ভাই রাকিব গাজী (১৮), বড় বোন আয়শা বেগম (২৮) ও মনিরামপুর থানার রাজগঞ্জ গ্রামের প্রাইভেট কারের চালক জাহিদ হোসেন (২৫)।

স্থানীয়রা জানান, ভূমিহীন পরিবারের সন্তান আরিফ ১১ বছর আগে সংসারের হাল ধরতে পাড়ি জমিয়েছিলেন প্রবাসে। মালয়েশিয়ায় ঘাম ঝরানো উপার্জনে পাঁচ শতক জমি কিনে মাথা গোঁজার ঠাঁই করেছিলেন। সোমবার রাতে ছুটিতে দেশে ফেরেন আরিফ। বাড়ি ফিরেই আজ বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে যাওয়ারও

বড়াইগ্রাম (নাটোর) সংবাদদাতা জানান, বড়াইগ্রামে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় পিকআপের ধাক্কায় লাজেলা খাতুন (৩৫) নামে এক নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার গড়মাটি কলোনি এলাকায় নাটোর-পাবনা মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটে। লাজেলা গড়মাটি গ্রামের মৃত আলী হোসেনের মেয়ে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ৪ জুন ২০২৬

সড়কে ঝরল ১২ প্রাণ

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১২ জন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর- **খুলনা :** ডুমুরিয়া উপজেলার গুটুদিয়া এলাকায় গতকাল যাত্রীবাহী বাস পুকুরে পড়ে সাইদুর রহমান (২৫) নামে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। তিনি পাইকগাছা উপজেলার আছাবুর সরদারের ছেলে। দুর্ঘটনায় আরও সাত-আটজন যাত্রী আহত হয়েছেন। **নড়াইল :** সদর উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে এক নারীসহ অ্যাম্বুলেন্সের চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল নড়াইল-লোহাগড়া সড়কের আউড়িয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত জাহানারা বেগমের (৫৫) বাড়ি যশোরের পুলেরহাটে এবং অ্যাম্বুলেন্সের চালক আকবর হোসেনের (২৮) বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলায়। **কিশোরগঞ্জ :** জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় গতকাল ও মঙ্গলবার পাঁচজন নিহত হয়েছেন। হোসেনপুর উপজেলার পূর্ব দীপেশ্বর এলাকায় অটোরিকশার চাপায় হাফিজ উদ্দিন (৭৪) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। পাকুন্দিয়া উপজেলার কুশাকান্দা এলাকায় সজীব (২০) নামে এক মোটরসাইকেলে আরোহী নিহত হয়েছেন। কুলিয়ারচর উপজেলার মধুয়ারচরে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গেছেন আশিক (২০) ও রাসেল (১৮)। একই দিন কুলিয়ারচরে আবদুস সাত্তার (৫৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন। **নওগাঁ :** পত্নীতলায় উপজেলায় গতকাল ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে রমজান আলী মন্ডল (৫৫) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। **কুড়িগ্রাম :** সদর উপজেলায় বালুবাহী ট্রাক ও অটোরিকশার সংঘর্ষে আইয়ুব আলী (৫৫) নামে এক সুপারি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। **কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) :** উপজেলার ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় মাহফুজ ও জামাল নামে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

NEW AGE
THURSDAY, JUNE 4, 2026

Man killed after being hit by train in Kushtia

Our Correspondent · Kushtia

A MAN died after a train ran over him while he was crossing railway tracks at Mirpur railway station in Kushtia on Wednesday.

The deceased was identified as Shuvo Dewan, 28, son of Selim Dewan, a resident of Pakri Uttarpara village at Godagari upazila of Rajshahi.

He was employed at a garment factory in Dhaka.

According to the police and family, Shuvo had travelled to Kushtia with his wife during the Eid holiday to visit his sister's house at Mirpur upazila.

The accident occurred shortly after he disembarked from a train at Mirpur railway station.

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৪ জুন ২০২৬

ডিমলায় ভ্যানগাড়ি চার্জ দিতে গিয়ে প্রাণ হারাল যুবক

বিদ্যুতায়িত হয়ে কালিহাতীতে পাঁচ গরু ও পাকুন্দিয়ায় যুবকের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

ডিমলায় ভ্যানগাড়ি চার্জ দিতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু হয়েছে। কালিহাতীতে বিদ্যুৎ লাইনের বাঁশের খুঁটি ভেঙে পড়ে পাঁচটি গরু মারা গেছে। বিশ্রাম নেওয়ার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে পাকুন্দিয়ায় প্রাণ গেল যুবকের। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **নীলফামারীর ডিমলায়** ভ্যানগাড়ি চার্জ দিতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বিদ্যুতায়িত হয়ে হাবিবুর রহমান হাবলু (১৭) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে নাউতারা ইউনিয়নের মধ্য কাকড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত হাবিবুর রহমান ওই এলাকার অপিয়ার রহমানের ছেলে। জানা যায়, গাড়ি চার্জ দেওয়ার সময় অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে তার হাতের স্পর্শ হয়। এতে বিদ্যুতায়িত হয়ে তারের সঙ্গে আটকে থাকতে দেখে তার মা নাসিমা বেগম চিৎকার শুরু করেন। পরে স্থানীয় ও স্বজনরা এসে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। **টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে** ফসলি জমির মাঠে বিদ্যুৎ লাইনের বাঁশের খুঁটি ভেঙে পড়ে থাকা তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে পাঁচটি গরুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে বীরবাসিন্দা ইউনিয়নের কস্তুরীপাড়া-ভেঙ্গুলা গ্রামের ফসলি জমির মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, ভেঙে যাওয়া কাঠের খুঁটির পরিবর্তে দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বাঁশের খুঁটি স্থাপন করে রাখা হয়েছিল। সকালে মাঠে বেশ কয়েকটি গরু ঘাস খেতে গেলে এ দুর্ঘটনা হয়। কালিহাতী বিদ্যুৎ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মেহেদী হাসান সুমন জানান, পূর্বে বিদ্যুৎ লাইনে বাঁশের খুঁটি ছিল বলে জানা ছিল না। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। **কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায়** বিদ্যুতায়িত হয়ে মেহেদী হাসান রাসেল (২৩) নামে যুবক নিহত হয়েছে। মেহেদী হাসান রাসেল উপজেলার চরফরাদী ইউনিয়নের চর তেরটেকিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বাড়ির পাশের জমিতে বুধবার কাজ করার পর বিশ্রাম নিতে পাশের মুদির দোকানে টিনের বেড়ায় হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় বিদ্যুতায়িত হন। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে পাকুন্দিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 4 June 2026

১১ বছর পর বাড়ি ফিরছিলেন আরিফ প্রাণ গেছে মা-ভাই-বোনেরও

প্রতিনিধি, ফরিদপুর

প্রবাসে ১১ বছর কাটিয়ে প্রথমবারের মতো দেশে ফিরছিলেন আরিফ হোসেন। তাই মা, ভাই-বোন, সঙ্গে ভাগ্নে-ভাগ্নি বিমানবন্দরে গিয়েছিল তাকে আনতে।

কিন্তু কেউই আর বাড়ি ফিরল না, ফেরার পথে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে তাদের বহনকারী প্রাইভেট কার ট্রাকে ধাক্কা দিলে প্রাণ হারিয়েছেন আরিফ, তার মা-ভাইবোনসহ পাঁচজন। গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ভাগ্নে-ভাগ্নি।

আর এক দুর্ঘটনাতেই স্ত্রী-তিন সন্তান হারিয়ে পুরোপুরি একা হয়ে গেলেন তাদের ফেরার অপেক্ষায় যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার খোশালনগর গ্রামের বাড়িতে থাকা শহিদুল ইসলাম। গত মঙ্গলবার ভোর ৪টার দিকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার মালিগ্রাম এলাকায় ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারবোঝাই ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয় একটি প্রাইভেটকার। এতে ঘটনাস্থলেই কয়েকজন নিহত হন এবং অন্যরা গুরুতর আহত হন।

নিহতরা হলেন, খোশালনগর গ্রামের শহিদুল ইসলামের বড় ছেলে মালয়েশিয়া প্রবাসী আরিফ হোসেন (৩০), ছোট ছেলে রাকিব হোসেন (২০), মেয়ে আয়শা খাতুন (৩৫), স্ত্রী নুরজাহান বেগম (৫৫) এবং প্রাইভেটকার চালক মনিরামপুর উপজেলার চালুহাটি গ্রামের জাহিদ হোসেন (৩৫)। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে আয়শা খাতুনের ছেলে হুসাইন (৮) ও মেয়ে তাসফিয়া খাতুন (৩)। তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এ দুর্ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে খোশালনগর ও আশপাশের গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ।

নিহতদের প্রতিবেশী ও স্থানীয় ইউপি সদস্য মোসলেম আলী এবং আবুল বাশার আবু বলেন, শহিদুল ইসলামের বড় ছেলে আরিফ ১১ বছর আগে মালয়েশিয়া গিয়েছিল। প্রবাসে যাওয়ার পর এই প্রথম আরিফ দেশে ফিরছে, তাই তাকে রিসিভ করতে পরিবারের সদস্যরা সোমবার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যান। পরে আরিফকে নিয়ে গভীর রাতে নিয়ে প্রাইভেটকারে করে বাড়ির পথে রওয়ানা হন তারা। কিন্তু পথে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাইভেটকারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে শহিদুল ইসলাম তার পুরো পরিবারকে হারালেন।

ঝিকরগাছা থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া হাসান বলেন, "খবর জানতে পেরে নিহতদের বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। স্বজনরা ঘটনাস্থলে গেছেন বলে জানতে পেরেছি।"

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৪ জুন ২০২৬
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

আমতলীতে সেপটিক ট্যাংকে নেমে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

বরগুনা ও আমতলী প্রতিনিধি

বরগুনার আমতলী উপজেলায় নবনির্মিত ভবনের সেপটিক ট্যাংকে নেমে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। দুই ঘণ্টার চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা লাশ দুটি উদ্ধার করে। বুধবার সকালে উপজেলার বন্দর হোসাইনিয়া কামিল মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা মো. ইউসুফ আলীর বাসায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত শ্রমিকরা হলেন জাহিদুল হাওলাদার (৩৫) ও জাফর হাওলাদার (৫০)। উপজেলার হলদিয়া গ্রামের আজিজ হাওলাদারের ছেলে জাহিদুল রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। আর বেতমোর গ্রামের ইউনুস মিয়ার ছেলে জাফর ছিলেন ওয়ার্কশপ মালিক। আমতলী একে স্কুল এলাকায় মাওলানা ইউসুফ আলীর নবনির্মিত ভবনের সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শ্রমিক জাহিদুল ও জাফর নামেন। জাহিদুল নামামাত্রই চিৎকার দেন। না বুঝে তাকে উদ্ধার করতে জাফরও নামেন। খবর পেয়ে আমতলী ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে তাদের লাশ উদ্ধার করে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৪ জুন ২০২৬

বন্দরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিক নিহত

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ করার সময় তড়িতাহত হয়ে আহমদ আলী (৪০) নামে শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে বন্দরের পূর্ব হাজীপুর কবরস্থান রোড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আহমদ আলী বন্দরের হাজীপুর এলাকার মৃত আমানুল্লাহ মেম্বারের ছেলে। তিনি হাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি ছিলেন। এসময় জুয়েল ও জামান নামে আরও দুজন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে জুয়েলকে নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে এবং জামানকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, পূর্ব হাজীপুর কবরস্থান রোডের বাসিন্দা মোহাম্মদ রাজুর বাড়িতে টিউবওয়েল বসানোর কাজ করছিল আহমদ আলীসহ কয়েকজন শ্রমিক।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৪ জুন ২০২৬
tutorial.jugantor@gma

জুড়ীতে বজ্রপাতে ৬ চা শ্রমিক পরিবারের ১৩টি গরু ও ১টি মহিষের মৃত্যু

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে. মাতম

বড়লেখা (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

জুড়ীতে বুধবার সকালের বজ পাতে ৬ চা শ্রমিক পরিবারের ১৩টি গরু ও ১টি মহিষের মৃত্যু ঘটেছে। বজ পাতের ঘটনাটি ঘটেছে গোয়ালবাড়ির কুচাই চা বাগানে। এ ঘটনায় নিঃস্ব চা শ্রমিক পরিবারগুলোতে চলছে শোকের মাতম। ক্ষতিগ্রস্ত চা শ্রমিকদের পুনর্বাসনে আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় সংসদ-সদস্য নাসির উদ্দিন আহমেদ মিঠু।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে বজ সহ বৃষ্টির মাঝে কুচাই চা বাগানের ৬ শ্রমিকের গরু ও মহিষ কুচাই জালাই ও পাথরটিলায় চরে ঘাস খাচ্ছিল। হঠাৎ একই সময়ে দুটি স্থানে প্রচণ্ড বজ পাত ঘটে। এতে কুচাই জালাইয়ে চরা চা শ্রমিক বুধু লালের ২টি, চিনি লালের ১টি, রবি মোহনের ৩টি, রাজন কুর্মীর ৩টি, কালাচানের ২টি ও মকরো গোয়ালার ১টিসহ ১৩টি গরু এবং পাথরটিলায় চা শ্রমিক বিরসার একটি মহিষ মারা যায়। বজ পাতে গবাদি পশুর মৃত্যুতে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে ৬টি চা শ্রমিক পরিবার। গবাদি পশুগুলোই ছিল তাদের পরিবারের আয়ের অন্যতম উৎস। এক মুহূর্তেই জীবিকার গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হারিয়ে এসব পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়েছে। মৃত গবাদি পশুর পাশে বসে তারা মাতম করছে।

গোয়ালবাড়ি ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল কাইয়ুম খবর পেয়ে ছুটে যান ঘটনাস্থলে। ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতার সান্ত্বনা দেন। ঘটনাটি তাৎক্ষণিক স্থানীয় সংসদ-সদস্যকে অবহিত করলে তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

NEW AGE
FRIDAY, JUNE 5, 2026,

Cox's Bazar landslide kills 2 workers

Bangladesh Sangbad Sangstha · Cox's Bazar

TWO construction workers were killed and another was injured after being buried under a landslide during the construction of a bridge at Dariyanagar area of Cox's Bazar Thursday afternoon.

The accident occurred at around 1:00pm while the workers were engaged in construction activities near a hillside of the area.

The deceased are Mohammad Ilias, son of Jafar Ahmed and Mohammad Rakib, son of Nasir Ahmed. Both were residents of Banshkhali Upazila of Chattogram. The injured worker Mohammad Shahjahan is also from the same area.

According to local sources, Syed Muhammad Morshed Hossain, deputy assistant director of the Cox's Bazar Fire Service and Civil Defence Station, said that a contractor firm Lucky Enterprise was constructing a bridge over a channel used for the flow of hill water on the access road to Victoria University at Dariyanagar.

He said soil had been excavated from the side of a hill as part of the construction work. During the operation, a section of the hillside suddenly collapsed, trapping three workers beneath the debris. Fellow workers rescued and rushed them to Cox's Bazar Sadar Hospital. Fire service personnel later arrived at the scene.

Abdur Rahim Majumdar, a representative of the contractor firm, said the workers had been following safety procedures when the incident occurred. He added that all the victims had been working on the project for nearly a month.

Subaktagin Mohammad Sohel, resident medical officer of Cox's Bazar Sadar Hospital, said three workers were brought to the hospital in critical condition. Two of them had died before reaching the hospital.

Inspector for investigation Hemel Roy of Cox's Bazar model police station said the bodies had been kept at the hospital morgue for autopsy and legal procedures were underway.

বণিক বার্তা
শুক্রবার, জুন ৫, ২০২৬ ■ ৫

নয় দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ১৫ জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন স্থানে গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ ১৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। নিহতদের মধ্যে মেহেরপুরে তিনজন, নাটোর, ফেনী ও গাজীপুরে দুজন করে এবং বাগেরহাট, দিনাজপুর, কিশোরগঞ্জ, পিরোজপুর ও জয়পুরহাটে একজন করে নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত :

বাগেরহাট : জেলার শরণখোলায় নসিমন উল্টে সুজন মোল্লা (৩৮) নামের এক প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় সঙ্গে থাকা রিয়াদ নামের এক শ্রমিক আহত হলে তাকে শরণখোলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নের ছুটোখার বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুজন মোল্লা শরণখোলা উপজেলার উত্তর রাজাপুর গ্রামের হানিফ মোল্লার ছেলে।

জয়পুরহাট : পাঁচবিবি উপজেলায় বাসের ধাক্কায় তিন বছরের শিশু হামিম নিহত হয়েছে। নিহত হামিম পাঁচবিবি উপজেলার দরগাপাড়া গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে।

পিরোজপুর : জেলার সদর উপজেলার খলিশাখালী এলাকায় যাত্রীবাহী বাস ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক কলেজছাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নিহতের মা, অটোরিকশাচালক ও অন্য যাত্রীসহ চারজন আহত হয়েছেন। নিহত মারিয়া আক্তার (১৮) পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী এবং সদর উপজেলার হুলারহাট এলাকার বানেশ্বরপুর গ্রামের আবুল কালাম খানের মেয়ে।

শুক্রবার ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
: Friday 5 June 2026

পাঁচবিবিতে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, পাঁচবিবি (জয়পুরহাট)

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে মাঠে কাটার সময় বজ্রপাতে সামছুদ্দিন নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার বিকেলে উপজেলার কুসুম্বা ইউনিয়নের কুয়াতপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সামছুদ্দিন ওই গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে। স্থানীয় ইউপি সদস্য মোজাম্মেল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার বিকেলে কুয়াতপুর গ্রাম সংলগ্ন মাঠে সামছুদ্দিন ধান কাটার কাজ করছিলো। এ সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টিসহ বজ্রপাত শুরু হলে সামছুদ্দিন ও তার মেয়ে হুমায়রা খাতুন পার্শ্ববর্তী রাস্তার ধারে এন্ট্রি গাছের নিচে আশ্রয় নেন এবং বজ্রপাতে সামছুদ্দিন গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (মহিপুর) নেয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন।

সময়ের আলো ৪-৬-২৬

সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জনের প্রাণহানি

● সময়ের আলো ডেস্ক

সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। বিস্তারিত জানিয়েছেন দৈনিক সময়ের আলোর প্রতিনিধিরা–

মেহেরপুর : মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের গাংনী উপজেলার ওলিনগর এলাকায় ইজিবাইক ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছে। নিহতরা হলো– আকবর হোসেন (১০), আফরিন খাতুন (৪) ও ইজিবাইক চালক আরিফুল ইসলাম (৩২)। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ২ জন। বৃহস্পতিবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাক, ইজিবাইক ও নিহত আরিফুলের মরদেহ পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

গাজীপুর : গাজীপুর মহানগরের বাসন এলাকায় বাসচাপায় অটোরিকশা আরোহী দুজন নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন বাসন থানার ওসি হারুন অর রশীদ বলেন, যাত্রীবাহী বাসচাপায় অটোরিকশা চালকসহ দুজন নিহত হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বাগেরহাট : বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার রাস্তায় বেপরোয়াভাবে চালানোর সময় নিজের নসিমনের চাপায় প্রাণ হারিয়েছেন সৌদি প্রবাসী মো. সুজন মোল্লা (৪০)। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার ছুটখার বাজার সংলগ্ন সেতু এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত সুজন মোল্লা উপজেলার উত্তর রাজাপুর এলাকার হানিফ মোল্লার ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন সৌদি আরবে কর্মরত ছিলেন। তিন মাস আগে

যুগান্তর | শুক্রবার ৫ জুন ২০২৬ | ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

বড়াইগ্রামে ট্রাক-মাইক্রো সংঘর্ষ

বাবার কোলে ২ শিশু নিহত, হাসপাতালে ৩

যুগান্তর ডেস্ক

নাটোরের বড়াইগ্রামে ট্রাক-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে প্রকৌশলী বাবার কোলে থাকা দুই শিশু ইজাদ ও ইহানের প্রাণ গেছে। তারা রাজশাহীর লক্ষ্মীপুর এলাকার প্রকৌশলী আকিব হোসেনের ছেলে সন্তান। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত আকিব, তার স্ত্রী এমি খাতুন এবং মা কনা বেগমকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বড়াইগ্রামের চকপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে ফেনীর মুহুরীগঞ্জ এলাকায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় নয় স্থানে ঝরেছে আরও ১৩ প্রাণ। তাদের মধ্যে মেহেরপুরে ইজিবাইকচালকসহ তিনজন, দিনাজপুরে শিক্ষার্থীসহ দুজন, পিরোজপুরে কলেজছাত্রী, গাজীপুরে অটোচালকসহ দুজন, ঝিনাইদহ ও হবিগঞ্জে দুই শিশু, কিশোরগঞ্জে যুবক, বাগেরহাটে ব্যবসায়ী এবং জয়পুরহাটে ভ্যানচালক রয়েছেন। এদিকে রাজধানীর পূর্বাচলে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত চীনা নাগরিক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। ব্যুরো,

গাজীপুর : মহানগরীর ভোগরা এলাকায় দুই বাস চাপায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় অটোরিকশা। এতে ঘটনাস্থলেই চালকসহ দু'জনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে। নিহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুর : কুষ্টিয়া সড়কের অলিনগরে ইজিবাইক-ট্রাক সংঘর্ষে শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুজন। বৃহস্পতিবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—মেহেরপুর সদর উপজেলার উত্তর শালিকা গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে ইজিবাইকচালক আরিফ হোসেন, মাহিনের শিশুমেয়ে আফরিন ও নানিবাড়ি বেড়াতে আসা যশোর জেলার ঝিকরগাছার সজিবের ছেলে আবরার হোসেন।

কালের কণ্ঠ | ঢাকা । শুক্রবার । ৫ জুন ২০২৬

পাঁচ শিশুসহ ১৪ জন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের ৯ জেলায় গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ শিশুসহ ১৪ জন নিহত হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিনিধির খবরে–

মেহেরপুর : ওলিনগর এলাকায় ইজি বাইক ও ট্রাকের সংঘর্ষে নিহতরা হলেন–সদর উপজেলার উত্তর শালিকা মাঠপাড়া গ্রামের ইজি বাইকচালক আরিফুল ইসলাম, একই গ্রামের মাহিমের চার বছর বয়সী মেয়ে আফরিন এবং যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার সজীব আলীর ছেলে আকবর আলী।

নাটোর : বড়াইগ্রামে ট্রাক ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে দুই শিশু নিহত হয়েছে। তারা হলো– রাজশাহীর লক্ষ্মীপুরের বাসিন্দা প্রকৌশলী আকিব হোসেনের চার মাস বয়সী শিশু ইজাজ ও শিশু ইহান। গতকাল বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের রয়না পাম্প এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ফেনী : বন্ধুদের সঙ্গে গুলিয়াখালী সমুদ্রসৈকতে ঘুরতে গিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় জিহানুল ইসলাম শাওন (২০) ও ইকবাল হোসেন জিসান (২৩) নামের দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ছাগলনাইয়া উপজেলার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় তাঁরা নিহত হন।

গাজীপুর : গাজীপুরে বাসচাপায় দুজন নিহত হয়েছেন। তাঁদের একজন চালক অন্যজন অটোরিকশার যাত্রী। গতকাল নগরীর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভোগড়ায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন–জামালপুরের মাদারগঞ্জ এলাকার মো. সুজন, অন্যজনের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।

গোপালগঞ্জ : গোপালগঞ্জে অটোরিকশার ধাক্কায় সোলায়মান শিকদার নামের ১১ বছর বয়সী স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। গতকাল সদর উপজেলার চন্দ্রদিঘলিয়া ভুঁইয়াপাড়া স্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) : একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে সংঘর্ষে মো. রাকিব (২৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল উপজেলার ভোগনগর ইউনিয়নের ছোট বটতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাকিব উপজেলার সাদুল্লাপাড়া গ্রামের মো. আবুল হোসেনের ছেলে।

কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) : হরিণাকুণ্ডু উপজেলার শিতলি এলাকায় গতকাল ব্যাটারিচালিত ভ্যানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ভ্যানচালক আলমগীর হোসেন উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা।

পাকুন্দিয়া (কিশোরগঞ্জ) : পাকুন্দিয়ায় রাস্তা পার হওয়ার সময় পিকআপ ভ্যানের চাপায় মো. হেদায়েত শিকদার ওরফে ফেরদৌস নামের এক সাবেক ট্রাকচালকের মৃত্যু হয়েছে। ফকিরপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

পিরোজপুর : পিরোজপুর-বরিশাল আঞ্চলিক মহাসড়কের ডুমুরিতলায় বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে গতকাল এক কলেজছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরো দুজন আহত হয়েছেন। নিহত মারিয়া আক্তার বানেশ্বরপুর এলাকার আবুল কালামের মেয়ে।

সংবাদ | ঢাকা : শুক্রবার ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ | Dhaka : Friday 5 June 2026

হরিণাকুণ্ডুতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে ভ্যানচালক নিহত

জেলা বার্তা পরিবেশক, ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার শিতলি এলাকায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে ভ্যান চালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলমগীর হোসেন (৩০) হরিণাকুণ্ডু উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের শহীদুল ইসলামের পুত্র। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আলমগীর হোসেন সকালে বাড়ি থেকে ভ্যান নিয়ে উপজেলার শাখারীদহ বাজারে মুরগির বাচ্চা কিনতে যাচ্ছিলেন।

পথিমধ্যে শিতলি এলাকায় পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি ভ্যানসহ রাস্তার পাশে খালে পড়ে যান। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডাক্তার নাহিদ এমরান তন্বী জানান, হাসপাতালে আসার আগেই আলমগীর হোসেন এর মৃত্যু হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Friday 5 June 2026

কিশোরগঞ্জে পিকআপ ভ্যানচাপায় ট্রাক চালকের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়ায় বেপরোয়া গতির পিকআপ ভ্যানের চাপায় ফেরদৌস শিকদার (৫৫) নামে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পাকুন্দিয়া-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের পাকুন্দিয়া বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ফেরদৌস শিকদার পাকুন্দিয়া পৌর সদরের চরপাকুন্দিয়া গ্রামের মৃত মতিউর রহমানের পুত্র। তিনি পেশায় একজন ট্রাক চালক ছিলেন। স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সকালে বাড়ির পাশে সড়কের ধার দিয়ে হাঁটছিলেন ফেরদৌস শিকদার। এ সময় কিশোরগঞ্জগামী একটি দ্রুতগতির পোল্ট্রি মুরগীবাহী পিকআপ ভ্যান পেছন থেকে তাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই চালক পিকআপটি নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

আশপাশের লোকজন ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেরদৌস শিকদারকে উদ্ধার করেন। পরে তাকে দ্রুত কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই পথিমধ্যে তিনি মারা যান।

স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, সড়কটির এই অংশে প্রায়ই যানবাহনগুলো বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে। চালকদের এই অসচেতনতার কারণে প্রতিনিয়ত পথচারীদের জীবন ঝুঁকিতে পড়ছে। তারা অবিলম্বে এই সড়কে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ এবং পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস.এম. আরিফুর রহমান দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পাকুন্দিয়া বাইপাস এলাকায় পিকআপের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন। ঘাতক গাড়িটি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১১ জুন ২০২৬

সড়কে প্রাণ গেল পাঁচজনের

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচজন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর– রাজশাহী : মোহনপুর উপজেলায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও চারজন। গতকাল রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে উপজেলার খাড়ইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ইসলামী ব্যাংকের মোহনপুর উপজেলার কেশরহাট শাখার ক্যাশ ইনচার্জ আবদুল্লাহ আল ফিরোজ এবং অপরজনের পরিচয় জানা যায়নি। **হবিগঞ্জ :** মাধবপুরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বালুবোঝাই ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজি অটোরিকশার চালক ও এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল উপজেলার দক্ষিণ বেজুড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপজেলার বেঙ্গাডোবা এলাকার বাবু মিয়ার ছেলে সিএনজিচালক আক্কাছ মিয়া ও মৃত কামরুল হাসানের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম (৭০)। **নড়াইল :** লোহাগড়ায় ট্রাকচাপায় আমেনা হাসান বিপাশা (৩৭) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 13 June 2026

বোয়ালখালীতে নিখোঁজের ১৬ ঘণ্টা পর যুবকের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে খালে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয় আবুল কালাম (৩২) নামের এক যুবক। জানা গেছে, গত বুধবার রাত ১টার দিকে তিনি জাল নিয়ে মাছ ধরার উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। এরপর থেকে তার হদিস মিলছিল না।

গত বৃহস্পতিবার সকালে তার খোঁজে খাল ও নদীর বিভিন্ন স্থানে মাইকিং করা হয়। এসময় বোয়ালখালী ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম উদ্ধার অভিযানে নামে।

গত বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে ১৬ ঘণ্টা পর রায়খালী খালের মোহনা এলাকা থেকে আবুল কালামের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

আবুল কালাম বোয়ালখালী পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের পশ্চিম গোমদণ্ডী মনুপাড়া এলাকার আবদুল মাজেদের ছেলে। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, আবুল কালামের রায়খালী ঘাটকূল এলাকায় 'শেষ বিদায় স্টোর' নামের একটি দোকান রয়েছে। এর পাশাপাশি সে খাল থেকে মাছ ধরতো।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 11 June 2026

নীলফামারীতে পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহত ২, আহত ১

জেলা বার্তা পরিবেশক, নীলফামারী

নীলফামারী সদর উপজেলার কচুকাটা ইউনিয়নের হাজিপাড়া এলাকায় পুকুরে মাছ ধরার প্রস্তুতির সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। বুধবার সকালে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সদর উপজেলার পঞ্চপুকুর ইউনিয়নের ডাঙাপাড়া এলাকার মজিবর রহমান (৬০) এবং কচুকাটা ইউনিয়নের হাজিপাড়া এলাকার জালাল উদ্দিন (৫৫)। আহত মিঠু মজিবর রহমানের ছেলে। তাকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হাজিপাড়া এলাকার একটি পুকুরে মাছ ধরার জন্য বৈদ্যুতিক সেচ পাম্প স্থাপনের প্রস্তুতি চলছিল। এ সময় বরেন্দ্র বহুমুখী সেচ প্রকল্পের বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার একপর্যায়ে মজিবর রহমান, জালাল উদ্দিন ও মিঠু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এতে ঘটনাস্থলেই মজিবর রহমান মারা যান। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় জালাল উদ্দিন ও মিঠুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে পথেই জালাল উদ্দিনের মৃত্যু হয়। আহত মিঠু বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনার পর এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ। সকালে মাছ ধরার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে দুইজনের প্রাণহানির ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর শোকের সৃষ্টি হয়েছে।

নিহত মজিবর রহমানের স্ত্রী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, সকালে কাজের জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৩ আষাঢ় ১৪৩৩, ১৭ জুন ২০২৬

কাহালুতে আন্তঃনগর ট্রেনের ধাক্কায় এক জনের মৃত্যু

■ কাহালু (বগুড়া) সংবাদদাতা

বগুড়া জেলার কাহালুতে করতোয়া আন্তঃনগর ট্রেনের ধাক্কায় ফেরদৌস (৫৫) নামের প্রাণ কোম্পানি এক সেলস সুপারভাইজার নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে কাহালু উপজেলা সদরের চারমাথা রেলগেটের সামান্য পূর্বে মাদ্রাসাতুস সাহাবা নামের মাদ্রাসার পাশে এ ঘটনাটি ঘটে। নিহত সুপার ভাইজার বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার সুঘাট ইউনিয়নের সাদেকপুর গ্রামের মৃত আব্দুস ছাত্তারের ছেলে। জানা গেছে, সুপার ভাইজার ফেরদৌস ঘটনার দিন সকালে কাহালুতে দায়িত্ব পালন করতে এসে কানে হেড ফোন লাগিয়ে কাহালু-বগুড়া রেল লাইনের পাশ দিয়ে মোবাইলে কথা বলতে বলতে যাওয়ার সময় উল্লিখিত স্থানে পৌঁছা মাত্রই সান্তাহার থেকে ছেড়ে আসা বুড়িমারীগামী করতোয়া (৭১৩ আপ) আন্তঃনগর ট্রেনের ধাক্কা খেয়ে মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এদিকে ঘটনার পর পুলিশ আসার আগেই তার সহযোগীরা ফেরদৌসের মরদেহ সিএনজি চালিত অটোরিকশায় তুলে নিয়ে তার বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিতে দেখা গেছে। অন্যদিকে ঘটনার পর পরই কাহালু থানার এসআই আমিনুল ইসলাম ও এসআই মোজাম্মেল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

যুগান্তর
শনিবার ১৩ জুন ২০২৬
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

চার যুবকসহ সড়কে ঝরল ৬ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। শুক্রবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। তাদের মধ্যে বগুড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই ব্যবসায়ী, পাবনায় কলেজছাত্র এবং নওগাঁ, নাটোর ও নেত্রকোনায় তিন যুবক রয়েছেন। **ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

মহাদেবপুর (নওগাঁ) : মহাদেবপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিলারে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় যুবক আরাফাত হোসেন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় সদরের ব্রিজ রোডের কেন্দ্রীয় কবরস্থানের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আরাফাত উপজেলা সদরের ঘুটপাড়ার আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে ও পেশায় ট্রাক্টর চালক।

সুজানগর (পাবনা) : তারাবাড়ীয়া বাজার এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজছাত্র সাজ্জাদ মন্ডল নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে সুজানগর-পাবনা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাজ্জাদ পাবনা কলেজের শিক্ষার্থী। তার বাবার নাম রেন্টু মন্ডল।

প্রথম আলো
রোববার, ৭ জুন ২০২৬, ২

বাবা-ছেলে, শ্যালক-দুলাভাইসহ ১১ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

১০ জেলায় মোট নিহত ১৫। নিহত অপর তিনজনের মধ্যে দুজন পিকআপ ও কাভার্ড ভ্যানের চালক।

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের ১০ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১১ জনই মোটরসাইকেলের আরোহী। তাঁদের মধ্যে বাবা-ছেলে এবং শ্যালক-দুলাভাই রয়েছেন।

গত শুক্রবার রাত থেকে গতকাল শনিবার দুপুরের মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে *প্রথম আলোর* **প্রতিনিধিদের** পাঠানো খবর—

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে উপজেলার ভুনবীর ইউনিয়নের সাতগাঁও চৌমুহনা এলাকায় মহাসড়কে বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন পিকআপ ভ্যানের চালক লোকমান মিয়া (২২)। তিনি উপজেলার লালবাগ এলাকার শাহ আলমের ছেলে।

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার নয়াগাঁও এলাকায় সকালে তেলবাহী একটি কাভার্ডভ্যান চাকা ফেটে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে কাভার্ড ভ্যানের চালক বাবলু মিয়া (৫০) নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তাঁর এক সহযোগী।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১৮ জুন ২০২৬,

ট্রাক-অটোরিকশা মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই ভাই নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

রাজশাহীর পুঠিয়ায় এ ঘটনা ঘটে। নোয়াখালীতে বিএনপি নেতা ও চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে শিশু নিহত।

প্রথম আলো ডেস্ক

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার কেওঢালায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে গাড়ির ধাক্কায় নিহত হয়েছেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক মনির হোসেন (৫২)। তাঁর বাড়ি উপজেলার ধামগড় ইউনিয়নের নয়ামাটি এলাকায়।

শনিবার ১৩ জুন ২০২৬
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ | যুগান্তর

সাঁথিয়ায় ডোবায় মাছ শিকারে গিয়ে প্রাণ হারালেন যুবক

সাপের কামড়ে লালপুরে কৃষক, দশমিনায় শিশুর মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

রুহান মোল্লা

পাবনার সাঁথিয়ায় ডোবায় মাছ শিকার করতে সাপের কামড়ে প্রাণ হারালেন এক যুবক। এছাড়া সাপের কামড়ে নাটোরের লালপুরে কৃষক এবং পটুয়াখালীর দশমিনায় শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ও শুক্রবার এসব ঘটনা ঘটে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : পাবনার সাঁথিয়ায় কাশিনাথপুর ইউনিয়নের চর কাবারিকোলা গ্রামে বিষধর সাপের কামড়ে রুহান মোল্লা নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই এলাকার হেলাল মোল্লার ছেলে। জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ির পাশের ডোবা থেকে টেঁটা দিয়ে মাছ শিকার করতে গেলে রুহানকে একটি বিষধর সাপ কামড় দেয়। পরে স্বজনরা তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে অ্যান্টিভেনম থাকা সত্ত্বেও তা প্রয়োগ না করে তাকে পাবনা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়। রুহানের বাবা হেলাল মোল্লা চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ তুলেছেন। তবে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুল বাতেন বলেন, কর্তব্যরত চিকিৎসক সাপের কামড়ের স্পষ্ট লক্ষণ পাননি।

নাটোরের লালপুরে বিষধর সাপের কামড়ে মনির হোসেন নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। কেশবপুর এলাকার মুরগিতলা মাঠে নিজ পাটখেতে কাজ করার সময় শুক্রবার দুপুর ১২টায় বিষাক্ত সাপ তাকে কামড় দেয়। মনির হোসেন কেশবপুর ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত চয়ানের ছেলে। **পটুয়াখালীর দশমিনায়** বিষধর সাপের কামড়ে আরিয়ন নামের ১০ মাসের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বহরমপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ আদমপুর গ্রামের রুহুল আমিন মৃধা বাড়িতে বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। আরিয়ন ওই গ্রামের আরমান মিয়ার ছেলে।

শনিবার ৬ জুন ২০২৬
২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ | যুগান্তর

বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে বাবা-মেয়েসহ নিহত ৭

যুগান্তর ডেস্ক

টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে বজ্রপাতে বাবা-মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বজ্রপাতে পটুয়াখালীর গলাচিপায় ও পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় দুই কৃষক, চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে ও নীলফামারীর ডিমলায় দুই যুবক এবং বরিশালের আগৈলঝাড়ায় কিশোর নিহত হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

দেলদুয়ার (টাঙ্গাইল) : উপজেলার ফাজিলহাটি ইউনিয়নের শাহদারিপাড়া গ্রামে বজ্রপাতে নিহতরা হলেন—সদর ইউনিয়নের মাদারকোল গ্রামের আয়নাল হকের ছেলে খালিদুল ইসলাম (৩০) ও তার মেয়ে খাদিজা আক্তার (১০)।

গলাচিপা দক্ষিণ (পটুয়াখালী) : আমখোলা ইউনিয়নের উত্তর আমখোলা গ্রামে শুক্রবার বজ্রপাতে রিয়াজ হাওলাদার (৩০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত রিয়াজ ওই গ্রামের খলিল হাওলাদারের ছেলে।

মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) : মঠবাড়িয়ায় মাঠে গরু আনতে গিয়ে বজ্র পাতে সোহরাব জমাদ্দার (৫০) নামের এক কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার উপজেলার সোনাখালী এলাকার একটি মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সোহরাব ওই এলাকার মৃত হাসেম জমাদ্দারের ছেলে।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ৭ জুন ২০২৬

সড়ক বিভাজকে বাসের ধাক্কা, হেলপারের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মহাখালীর আমতলী এলাকায় ভাটি বাংলা পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকের (আইল্যান্ড) সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। এতে বাসের চালকের সহকারী (হেলপার) মোহাম্মদ রফিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ওই বাসের আরও দুই যাত্রী আহত হন।

গতকাল শনিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মোহাম্মদ রফিককে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, কী কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে, তা তদন্ত করা হচ্ছে।

যুগান্তর | রোববার ৭ জুন ২০২৬
২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

কুড়িগ্রামে পিকআপ-বাইক সংঘর্ষে বাবা-ছেলে নিহত

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা : রাজধানীর মহাখালী ও বিমানবন্দর এলাকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত এবং দুজন আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন ভাটি বাংলা পরিবহণের হেলপার যুবক মোহাম্মদ রফিক ও বৃদ্ধ আব্দুল হাই। শনিবার সকালে মহাখালীর আমতলী এলাকায় ভাটি বাংলা পরিবহণের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উলটে যায়। এতে বাসটির হেলপার মোহাম্মদ রফিকসহ তিনজন আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক রফিককে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে শুক্রবার রাতে বিমানবন্দর থানার এপিবিএন সংলগ্ন পেট্রোলপাম্প এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন বৃদ্ধ আব্দুল হাই। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এদিকে ধামরাইয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে দুই যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষে নারী ও শিশুসহ অন্তত ২০ যাত্রী আহত হয়েছেন। শনিবার দুপুরে উপজেলার বালিথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সাদুল্লাপুর (গাইবান্ধা) : সাদুল্লাপুর উপজেলায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় অটোভ্যান চালক জয়নাল মিয়া নিহত হয়েছেন। শনিবার সকালে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি। জয়নাল সাদুল্লাপুর উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের কিশামত হামিদ (পশ্চিমপাড়া) গ্রামের মৃত ওসমান মিয়ার ছেলে।

ফুলপুর (ময়মনসিংহ) : তারাকান্দা উপজেলার গোয়াতলা বাজারে অ্যাম্বুলেন্স-অটোরিকশা সংঘর্ষে অটোচালক আব্দুল কদ্দুছ নিহত হয়েছেন। বৃদ্ধ আব্দুল কুদ্দুছ তারাকান্দার কাকনী ইউনিয়নের গোয়াতলা গ্রামের মৃত জবেদ আলীর ছেলে। শুক্রবার ময়মনসিংহ-শেরপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

লক্ষ্মীপুর : বাবার বাড়িতে যাওয়ার পথে পিকআপভ্যান-অটোরিকশা সংঘর্ষে গৃহবধূ শিমু আক্তার নিহত হয়েছেন। শনিবার দুপুরে সদর উপজেলার উত্তর হামছাদী ইউনিয়নের বাসু বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শিমু উত্তর হামছাদী ইউনিয়নের হাসন্দি গ্রামের খায়রুল ইসলামের মেয়ে এবং একই ইউনিয়নের কালিবাজার এলাকার কাঠমিস্ত্রি শরীফ হোসেনের স্ত্রী।

দিরাই (সুনামগঞ্জ) : দিরাইয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন ইটভাটার ম্যানেজার যুবক আনোয়ার হোসেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ এলাকার রাজ্জাক মিয়ার ছেলে। শনিবার সুনামগঞ্জ-দিরাই মদনপুর সড়কের দিরাই পৌরসভার সুজানগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বণিক বার্তা
রোববার, জুন ৭, ২০২৬

এগারো সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ১৮ জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক

নোয়াখালীতে বিয়ের মাত্র চারদিনের মাথায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সাইমুন ইসলাম ওরফে সাগর নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো ১৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। নিহতদের মধ্যে কুমিল্লায় পাঁচজন, কুড়িগ্রামে দুজন, নরসিংদীতে দুজন, ঢাকায় দুজন এবং মিরসরাই, সুনামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, বরগুনা, নারায়ণগঞ্জ ও পটুয়াখালীতে একজন করে রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত—

সুনামগঞ্জ : জেলার দিরাই উপজেলার সিলেট-দিরাই মহাসড়কে একটি ইটভাটার কাছে ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আনোয়ার হোসেন (৩৮) নামে একজন নিহত হন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার রাজ্জাক মিয়ার ছেলে। আনোয়ার শরীফপুর কেভি অটোব্রিকসের ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ : জেলার সোনারগাঁয় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চলন্ত কাভার্ড ভ্যানের চাকা ফেটে চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৮টার দিকে উপজেলার নয়াগাঁও এলাকায় মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিয়ন্ত্রণ হারানোর পর কাভার্ড ভ্যানটি সড়কের পাশে থাকা পল্লী বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। এতে খুঁটিটি ভেঙে পড়ে এবং এলাকায় সাময়িক বিদ্যুৎ বিপর্যয় দেখা দেয়। নিহত চালকের বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। তবে তার পরিচয় জানা যায়নি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ৬ জুন ২০২৬

পৃথক স্থানে বজ্রপাতে তিন জনের মৃত্যু

আহত ১

গলাচিপা (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা

পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলায় বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মো. রিয়াজ হাওলাদার (৩০)। শুক্রবার সকালে উপজেলার আমখোলা ইউনিয়নের উত্তর আমখোলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নিজ বাড়ির আঙিনায় কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনার শিকার হন রিয়াজ। এ বিষয়ে গলাচিপা থানার ওসি মো. ইমতিয়াজ আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

আদমদীঘি (বগুড়া) সংবাদদাতা জানান, বগুড়ার আদমদীঘিতে মরিচের জমি থেকে বাড়ি ফেরার পথে বজ্রপাতে রাব্বি হোসেন (১৬) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে এবং তার মা মনিকা বেগম (৪০) আহত হন। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে আদমদীঘি উপজেলার তেঁতুলিয়া দক্ষিণ মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) সংবাদদাতা জানান, পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় মাঠে গরু খুঁজতে গিয়ে বজ্রপাতে ছোয়ারাব জোমাদ্দার (৫০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার সোনাখালী এলাকার ডা. রুস্তম আলী ফরাজি কলেজসংলগ্ন মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই ঝলসে যান এবং তার মৃত্যু হয়।

দেশ রূপান্তর
৭ জুন ২০২৬, ২৪ জ্যৈষ্ঠ

আট জেলায় সড়কে ঝরল ১১ প্রাণ

রূপান্তর ডেস্ক

আট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১১ জন। এর মধ্যে কুড়িগ্রামে বাবা-ছেলে, নরসিংদীতে চাচা-ভাতিজা ও কুমিল্লায় একই ঘটনায় দুই যুবক নিহত হয়েছেন। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অনেকে। গত শুক্রবার রাত থেকে গতকাল শনিবার বিকেল পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ) : সোনারগাঁওয়ে সয়াবিন তেলবাহী একটি কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে গেলে চালক নিহত হন। এ ঘটনায় হেলপার আহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৭টার দিকে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নয়াগাঁও এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চালকের নাম বাবলু (৫০)। তিনি টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী থানার রামকৃষ্ণবাড়ী এলাকার মৃত সানোয়ার হোসেনের ছেলে।

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) : শ্রীমঙ্গলে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক পিকআপচালক নিহত হয়েছেন। নিহত লোকমান মিয়া (২২) উপজেলার পশ্চিম শ্রীমঙ্গল লালবাগ এলাকার শাহ আলমের ছেলে। তিনি পিকআপ ভ্যানের চালক ছিলেন। গতকাল ভোরে উপজেলার ভুনবীর ইউনিয়নের সাতগাঁও চৌমুহনা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শ্রীমঙ্গল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. নিশাত নওয়াব মুমু বলেন, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল। সাতগাঁও হাইওয়ে থানার ওসি মামুন রহমান বলেন, দুর্ঘটনায় পিকআপচালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও পিকআপ ভ্যান জব্দ করে হাইওয়ে পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়েছে।

দুমকি (পটুয়াখালী) : দুমকির লালখা ব্রিজসংলগ্ন সড়কে ট্রাকচাপায় মাশরুফা খানম জান্নাতি (২৩) নামে এক নারী মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ঘাতক ট্রাক জব্দ এবং চালক জাফর হোসেনকে (২৮) আটক করেছে পুলিশ। নিহত মাশরুফার বাড়ি বরগুনার আমতলী উপজেলার উত্তর টিয়াখালী এলাকায়। তিনি স্বামী কামাল হোসেনের মোটরসাইকেলে করে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন। নিহতের লাশ উপজেলা হাসপাতালে রয়েছে। দুমকি থানার ওসি সেলিম উদ্দিন জানান, এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যুগান্তর | শনিবার ৬ জুন ২০২৬
E-mail : sportsjugantor

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মা-ছেলে সিরাজগঞ্জে স্বামী-স্ত্রী নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পিকআপের ধাক্কায় মা-ছেলেসহ অটোরিকশার তিন যাত্রী এবং সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে বাসচাপায় স্বামী-স্ত্রীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে নিহত হয়েছেন আরও সাতজন। তাদের মধ্যে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে দুই যুবক, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে বৃদ্ধ, গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর ও মাদারীপুরের কালকিনিতে দুই শিশু এবং টাঙ্গাইলের মধুপুরে শিক্ষক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সরাইল : শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার রামরাইল ইউনিয়নের বিয়াল্লিশহর এলাকার কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—অটোচালক মাহবুব, যাত্রী জোসনা বেগম ও তার শিশুপুত্র আশরাফুল। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন জোসনার স্বামী কাউসার ও তার মেয়ে আদিবা। তাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। তাদের বাড়ি জেলার কসবা উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রামে। সকালে কসবা থেকে অটোরিকশায় স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে সরাইল-বিশ্বরোড যাচ্ছিলেন কাউসার। পথে বিয়াল্লিশহর এলাকায় মাছভর্তি পিকআপ অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হন অটোযাত্রীরা। তাদের উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তিনজনের মৃত্যু হয়। এদিকে সরাইলে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে প্রাইভেটকার-অটোরিকশার সংঘর্ষে বৃদ্ধ অলি মিয়া নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে উপজেলার বাড়িউড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। অলি মিয়া উপজেলার পানিশ্বর ইউনিয়নের বরইবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা।

বেলকুচি-চৌহালী (সিরাজগঞ্জ) : শুক্রবার সকালে সিরাজগঞ্জ-এনায়েতপুর আঞ্চলিক সড়কের বেলকুচি উপজেলার আজুগড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন বেলকুচি উপজেলার আজুগড়া গ্রামের মোতালেব সরকার ও তার স্ত্রী ফজিলা খাতুন এবং বেলকুচি উপজেলার আজুগড়া গ্রামের সোনাউল্লার ছেলে অটোভ্যানচালক নুরু। সকালে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থেকে 'ঢাকা এক্সপ্রেসে'র একটি যাত্রীবাহী বাস ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসে। বাসটি বেলকুচি উপজেলার আজুগড়া এলাকায় পৌঁছলে বিপরীতমুখী একটি অটোভ্যানের সঙ্গে এটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোভ্যানে থাকা যাত্রী মোতালেব সরকার ও তার স্ত্রী ফজিলা খাতুন এবং অটোভ্যানচালক নুরু ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ সময় তাদের সঙ্গে থাকা মেয়ে তামান্না

বণিক বার্তা
শনিবার, জুন ৬, ২০২৬

সাত জেলায় বজ্রপাতে ৮ জনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বজ্রপাতে দেশের সাত জেলায় বাবা-মেয়েসহ আটজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে এসব মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের বরাতে বিস্তারিত :

টাঙ্গাইল : জেলার দেলদুয়ারে বজ্রপাতে বাবা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার ফাজিলহাটি ইউনিয়নের শাহদারিপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপজেলার মাদারকোল গ্রামের বাসিন্দা খালিদুর রহমান (২৯) ও তার মেয়ে খাদিজা আক্তার (১০)।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দুপুরে আত্মীয়বাড়ি দাওয়াত খাওয়ার উদ্দেশে যাত্রাপথে শাহধারীপাড়া এলাকায় পৌঁছে অটোরিকশা থেকে নামার সময় বাবা ও মেয়ে দুজনে হঠাৎ বজ্রপাতের শিকার হন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসা তাদের মৃত ঘোষণা করেন। একই সময় সদর ইউনিয়নের জাঙ্গালিয়া গ্রামে দুটি গরুও বজ্রপাতে মারা যায়।

বরগুনা : হঠাৎ বজ্রপাতের ঘটনায় মো. মহিউদ্দিন (৪০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ওই কৃষক সদর উপজেলার ৬ নম্বর বুড়িরচর ইউনিয়নের মো. সেকান্দরের ছেলে। সকালে বুড়িরচর ইউনিয়নের মস্তকটা এলাকার কৃষক মহিউদ্দিন তার কৃষিজমিতে কোদাল দিয়ে মাটি কাটার কাজ করছিলেন। হঠাৎ ওই এলাকায় একটি বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মহিউদ্দিনের মৃত্যু হয়।

পটুয়াখালী : জেলার দুমকি উপজেলায় ফসলের মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে মজিবর সরদার (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃষ্টি শুরু হলে বাড়ির পাশের মাঠে বাঁধা গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতের শিকার হন মজিবর। পরে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

শরীয়তপুর : জেলার গোসাইরহাট উপজেলায় মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে মুছা হাওলাদার (৪৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টি শুরু হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে মাঠে গরু আনতে যান মুছা। এ সময় আকস্মিক বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন তিনি। ঘটনার পর স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পিরোজপুর : জেলার মঠবাড়িয়ায় মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে ছোয়ারাব জোমাদ্দার (৫০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। দুপুরে উপজেলার সোনাখালী এলাকার ডা. রুস্তম আলী ফরাজি কলেজ-সংলগ্ন মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গরু খুঁজতে মাঠে পৌঁছামাত্রই তার ওপর বজ্রপাত হয়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

চাঁদপুর : জেলার ফরিদগঞ্জে বজ্রপাতে নবী হোসেন মিজি (২৭) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পেশায় দিনমজুর নবী ওই গ্রামের নোয়াবাড়ির মনির হোসেন মিজির ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। ধানখেতের পাশ দিয়ে বাড়ির কাছাকাছি এলে বজ্রপাতে তিনি লুটিয়ে পড়েন। পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিলে কর্মরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শনিবার। ৬ জুন ২০২৬

তিন দিনের তাপপ্রবাহের পর বৃষ্টিতে স্বস্তি

বজ্রপাতে ৪ জেলায় নিহত ৭

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ঢাকাসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রায় সব জেলায় টানা তিন দিন ধরে ছিল চলতি বছরের দীর্ঘতম তাপপ্রবাহ। তবে গতকাল দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে। তাতে স্বস্তির খবর জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। তাদের মতে, আরো দুই দিন বৃষ্টি থাকতে পারে।

এদিকে দেশের চার জেলায় বজ্রপাতে সাতজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন কালের কণ্ঠের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের মতে, গত বুধবার দেশের ৪৯ জেলায় তাপপ্রবাহ ছিল। পরদিন বৃহস্পতিবার তাপপ্রবাহ কমে ৩৮ জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। সর্বশেষ গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দেশের কোনো জেলায় তাপপ্রবাহের রেকর্ড নেই।

গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আগের দিন ছিল ৩৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টিতে এক দিনের ব্যবধানে ঢাকার তাপমাত্রা অন্তত তিন ডিগ্রি কমেছে।

বজ্রপাতে ৪ জেলায় ৭ জনের মৃত্যু : টাঙ্গাইলে আত্মীয়বাড়িতে যাওয়ার পথে বজ্রপাতে বাবা-মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া পটুয়াখালীর তিন এলাকায় তিনজন, পিরোজপুরে একজন এবং পঞ্চগড়ে একজন মারা গেছেন বজ্রপাতে।

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) : দেলদুয়ার উপজেলার মেকুয়াঘোনা এলাকায় বজ্রপাতে খাদেমুল ইসলাম (৩২) ও তাঁর ৯ বছরের মেয়ে খাদিজা আক্তারের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে তারা আত্মীয়বাড়িতে যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পিরোজপুর : মঠবাড়িয়ায় বজ্রপাতে গতকাল একজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে সোনাখালী ডা. রুস্তম আলী ফরাজি কলেজসংলগ্ন মাঠে গরু আনতে গেলে বজ্রপাতের শিকার হন সোহরাব জমাদ্দার। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

গলাচিপা (পটুয়াখালী) : উপজেলার আমখোলা ও পশ্চিম চরকাজল গ্রামে গতকাল বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন আমখোলা গ্রামের খলিল হাওলাদারের ছেলে রিয়াজ হাওলাদার (৩০) এবং পশ্চিম চরকাজল গ্রামের আলমগীর সরদার (৪৫)।

দুমকি (পটুয়াখালী) : দুমকির লেবুখালী গ্রামে বজ্রপাতে মজিবর সরদার (৫৮) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে বৃষ্টি শুরুর পর মাঠে থাকা গরু আনতে গেলে হঠাৎ বজ্রপাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

পঞ্চগড় : সদর উপজেলার অমরখানা ইউনিয়নের বানিয়াপাড়া এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকেলে বজ্রপাতে শাহাদাত হোসেন (১৯) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই এলাকার কেরামত আলীর ছেলে এবং ট্রাক্টরে সহকারী হিসেবে কাজ করতেন।

সময়ের আলো | শনিবার। ৬ জুন ২০২৬

মা-শিশুসহ সড়কে ঝরল ১০ প্রাণ

■ সময়ের আলো ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মা ও শিশুপুত্রসহ চারজন, সিরাজগঞ্জে স্বামী-স্ত্রী ও মেয়েসহ চারজন এবং গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুরে পৃথক দুর্ঘটনায় আরও দুজন নিহত হয়েছেন। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত অর্ধশত মানুষ। আহতদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মা-ছেলেসহ ৪ জন নিহত : ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের রামরাইল ইউনিয়নের বিয়াল্লিশ্বর এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন– জেলার কসবা উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রামের কাউসার মিয়ার স্ত্রী জোছনা বেগম, তার শিশুপুত্র আশরাফুল ও অটোরিকশার চালক মাহবুব।

স্থানীয় ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে সরাইল-বিশ্বরোড যাচ্ছিলেন কাউসার মিয়া। তারা কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার রামরাইল ইউনিয়নের বিয়াল্লিশ্বর এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে একটি মাছভর্তি পিকআপ ভ্যান অটোরিকশাটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন– অটোরিকশাচালক মাহবুব, অটোরিকশার যাত্রী জোছনা বেগম ও তার শিশুপুত্র আশরাফুল, জোছনার স্বামী কাউসার ও তার মেয়ে আদিবা। পরে তাদের উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চালক মাহবুব, জোছনা ও তার শিশুপুত্র আশরাফুলের মৃত্যু হয়।

আহত অন্যদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ওসি মো. আবু তাহের দেওয়ান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার পরপরই ঘাতক পিকআপ ভ্যানচালক ও সহযোগী পালিয়ে যাওয়ায় তাদের আটক করা যায়নি।

এদিকে সকাল ৬টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের জেলার সরাইলে প্রাইভেটকার ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে অটোরিকশার যাত্রী মো. অলি মিয়া নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। উপজেলার বাড়িউড়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত অলি মিয়া সরাইল উপজেলার পানিশ্বর ইউনিয়নের বরইবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ওই গ্রামের হাজি মোহাম্মদ ইদন মিয়ার ছেলে।

সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় ৪ জনের মৃত্যু : সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় স্বামী-স্ত্রী,

মেয়ে ও অটো ভ্যানচালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে বেলকুচি-এনায়েতপুর আঞ্চলিক সড়কের মেঘুল্লা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকা এক্সপ্রেস পরিবহনের একটি বাস এনায়েতপুরের দিকে যাচ্ছিল। পথে মেঘুল্লা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছালে একটি অটো ভ্যানকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটো ভ্যানে থাকা তিনজনের মৃত্যু হয়।

নিহতরা হলেন– বেলকুচি উপজেলার আজগড়া গ্রামের ফজিলা খাতুন, তার স্বামী মোতালেব সরকার এবং জামতৈল এলাকার অটো ভ্যানচালক নুরু। হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান মেয়ে তামান্না খাতুনও। বিষয়টি নিশ্চিত করে বেলকুচি থানার ওসি ঈমাম জাফর বলেন, দুর্ঘটনায় স্পটে তিনজন নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

গোপালগঞ্জে দুই বাসের সংঘর্ষে নিহত ২ : গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলায় দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন যাত্রী। বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের রাগদি এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহতরা হলেন– পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার আমিরাবাদ গ্রামের অমলেন্দু হাওলাদারের ছেলে অমিতাভ হাওলাদার এবং শেরপুর জেলার আব্দুস সামাদের ছেলে কালাম। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঢাকাগামী একটি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি) বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাগদি সেতুতে ধাক্কা দেয়। এ সময় পেছন থেকে আসা হিমেল সীমান্ত পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস বিআরটিসি বাসটিকে সজোরে ধাক্কা দিলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার অভিযান চালিয়ে আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করেন। আহতদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় দুজনকে ঢাকায় নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়। এ ছাড়া আহতদের মধ্যে আরও একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার এসআই মো. সোহেল খান দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধারকাজ পরিচালনা করা হয়েছে।

চরভদ্রাসনে ট্রাক্টর উল্টে চালকের মৃত্যু : ফরিদপুরের চরভদ্রাসনে পদ্মা নদীর পাড়ে জমিতে চাষ করতে গিয়ে ট্যাক্টর ট্রাক্টর উল্টে জয় বিশ্বাস নামের এক ড্রাইভারের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চর ঝাউকান্দা ইউনিয়নের বালুরঘাট এলাকার পদ্মা নদীর পাড় থেকে স্থানীয়দের সহায়তায় ওই ড্রাইভারের মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস ও থানা পুলিশ। নিহত জয় বিশ্বাস ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার শাহবাজপুর গ্রামের বাসিন্দা গোলাম আলী বিশ্বাসের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঝাউকান্দা ইউনিয়নের বালুরঘাট এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ আলীর ট্রাক্টরের চালক ছিলেন জয়। গত দুদিন ধরে জয় মোহাম্মদ আলীর ট্রাক্টর দিয়ে কৃষিজমি চাষাবাদের কাজ করছিলেন। বৃহস্পতিবার রাত ১টার দিকে ট্রাক্টর দিয়ে নদীতীরবর্তী জমিতে একাই চাষ দিচ্ছিলেন জয়। হঠাৎ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পদ্মা নদীতে পরে ডুবে যায় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রথম আলো
সোমবার, ৮ জুন ২০২৬, ২৫

বাসের চাপায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ৩ যাত্রী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

শনিবার রাতে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার রতনপুর কোল্ড স্টোরেজের বিপরীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো ডেস্ক

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গত শনিবার রাতে কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার রতনপুর কোল্ড স্টোরেজের বিপরীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কুমিল্লাগামী শাহ আলী সুপার নামের যাত্রীবাহী বাস উল্টো পথে আসা ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হন। এ সময় অটোরিকশার চালকসহ দুজন গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেন। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহগুলো উদ্ধার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও অটোরিকশা জব্দ করে থানায় নেওয়া হয়েছে। তবে বাসটির চালক ও তাঁর সহকারী পালিয়ে গেছেন। নিহত ব্যক্তিরা সবাই দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন। তাঁদের বাড়ি রংপুর ও দিনাজপুরে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, সদর দক্ষিণ উপজেলার বিজয়পুর রেলগেট এলাকায় জেলার অন্যতম বড় শ্রমবাজার বসে। উত্তরবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে শ্রমিকেরা সেখানে কাজের সন্ধানে আসেন। হতাহত ব্যক্তিরা ওই শ্রমবাজারে নিজেদের শ্রম বিক্রি করতেন। তাঁরা বিজয়পুর, রতনপুরসহ আশপাশের এলাকায় মেস বা ভাড়া বাসায় থাকতেন। ধারণা করা হচ্ছে, কাজ শেষে ফেরার পথে তাঁরা দুর্ঘটনার শিকার হন।

লাকসাম ক্রসিং (লালমাই) হাইওয়ে থানার ওসি মোহাম্মদ ওসমান গনি বলেন, নিহত ব্যক্তিদের বিস্তারিত পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

কুমিল্লার এ ঘটনা ছাড়াও গত শনিবার রাত থেকে গতকাল রাত পর্যন্ত আরও চার জেলায় চারজন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় সাকুরা পরিবহনের একটি বাস ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ইজিবাইকের যাত্রী হারুন গাজী (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত আটজন। গত শনিবার রাত সাড়ে আটটার সময় পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের কলাপাড়া সেতুর উত্তর প্রান্তে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। মৃত হারুন গাজী মহিপুর ইউনিয়নের নজিবপুর গ্রামের আবদুস সত্তার গাজীর ছেলে।

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় চালক কাজী জাফর (৩৫) নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার বাতিসা ইউনিয়নের আমজাদের বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ফেনীতে পিকআপ ভ্যানের পেছনে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় দুটি গাড়ি খাদে পড়ে পিকআপ ভ্যানের চালক মোহাম্মদ কাওসার (৪০) নিহত হয়েছেন। গতকাল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার ফাজিলপুর ইউনিয়নের সবুজবাগ নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার গোন্দারদিয়া এলাকায় গতকাল ভোরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারালে এর যাত্রী রেশমা বেগম (২৫) নিহত হন।

বণিক বার্তা
সোমবার, জুন ৮, ২০২৬

সড়কে একদিনে ৫ জনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় গত ২৪ ঘণ্টায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এসব ঘটনায় আহতদের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত—

ফরিদপুর: মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে গাজীপুর থেকে গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় রেশমা বেগম (২৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তার স্বামী ও পাঁচ বছর বয়সী শিশুসন্তান। গতকাল ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার গোন্দারদিয়া এলাকায় মালেকা চক্ষু হাসপাতালের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রেশমা বেগম সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার কোমরপুর গ্রামের আব্দুস সাত্তার গাজীর স্ত্রী।

গাইবান্ধা: জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলার ধাপেরহাট এলাকায় জাতীয় মহাসড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় রফিক (৩৮) নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল উপজেলার একবারপুর গ্রামের হাজি মাল্টিমিডিয়া কোল্ড স্টোরেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাকচালক রফিক টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার তালিমা গ্রামের মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ৯ জুন ২০২৬

তিন জেলার সড়কে ঝরল আট প্রাণ

এর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাঁচজন নিহত

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলায় গতকাল সোমবার যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছে। একই দিন জেলার নাসিরনগর-সরাইল আঞ্চলিক সড়কে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে কক্সবাজারের চকরিয়ায় দুই বাসের সংঘর্ষে শিশুসহ দুজনের প্রাণহানি ঘটে। এ ছাড়া গত রবিবার রাতে বগুড়ার শেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় এক অটোরিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিনিধির পাঠানো খবরে—

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: মাধবপুর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াগামী দিগন্ত পরিবহনের একটি বাস সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে এটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। গতকাল ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বৈষমুরা এলাকায় এ দুর্ঘটনায় শিশুসহ চারজন নিহত হয়। তাঁরা হলো—শাজবাজপুরের আরশ আলী, তাঁর নাতি সাত বছরের আলিফ, নবীনগরের তনয় মজুমদার ও মাধবপুরের মৌসুমী দাস। নিহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আহত অন্তত ৪০ জনকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সরাইল ও আশপাশের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পৃথক ঘটনায় জেলার নাসিরনগর-সরাইল আঞ্চলিক সড়কে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় কুঞ্জ মোহন সূত্রধর নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। নিহত কুঞ্জ মোহন সূত্রধর উপজেলার নাসিরপুর এলাকা বাসিন্দা।

চকরিয়া: চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়ায় যাত্রীবাহী দুই বাসের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই এক শিশুসহ দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁরা হলেন শরীফ এন্টারপ্রাইজের চালক উখিয়া উপজেলার দুই নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মোহাম্মদ আলী ও বান্দরবানের লামা উপজেলার মনজুর আলমের এক বছর বয়সী শিশু মোহাম্মদ ইয়াহিয়া। এ ঘটনায় দুই বাসের অন্তত ৩০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বগুড়া: বগুড়ার শেরপুর-কাজীপুর আঞ্চলিক সড়কে বালুবাহী ট্রাকের ধাক্কায় মো. নুর মোহাম্মদ নামের এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন অটোরিকশায় থাকা চার যাত্রী। নুর মোহাম্মদ ধুনট উপজেলার গোসাইবাড়ী ইউনিয়নের জোরখালী পুর্বপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

বণিক বার্তা
সোমবার, জুন ৮, ২০২৬

বগুড়ায় প্লাস্টিক কারখানার মেশিনে আটকে শ্রমিকের মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ বগুড়া

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় একটি প্লাস্টিক কারখানায় সুতা তৈরির রোলার মেশিনে আটকে আলিফ (১৭) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গত শনিবার রাতে দুপচাঁচিয়া পৌরসভার তেলিগাড়ী এলাকায় অবস্থিত নর্থ বেঙ্গল প্লাস্টিক ব্যাগ ফ্যাক্টরিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আলিফ দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার উত্তর দোগাছি গ্রামের গুলজারের ছেলে। তিনি ওই কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জানা গেছে, শনিবার রাতে কারখানায় কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত সুতা তৈরির রোলার মেশিনের সঙ্গে আটকে যান আলিফ। এতে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পান। পরে সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত দুপচাঁচিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দুপচাঁচিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তরিকুল ইসলাম বলেন, 'মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়েরের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ৯ জুন ২০২৬

কসবায় কবরস্থানে ছাউনি দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই জনের মৃত্যু

■ কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সংবাদদাতা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলায় কবরস্থানে কবরের ওপর ছাউনি দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১০টায় উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের নিয়ামতপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—নিয়ামতপুর গ্রামের সানাউল্লাহ (১৮) ও নুরু মিয়া (৪৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে নিয়ামতপুর গ্রামের একটি কবরস্থানে কবরের ওপর টিনের বা অন্য কোনো মাধ্যমের ছাউনি দেওয়ার কাজ করছিলেন সানাউল্লাহ ও নুরু মিয়া। এ সময় অসাবধানতাবশত ওপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের লাইনের সংস্পর্শে এলে তারা গুরুতর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কসবা থানার ওসি (তদন্ত) মো. নুরুল আমিন জানান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই জনের মৃত্যুর ঘটনাটি সত্য। নিহতরা হলেন—সানাউল্লাহ ও নুরু মিয়া, তাদের বাড়ি নিয়ামতপুর গ্রামেই। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ৯ জুন ২০২৬

এলিফ্যান্ট রোডে ভবন থেকে পড়ে এসি মিস্ত্রির মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডে একটি ভবন থেকে নিচে পড়ে শামীম হোসেন সাজু নামে এক এসি মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। রবিবার রাতে এলিফ্যান্ট রোডের বাটা সিগন্যাল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। একইসঙ্গে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢামেক সূত্র। নিহত শামীম মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার মামুদপট্টি গ্রামের মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে। তিনি কেরানীগঞ্জ মডেল থানার চুনকুটিয়া এলাকায় থাকতেন। নিহতের সহকর্মী ও সহকারী মামুন গতকাল বলেন, সন্ধ্যায় এলিফ্যান্ট রোড বাটা সিগন্যাল এলাকার একটি ভবনের ছয়তলায় এসির পাইপ লাগানোর কাজ করছিলেন শামীম। এ সময় অসাবধানতাবশত তিনি ওপর থেকে নিচে পড়ে যান।

সংবাদ
বার ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Wednesday 10 June 2026

কুষ্টিয়ায় দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত, আহত ৩

প্রতিনিধি, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে সজীব (২৫) নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় তার সহকারী জিহাদসহ আহত হয়েছে (১৫) ৩ জন। গতকাল ভোর ৪ টার দিকে মহাসড়কের ৯ মাইল এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বরিশালের বাবুগঞ্জ থেকে আম আনতে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন ট্রাকচালক সজীব ও তার সহকারী জিহাদ। পথে ৯ মাইল এলাকায় পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পাথরবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে তাদের ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে ঘটনাস্থলেই ট্রাকচালক সজীব মারা যান।

এ সময় তার সহকারী জিহাদসহ অপর ট্রাকের চালক ও হেলপার আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে অপর ট্রাকের চালক ও হেলপারের পরিচয় জানা যায়নি। এ ঘটনায় ট্রাক দু'টি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ১২ জুন ২০২৬, ২

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গৃহকর্মীর মৃত্যু

গাজীপুরের শ্রীপুরে গতকাল ফ্রিজের বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চান বানু (৫৫) নামে এক গৃহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধি, শ্রীপুর, গাজীপুর

দেশ রূপান্তর
১০ জুন ২০২৬, ২৭ জৈ

টাঙ্গাইলে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে পিকআপের ধাক্কা, নিহত ৪

টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের সখীপুরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাঁশবোঝাই ট্রাকে পিকআপের ধাক্কায় চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার ভোর ৪টার দিকে উপজেলার কালিয়া ইউনিয়নের কালিয়া ঘোনারচালা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের তাৎক্ষণিক নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। সখীপুর থানার এএসআই মো. আল মামুন বলেন, ভোর ৪টার দিকে উপজেলার কালিয়া ঘোনারচালা এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাঁশবোঝাই ট্রাকে মুরগিবাহী পিকআপ ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মুরগিবাহী পিকআপে থাকা চারজনের মৃত্যু হয়। মরদেহ সখীপুর থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। নিহতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। পরিবারের লোকজন আসলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ট্রাক-পিকআপ মুখোমুখি সংঘর্ষে পিকআপের হেলপার মাসুদ রানা (৩৫) নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের সেবা গ্রিনলাইন ফিলিং স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাসুদ রানা ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে। মুকসুদপুর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জগামী মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে কাভার্ড ভ্যানের হেলপার গুরুতর আহত অবস্থায় গাড়ির ভেতরে আটকে পড়েন। পরে হেলপারকে উদ্ধার করে মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে

গোপালগঞ্জ ও সুনামগঞ্জে নিহত আরও ২

চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার এসআই সোহেল জানান, যানবাহন দুটি উদ্ধার করে জব্দ করা হয়েছে। পরে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে।

সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার পাগলা বাজারে সাগরিকা পরিবহন বাসের ধাক্কায় আব্দুল মনাফ (৭০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের পাগলা বাজার বাসস্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল মনাফ শান্তিগঞ্জ উপজেলার ডুংরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মৃত রিফাত উল্লাহর ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শী ও জয়কলস হাইওয়ে পুলিশ জানায়, ভোরে কান্দিগাঁও জামে মসজিদে ফজরের নামাজ আদায় শেষে বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পাগলা বাজার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মহাসড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন আব্দুল মনাফ। এ সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা সুনামগঞ্জগামী সাগরিকা পরিবহন বাস তাকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে শান্তিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জয়কলস হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মোতালেব বলেন, দুর্ঘটনায় জড়িত বাসটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

যুগান্তর
বুধবার ১০ জুন ২০২৬
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

সখীপুরে ট্রাকে পিকআপের ধাক্কায় ঝরল ৪ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

টাঙ্গাইলের সখীপুরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে পিকআপের ধাক্কায় চারজন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ভোরে সখীপুর-সাগরদিঘী সড়কের কালিয়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে মির্জাপুরে ট্রাক চাপায় এক সৌদি প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে আরও ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জে যুবদল ও ছাত্রদলের দুজন, মাদারীপুরে যুবক, ঠাকুরগাঁওয়ে শিশু, বরিশালে নারী এবং কুষ্টিয়ায় ট্রাকচালক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

নারায়ণগঞ্জে ট্রাক চাপায় যুবদল-ছাত্রদল নেতার মৃত্যু

নারীসহ ছয় স্থানে ঝরল আরও ৭ প্রাণ

টাঙ্গাইল ও মির্জাপুর : নিহতরা হলেন—জামালপুরের বকশিগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা আব্দুল হাকিম মিয়ার ছেলে মুরগির ট্রাকের চালক নূরনবী, নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার পলাশের ছেলে ট্রাক হেলপার রফিকুল, নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার এরশাদের ছেলে সাগর ও ভোলা সদর উপজেলার সেলিমের ছেলে সুমন। এরা সবাই মুরগিবাহী ট্রাকে ছিল। এদিকে মির্জাপুরে ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল চালক উজ্জ্বল মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার পাকুল্যা-লাউহাটী আঞ্চলিক সড়কের বানাইল ইউনিয়নের ভাবখণ্ড বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। উজ্জ্বল সৌদি আরব প্রবাসী ও মির্জাপুর উপজেলার বানাইল গ্রামের ওয়াজেদ আলীর ছেলে। তিনি ৭ মাস আগে সৌদি আরব থেকে ছুটিতে বাড়িতে আসেন।

নারায়ণগঞ্জ ও সিদ্ধিরগঞ্জ দক্ষিণ : সিদ্ধিরগঞ্জে মোটরসাইকেলে যাওয়ার পথে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের বর্জ্যবাহী ট্রাক চাপায় ছাত্রদল ও যুবদল নেতার মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন—ফতুল্লা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ কাদের জিলানী এবং ফতুল্লার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড যুবদলের প্রচার সম্পাদক মাসুম খান। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সিদ্ধিরগঞ্জের নাসিক ৯নং ওয়ার্ডের জালকুঁড়ি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তারা মোটরসাইকেলে নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদ হতে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধিরগঞ্জের জালকুঁড়ির দিকে আসছিলেন।

টেকেরহাট (মাদারীপুর) : গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক মাসুদ রানা নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের উপজেলার দাসেরহাট সেবা গ্রিন ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) : মিরপুর উপজেলায় দুই ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাকচালক সজীব নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার সহকারী জিহাদসহ আরও তিনজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ভোরে কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের মিরপুর উপজেলার ৯ মাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৯ জুন ২০২৬ ।

কলাপাড়ায় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বজ্রপাতে আবদুল মান্নান হাওলাদার (৫৫) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার মন্ডিপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মান্নান মাছ ধরা শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ঝড়ের কবলে পড়েন। এ সময় বজ্রপাতে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।—কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

যুগান্তর
শুক্রবার ১২ জুন ২০২৬

বন্দরে সিলিন্ডার লিকেজে আগুন শিশুসহ দগ্ধ ৫

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একই পরিবারের চারজনসহ পাঁচজন দগ্ধ হয়েছে। এদের মধ্যে তিনজনই শিশু। বৃহস্পতিবার সকালে বন্দরের মদনপুরের চানপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধদের উদ্ধার করে ঢাকা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। দগ্ধরা হলেন, মদনপুর চানপুরের কাঁচামাল বিক্রেতা আবদুল মান্নান (৫০) তার স্ত্রী গার্মেন্টসকর্মী সুলতানা বেগম (৩৫) ছেলে সিয়াম (৯) মেয়ে মিম (১১) ও প্রতিবেশীর ছেলে হযরত আলী (১০)। আহত ৫ জনের মধ্যে সুলতানা বেগম ও তার মেয়ে মিমের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, ভুক্তভোগী পরিবারটি মাত্র ১০ দিন আগে চানপুর এলাকার আক্তার হোসেনের বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসাবে বসবাস শুরু করে। বৃহস্পতিবার সকালে সুলতানা বেগম রান্নার জন্য গ্যাসের চুলায় ম্যাচের কাঠি ধরার সঙ্গে সঙ্গে আগুন তাদের রুমের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। এতে পরিবারের চারজনসহ পাঁচজন দগ্ধ হয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বন্দর থানার ওসি গোলাম মোক্তার আশরাফ উদ্দিন জানান, দুর্ঘটনার পরপরই তাদের উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকার জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। দগ্ধদের অবস্থা গুরুতর হলেও তারা আপাতত আশঙ্কামুক্ত বলে তিনি জানান।

যুগান্তর
শুক্রবার ১২ জুন ২০২৬
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

চার অটোযাত্রী, দুই নারীসহ সড়কে ঝরল ১৮ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ১৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে রাজধানীতে বৃদ্ধসহ দুজন, দিনাজপুরে কৃষক, কিশোরগঞ্জ ও গাইবান্ধায় চার অটোযাত্রীসহ পাঁচজন, ফেনীতে যুবকসহ দুজন, বগুড়ায় নারী, মাদারীপুরে ইজিবাইকচালক, গাইবান্ধায় অটোচালকসহ দুজন, রংপুরে গৃহবধূ, রাজশাহীতে শিক্ষার্থী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জে ভটভটি চালক ও মানিকগঞ্জে ইজিবাইক আরোহী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : ডেমরা ও বিজয় সরণি এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে একজনের নাম ইয়াকুব আলী। অপরজনের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার সকালে ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার পুলিশ বক্সের বিপরীত পাশের রাস্তায় ছিন্নভিন্ন অবস্থায় অজ্ঞাতনামা লাশটি উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ওই ব্যক্তিকে একাধিক গাড়ি চাপা দেয়। এতে তার শরীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদিকে বুধবার রাতে বিজয় সরণি এলাকায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় বৃদ্ধ ইয়াকুব আলীর মৃত্যু হয়। তিনি পোস্তগোলা ব্রিজ এলাকায় কাজ শেষে ভাড়ায় মোটরসাইকেলে মিরপুরের বাসায় ফিরছিলেন। ইয়াকুব পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার ওলানিয়া গ্রামের নুর মোহাম্মদ কাজীর ছেলে। তিনি বর্তমানে ঢাকার পল্লবীতে থাকতেন।

বিরামপুর (দিনাজপুর) : বিরামপুরে পিকআপের ধাক্কায় বৃদ্ধ কৃষক বেলাল হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি পলিপ্রয়াগপুর (টাটকপুর নয়াপাড়া) গ্রামের জলিল উদ্দিনের ছেলে। বৃহস্পতিবার তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

কিশোরগঞ্জ ও পাকুন্দিয়া : পাকুন্দিয়ায় ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে দুজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোরে শ্রীরামদী বিএডিসি আলু স্টোর সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহতরা হলেন—পাকুন্দিয়া উপজেলার চণ্ডিপাশা গ্রামের রুস্তম আলীর ছেলে অটোযাত্রী বাদল মিয়া ও হোসেনপুর উপজেলার দাপুনিয়া গ্রামের শামছুদ্দিনের ছেলে ইছাম উদ্দিন।

ফেনী : ফেনীতে ট্রাকের পেছনে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে পাঁচজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বুধবার রাতে খাইয়ারা ভোজনবাড়ি রেস্টুরেন্টের সামনে ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে জাহাঙ্গীর নামের এক যুবকের পরিচয় পাওয়া গেলেও অপরজনের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

বগুড়া : শেরপুরে ট্রলির ধাক্কায় গৃহবধূ আমিরুন বেওয়ার মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে উপজেলার কৃষ্ণপুর নামাপাড়া এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আমিরুন শেরপুর উপজেলার রহমতপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের স্ত্রী। তিনি বুধবার রাতে উপজেলার কৃষ্ণপুর নামাপাড়া এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের ঢাকা লেনে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

টেকেরহাট (মাদারীপুর) : রাজৈরে পিকআপ-ইজিবাইক সংঘর্ষে চালক শামিম মুন্সি হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ইজিবাইকের আরও ৩ যাত্রী। বৃহস্পতিবার সকালে রাজৈর উপজেলার টেকেরহাট-কবিরাজপুর সড়কের তাঁতিকান্দা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইজিবাইকচালক শামিম গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার ডোমরাকান্দি গ্রামের কাশেম মুন্সির ছেলে।

গাইবান্ধা ও সাঘাটা : গাইবান্ধায় বাসের ধাক্কায় অটোচালক বৃদ্ধ ফেরদৌস মিয়া নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী মহাসড়কের মাঠেরহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে পণ্যবাহী গাড়ি-অটোরিকশা সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী মহাসড়কের বুড়ির ঘর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুই যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান।

মিঠাপুকুর (রংপুর) : মিঠাপুকুরে সড়ক দুর্ঘটনায় এক গৃহবধূ নিহত ও ৩০ জন আহত হয়েছেন। বুধবার রাতে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের মিঠাপুকুরের দমদমা রহমান পাম্পসংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত শামসুন্নাহার রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার শানেরহাট এলাকার প্রথমভাঙ্গা গ্রামের বসন্তু মিয়ার স্ত্রী।

বাঘা (রাজশাহী) : বাঘায় চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র মিনহাজুল ইসলাম মাইক্রোর চাপায় নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বাঘা-চারঘাট মহাসড়কের মনিগ্রাম ইউনিয়নের মীরগঞ্জ মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মিনহাজুল ভানুকর গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে।

নাচোল (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) : নাচোলে ভটভটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কায় চালক আনজারুল ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার উপজেলার নাচোল-আমনুরা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আনজারুল সদর উপজেলার মহারাজপুর গ্রামের আফজুলের ছেলে।

মানিকগঞ্জ : মানিকগঞ্জ পৌরসভা এলাকায় ইজিবাইক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে বৃদ্ধ আবু তাহেরের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার পৌরসভার বেউথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর
বুধবার ১০ জুন ২০২৬

নাইক্ষ্যংছড়িতে মাইন বিস্ফোরণে রোহিঙ্গা শ্রমিক নিহত

বান্দরবান ও নাইক্ষ্যংছড়ি প্রতিনিধি

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় স্থলমাইন বিস্ফোরণে রোহিঙ্গা শ্রমিক আব্দুল খালেক নিহত হয়েছেন। তিনি কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলা কুতুপালং ক্যাম্প-১ (ব্লক-সি) এলাকার আনুর ছেলে। মঙ্গলবার সকালে নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম ইউনিয়নের রেজু আমতলী সীমান্তে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ওসি মোজাম্মেল হক।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয়রা জানায়, রেজু আমতলী বিওপির আওতাধীন সীমান্ত পিলার-৪০ এর পশ্চিমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শাহ আলমের বাগানে শ্রমিক হিসাবে কাজ করছিলেন আব্দুল খালেক। হঠাৎ স্থলমাইনের বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে তার বাম পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ডান পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে উখিয়ার কুতুপালং এমএসএফ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তার মৃত্যু হয়।

যুগান্তর
রোববার ১৪ জুন ২০২৬
৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ডিমলা ও বকশীগঞ্জে দুজনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

দশমিনায় নলকূপ স্থাপনের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ হারিয়েছেন দুই শ্রমিক। ডিমলায় সেচ মোটরে সংযোগ দিতে গিয়ে বৃদ্ধ এবং বকশীগঞ্জে মিলাদ শেষে ঘরে শোয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **পটুয়াখালীর দশমিনায়** নলকূপ স্থাপনের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শনিবার বিকালে উপজেলার রনগোপালদী ইউনিয়নের গুলি আউলিয়াপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আরও চার জন আহত হয়েছেন। জানা গেছে, ওই গ্রামের শানু হাওলাদারের বাড়িতে শ্রমিকরা গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ করছিলেন। এ সময় শ্রমিকদের হাতে থাকা লোহার পাইপ বিদ্যুতের খুঁটির তারে লাগলে শ্রমিকরা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। নিহতরা হলেন, আলীপুরা ইউনিয়নের খলিশাখালী গ্রামের রোশন আলী প্যাদার ছেলে মো. বেল্লাল হোসেন ও মো. ইউসুফ। নিহত ইউসুফের বাড়ি নোয়াখালীতে। ওসি মো. আতিকুল ইসলাম

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৪ জুন ২০২৬ ॥

বজ্রপাতে প্রাণ গেল কৃষকের

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বজ্রপাতে কামরুল ইসলাম (৩৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে উপজেলার নেপা ইউনিয়নের মাইলবাড়িয়া বসতিপাড়া গ্রামের ঘোনার মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কামরুল ওই গ্রামের সিরাজ ভুট্টোর ছেলে। এলাকাবাসী ও কৃষকের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দুপুরে কামরুল নিজের জমিতে আমন ধান রোপণের জন্য কাজ করছিলেন। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাতে তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। -ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

সমকাল
শুক্রবার। ১২ জুন ২০২৬

সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া ১১ জেলের খোঁজ নেই ৬ মাস

হদিস মিলছে না ট্রলারেরও

আহমেদ কুতুব, চট্টগ্রাম

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে যাওয়া ১১ জেলের খোঁজ মিলছে না ছয় মাস ধরে। ট্রলার নিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে আসেননি তারা। ট্রলার কোথায়, তাও জানেন না সেটির মালিক। জেলেদের সন্ধানে বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরছেন পরিবারের সদস্যরা।

চট্টগ্রাম নগরের কর্ণফুলী নদীর পারে ফিশারি ঘাট থেকে গত বছর ৮ ডিসেম্বর যাত্রা করেছিলেন তারা। ৯ ডিসেম্বর থেকে তাদের সবার মোবাইল ফোন বন্ধ। জেলেদের সন্ধানে কেউ ছুটছেন ট্রলার মালিকের বাড়িতে; কেউ যাচ্ছেন সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে এবং ঢাকায় মিয়ানমারের দূতাবাসে। কোথাও খোঁজ না পেয়ে একজন করেছেন মামলা।

নিখোঁজ মাঝি মো. আলমগীরের মেয়ে জেসমিন বেগম বলেন, 'আমার জন্মের আগে থেকেই বাবা বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরে আসছেন। গত বছর ডিসেম্বরে এফবি শরিফা-২ ট্রলার নিয়ে সাগরে মাছ ধরতে যান। যেদিন সাগরে যান, ওই দিন থেকেই কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। বাবার নেতৃত্বে যাওয়া আরও ১০ জেলের কারও খোঁজ নেই। ট্রলার মালিক থেকে শুরু করে মিয়ানমার দূতাবাস, মন্ত্রণালয়, পুলিশ প্রশাসনের দপ্তরে ঘুরেও কোনো হদিস পাচ্ছি না। বাবা বেঁচে আছেন, নাকি মারা গেছেন কেউ কিছু জানাতে পারছেন না।' জেসমিন আরও বলেন, ট্রলার মালিকপক্ষ সঠিক তথ্য দিচ্ছে না। কখনও বলছে জেলেরা মিয়ানমারের কারাগারে বন্দি। আবার বলছে কোথায় আছে জানে না।

এফবি শরিফা-২ ট্রলারের পরিচালক মাছ ব্যবসায়ী মাইন উদ্দিন নাহিদ বলেন, 'আলমগীর মাঝিসহ ১১ জেলে মাছ ধরতে সাগরে যান। কিন্তু যাওয়ার সময় মিয়ানমারে পাচারের জন্য চট্টগ্রাম থেকে সিমেন্ট নিয়ে গেছেন। চোরাচালানের ঘটনায় মিয়ানমার কোস্টগার্ডের হাতে ধরা পড়ে কারাগারে বন্দি রয়েছেন বলে শুনেছি। আমি ট্রলারটি ভাড়ায় এনে অন্যজনকে ভাড়া দিয়েছিলাম।' ব্যবসায়ী মাইন উদ্দিন আরও বলেন, মিয়ানমার কারাগারে বন্দি ছিলেন এমন একজন জেলে আলমগীর মাঝিকে সেখানে দেখেছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু এর কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই। ট্রলারটি মিয়ানমার কোস্টগার্ডের জিম্মায় রয়েছে বলে শুনেছেন।

তদন্তে নেমে পুলিশ ১১ জেলের একজনের মোবাইলের সর্বশেষ লোকেশন হাতিয়ার আশপাশে দেখতে পেয়েছেন। আলমগীর ছাড়া নিখোঁজ অন্য জেলেরা হলেন মো. মামুন, ইমাম উদ্দিন হোসেন, মো. রুবেল, তছির আহমেদ, মিলন মিয়া, ফজলে এলাহী, সালাউদ্দিন, ইসমাইল ও আজাদ নামে দুজন। তারা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নরসিংদীর বাসিন্দা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে জেলের খোঁজ চেয়েছেন কেউ কেউ। কোন হদিস না পেয়ে চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন আলমগীর মাঝির মেয়ে জেসমিন। মামলায় ট্রলার মালিক ও ব্যবসায়ী মাইন উদ্দিন নাহিদ, নুরুল ইসলাম রাসেল, মো. বেলাল ও কামাল মেম্বারকে আসামি করা হয়।

জেসমিন বেগমের অভিযোগ, ২০২৫ সালের ৭ ডিসেম্বর তাঁর বাবা বাসায় থাকা অবস্থায় নুরুল ইসলাম রাসেলের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। এক পর্যায়ে রাসেলের সঙ্গে তাঁর বাবার ঝগড়া হয়। সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে তাঁর বাবা অপহরণ হয়ে থাকতে পারেন। কারণ ট্রলার মালিকদের সঙ্গে মাছ ব্যবসা নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়েছিল। তাঁর বাবার খোঁজে বিভিন্ন সরকারি অফিসে যোগাযোগ শুরু করলে নাহিদ তাঁকে ফোনে হুমকি দিয়েছেন।

নোয়াখালীর বাসিন্দা নিখোঁজ আজাদের বাবা জাফর উল্লাহ বলেন, 'চট্টগ্রামে ট্রলার মালিকের অফিস ও বাসায় গিয়ে কয়েকবার ছেলের সন্ধান চেয়েছি। কিন্তু কোনো তথ্য পাইনি। ছেলে বেঁচে আছে কিনা জানি না। আমাদের ১১ পরিবারে অন্ধকার নেমে এসেছে।'

জেলে নিখোঁজের মামলার তদন্ত কর্মকর্তা চট্টগ্রাম মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের এসআই ইমাম হোসেন বলেন, 'যাদের আসামি করা হয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করেছি। কিন্তু জেলেরা কোথায় আছেন সেই তথ্য তারা দিতে পারেননি। তদন্ত চলছে।'

যুগান্তর
রোববার ১৪ জুন ২০২৬
৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

প্রবাসী ভাইদের দেখতে গিয়ে নিহত বোন

যুগান্তর ডেস্ক

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে প্রবাস ফেরত দুই ভাইকে দেখতে গিয়ে চাঁদের গাড়ি ও অটোরিকশা সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন বোন পারভিন আকতার। শনিবার বিকালে উপজেলার নানুপুর বাজারের উত্তর পাশে গহিরা-হেঁয়াকো সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় সাত স্থানে আরও সাতজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ময়মনসিংহ, ঠাকুরগাঁও ও সিরাজগঞ্জে তিন শিক্ষার্থী, নওগাঁয় বিএনপি নেতা এবং নাটোর ও বরিশালে দুই ভ্যানচালক ও গাজীপুরে কাভার্ডভ্যানচালক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) : টঙ্গীতে ট্রাকে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন চালক সাইফুল ইসলাম শাকিল। তিনি নোয়াখালীর সেনবাগ থানার খাজুরিয়া গ্রামের মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের ছেলে। শনিবার রাতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশনরোড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মহাদেবপুর (নওগাঁ) : মহাদেবপুরে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে বিএনপি নেতা সোলাইমান আলীর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে উপজেলার ফরমানপুর গ্রামে। সোলাইমান চককৃষ্ণপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মতিনের ছেলে এবং হাতুড় ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

গৌরনদী (বরিশাল) : গৌরনদীতে বাসচাপায় ভ্যানচালক বাবু লাল বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালে উপজেলার আশোকাঠি এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাবু লাল উজিরপুর উপজেলার জুমিরবাড়ি এলাকার সুখনন্দ বিশ্বাসের ছেলে।

লালপুর (নাটোর) : লালপুরে ভটভটির ধাক্কায় ভ্যানচালক বৃদ্ধ জাফর আলী শেখের মৃত্যু হয়েছে। জাফর উপজেলার দক্ষিণ লালপুর গ্রামের মৃত রহিম শেখের ছেলে। শুক্রবার বিকালে লালপুর-বাঘা সড়কে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

সময়ের আলো
রোববার। ১৪ জুন ২০২৬।

নাফ নদে মাছ ধরতে গিয়ে জেলে নিখোঁজ

টেকনাফ প্রতিনিধি

কক্সবাজার সীমান্ত উপজেলা টেকনাফের নাফ নদে মাছ ধরতে গিয়ে সিকান্দার আলী নামে এক বাংলাদেশি জেলে তিন দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে। তিনি উপজেলা হোয়াইক্যং খারাংগ্যাঘোনা এলাকার বাসিন্দা এবং মকবুল হোসেনের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নিখোঁজ সিকদার আলীর ভাই মুফতি ওমর ফারুক। ফারুক জানান, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে হোয়াইক্যংয়ের খারাংগ্যাঘোনা সংলগ্ন নাফ নদে জাল নিয়ে মাছ ধরতে যান সিকান্দার আলী। সেদিন ওই এলাকায় গুলির শব্দ শোনা গিয়েছিল বলে জানতে পেরেছি। তবে আমার ভাইকে মিয়ানমারের কোনো সশস্ত্র বাহিনী ধরে নিয়ে গেছে নাকি তাকে হত্যা করেছে তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। আজ তিন দিন হলো তার কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে বিজিবিকে অবহিত করা হয়েছে। উখিয়া ব্যাটালিয়ন (৬৪ বিজিবির) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জহিরুল ইসলাম জানান, সিকান্দার আলী মাছ ধরতে যাওয়ার সময় আমাদের অবগত করেনি। তাকে খুঁজে না পাওয়ার বিষয়টি গত শুক্রবার জানতে পেরেছি।

কালের কণ্ঠ
। রবিবার। ১৪ জুন ২০২৬

গাজীপুরে কারখানায় ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুর মহানগরীর ছয়দানা এলাকার একটি পোশাক কারখানায় গতকাল শনিবার ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিটের প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে সুতা ও বেশ কিছু মালপত্র পুড়ে গেছে। শ্রমিক ও স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল ১১টার দিকে লাবিব গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেট্রিক্স সোয়েটার নামের ওই পোশাক কারখানার ষষ্ঠ তলায় হঠাৎ আগুন লাগে। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। প্রথমে শ্রমিক ও স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা চালালেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়।

সময়ের আলো
রোববার। ১৪ জুন ২০২৬।

বজ্রপাতে প্রাণহানি

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলায় মাঠের কাজ করার সময় বজ্রপাতে কামরুল ইসলাম (৩৫) নামে এক কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুরে উপজেলার নেপা ইউনিয়নের মাইলবাড়িয়া বসতিপাড়া গ্রামের সোনার মাঠে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কামরুল ইসলাম ওই গ্রামের সিরাজ ভুটোর ছেলে বলে জানা গেছে।

সময়ের আলো
রোববার। ১৪ জুন ২০২৬।

অগ্নিকাণ্ড

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর মালেকের বাড়ি এলাকার 'মেট্রিক্স স্টাইলস সোয়েটার' নামের একটি পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের ৬টি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শনিবার বেলা ১১টার দিকে কারখানার ষষ্ঠ তলায় আগুনের সূত্রপাত হয়।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 14 June 2026

ডিমলায় সেচ মোটরে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু

প্রতিনিধি, ডিমলা (নীলফামারী)

নীলফামারীর ডিমলায় সেচ মোটরে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুলাল হোসেন নামে এক বৃদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তিনি ডিমলা উপজেলা প্রেসক্লাবের সদস্য সাংবাদিক মো. ফরিদুল ইসলামের বাবা। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার ডিমলা সদর ইউনিয়নের উত্তর তিতপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সকালে বাড়ির পার্শ্ববর্তী একটি সেচ মোটরের ঘরে বিদ্যুতের সংযোগ দিতে যান দুলাল হোসেন। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন তিনি। পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ডিমলা উপজেলা হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার মৃত্যু ঘোষণা করেন।

নিহত দুলাল হোসেন উত্তর তিতপাড়া গ্রামের মৃত কপির উদ্দিনের ছেলে। তার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার, স্বজন ও এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। একজন পরিশ্রমী, সজ্জন ও সমাজবান্ধব মানুষ হিসেবে এলাকায় তার সুনাম ছিল বলে স্থানীয়রা জানান।

এ মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন ডিমলা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ময়েন কবীর, সাধারণ সম্পাদক বাদশা প্রামাণিকসহ প্রেসক্লাবের সব সদস্য। এক শোকবার্তায় তারা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।

সাংবাদিক ফরিদুল ইসলামের বাবার এই অকাল মৃত্যুতে ডিমলার সাংবাদিক সমাজেও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এলাকাবাসী মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেছেন।

THE FINANCIAL EXPRESS
June 16, 2026

Cox's Bazar, Madaripur road accidents kill three

A total of three people were killed in separate road accidents in Cox's Bazar and Madaripur districts on Monday, reports BSS.

In Cox's Bazar, two people were killed and four others were injured in a collision between a CNG-run auto-rickshaw and a bus in Pekua upazila of the district on Monday morning.

The accident occurred around 8:00 am on the Anwara-Banshkhali-Chakaria (ABC) regional highway near Toitong Bazar.

The deceased were identified as Hasan Ali, 65, son of Abdur Rashid of the Choykuritikka area under Dhemushia union in Matamuhuri upazila of Cox's Bazar district, and Afzal Sarkar, 45, son of Tota Bepari of Chauhali upazila in Sirajganj district.

The injured were Mohammad Siraj, 42, and Mohammad Shahed, 22, both residents of the Harinafari area in Pekua municipality, Pakhi Begum, 55, wife of the deceased Hasan Ali, and their son Mohammad Ramim, 10.

According to eyewitnesses, the Chattogram-bound auto-rickshaw reached the Toitong Bazar area when it collided head-on with a bus. The impact left the auto-rickshaw severely mangled and critically injured all its passengers.

Local residents rescued the victims and took them to Pekua Upazila Health Complex.

Doctors on duty referred two critically injured passengers to Chattogram Medical College Hospital, where they later succumbed to their injuries.

In Madaripur, a man was killed and four others were injured in a head-on collision between two trucks on the Dhaka-Barishal highway in Sadar upazila on Monday morning.

The deceased was identified as Abu Naim Khan, 55, a mini-truck driver and a resident of Kulpoddi village under Jhaudi union of the upazila.

The accident occurred around 5:30 am in front of Pantapara Filling Station when a mini-truck collided head-on with another truck, leaving the mini-truck driver, Naim, dead on the spot and four others injured.

The injured were taken to Madaripur Zila Hospital for treatment.

Additional Superintendent of Police (Madaripur Sadar Circle) Faria Rafique Bhabna confirmed the incident and said legal procedures regarding the accident are underway.

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Tuesday 16 June 2026

ফরিদপুরে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় নিহত ১, আহত ১

প্রতিনিধি, ফরিদপুর

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় তোরাপ মোল্লা নামে এক দিনমজুর নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ভাঙ্গা পৌরসভার হাসামদিয়া এলাকায় এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অটোভ্যানচালক গুরুতর আহত হয়েছেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে ভাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে একটি অটোভ্যানে চড়ে মালিগ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন দিনমজুর তোরাপ মোল্লা। ভ্যানটি এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনের হাসামদিয়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে অটোভ্যানটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তোরাপ মোল্লার মৃত্যু হয় এবং অটোভ্যানচালক আহত হন।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানা পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত তোরাপ মোল্লার মরদেহ উদ্ধার করে। একই সঙ্গে ঘাতক কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে এবং দুর্ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যানের চালক ও সহকারী পলাতক রয়েছে বলে জানা গেছে।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, জুন ১৬, ২০২৬ ■ আষাঢ় ২, ১৪৩৩

দুর্ঘটনা

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুরের পান্তাপাড়া এলাকায় ট্রাক ও সংবাদপত্রবাহী মিনি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক চালক নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো চারজন। হাইওয়ে পুলিশ জানায়, সংবাদপত্রবাহী মিনি ট্রাকের সঙ্গে বিপরীতমুখী ট্রাকের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মিনি ট্রাকচালক মারা যান। ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে মাদারীপুর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। বর্তমানে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, মাদারীপুর

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৯ জুন ২০২৬

মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে পাঁচজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ও নেত্রকোনা প্রতিনিধি

সিলেটে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে দুজন নিহত হয়েছেন। নিখোঁজ রয়েছেন আরও একজন। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার গয়াসী হাওড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মৌলভীবাজারের সাবির আলী (৪০) ও হামিদ মিয়া (৪৫)। এদিকে, নেত্রকোনায় মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দুয়ায় কৃষক শামসুল হুদা (৫৫) ও আশরাফুল ইসলাম (৩০) এবং মদন উপজেলায় ইটভাটা শ্রমিক রাজিব মিয়া (২৪)। কেন্দুয়া থানার ওসি মেহেদী মাকসুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ১৯ জুন ২০২৬, ৫

বজ্রপাতে ৪ জেলায় ৭ জনের মৃত্যু

দেশের চার জেলায় বজ্রপাতে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন একজন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে এসব বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। নেত্রকোনায় জলাশয় থেকে মাছ ধরার সময় গতকাল সকালে তিনজনের মৃত্যু হয় মদন ও কেন্দুয়া উপজেলার তিনটি স্থানে। তাঁরা হলেন মদনের জয়পাশা গ্রামের রাজীব মিয়া (২৫), কেন্দুয়ার দেখলেই পশ্চিম পাড়া গ্রামের শামসুল হুদা (৪৯) ও ডাউকি গ্রামের আশরাফুল ইসলাম (২৫)। সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার জুড়ি নদী-সংলগ্ন হাওরে দুপুরে নৌকায় বসে মাছ শিকারের সময় মারা যান জেলে সাবির আলী (৪০) ও হামিদ মিয়া (৪৫)। তাঁদের সঙ্গে থাকা আরেক জেলে পানিতে পড়ে নিখোঁজ হন। মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামে বিকেলে বজ্রপাতে প্রাণ হারান কৃষক আসাদ মিয়া (৪২)। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ছোটশলুয়া গ্রামে বিকেলে মারা যান কৃষক আসের আলী (৫০)।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

NEW AGE

TUESDAY, JUNE 16, 2026,

Farmer electrocuted in Tangail

A FARMER died after being electrocuted while cutting grass in the Chanderhat area of Nayakachua village Sakhipur in Tangail on Monday. The deceased was Goni Mia, 55, a resident of Chanderhat. According to police, Goni Mia came in contact with a live electric wire lying on the ground while cutting grass around 3:00pm, leaving him critically injured. Local people rescued the farmer and took him to Sakhipur upazila health complex, where the attending physician declared him dead. Officer-in-charge Helal Uddin of Sakhipur police station said that the body was handed over to the family after the completion of legal formalities. — *BSS*

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার । ১৯ জুন ২০২৬ ।

পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন। বিশেষ ও নিজস্ব প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর- **কুমিল্লা :** চৌদ্দগ্রামে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে গতকাল দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে বাসচালক মিজানুর রহমান ভুইয়া (৫৮) নিহত হয়েছেন। এদিকে হোমনায় বড় বোনের কুলখানি শেষে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় রূপ মিয়া (৭০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। **মানিকগঞ্জ :** গতকাল সন্ধ্যায় সদরের মূলজানে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন–পিকআপের চালক সাভারের রাসেল মিয়া ও হেলপার আরাফাত। **বগুড়া :** দুপচাঁচিয়ায় বুধবার রাতে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে আনোয়ার হোসেন (৩০) নামে এক চালকের প্রাণ গেছে। **রাজবাড়ী :** কালুখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত সিফাত মণ্ডল (১৮) গতকাল মারা গেছেন। **দিনাজপুর :** বীরগঞ্জে গতকাল মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা গেছেন আবু জাফর আল মুনছুর (৪৩) নামে এক ব্যক্তি।

THURSDAY JUNE 18, 2026
ASHAR 4, 1433 BS
The Daily Star

2 workers die after entering septic tank

OUR CORRESPONDENT, *Patuakhali*

Two workers died after entering a septic tank at an under-construction building in Patuakhali Sadar upazila yesterday, with locals suspecting toxic gas buildup inside the tank.

The incident occurred around 11:00am in Chouddoburia village under Kamalapur union. The deceased were identified as Md Nuh, 26, and Ashraf, 50.

Ashraf first entered the long-sealed septic tank at the building owned by Aftar Sikder. When he did not return, Nuh entered the tank in an attempt to rescue him. He also became trapped inside. Locals later broke open part of the tank and recovered their bodies.

FRIDAY, JUNE 19, 2026,

Two workers killed in M'singh building fall

Bangladesh Sangbad Sangstha · Mymensingh

TWO construction workers were killed after falling from an under-construction multi-storey building in Mymensingh city Thursday afternoon.

The accident occurred at around 5:00pm in the College Road area of the city.

One of the deceased is Masud Rana, 30, a resident of Chapainawabganj district. Police are trying to ascertain the identity of the other victim.

Police and local sources said the workers had been living in Mymensingh in connection with construction work.

According to witnesses, several workers were engaged in installing a lift at an under-construction high-rise building on College Road when the two workers fell from the eighth floor.

They sustained critical injuries in the fall. Locals rescued and rushed them to Mymensingh Medical College Hospital, where on-duty physicians declared them dead.

Owner of the under-construction building Belal said all necessary materials for the construction work had been supplied to the contractor, who had brought the workers to the site. 'I had no negligence in this matter.'

Officer-in-charge of Kotwali model police station Mohammad Shibirul Islam said police visited the scene after receiving information about the incident.

'The bodies have been kept at the hospital morgue and legal procedures in connection with the incident are underway,' he added.

প্রথম আলো
শুক্রবার, ১৯ জুন ২০২৬,

পানি পান করে অসুস্থ শতাধিক শ্রমিক

গাজীপুরের পোশাক কারখানা

অসুস্থ কয়েকজন শ্রমিক অভিযোগ করেন, কারখানার পানিতে দুর্গন্ধ ছিল। পানি পান করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা অসুস্থ বোধ করেন।

প্রতিনিধি, গাজীপুর

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা এলাকায় একটি পোশাক তৈরি কারখানায় পানি পান করে শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসুস্থ শ্রমিকদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার ড্রেসম্যান লিমিটেড নামের একটি কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

শ্রমিক ও কারখানা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, সকালে কাজে যোগ দেওয়ার পর কারখানার সরবরাহ করা পানি পান করেন শ্রমিকেরা। কিছুক্ষণ পর তাঁদের মধ্যে অনেকের বমি, পেটব্যথা, মাথা ঘোরা, দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা দেয়। একপর্যায়ে অসুস্থ শ্রমিকদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকলে কারখানাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ অসুস্থ শ্রমিকদের উদ্ধার করে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে পাঠায়।

অসুস্থ কয়েকজন শ্রমিক অভিযোগ করেন, কারখানার পানিতে দুর্গন্ধ ছিল। পানি পান করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা অসুস্থ বোধ করেন। ধীরে ধীরে শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ড্রেসম্যান লিমিটেডের কারখানার এজিএম (প্রশাসন) আতিকুল ইসলাম বলেন, 'এখন পর্যন্ত ৪০-৫০ জন শ্রমিক অসুস্থ হয়েছেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, গত সোমবারে টানা বর্ষণের পর আশপাশের এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। শ্রমিকেরা পানিতে ডুবে যাওয়া কলের পানি পান করেন এবং সকালে কাজে এসে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারখানার পানিতে কোনো সমস্যা আমরা পাইনি।'

শুক্রবার, জুন ১৯, ২০২৬ ■ আষাঢ় ৫, ১৪৩৩ বণিকবার্তা

দেশের তিন জেলায় বজ্রপাতে ৭ জনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সারা দেশে কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টির সঙ্গে হওয়া পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় তিন জেলায় ছয়জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এর মধ্যে নেত্রকোনায় তিনজন, সিলেটে দুজন ও মেহেরপুরে একজন মারা গেছেন। এছাড়া সিলেটে হাওরের পানিতে পড়ে আরো এক জেলে নিখোঁজ রয়েছেন। গতকাল ভোর থেকে বিকালের মধ্যে ঘটনাগুলো ঘটে। বণিক বার্তার প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত

নেত্রকোনা : জেলার কেন্দুয়া ও মদন উপজেলায় পৃথক বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন মাসকা ইউনিয়নের দিগলী গ্রামের শামসুল হুদা (৫৫) ও কাইটাল গ্রামের ইটভাটা শ্রমিক রাজিব মিয়া (২৪)। অন্যদিকে কেন্দুয়া উপজেলার সান্দিকোনা গ্রামের একটি খাল থেকে আশরাফুল ইসলাম (২৫) নামের মানসিক প্রতিবন্ধী যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ভোরে বজ্রপাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন জেলা প্রশাসক খন্দকার মুশফিকুর রহমান।

সিলেট : জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় জুড়ী নদীসংলগ্ন হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে দুই জেলের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার কামালপুর গ্রামের সাবির আলী (৪০) ও হামিদ মিয়া (৪৫)। স্থানীয় ওসি আবু জাফর মাহফুজুল করিম জানান, দুপুরে নৌকায় করে তিন জেলে হাওরে মাছ ধরছিলেন। দুপুর ১২টার দিকে হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। অন্যজন পানিতে পড়ে নিখোঁজ হলে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে।

মেহেরপুর : সদর উপজেলার বলিয়াড়পুর গ্রামে খাজা মিয়া (৪০) নামের এক কৃষকের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকালে হালকা বৃষ্টির মধ্যে মাঠের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বজ্রপাতের শিকার হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মেহেরপুর সদর থানার ওসি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৯ জুন ২০২৬
৫ আষাঢ় ১৪৩৩

চার জেলায় বজ্রপাতে আট জনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

চার জেলায় বৃহস্পতিবার বজ্রপাতে আট জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে মাছ ধরতে গিয়ে নেত্রকোনায় তিনজন, সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে তিনজন এবং মাঠে কাজ করতে গিয়ে মেহেরপুরে এক ও চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় এক কৃষক মারা যান। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

নেত্রকোনা, কেন্দুয়া ও মদন : মদন উপজেলার কাইটাইল ইউনিয়নের জয়পাশা গ্রামের সোনালী মিয়ার ছেলে ইটভাটার শ্রমিক রাজিব মিয়া বাড়ির সামনে গণেশের হাওড়ে মাছ ধরছিলেন। এ সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। বজ্রপাতে তার শরীর ঝলসে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। প্রায় একই সময় কেন্দুয়ায় উপজেলার মাসকা ইউনিয়নের দিগলী গ্রামের সুরুজ আলীর ছেলে শামসুল হুদা বাড়ির পাশে মুরাইল বিলের দেওয়াল খালে মাছ ধরছিলেন। এ সময় বজ্রপাতে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। এছাড়া একই উপজেলার সান্দিকোনা ইউনিয়নের ডাউকি গ্রামের আশরাফুল ইসলাম মাছ ধরতে গিয়ে সান্দিকোনা খালের পাশে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলে মারা যান।

ফেঞ্চুগঞ্জ (সিলেট) : ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার উপজেলার বাঘমারা গ্রামের জুড়ি নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে তিনজন মারা গেছেন। মৃতরা হলেন—মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার কামালপুরের রফিক মিয়ার ছেলে ছাবির মিয়া, জহির মিয়ার ছেলে হামিদ ও কাবিল। এ ঘটনায় নদীতে পড়ে কাবিল নিখোঁজ রয়েছেন। ফেঞ্চুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জাফর মোহাম্মদ মাহফুজুল কবির বলেন, মারা যাওয়া তিনজনের মধ্যে একজন নিখোঁজ। তার লাশ উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিসসহ স্থানীয় লোকজন তৎপরতা চালাচ্ছেন।

মেহেরপুর : মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর দরগাতলা মাঠে বজ্রপাতে আসাদ নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের আজিমুদ্দিনের ছেলে।

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) : চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার ছোটশলুয়া গ্রামে মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে শের আলী নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৯ জুন ২০২৬

মেহেরপুরের বলিয়ারপুরে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

■ মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামে বজ্রপাতে আসাদ (৪২) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের বলিয়ারপুর দরগাতলা মাঠে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আসাদ বলিয়ারপুর গ্রামের আজিমুদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে আসাদ দরগাতলা মাঠে অবস্থান করছিলেন। এ সময় বৃষ্টি শুরু হয়। এক পর্যায়ে বজ্রপাতের আঘাতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৯ জুন ২০২৬
৫ আষাঢ় ১৪৩৩

টঙ্গীতে বহুতল ভবন থেকে পড়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

টঙ্গী শিল্পাঞ্চল প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীর খরতৈল এলাকায় বৃহস্পতিবার বহুতল ভবন থেকে পড়ে আলী আকবর (৪৫) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক মারা গেছেন। নিহত আলী আকবর শেরপুরের শ্রীবরদীর আব্দুস সোবহানের ছেলে। পুলিশ জানায়, টঙ্গীর খরতৈল এলাকায় একটি সাত তলা ভবনে বাঁশ বেঁধে নির্মাণ কাজ চলছে। দুপুরে বাঁশ ভেঙে নিচে পড়ে যায় কর্মরত নির্মাণ শ্রমিক আকবর। তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী গুটিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। খবর পেয়ে টঙ্গী পশ্চিম থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। ওসি আরিফুর রহমান শ্রমিক মৃত্যুর সংবাদ নিশ্চিত করেন।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৫ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Friday 19 June 2026

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মূলজানে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ২

প্রতিনিধি, মানিকগঞ্জ

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার মূলজান এলাকায় ট্রাক ও মুরগিবোঝাই পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন নিহত এবং আরও ২ জন আহত হয়েছেন।

গতকাল বিকেলে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ দ্রুত উদ্ধারকাজে অংশ নিয়ে আহতদের হাসপাতালে পাঠায়।

নিহতরা হলেন পিকআপচালক মো. রাসেল মিয়া (২৭), পিতা- মো. আলম এবং হেলপার মো. আরাফাত (২০), পিতা- মো. কাওছার। তাদের বাড়ি সাভার উপজেলার ব্রাহ্মণবাড়ী গ্রামে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দ্রুতগতিতে চলা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুরগিবোঝাই পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই রাসেল ও আরাফাতের মৃত্যু হয়। এ সময় পিকআপে থাকা আরও ২ জন গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালসহ স্থানীয় বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মানিকগঞ্জ সদর থানার ওসি মো. মনির হোসেন বলেন, 'মূলজান এলাকায় ট্রাক ও পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে ২ জন নিহত এবং ২ জন আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান তিনি।

NEW AGE
SATURDAY, JUNE 20, 2026,

Coast Guard rescues four fishermen at Kutubdia

Staff Correspondent

THE Bangladesh Coast Guard rescued four fishermen after their fishing boat, which had been floating in the deep sea west of Kutubdia for two days after its engine failed, in Cox's Bazar on Friday.

Coast Guard media officer Lieutenant Commander Sabbir Alam Suzan in a press release said that a fishing boat named FB Sourav, which was sailing from Cox's Bazar to Sandwip with the fishermen, broke down in the deep sea west of Kutubdia on Thursday.

The Coast Guard was informed of the matter through the national emergency service number 999 at 9:00am on Friday.

Based on the information, a rescue operation was immediately conducted in the area by a Coast Guard ship deployed on sea patrol and 4 fishermen along with the broken boat were rescued and the fishermen were provided with first aid and necessary assistance.

যুগান্তর
শুক্রবার ১৯ জুন ২০২৬
৫ আষাঢ় ১৪৩৩

নবাবগঞ্জে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বাবা-ছেলে নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বাবা-ছেলে নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা-বান্দুরা আঞ্চলিক মহাসড়কের নবাবগঞ্জ উপজেলার হাড়ভাঙা সেতুর ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কুমিল্লার হোমনায় বোনের জানাজা শেষে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন এক ভাই। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে আরও চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শিশু, কুষ্টিয়ায় মুহুরি, বগুড়ায় ট্রাকচালক এবং নারায়ণগঞ্জে অটোরিকশাচালক রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

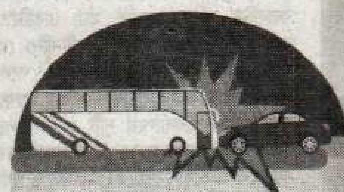

হোমনায় বোনের জানাজা শেষে ফেরার পথে প্রাণ হারালেন ভাই

চার স্থানে সড়কে ঝরল আরও ৫ প্রাণ

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) : নিহতরা হলেন—উপজেলার নয়নশ্রী ইউনিয়নের চরশৈলল্যা গ্রামের হারুন মৃধা ও তার ছেলে স্বাদ মৃধা। নবাবগঞ্জ থানার এসআই কামরুজ্জামান জানান, সকালে হারুন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে গালিমপুর ইউনিয়নে ছেলের মাদ্রাসায় যান। মোটরসাইকেলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় পথে তারা পুলিশের জরিমানার মুখে পড়েন। জরিমানা শোধ করে মাদ্রাসায় গিয়ে কাজ শেষে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বাবা-ছেলে। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হোমনা (কুমিল্লা) : নিহত রূপ মিয়া মুরাদনগর উপজেলার রোয়াচালা গ্রামের সোনা মিয়ার ছেলে। বৃহস্পতিবার সকালে হোমনা-মুরাদনগর সড়কের বিএডিসি হিমাগারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় তার বোন হনুফা বেগম ও জামাতা বাবুল মিয়া এবং অটোরিকশাচালক তানভির আহত হয়েছেন। ঢাকায় বড় বোনের জানাজা শেষে তারা অটোরিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন। হোমনা চৌরাস্তা থেকে গৌরীপুরগামী সিএনজিচালিত অটোর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে চারজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক রূপ মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত হনুফাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এদিকে চৌদ্দগ্রামে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মিজানুর রহমান ভূঁইয়া নামের বাসচালক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বাতিসা-বসন্তপুর রাস্তার মাথায় ঢাকাগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মিজানুর দেবিদ্বার উপজেলার ঘোষঘর গ্রামের মৃত আবদুল আজিজের ছেলে।

নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : নবীনগরে দুই অটোরিকশার সংঘর্ষে শিশু ইউসুফ মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের দৌলতপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইউসুফ নবীনগর পূর্ব ইউনিয়নের বগডহর দক্ষিণপাড়া গ্রামের হেদায়েতউল্লাহর ছেলে।

ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) : মিরপুরে গাড়ির ধাক্কায় মুহুরি মাসুম মন্ডল নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে মিরপুর প্রাণিসম্পদ হাসপাতালের সামনে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। মাসুম মন্ডল মিরপুর পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড সুলতানপুর গ্রামের তৈমুর হোসেন মন্ডলের ছেলে।

বগুড়া : দুপচাঁচিয়ায় দুই ট্রাকের সংঘর্ষে চালক আনোয়ার হোসেন প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন হেলপার। বুধবার রাতে উপজেলার তিথিগাড়ী এলাকায় বগুড়া-নওগাঁ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আনোয়ার নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার হাসানাদেবপুর গ্রামের মৃত সালাউদ্দিনের ছেলে।

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) : বন্দরে বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে চালক মনির হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কেওঢালা এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। অটোচালক মনির বন্দর উপজেলার ধামগড় ইউনিয়নের নয়ামাটি এলাকার মৃত আমানউল্লাহ বেপারির ছেলে।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার। ১৯ জুন ২০২৬,
rojotorekha@deshrupan

আগুন নেভাতে গিয়ে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত ১, আহত ৫

বোয়ালমারী (ফরিদপুর) প্রতিনিধি

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার ভেন্নাতলা বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আগুন নেভাতে গিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে বাবুল মোল্যা (৩৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত পাঁচজন। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে পাঁচুড়িয়া ইউনিয়নের যোগিবরাটি ভেন্নাতলা বাজারে এ ঘটনা ঘটে। নিহত বাবুল মোল্যা বোয়ালমারী উপজেলার হরিহরনগর গ্রামের বাসিন্দা ও পেশায় নসিমন চালক ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুন নেভানোর সময় একটি দোকানের ভেতরে থাকা সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হলে তিনি গুরুতর আহত হন এবং পরে মারা যান।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, ভোর সাড়ে ৩টার দিকে একটি মুদির দোকানে আগুনের সূত্রপাত হয়ে দ্রুত পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এতে পাঁচটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দাবি, আগুনে প্রায় ৫০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

বোয়ালমারী ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা রয়েল আহমেদ জানান, প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আগুন নেভানোর সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হন। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

বণিক বার্তা
শনিবার, জুন ২০, ২০২৬ ■ আষাঢ় ৬, ১৪৩৩

বিস্ফোরণ

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি তৈরি পোশাক কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত ১৫ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলে শ্রমিকরা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ পুরাতন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এতে প্রায় ২ ঘণ্টা ওই সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। বয়লারের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে তারা আগে থেকেই কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৫ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Friday 19 June 2026

আড়াইহাজার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একজন নিহত

প্রতিনিধি, আড়াইহাজার

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎ শ্রমিক নাঈম (৩২) নিহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে,বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) বেলা ১১ টার দিকে উপজেলার আড়াইহাজার বাজারের নিউ মার্কেটের ৪ র্থ তলায়। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে,মার্কেটের অন্যতম মালিক শাহানুল ইসলাম স্বপন মার্কেটের ৪ র্থ তলা থেকে নির্মানাধিন ৬ ষষ্ট তলা পর্যন্ত অবৈধভাবে বিদ্যুৎ নেওয়ার জন্য গোপনে দুইটি বিদ্যুতের মিটারের মেইন তার মাঝখান দিয়ে কেটে অবৈধ সংযোগ দেওয়ার কাজ করার সময় তার সহযোগী বিদ্যুৎ শ্রমিক নাঈম মাথার পিছনদিক দিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়। এ সময় শাহানুল ইসলাম স্বপন নাঈমকে রেখে পালিয়ে যায়। পরে মার্কেটের লোকজন নাঈমকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়েগেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করে। খবর পেয়ে আড়াইহাজার পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের লোক এসে দুইটি মিটারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে।

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় ফরিদপুরের প্রবাসী নিহত

প্রতিনিধি, ফরিদপুর

সড়ক দুর্ঘটনায় গিয়াস উদ্দিন শিকদার (৬০) নামের এক বাংলাদেশি প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে তিনি এ দুর্ঘটনার শিকার হন।

নিহত গিয়াস উদ্দিন শিকদার ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলার চরভদ্রাসন সদর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর আলমনগর গ্রামের বাসিন্দা। পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তিনি চরভদ্রাসন সদর ইউপির ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ছিলেন।

প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে জীবিকার সন্ধানে সৌদি আরবে যান গিয়াস উদ্দিন শিকদার। আল-জউফ এলাকায় তিনি একজন মালিকের কৃষি ফার্মে কর্মরত ছিলেন। গতকাল দুপুরে কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে রাস্তা পার হওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী গাড়ি তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত গিয়াস উদ্দিনের ভাই শাহিনুজ্জামান শিকদার (৪৬) বলেন, 'গতকাল বিকেলে হঠাৎ আমরা খবর পাই, ভাই সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটিকে হারিয়ে আমরা এখন দিশাহারা। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানেরা আহাজারি করছেন। লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করছি।'

চরভদ্রাসন সদর ইউপির চেয়ারম্যান আজাদ খান বলেন, 'গিয়াস উদ্দিন শিকদার ছিলেন একজন অমায়িক মানুষ। তিনি মানুষের সেবায় কাজ করেছেন। বিদেশের মাটিতে তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যু আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক।'

ফরিদপুর প্রবাসীকল্যাণ সেন্টারের সহকারী পরিচালক আশিক সিদ্দিকী বলেন, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত কোম্পানি মরদেহ দেশে পাঠানোসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে থাকে। লাশ দেশে আসার পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তিন লাখ টাকা সহায়তা দেওয়া হবে। তবুও যদি কোনো কারণে বিদেশের কোম্পানি লাশ দেশে আনার জন্য সহায়তা দিতে না চায়, তাহলে পরিবারের সদস্যদের আবেদনের ভিত্তিতে ওই প্রবাসীর মরদেহ বাড়িতে এনে দেওয়াসহ সার্বিক সহযোগিতা বাংলাদেশ সরকার করবে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৬ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 20 June 2026

সেপটিক ট্যাংকের বিষাক্ত গ্যাসে দুই শ্রমিকে মর্মান্তিক মৃত্যু

প্রতিনিধি, পটুয়াখালী

পটুয়াখালীর সদর উপজেলায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাংকের ভেতর জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে মো. নুহ (২৬) ও আশরাফ (৫০) এক রাজমিস্ত্রিসহ দুই শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার বেলা ১১টার দিকে কমলাপুর ইউনিয়নের চৌদ্দবুড়িয়া গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা জানান, বুধবার চৌদ্দবুড়িয়া গ্রামের আফতাব সিকদার বাড়ির একটি নির্মাণাধীন ভবনের দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা সেপটিক ট্যাংকের ভেতর সেন্টারিংয়ের কাঠ ও বাঁশ খুলতে নামে শ্রমিক আশরাফ। কিছুক্ষন পর তার কোন সারাশব্দ না পেয়ে অপর শ্রমিক নুহ ট্যাংকির ভেতরে নামেন। পরে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা শ্রমিক দুইজনকে না দেখে তাদের সন্দেহ হলে সেপটিক ট্যাংকের কিছু অংশ ভেঙে ভিতর থেকে তারা দুজনের নিথর দেহ উদ্ধার করে। দীর্ঘদিন ধরে সেপটিক ট্যাংক বন্ধ থাকায় ভেতরে মিথেন ও কার্বন মনোক্সাইডসহ বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস জমে থাকতে পারে। সে কারণে তাদের মৃত্যু হতে পারে বলে স্থানীয়দের ধারণা।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আবু জাফর বলেন, ঘটনাটি অত্যান্ত দুঃখজনক। মৃত আশরাফ ও নুহের বাড়ি কমলাপুর ইউনিয়নের চৌদ্দবুড়িয়ার একই গ্রামের বাসিন্দা। তাদের মধ্যে আশরাফ রাজমিস্ত্রির কাজ করত। সে তিন সন্তানের জনক ও নুহ সদ্য বিবাহিত বলে ওই ইউপি সদস্য জানান। এ ব্যাপারে পটুয়াখালী সদর থানার ওসি মনিরুজ্জামান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে সংবাদকে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে শ্রমিকদ্বয়ের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তীতে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বণিক বার্তা
শনিবার, জুন ২০, ২০২৬ ■ আষাঢ় ৬, ১৪৩৩

হাজীগঞ্জে পৃথক দুর্ঘটনায় নির্মাণ শ্রমিক ও শিশুর মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ চাঁদপুর

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় নির্মাণ শ্রমিক ও শিশু-কিশোরের করুণ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল পৌরসভার টোরাগড়ে নির্মাণাধীন একটি পাঁচতলা ভবনে কাজ করার সময় ওপর থেকে পড়ে মহিন সরকার (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত মহিন সুহিলপুর পুরান সরকার বাড়ির মরহুম হানিফা মিয়ার ছেলে। নির্মাণাধীন ভবনের ওপরে কাজ করার সময় নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্থানীয় লোকজন দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

গতকাল হাজীগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় নাহিদুল ইসলাম নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সকালে হাজীগঞ্জ পৌরসভার সামনে সড়ক পারাপার হওয়ার সময় দ্রুতগতির গাড়ির ধাক্কায় শিশুটি গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ২০ জুন ২০২৬,

দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

দুমকি (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

বরিশাল নগরীর বান্দরোড এলাকায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার লেবুখালী গ্রামের সৌদিপ্রবাসী মেহেদী হাসান শুভ (২৫) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মো. আরিফ (২৫) নামে আরও এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে বান্দরোডের কেডিসি গলির মুখে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত আরিফকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এক বন্ধুকে বরিশাল লঞ্চঘাটে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে শুভর মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি অটোরিকশার পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী দুজন সড়ক বিভাজকের লোহার পাইপে আঘাতপ্রাপ্ত হন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২০ জুন ২০২৬

নির্মীয়মাণ ভবন থেকে পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর বাড্ডার আফতাবনগর ও কলাবাগানে নির্মীয়মাণ ভবনে কাজ করার সময় নিচে পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিরাপত্তা সুরক্ষা ছিল না বলে অভিযোগ উঠেছে। ধানমন্ডিতে বাসার ছাদ থেকে পড়ে এক গৃহকর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। শ্যামপুরের পোস্তগোলায় রাস্তা পার হওয়ার সময় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে পথচারীর। এ ছাড়া গুলিস্তানে রমনা আবাসিক হোটেলে ওয়াশরুম থেকে বের হওয়ার সময় মেঝেতে পড়ে সৌদিপ্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে।

বাড্ডার আফতাবনগরে গতকাল সকালে নির্মীয়মাণ নয় তলা ভবনের অষ্টম তলা থেকে নিচে পড়ে নির্মাণশ্রমিক ইকবাল হোসেনের (২০) মৃত্যু হয়েছে। তার সহকর্মী আবদুল মালেক জানিয়েছেন, ইকবালের বাড়ি যশোরের মনিরামপুর উপজেলার সালামপুর গ্রামে। তার বাবার নাম মোদাচ্ছের আলী। কলাবাগানের ভুতের গলি মসজিদের পাশে একটি ষষ্ঠ তলা নির্মীয়মাণ ভবনে গতকাল সকালে কাজ করার সময় ওপর থেকে নিচে পড়ে ইয়াসিন (৩৮) নামে এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। তিনি লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জের হাবিবুর রহমানের ছেলে। ধানমন্ডি এলাকায় বহুতল ভবন থেকে নিচে পড়ে রিক্তা মণি (১১) নামে এক গৃহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে ধানমন্ডির ৯/এ নম্বর রোডের ৩৭ নম্বর বাসার ছাদ থেকে নিচে পড়ে এ ঘটনা ঘটে। রিক্তার বাবার নাম শাহিন আলী ও মায়ের নাম মাজেদা বেগম। চার বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় রিক্তা। তার গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জের সালনা থানার নিজগাঁওয়ে।

সংবাদ
শুক্রবার ৫ আষাঢ় ১৪৩৩
Friday 19 June 2026

সুন্দরবনের শেলা নদীতে কুমিরের আক্রমণে নারী মৎস্যজীবীর মৃত্যু

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

সুন্দরবনের শেলা নদীতে পোনা আহরণ করতে গিয়ে কুমিরের আক্রমণে সেলিনা বেগম (৫৫) নামে এক নারী জেলে প্রাণ হারিয়েছে। গত বুধবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সেলিনা বেগম মোংলা উপজেলার জয়মনি এলাকার বাসিন্দা এবং স্থানীয় মোটরগাড়ি চালক জাহিদুল শেখের মা।

সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) দীপন চন্দ্র দাস মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানায়, সেলিনা বেগম সুন্দরবনের শেলা নদীতে চিংড়ি মাছের রেণু-পোনা সংগ্রহের জন্য খুনি নেট (জাল) টানছিলেন। এ সময় হঠাৎ একটি কুমির তাকে আক্রমণ করে নদীর পানিতে টেনে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে থাকা অন্য জেলেরা তার মরদেহ উদ্ধার করেছেন।

সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) দীপন চন্দ্র দাস জানান, শেলা নদীতে মাছ ধরার সময় কুমিরের হামলায় সেলিনা বেগম নামে এক নারী মৎস্যজীবী প্রাণ হারিয়েছেন।

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। একই সঙ্গে সুন্দরবন সংলগ্ন নদী ও খালে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

THE FINANCIAL EXPRESS
June 20, 2026

Worker dies after falling from city building

A worker died after falling from an under-construction building in the Kalabagan area of the capital on Friday morning, reports UNB.

The deceased was identified as Md Yasin, 38, son of Habibur Rahman of Changirgaon village in Ramganj upazila of Lakshmipur district.

According to police and witnesses, Yasin was working on the fifth floor of an under-construction building in the Bhuter Goli under Kalabagan Police Station around 9:30am when he accidentally fell and sustained critical injuries.

His co-workers rushed him to the emergency department of Dhaka Medical College Hospital (DMCH) around 10:15am. He later succumbed to his injuries while undergoing treatment around 11:40am.

In-charge of the DMCH police camp Md Faruk said the body has been kept at the hospital morgue for an autopsy.

শনিবার ॥ ২০ জুন ২০২৬
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

সড়কে এক শিশুসহ পাঁচজনের প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিশুসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাত থেকে গতকাল রাত পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর–

চট্টগ্রাম : হাটহাজারী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গতকাল ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় সামির নামে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছেন। সামির হাটহাজারীর প্রবাসী জসিম উদ্দিনের ছেলে। দুর্ঘটনার পর পরই ট্রাকসহ চালককে আটক করা হয়েছে।

বরিশাল : বৃহস্পতিবার রাতে বরিশাল নগরীর বান্দরোডে যাত্রীবাহী ইজিবাইকের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী সৌদিপ্রবাসী মেহেদী হাসান শুভ (২৫) নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন তার এক বন্ধু। নিহতের বাড়ি পটুয়াখালী। **গাজীপুর :** গাজীপুরে পুবাইল থানার চামুড্ডা এলাকায় সকালে ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে সাফোয়ান হোসেন নামে আড়াই বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন তার মা ও বাবা। নিহত সাফোয়ান বগুড়ার শেরপুর থানার জুয়েল রানার ছেলে। **চুয়াডাঙ্গা :** আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুরে বৃহস্পতিবার রাতে ট্রাকের ধাক্কায় হাবিবুর রহমান (৪০) নামে এক এনজিওকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। **সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) :** সিদ্ধিরগঞ্জের জালকুড়ি আন্ডারপাস এলাকায় গতকাল রাতে অটোরিকশা ও প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে সিনথিয়া রহমান হুমাইরা (৬) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এতে শিশুর বাবা-মাসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২০ জুন ২০২৬

সাপের কামড়ে জেলের মৃত্যু

চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার সারিকাইত ইউনিয়নে বিষধর সাপের কামড়ে বাবলু নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বাবলু সারিকাইত ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মুক্তারের গো নতুন বাড়ির বাসিন্দা।

এলাকাবাসী জানান, বুধবার রাতে মাছ ধরতে গেলে বিষধর সাপে কামড়ায় বাবলুকে। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। অবস্থার অবনতি হলে তাকে চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয়রা জানান, বাবলু দীর্ঘদিন ধরে মৎস্য শিকারের পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং জীবিকার তাগিদে নিয়মিত খাল-বিল ও উপকূলীয় এলাকায় মাছ ধরতে যেতেন।
-নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

যুগান্তর | শনিবার ২০ জুন ২০২৬
৬ আষাঢ় ১৪৩৩

ট্রাক-বাইক সংঘর্ষে শিশু নিহত, আহত মা-বাবা

যুগান্তর ডেস্ক

গাজীপুরের পূবাইলে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে আড়াই বছর বয়সি শিশু সন্তান সাফোয়ান হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন সাফোয়ানের বাবা-মা। শুক্রবার পূবাইল থানাধীন চামুড্ডা এলাকায় ঢাকা বাইপাস মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় সাত স্থানে আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ঢাকায় পথচারী, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুরে দুই শিশু, ময়মনসিংহে বৃদ্ধ, হবিগঞ্জে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি এবং কুড়িগ্রামে যুবক ও পিরোজপুরে অটোচালক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ভান্ডারিয়া (পিরোজপুর) : ভান্ডারিয়ায় বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে চালক হারুন বয়াতি নিহত হয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যায় ভান্ডারিয়া-চরখালী সড়কের চায়না প্রজেক্ট এলাকার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত অটোচালক হারুন বয়াতি উপজেলার জিরাত আলীর ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১ আষাঢ় ১৪৩৩, ১৫ জুন ২০২৬

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রবাসীসহ নিহত ২

■ কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় রুবেল মিয়া (২৬) নামে এক প্রবাসী নিহত হয়েছেন। তার বাড়ি পাকুন্দিয়া উপজেলার কাহেংধান্দুল গ্রামে। গতকাল রবিবার মির্জাপুর শ্মশানঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সৌদি আরব প্রবাসী রুবেল মিয়া কিছুদিন আগে ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিলেন। পাকুন্দিয়া থানার ওসি এস এম আরিফুর রহমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) সংবাদদাতা জানান, কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আতাউর রহমান (৫০) নামে এক বিএনপি নেতা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরো দুই জন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়কের প্রাগপুর ইউনিয়নের মাঠপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আতাউর রহমান গড়ুরা ফুটানিপাড়া গ্রামের মৃত উজির বিশ্বাসের ছেলে। তিনি আদাবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। আহতরা হলেন—শুভ হোসেন (৩০) ও হুমায়ুন কবির (২২)। এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ওসি আরিফুর রহমান জানান, এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Monday 15 June 2026

দশমিনায় গভীর নলকূপ বসাতে গিয়ে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা মৃত্যু ২, আহত ৪

প্রতিনিধি পটুয়াখালী

সুপেয় পানীর জন্য গভীর নলকূপ বসানোর জন্য লোহার পাইপ দাঁড় করাতে গিয়ে অসাবধানতায় মুহূর্তের মধ্যে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় ছিটকে যায় ৬ শ্রমিক। এতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মো. বেল্লাল হোসেন (৪০) এবং মো. ইউসুফ মিয়া (২৮) নামের দুই শ্রমিকের করুন হয়। গুরুতর আহত হয় ৪ শ্রমিক। আহত ৪ জনকে দশমিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে এদের মধ্যে একজনের অবস্থা সংকটাপন্ন হলে চিকিৎসার জন্য দ্রুত বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

গত ১৩ জুন বিকেলে শনিবার বিকেলে পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার রণগোপালদী ইউনিয়নের চরঘুনী এলাকায় ঘটে হৃদয় বিদারক এ দুর্ঘটনা। নিহত মো. বেল্লাল হোসেন আলীপুর ইউনিয়নের খলিশাখালী গ্রামের মৃত রোস্তান আলীর ছেলে এবং কলাতলা গ্রামের মৃত শাহজাহান হোসেনের জামাতা মো. ইউসুফ মিয়া।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দশমিনা উপজেলার রণগোপালদী ইউনিয়নের চরঘুনী গ্রামের শানু হাওলাদারের বাড়িতে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানি পানের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ চলছিল।

এ সময় শ্রমিকরা একটি লোহার পাইপ দাঁড় করানোর চেষ্টা করলে সেটি পাশ দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে আসে। মুহূর্তেই বিকট শব্দে ছয় শ্রমিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছিটকে পড়েন।

স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে দশমিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে. কর্তব্যরত চিকিৎসক রাবেয়া স্বর্ণা বিদ্যুতায়িত শ্রমিক বেল্লাল হোসেন ও ইউসুফ মিয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত পূর্ব আলীপুর গ্রামের মো. রাকিব হোসেন (১৭), খলিশাখালি গ্রামের মো. আব্দুর রহমান (২১) এবং পাতারচর গ্রামের দুই সহোদর মো. মারুফ (১৯) ও রনি সরদারকে (১৮) দশমিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। দুই শ্রমিকের আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠেছে হাসপাতাল ও গ্রামের পরিবেশ।

দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতিক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সংবাদকে জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে, স্বজনদের কোন অভিযোগ না থাকায় পরিবারের কাছে মরদেহ দুটি হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

NEW AGE
SATURDAY, JUNE 20, 2026

Worker dies falling from building in city

United News of Bangladesh · Dhaka

A WORKER died after falling from an under-construction building in the Kalabagan area of Dhaka Friday morning.

The deceased is Md Yasin, 38, son of Habibur Rahman of Changirgaon village in Ramganj upazila of Lakshmipur.

According to police and witnesses, Yasin was working on the fifth floor of an under-construction building in the Bhuter Goli under Kalabagan police station at around 9:30am when he accidentally fell and sustained critical injuries.

His co-workers rushed him to the emergency department of Dhaka Medical College Hospital at around 10:15am.

He later died from his injuries while undergoing treatment at around 11:40am.

In-charge of the DMCH police camp Md Faruk said the body has been kept at the hospital morgue for an autopsy.

যুগান্তর
শনিবার ২০ জুন ২০২৬
৬ আষাঢ় ১৪৩৩

ফতুল্লায় গার্মেন্টে বয়লার বিস্ফোরণে ৮ শ্রমিক আহত

সড়ক অবরোধে ভোগান্তি

যুগান্তর প্রতিবেদন ও ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার পাগলায় একটি পোশাক কারখানায় ইলেকট্রিক বয়লার বিস্ফোরণে নারীসহ অন্তত ৮ শ্রমিক আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে পাগলার তালতলায় নির্ঝর নিটওয়্যার গার্মেন্টে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা আহতদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে ঢাকা-পাগলা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এতে তীব্র যানজটে সাধারণ যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

?পুলিশ ও কারখানা সূত্রে জানা যায়, কারখানার বয়লার মেশিন অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়। এতে কাটিং ও ফিনিশিং সেকশনে শ্রমিকরা দগ্ধ ও আহত হন। ?আহতরা হলেন মোহাম্মদ শাহিন (২৫), জাকির হোসেন (২৫), সাবিনা বেগম (৩৪), মঞ্জু মিয়া (২৮), আরফিন (২২), হৃদয় (২৭), খাদিজা (২০) এবং আরেকজন শ্রমিক। আহতদের তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে তাদের কারও অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়। তাদের মধ্যে একজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া হয়েছে। বাকিদের খানপুর হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পাগলা নৌফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার সুমন মিয়া। এদিকে দু?র্ঘটনার পরপরই শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। আহতদের ক্ষতিপূরণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার দাবিতে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তারা ঢাকা-পাগলা সড়ক অবরোধ করেন। এতে সড়কের উভয় পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ?খবর পেয়ে ফতুল্লা মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে দুপুর ১২টার দিকে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বণিক বার্তা
রোববার, জুন ২১, ২০২৬ ■

বজ্রপাত

সাতক্ষীরার সুন্দরবনের মালঞ্চ নদীতে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে নুর ইসলাম গাজী (৩৬) নামে এক জেলে নিহত হয়েছে। এ সময় জাহির হোসেন (৪০) নামে আরো এক জেলে আহত হন। হতাহতদের বাড়ি শ্যামনগর উপজেলার কদমতলা গ্রামে। ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম পল্টু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বণিক বার্তা প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৭ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 21 June 2026

নারায়ণগঞ্জে ট্রাক চাপায় ভ্যানচালক নিহত

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার চর সৈয়দপুর এলাকায় ট্রাকচাপায় দুলাল মিয়া (৫৮) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফ্রিজের ওয়েস্টেজ মালামাল ডেলিভারি দিতে এসে দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।

নিহত দুলাল মিয়া কিশোরগঞ্জের মনির মিয়ার ছেলে। তিনি ঢাকার ডেমরার ডগাই এলাকায় বসবাস করতেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শাহজালাল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির একটি ট্রাক ভ্যানটিকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই দুলাল মিয়ার মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পরপরই ট্রাকচালক ট্রাক নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে সটকে পড়েন।

খবর পেয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর থানার এসআই কাজলের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

নারায়ণগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজেদুর রহমান বলেন, "মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

বণিক বার্তা রোববার, জুন ২১, ২০২৬

গাজীপুরে টায়ার রিসাইক্লিং কারখানায় ফের অগ্নিকাণ্ড

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

গাজীপুর মহানগরের পুবাইল কলেজ গেট এলাকায় অবস্থিত পোড়া মবিল ও টায়ার রিসাইক্লিং কারখানায় আবারো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল ইকো টেক লিমিটেড (স্থানীয়দের কাছে রিফাইন অয়েল কারখানা হিসেবে পরিচিত) নামের ওই প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের দ্রুত তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, বেলা ২টা ১০ মিনিটে আগুন লাগার সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন থেকে সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. শাহিন আলমের (বিএফএমএস) নেতৃত্বে তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বেলা ২টা ২২ মিনিটে ইউনিটগুলো ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। বেলা ২টা ৫৪ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ৩টা ৪০ মিনিটে সম্পূর্ণ নির্বাপণ করা হয়।

ফায়ার সার্ভিস জানায়, আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত শেষে নির্ধারণ করা হবে। তবে দ্রুত পদক্ষেপে প্রায় ১ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট কারণও তদন্ত শেষে জানা যাবে।

টঙ্গী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. শাহিন আলম জানান, সংবাদ পাওয়ার পরপরই ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

তিনি বলেন, 'কারখানাটি পরিত্যক্ত টায়ার ও ব্যবহৃত মবিল পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে জ্বালানি উৎপাদনের কাজ করত। অগ্নিকাণ্ডের সময় কারখানার দায়িত্বশীল কাউকে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আবাসিক এলাকার মধ্যে গড়ে ওঠা এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয়দের উদ্বেগের কারণ হয়ে রয়েছে। শনিবারের আগুনের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকেই নিরাপদ স্থানে সরে যায়।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে একই প্রতিষ্ঠানে ভয়াবহ বয়লার বিস্ফোরণে একজন স্কুলশিক্ষিকাসহ ছয়জন নিহত এবং অন্তত ১০ জন আহত হন। সেই মর্মান্তিক ঘটনার ১০ বছর পর আবারো একই কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে নতুন করে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ এ ধরনের শিল্প-কারখানার কার্যক্রম দ্রুত বন্ধ করে মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো প্রাণহানির ঘটনা না ঘটে।

DHAKA SUNDAY JUNE 21, 2026
ASHAR 7, 1433 BS
The Daily Star

Two killed, four hurt in N'ganj road accidents

OUR CORRESPONDENT, *Narayanganj*

Two people were killed and four others injured in two road accidents in Narayanganj in the last two days.

A van driver, Dulal Mia, 58, was killed after being run over by a truck on the Narayanganj-Munshiganj road in the Char Syedpur area of Sadar upazila around 10:00am yesterday.

The truck driver fled after the accident, said Sadar Model Police Station Officer-in-Charge Sajedur Rahman.

Earlier on Friday, Humaiya, 6, was killed when a CNG-run auto-rickshaw overturned after being hit by a private car on the Dhaka-Narayanganj link road in the Jalkuri area.

The child's parents, her three-year-old brother and the auto-rickshaw driver were also injured and are undergoing treatment at Dhaka Medical College Hospital.

Additional Superintendent of Police Md Shamim Hossain said two people who were inside the car were detained as locals caught them and handed them over to law enforcers. A weapon was also recovered from the vehicle.

"We are investigating the incident," he said.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন সোমবার ॥ ১৫ জুন ২০২৬

গোপালগঞ্জে ব্রিজ ভেঙে ট্রাক খালে

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩

প্রতিদিন ডেস্ক

গোপালগঞ্জে ব্রিজ ভেঙে খালে পড়ে যায় ট্রাক ও একটি অটোরিকশা। বিচ্ছিন্ন হয় সড়ক যোগাযোগ। এ ছাড়া তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন তিনজন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর-

গোপালগঞ্জ : শহরের পাঁচুরিয়া এলাকায় একটি বেইলি ব্রিজ ভেঙে বালুবোঝাই ট্রাক ও ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক খালে পড়ে গেছে। গতকালের এ ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়েছেন। ব্রিজ ভেঙে যাওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েছেন মানুষ।

চট্টগ্রাম : মিরসরাই উপজেলায় কাভার্ডভ্যানের চাপায় মোহাম্মদ শাকিল (২২) নামে এক বৈদ্যুতিক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের মধ্যম সোনাপাহাড় এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাকিল ওই এলাকার বাসিন্দা। বিষয়টি নিশ্চিত করেন জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মো. শরিফুজ্জামান ভুঁইয়া। **কিশোরগঞ্জ :** পাকুন্দিয়ায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল উপজেলার মির্জাপুর শ্মশানঘাট এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। নিহত রুবেল মিয়া (২৬) চরফরাদী ইউনিয়নের কাহেৎথান্দুল গ্রামের খুরশিদ মিয়ার ছেলে। তিনি সৌদি আরব থেকে ছুটিতে দেশে এসেছিলেন। **কুষ্টিয়া :** দৌলতপুর উপজেলায় মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আতাউর রহমান (৫০) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার রাতে প্রাগপুর ইউনিয়নের মাঠপাড়া এলাকায় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত আতাউর আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের গড়ড়া ফুটানিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১৫ জুন ২০২৬

বজ্রপাতে প্রাণহানি তিনজনের

প্রতিদিন ডেস্ক

বজ্রপাতে গতকাল নেত্রকোনায় দুই জেলে এবং ময়মনসিংহে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিদের খবর- নেত্রকোনা : জেলার পৃথক স্থানে সকালে বজ্রপাতে মাছ ধরতে গিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন মদ্রাসা শিক্ষক নেত্রকোনা সদর উপজেলার আমতলা ইউনিয়নে সাপমারা গ্রামের জামাল মুন্সি (৫৫) এবং সিএনজিচালক কাইলাটি ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামের সবুজ মিয়া (৫৩)। ভালুকা (ময়মনসিংহ) : ভালুকায় বজ্রপাতে ফয়সাল আহাম্মেদ (১৪) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। দুপুরে ভালুকা প্রেস ক্লাবসংলগ্ন মেঘার মাঠ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফয়সাল মুক্তাগাছার বেনীপুর গ্রামের নিজাম উদ্দিনের ছেলে।

যুগান্তর | রোববার ২১ জুন ২০২৬
৭ আষাঢ় ১৪৩৩

ধানমন্ডিতে শিশু গৃহকর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু

হত্যা মামলায় স্ত্রীসহ প্রকৌশলী রিমান্ডে

যুগান্তর প্রতিবেদন

বাসার শিশু গৃহকর্মী রিক্তা মনিকে হত্যা মামলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. সবিবুর রহমান ও তার স্ত্রী নুসরাতকে রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। শনিবার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তাদের আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। পরে তাদের দুদিনের রিমান্ড আদেশ দেন ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইসমাইল। এর আগে শুক্রবার সকালে ধানমন্ডির একটি বহুতল ভবন থেকে পড়ে ১১ বছর বয়সি শিশু গৃহকর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে জিগাতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে তার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

গৃহকর্মী শিশু রিক্তা মনিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে পরিবার। ঘটনার দিন শুক্রবার গৃহকর্তা মো. সবিবুর রহমান ও তার স্ত্রী নুসরাতকে আসামি করে ধানমন্ডি থানায় মামলা করেন শিশুটির বাবা শাহিন আলী। তিনি দাবি করেন—তার মেয়ে ভবন থেকে পড়ে মারা যায়নি। তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, শিশু মৃত্যুর ঘটনায় থানায় হত্যা মামলা হওয়ার পর অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শনিবার তাদের আদালতে পাঠানো হয়। তিনি জানান, শিশুটি হত্যা করা হয়েছে নাকি আত্মহত্যা করেছে, সে বিষয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও তদন্ত শেষে মৃত্যুর সঠিক কারণ বলা যাবে। আমাদের তদন্তের কাজ চলমান রয়েছে।

আয়বহির্ভূত বিপুল সম্পদের মালিক সবিবুর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. সবিবুর রহমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ছিলেন প্রভাবশালী কর্মকর্তা। ছিলেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী কর্নেল জাহিদ ফারুকের অঘোষিত ক্যাশিয়ার। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে অবৈধভাবে কামিয়েছেন কোটি কোটি টাকা। হয়েছেন আয়বহির্ভূত বিপুল সম্পদের মালিক। দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগ থাকার পরও তাকে একের পর এক দেওয়া হয়েছে পদোন্নতি। বিশেষ করে সুনামগঞ্জে পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল ও খুলনায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দায়িত্বে থাকাকালীন সবিবুর রহমান বিপুল সম্পদের মালিক বনে যান। ধানমন্ডিতে যে ফ্ল্যাটে গৃহকর্মীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে—সেটির দাম অন্তত ৫ কোটি টাকা।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ২২ জুন ২০২৬

বজ্রপাতে মনোহরদীতে তিন ছাত্রসহ দুই জেলায় চার মৃত্যু

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

নরসিংদীর মনোহরদীতে অজু করার সময় বজ্রপাতে তিন মাদরাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে আরো এক ছাত্র। পৃথক দুর্ঘটনায় জামালপুরের মাদারগঞ্জে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল রবিবার গোতাশিয়া ইউনিয়নের পাঁচকান্দী দক্ষিণপাড়া মদিনাতুল উলুম মাদরাসা ও এতিমখানায় বজ্রপাতে নিহতরা হলেন কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার চরপাড়া এলাকার বাদল মিয়ার পুত্র জহিরুল ইসলাম (১৫), দেলোয়ার হোসেনের পুত্র আবু রায়হান (১৪) ও ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার কালিবাজার এলাকার আব্দুল কুদ্দুসের পুত্র আবু জাফর (১২)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মাগরিবের নামাজের জন্য অজু করতে বের হয় ছাত্ররা। হঠাৎ অজুখানার ওপর বজ্রপাত ঘটলে চারজন ছাত্র মারাত্মকভাবে আহত হয়। শিক্ষকরা তাদের উদ্ধার করে শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোসতানশির বিল্লাহ বলেন, বজ্রপাতে আহত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত একজনের চিকিৎসা চলছে।

> নিহতরা হলেন কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার চরপাড়া এলাকার বাদল মিয়ার ছেলে জহিরুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেনের ছেলে আবু রায়হান ও ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার কালিবাজার এলাকার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে আবু জাফর

অন্যদিকে মাদারগঞ্জে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে মুসা ফকির (৬০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল উপজেলার বালিজুড়ী ইউনিয়নের উত্তর চরবওলা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল গরুর জন্য মাঠে ঘাস কাটতে যান মুসা ফকির। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।' স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. নাহিদ দুজ্জামান বলেন, 'হাসপাতালে আনার আগেই মুসা ফকিরের মৃত্যু হয়েছিল। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন সোমবার ॥ ২২ জুন ২০২৬

সাভার ও মাদারগঞ্জে বজ্রপাতে চারজনের মৃত্যু

প্রতিদিন ডেস্ক

রাজধানীর সাভার ও জামালপুরের মাদারগঞ্জে বজ্রপাতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকালে তাদের মৃত্যু হয়। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

সাভার : উপজেলার বনগাঁও ইউনিয়নের কোন্ডা গ্রামে জমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন বলিয়ারপুর পাঁচানিপাড়ার দীন ইসলাম (৪৫), দুলাল (৬০) ও আবদুল হক। জানা গেছে, মাঠে কাজ করার সময় গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাতে শরীর ঝলসে তারা ঘটনাস্থলেই নিহত হন। সাভার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে লোক পাঠানো হয়েছে। বিধি অনুযায়ী মারা যাওয়া প্রত্যেকের পরিবারকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হবে।

জামালপুর: মাদারগঞ্জ উপজেলায় গরুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে মুসা ফকির (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার বালিজুড়ী ইউনিয়নের উত্তর চরবওলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গরুর জন্য মাঠে ঘাস কাটতে গেলে বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন মুসা ফকির। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মাদারগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডা. নাহিদুজ্জামান বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ২২ জুন ২০২৬

কাজে যাওয়ার পথেই লাশ হলেন পাঁচ বন্ধু

কাতারে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

- সবাই সিলেটের কানাইঘাটের অধিবাসী
- পরিবারে শোকের মাতম

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট

কাতারে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার ৫ যুবক। গতকাল রবিবার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ১০টায় কাতারের রাজধানী দোহা থেকে আল-শাহানিয়া শহরে কাজের উদ্দেশে যাওয়ার পথে তাদের বহনকারী প্রাইভেট ট্যাক্সি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত হয়। এতে ঘটনাস্থলে চালকসহ ওই ৫ প্রবাসীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। তারা সবাই ছিলেন বন্ধু। এই ঘটনায় কানাইঘাটে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতদের পরিবারে চলছে শোকের মাতম। নিহত গাড়িচালক ভারতীয় নাগরিক।

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন, কানাইঘাটের ঝিঙাবাড়ী ইউনিয়নের আমরপুর গ্রামের মৃত আবদুন নূরের ছেলে জিবাল আহমদ (৩৫), মাঝতালুক গ্রামের সিরাজ উদ্দিনের ছেলে জসিম উদ্দিন (৩৮), আগতালুক গ্রামের সেলিম আহমদের ছেলে মোস্তাক আহমদ (২৭), একই গ্রামের মনা মিয়ার ছেলে জুবের আহমদ (২৮) ও দক্ষিণ বাণীগ্রাম ইউনিয়নের গাছবাড়ী গ্রামের বাহার উদ্দিনের ছেলে কাদির আহমদ (৩৩)। নিহতদের মধ্যে জসিম উদ্দিন ছাড়া অন্য চারজন অবিবাহিত ছিলেন। নিহতদের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, এই ৫ প্রবাসী জীবিকার তাগিদে কয়েক বছর ধরে কাতারে অবস্থান করেছিলেন। প্রতিদিনের মতো রবিবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টায় কাজের উদ্দেশে কাতারের দোহা থেকে একটি প্রাইভেট গাড়িযোগে আল-শাহানিয়া শহরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আল শাহানিয়া শহরের সামাল এলাকায় তাদেরকে বহনকারী গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ

কাজে যাওয়ার পথেই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হারিয়ে মূল সড়ক থেকে ছিটকে পড়ে দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই চালকসহ এবং কানাইঘাটের ওই ৫ যুবক নিহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসন মরদেহগুলো উদ্ধার করে কাতারের একটি হাসপাতালের মর্গে রেখেছে।

নিহত কাদির আহমদের বাবা বাহার উদ্দিন জানান, চার বছর আগে ছেলে পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে কাতারে গিয়েছিল। আগামী মাসে কাদিরের দেশে ফেরার কথা ছিল। এ কথা বলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। নিহত জসিম উদ্দিনের স্ত্রী শাহিনা বেগম জানান, ৩ বছর আগে তার স্বামী কাজের উদ্দেশ্যে কাতার যান। তার আয়-রোজগারের ওপর পরিবার নির্ভরশীল ছিল। এখন দুই শিশু সন্তান নিয়ে কীভাবে বাঁচবেন, এ চিন্তায় আহাজারি করছেন। নিহতদের লাশ সরকারি খরচে দেশে ফিরিয়ে আনাসহ সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তার দাবি জানিয়েছেন নিহতদের স্বজনরা।

এদিকে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জন বাংলাদেশি প্রবাসীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক। গতকাল রোববার এক শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখা আমাদের এই রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের এমন আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমি নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। প্রতিমন্ত্রী জানান, নিহতদের মরদেহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশে ফিরিয়ে আনতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে যথাযথ আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করতে কাতার দূতাবাসের শ্রম উইংকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাকচাপায় ব্যবসায়ী নিহত : যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় ট্রাকচাপায় এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গত শনিবার স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে দাঁড়ানো ছিলেন কবির হোসেন। এ সময় বেপরোয়া গতির একটি ট্রাকের চাপায় ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। কবির হোসেন মৃধা (৫৫) বরিশালের উজিরপুরে দক্ষিণ মোড়াকাঠী গ্রামের মৃত মেছের উদ্দিন মৃধার ছোট ছেলে এবং শিকারপুর শেরে বাংলা কলেজের সাবেক ছাত্রদল নেতা।

সোমবার
২২ জুন ২০২৬
দৈনিক ইত্তেফাক

রাজশাহীতে পুকুর সেচের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

■ **স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী**

রাজশাহীর দুর্গাপুরে পুকুর সেচের জন্য জলমোটরে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুরে উপজেলার যুগিশো গ্রামের আন্ডরার বিলে এই ঘটনা ঘটে। নিহত জাহাঙ্গীর আলম (৩২) যুগিশোর বাসিন্দা। তিনি চুক্তিতে স্থানীয় পল্লিচিকিৎসক শরীফের পুকুর দেখাশোনা করতেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৯ আষাঢ় ১৪৩৩, ২৩ জুন ২০২৬

নিকলীতে বজ্রপাতে চলন্ত নৌকায় মাঝির মৃত্যু

■ **নিকলী (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা**

নিকলীতে বজ্রপাতে বাবুল সরকার (৪৫) নামে এক চলন্ত এক নৌকার মাঝির মৃত্যু হয়েছে। গত রবিবার সন্ধ্যায় ৭টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের শোলাবাইরা চর হাওরে এ ঘটনা ঘটে। তিনি একটি স্টিলবডি নৌকার মাঝি ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাবুল সরকারসহ কয়েকজন একটি স্টিলবডি নৌকায় করে আশুগঞ্জ থেকে ধান বিক্রি করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হলে নৌকায় থাকা অন্য যাত্রীরা পাটাতনের নিচে আশ্রয় নেন। তবে নৌকার মাঝি হওয়ায় বাবুল সরকার নৌকার ওপরেই অবস্থান করছিলেন। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে নৌকার অস্বাভাবিক গতিবিধি দেখে পাটাতনের নিচে থাকা অন্যরা ওপরে উঠে এসে বাবুল সরকারকে নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। নিকলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রেহানা মজুমদার মুক্তি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সময়ের আলো
রোববার। ২১ জুন ২০২৬।

তেল কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ থেকে আগুন

● গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর পুবাইল কলেজগেট মাইজগাঁও এলাকায় একটি তেল উৎপাদনকারী কারখানায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার দুপুরে অটো গ্রিন অয়েল কোম্পানি নামের কারখানাটিতে এ ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিসের ৩টি ইউনিটের কর্মীরা প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। স্থানীয়রা জানান, একই স্থানে অবস্থিত কারখানাটিতে এর আগেও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ২০১৬ সালের ২৩ জানুয়ারি তখনকার স্মার্ট মেটাল অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ নামের কারখানাটিতে বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় ছয়জন শ্রমিক নিহত হন। পরে প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করা হয়। কারখানাটিতে পুরোনো টায়ার প্রক্রিয়াজাত করে তেল উৎপাদন করা হয়। ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুর ২টা ১০ মিনিটের দিকে কারখানার একটি বয়লার বিস্ফোরণের পর আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার সবুজ মিয়া বলেন, বয়লার বিস্ফোরণের কারণে কারখানায় আগুন লাগে। আমাদের ৩টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে।

সোমবার
২২ জুন ২০২৬
দৈনিক ইত্তেফাক

বজ্রপাতে ১১ জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

গতকাল রবিবার ছয় জেলায় বজ্রপাতে ১১ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকার সাভারে তিন জন, নরসিংদীর মনোহরদীতে তিন জন, মানিকগঞ্জের সিংগাইরে দুই জন, জামালপুর মাদারগঞ্জে এক জন, নেত্রকোনার বারহাট্টায় এক জন, টাঙ্গাইলে এক জন রয়েছেন।

ইত্তেফাক রিপোর্টার জানান, ঢাকার সাভারের কোন্ডা এলাকায় সবজিখেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে তিন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার বেলা ৩টার দিকে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন কুটি ব্যাপারী, হীন ইসলাম ও দুলাল। তারা তিন জনই সবজিখেতে কাজ করছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকালে বৃষ্টির মধ্যে তারা সবজি তুলছিলেন। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিন জনই গুরুতর আহত হন। পরে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।

ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ ইমরান হোসেন জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নরসিংদী প্রতিনিধি জানান, মনোহরদীতে ওজু করার সময় বজ্রপাতে তিন মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আরো এক ছাত্র গুরুতর আহত হয়েছে। গতকাল রবিবার মাগরিবের নামাজের সময় উপজেলার পাঁচকান্দি মন্দিনাতুল উলুম মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে।

মৃত শিক্ষার্থীরা হলো জহিরুল হক (১৫), আবু রায়হান (১৪) ও আবু জাফর (১৫)। তাদের বাড়ি কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে। তারা সবাই উক্ত মাদ্রাসায় থেকে লেখাপড়া করত।

শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ মোসতানশির বিল্লাহ বলেন, বজ্রপাতে আহত অবস্থায় হাসপাতালে চার জনকে আনা হলে আমরা তিন জনের মৃত অবস্থায় পাই এবং একজনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, সিংগাইরে বজ্রপাতে একই গ্রামের দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার উপজেলার জামির্তা ইউনিয়নের কাঞ্চনপুর গ্রামে সন্ধ্যার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন কবির হোসেন নেওয়াজ পীর সাহেবের ছেলে এবং শহিদুল ইসলাম মো. রাফির ছেলে।

মাদারগঞ্জ (জামালপুর) সংবাদদাতা জানান, মাদারগঞ্জ উপজেলায় গরুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে মুসা ফকির (৬০) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার বালিজুড়ী ইউনিয়নের উত্তর চর বওলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুসা ফকির ঐ এলাকার মহির উদ্দিনের ছেলে।

বারহাট্টা (নেত্রকোনা) সংবাদদাতা জানান, বারহাট্টা উপজেলার বড়গাঁও গ্রামে মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে জাহাঙ্গীর আলম (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুর আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলার বড়গাঁও গ্রামের আব্দুর রাশিদের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি টাঙ্গাইল জানান, টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার ঝাওয়াল ইউনিয়নের কাহেতা গ্রামে বজ্রপাতে মঙ্গল খান (৫৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ঐ গ্রামের আবদুল রাহিম খানের ছেলে। গতকাল বিকালে বৃষ্টির মধ্যে নিজ ট্রাকটর দিয়ে চাষাবাদ করার সময় বজ্রপাতে মারা যান তিনি।

দৈনিক ইত্তেফাক
২২ জুন ২০২৬

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার গভীর রাত থেকে রবিবার পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ায় পাথরবোঝাই ট্রাক উলটে খাদে পড়ে দুই জন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন—ট্রাকচালক আনিসুর রহমান (৩৫) ও হেলপার রতন আলী (৩৫)। রবিবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার অন্তর্গত বাইপাস সড়ক ও বটতৈল এলাকার মাঝামাঝি এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনা মসজিদ থেকে পাথরবোঝাই ট্রাক ফরিদপুরের উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে কুষ্টিয়া বাইপাস সড়কে পৌঁছার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে উলটে পড়ে ট্রাকটিতে আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে ট্রাকের কেবিন থেকে চালক আনিসের লাশ ও ট্রাকের বোঝাইকৃত পাথরের নিচ থেকে হেলপার রতনের লাশ উদ্ধার করা হয়। কুষ্টিয়া হাইওয়ে থানার ওসি শেখ সেকেন্দার আলি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বাগেরহাট প্রতিনিধি ও ফকিরহাট সংবাদদাতা : বাগেরহাটের ফকিরহাটে খুলনা-মাওয়া মহাসড়কে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মো. তৈয়ব আলী (৫৫) নামে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সকালে উপজেলার পালেরহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফকিরহাট থানার ওসি শেখ সাইফুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করেছে। মরদেহের সুরতহাল সম্পন্ন করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বাসচাপায় আব্বাস আলী নামে এক ট্রাক চালক নিহত হয়েছে। রবিবার সকালে উপজেলার বরদাহ ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঝিনাইদহ হাইওয়ে থানার ওসি মো. জাহানুর আলি জানান, রাস্তা পার হওয়ার সময় কুষ্টিয়াগামী বাসচাপায় তার মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেড তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) সংবাদদাতা : হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক পারাপারের সময় ট্রাকচাপায় সোহেল মিয়া (৪৫) নামে এক সিএনজি অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন। রবিবার ভোরে উপজেলার আউশকান্দি কিবরিয়া চত্বর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শেরপুর হাইওয়ে থানার ওসি মো. আনিছুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৫ জুন ২০২৬

মেহেন্দীগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা ও মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গা সদরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে উপজেলার নবীনগর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তানিশা খাতুন ওই গ্রামের শাহিন আলীর মেয়ে। ইজিবাইকে দেওয়া চার্জের তারে স্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায় তানিশা। জানা যায় প্রতিবেশীর ইজিবাইক চার্জে দেওয়া ছিল। সেখানে খেলছিল তানিশা। চার্জারের তারে লিকেজ থাকায় তানিশা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। তানিশাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে মেহেন্দীগঞ্জের কাজীরহাট থানায় কম্পনযন্ত্রে বিদ্যুতায়িত হয়ে আনোয়ার ব্যাপারী (৪০) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে উপজেলার বিদ্যানন্দপুর ইউনিয়নের চরসোনাপুর গ্রামের মনির বিশ্বাসের বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আনোয়ার ব্যাপারী চরসন্তোষপুর গ্রামের সোবাহান ব্যাপারীর ছেলে। তিনি চুক্তিতে বাড়ি নির্মাণের কাজ করতেন। প্রত্যক্ষদর্শী ফরিদ খান জানান, বুধবার সকালে একটি বাড়ির ছাদ ঢালাই কাজ চলছিল। আনোয়ার ব্যাপারী ভাইব্রেটর যন্ত্র চালু করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতায়িত হন। আনোয়ারকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর | সোমবার ২২ জুন ২০২৬
৮ আষাঢ় ১৪৩৩

কুষ্টিয়ায় ট্রাক উলটে খাদে চালক-সহকারী নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

কুষ্টিয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাথরবোঝাই ট্রাক খাদে উলটে পড়ে চালক ও তার সহকারী নিহত হয়েছেন। রোববার সকালে কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়কের ত্রিমোহনী ও বটতৈল এলাকার মাঝামাঝি স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে আরও পাঁচজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকা ও কুমিল্লায় দুই যুবক, নোয়াখালীতে বৃদ্ধ, হবিগঞ্জে অটোচালক ও বরিশালে ট্রাকচালক রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

কুষ্টিয়া : নিহতরা হলেন—ট্রাকচালক আনিচুর রহমান আনিস এবং তার সহকারী রতন। তাদের বাড়ি ফরিদপুর সদর উপজেলায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ থেকে ট্রাকটি ফরিদপুরে যাচ্ছিল। ওই স্থানে পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে উলটে যায়। দুর্ঘটনার পর ট্রাকটিতে আগুন ধরে যায়।

ঢাকা : ডেমরায় রাস্তা পারের সময় ট্রাকের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার রাতে ডেমরা রোডের মেন্দিপুরে এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত তিনটায় মৃত ঘোষণা করেন।

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) : দাউদকান্দিতে গাড়ি চাপায় অজ্ঞাতনামা যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। রোববার উপজেলা ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) : নবীগঞ্জ উপজেলায় ট্রাকচাপায় অটোরিকশাচালক সোহেল মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। রোববার ভোরে উপজেলার আউশকান্দি কিবরিয়া চত্বর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোহেল কুর্শি ইউনিয়নের কুর্শি গ্রামের জব্বার উল্লাহর ছেলে।

বাবুগঞ্জ (বরিশাল) : ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক আব্বাস বেগ নিহত হয়েছেন। রোববার সকালে ঝিনাইদহ স্টেশনে ট্রাক থামিয়ে চা পান শেষে ট্রাকের দিকে যাওয়ার সময় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় তিনি প্রাণ হারান। আব্বাস বেগ বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলা মাধবপাশা ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য হাসান বেগের ছেলে।

নোয়াখালী (উত্তর) : সেনবাগ উপজেলায় গাড়ির ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। রোববার ভোরে উপজেলার কাবিলপুর ইউনিয়নের সেনবাগ-চৌমুহনী আঞ্চলিক মহাসড়কের আজিজপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সময়ের আলো | বুধবার। ২৪ জুন ২০২৬

সড়কে ঝরল ৫ প্রাণ

● সময়ের আলো ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় কুষ্টিয়ায় ১, বাগেরহাটে ১, ঝিনাইদহে ১, কেরানীগঞ্জে ১ এবং বরিশালে ১ জনসহ সারা দেশে মোট ৫ জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন সময়ের আলোর প্রতিনিধিরা।

বরিশাল : বন্ধুর বিয়েতে অংশ নিতে কুয়েত থেকে ছুটিতে দেশে এসে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন সোহেল ফকির নামে এক প্রবাসী। মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের গৌরনদী উপজেলার খাঞ্জাপুর বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সোহেল ফকির গৌরনদী উপজেলার খাঞ্জাপুর গ্রামের সামু ফকিরের ছেলে। তিনি কর্মসূত্রে কুয়েতে অবস্থান করতেন।

গৌরনদী হাইওয়ে থানার ওসি মোহাম্মদ মোহসিন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পরে মহাসড়কের গোপালপুর এলাকা থেকে ঘাতক তাজবি পরিবহনটি আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, খাঞ্জাপুর গ্রামের খলিল হাওলাদারের ছেলে ও সোহেলের বাল্যবন্ধু ফয়সাল হাওলাদারের বিয়ে গত ১৯ জুন অনুষ্ঠিত হয়। বন্ধুর বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে প্রায় ১০ দিন আগে কুয়েত থেকে দেশে ফেরেন সোহেল।

নিহতের স্বজন পান্নু মৃধা বলেন, মঙ্গলবার দুপুরে সোহেল তার মোটরসাইকেলটি পার্কিং করে মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় বরিশাল থেকে ঢাকাগামী দ্রুতগতির তাজবি পরিবহনের বাস তাকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার পর বাসটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এতে সোহেল গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন | বুধবার ॥ ২৪ জুন ২০২৬

সড়কে কলেজ ছাত্রীসহ নয়জনের প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন এলাকায় গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় এক কলেজছাত্রীসহ নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর– **ব্রাহ্মণবাড়িয়া :** দুপুরে নবীনগরের শিবপুর ইউনিয়নের ওয়ারুক এলাকায় দুই অটোরিকশার সংঘর্ষে ধন মিয়া (৭০) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ সময় অটোরিকশা চালকসহ আরও দুজন আহত হন। নিহতের বাড়ি উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের আটিয়ারা গ্রামে। এদিকে বিকালে বিজয়নগরে ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় রাসেল মিয়া নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। **নোয়াখালী :** গতকাল রাত ৮টার দিকে কবিরহাট সড়কের সোনাপুর– কবিরহাট সড়কে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে দুই মোটরসাইকেল আরোহী জিহাদ হোসেন (২০) এবং তারেক রহমান ওরফে শিবলু (১৬) নিহত হয়েছেন। **বরিশাল :** গৌরনদীতে মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রবাসী বাসের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন। দুপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গৌরনদী উপজেলার খাঞ্জাপুর বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সোহেল ফকির (২৪) উপজেলার খাঞ্জাপুর গ্রামের সামু ফকিরের ছেলে। তিনি কুয়েতপ্রবাসী ছিলেন। **চট্টগ্রাম :** চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া চুনতি পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে সুমাইয়া জান্নাত (১৯) নামে এক কলেজছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন। **জয়পুরহাট :** সকালে পাঁচবিবির উপজেলার লাঙ্গলহাটি এলাকায় পণ্যবাহী ট্রাকের চাপায় রাশেদুল ইসলাম জনি (৪২) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। **কুষ্টিয়া :** ভেড়ামারা উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ট্রাকের সহকারী মনির হোসেন (২১) নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন।

ঝিনাইদহ : ঝিনাইদহে ট্রাক্টর-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে কামরুজ্জামান (৪০) নামে এক ইজিবাইক যাত্রী নিহত হয়েছেন।

NEW AGE
THURSDAY, JUNE 25, 2026

3 killed in Feni, Gopalganj road accidents

Staff Correspondent

AT least three people were killed and two others injured in separate road accidents in Feni and Gopalganj districts on Wednesday.

United News of Bangladesh reported that two people were killed and two others injured after a pick-up crashed into a roadside tree in the Mohammad Ali Bazar area of Feni Sadar upazila.

The deceased are Mir Hossain, 45, of Madhyom Kachar area under Dharmapur union in the upazila, and Ahsanul Haque, 15, son of Siddiqur Rahman, pickup driver, of Sikderkhil village in Fatikchhari upazila of Chattogram district.

Witnesses said the pick-up was heading towards Chattogram when the driver – Siddiqur Rahman – lost control due to excessive speed, causing it to hit two pedestrians, including Mir Hossain, before crashing into a tree beside the highway.

The accident left four people, including the father-son, injured. They were taken to Feni 250-bed General Hospital, where doctors declared Mir Hossain and Ahsanul Haque dead on arrival.

One of the injured was receiving treatment at the hospital, while driver Siddiqur Rahman was given primary treatment.

Officer-in-charge of Mahipal Highway police station Asadul Islam said the bodies were sent to hospital morgue for autopsy and the pickup was seized.

Bangladesh Sangbad Sangstha reported that a man was killed in a road accident in Pona Bus Stand area under Kashiani upazila of Gopalganj in the morning.

The deceased is Shahid Madbor, 32, son of Rustam Madbor from Uttar Kandi village in Nagarkanda upazila of Faridpur district.

The accident occurred at around 5.30am on the Dhaka-Khulna highway when a speeding unidentified vehicle hit a locally made vehicle, leaving its passenger Shahid Madbor died on the spot.

Vatiajhora Highway police station OC Rokunuzzaman confirmed the matter.

Highway police recovered the body and completed legal procedures before handing it over to the family, the police officer added.

প্রথম আলো
বুধবার, ২৪ জুন ২০২৬, ১৫

কলেজছাত্রীসহ ৩ জেলায় নিহত ৩

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কলেজছাত্রী। অপর দুজন ট্রাকচালক ও মোটরসাইকেল আরোহী।

সুরাইয়া জান্নাত

গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি বাজার এলাকায় মহাসড়কে সকালে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হন কলেজছাত্রী সুরাইয়া জান্নাত (২০)। তিনি বাঁশখালী উপজেলার পুঁইছড়ি ইউনিয়নের আরব শাহ ঘোনাপাড়া জমিদারবাড়ি এলাকার আরিফুল রহমানের মেয়ে। তিনি চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজের স্নাতকের শিক্ষার্থী ছিলেন।

দোহাজারী হাইওয়ে থানার ওসি সালাহ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, দুই বাসের চালক পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার খাসপুর এলাকায় মহাসড়কে দুপুরে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয় কিশোর ফয়সাল মিয়া (১৭)। সে উপজেলার পুটিয়া ইউনিয়নের ইটাখোলা এলাকার রড-সিমেন্ট ব্যবসায়ী জহিরুল হকের ছেলে।

ভোলার লালমোহন উপজেলার চর উমেদ এলাকায় দুপুরে পুরোনো লোহার সেতু ভেঙে একটি বালুভর্তি ট্রাক খালে পড়ে যায়। এতে ট্রাকচালক নিহত ও তাঁর সহকারী আহত হন। সেতু ধসে পড়ায় সেখানকার দুই গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের চলাচলের যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

নিহত ট্রাকচালক নাঈম (২৫) লালমোহনের ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের মো. ফরিদের ছেলে। তাঁর সহকারী আহত আলামিনের (১৪) বাড়িও একই এলাকায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১০ আষাঢ় ১৪৩৩, ২৪ জুন ২০২৬

ধামরাইয়ে উচ্ছেদ অভিযানে বাধা, ইটের আঘাতে এক্সকাভেটর চালক আহত

■ ধামরাই (ঢাকা) সংবাদদাতা

ঢাকার ধামরাইয়ে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা, ধাওয়া-পালটা ধাওয়া ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। ঢুলিভিটা (সাবেক হুলীভিটা) এলাকায় অবৈধ দখলদার ও ব্যবসায়ীদের ইটের আঘাতে উচ্ছেদ কাজে ব্যবহৃত এক্সকাভেটর চালকের মাথা ফেটে রক্তাক্ত জখম হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে উচ্ছেদ অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত করতে বাধ্য হয় প্রশাসন।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ধামরাই পৌরসভার ব্যস্ততম ঢুলিভিটা এলাকার স্নোটেক্স সংলগ্ন ও আমিন মডেল টাউন কাঁচাবাজার সড়কে এই ঘটনা ঘটে।

মানিকগঞ্জ সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ধামরাইয়ের ঢুলিভিটা এলাকার মহাসড়ক ও সংযোগ সড়কের দুই পাশ দীর্ঘ দিন ধরে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ও ব্যবসায়ী অবৈধভাবে দখল করে রেখেছিল। গড়ে তোলা হয়েছিল স্থায়ী-অস্থায়ী অসংখ্য দোকানপাট ও স্থাপনা, যার ফলে নিত্যদিন লেগে থাকত তীব্র যানজট। এই অবৈধ স্থাপনাগুলো নিজ দায়িত্বে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সওজয়ের পক্ষ থেকে সাত দিন আগে সংশ্লিষ্ট দোকান মালিক সমিতিকে চূড়ান্ত নোটিশ দেওয়া হয়।

তবে নোটিশের নির্ধারিত সময় পার হলেও দখলদাররা জায়গা খালি না করায় গতকাল দুপুরে ধামরাই উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেদওয়ান আহমেদ রাফির নেতৃত্বে একটি ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযানে নামে। এ সময় বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং সওজয়ের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলো
বুধবার, ২৪ জুন ২০২৬, ১৫

কাঁঠাল পড়ে মালির মৃত্যু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল চত্বরে গাছ থেকে মাথায় কাঁঠাল পড়ে ছিয়াকুল ওরফে উজ্জ্বল (৩৮) নামের এক মালির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে রোকেয়া হলের প্রভোস্ট বাংলোর বাগানে গাছ থেকে কাঁঠাল পাড়তে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় ছিয়াকুলকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বেলা ১১টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ছিয়াকুল নড়াইলের কালিয়া উপজেলার দেবদুন গ্রামের রয়জুলের ছেলে। তাঁর সহকর্মী সুনীল চৌহান বলেন, সকালে তাঁরা হলের বাগানের একটি গাছ থেকে কাঁঠাল পাড়ছিলেন। এ সময় ছিয়াকুল টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে বাঁশের সাহায্যে একটি কাঁঠাল পাড়ার চেষ্টা করেন। ওই কাঁঠাল পাশের আরেকটি গাছের কাঁঠালে আঘাত করলে সেটি ছিটকে তাঁর মাথার ওপর পড়ে। এতে মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। পরে দ্রুত তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলেও চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১১ আষাঢ় ১৪৩৩, ২৫ জুন ২০২৬

ঘুমধুম সীমান্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আবারও মাইন বিস্ফোরণ, কৃষিশ্রমিক আহত

■ আবদুর রশিদ, নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) সংবাদদাতা

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী ঘুমধুম ইউনিয়নের তালুকিয়া এলাকায় আবারও ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে একটি কলাবাগানে কাজ করার সময় মাইন বিস্ফোরণে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে একই এলাকায় একাধিক মাইন বিস্ফোরণের ঘটনার পর নতুন এই দুর্ঘটনা সীমান্তবর্তী জনপদে আতঙ্ক ও উদ্বেগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

স্থানীয় সূত্র ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিজিবি) সূত্রে জানা গেছে, কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের (৩৪ বিজিবি) হাতুরানী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার তালুকিয়া নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। আন্তর্জাতিক সীমান্তের ৪১ নম্বর মেইন পিলার থেকে প্রায় এক কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং হাতুরানী বিওপি থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটি কলাবাগানে কাজ করার সময় হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই আহত হন স্থানীয় বাসিন্দা মো. শফি আলম (৩০)।

আহত শফি আলম নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার রেজুয়ামতলী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মো. হালু মিয়ার ছেলে। বিস্ফোরণের পর স্থানীয় লোকজন ও স্বজনরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে একটি ডাম্পার গাড়িযোগে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যান। তার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত জানা না গেলেও আহতের চিকিৎসা চলছে বলে স্থানীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৬ জুন ২০২৬

নীলফামারীতে ট্রেনে কাটা পড়ে এক জন নিহত

■ সৈয়দপুর (নীলফামারী) সংবাদদাতা

নীলফামারীতে ট্রেনের ধাক্কায় এক জন ট্রলিচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার বাঙ্গালীপুর ইউনিয়নের লক্ষণপুর পশ্চিমপাড়া রেলগেটবিহীন ক্রসিংয়ে ঐ দুর্ঘটনাটি ঘটে। দিনাজপুরের পার্বতীপুর থেকে ছেড়ে আসা একটি খালি রেলইঞ্জিনের ধাক্কায় ইটবোঝাই ট্রলি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই নিহত হন চালক।

সৈয়দপুর রেলওয়ে থানার ওসি জুলফিকার আলী জানান, ঘটনাস্থল থেকে ট্রলি ও নিহত ব্যক্তিকের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ২৬ জুন ২০২৬
১২ আষাঢ় ১৪৩৩

ফুলবাড়িয়ায় বজ্রপাতে প্রাণ হারালেন ছাত্রী ও কৃষক

সাঁথিয়া ও গোপালপুরে আরও ২ নারীর মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

বজ্রপাতে ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় প্রাণ হারালেন কলেজছাত্রী ও কৃষক। এছাড়া পাবনার সাঁথিয়া ও টাঙ্গাইলের গোপালপুরে আরও দুই নারীর মৃত্যু। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান :

ফুলবাড়িয়ায় বজ্রপাতে কলেজছাত্রী ও কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। পুটিজানা ইউনিয়নের দেবগ্রাম এবং কালাদহ ইউনিয়নের নিজপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, দেবগ্রামের ঝুটন চনময় সেনের মেয়ে তুলী রানী সেন বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় হালকা বৃষ্টিতে হঠাৎ বজ্র পাতে তুলী রানী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরিবারের লোকজন তাকে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তুলি ফুলবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। একই সময়ে নিজপাড়া গ্রামের কৃষক আব্দুল খালেক স্থানীয় বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ বজ্র পাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সাঁথিয়ায় ঝড়-বৃষ্টির সময় আম কুড়াতে গিয়ে বজ্রপাতে খুশি খাতুন নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। বহলবাড়িয়া গ্রামে বৃহস্পতিবার এ ঘটনা ঘটে। খুশি বহলবাড়িয়া গ্রামের ইকরাম ডেকোরেটরের স্ত্রী। ঘটনার দিন দুপুরে হঠাৎ দমকা হাওয়া ও ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় খুশি বাড়ির পাশের একটি আম গাছের নিচে আম কুড়াতে যায়। এ সময় বজ্র পাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

গোপালপুরে বজ্রপাতে কল্পনা বেগম নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আলমনগর দক্ষিণপাড়ায় বুধবার বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি ওই এলাকার কৃষক আইয়ুব আলীর স্ত্রী।

যুগান্তর
রোববার ২৮ জুন ২০২৬

চট্টগ্রামে পৃথক ঘটনা

সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে গিয়ে লাশ ৪ শ্রমিক

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামে পৃথক ঘটনায় সেপটিক ট্যাংকের বিষাক্ত গ্যাসে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। নির্মাণাধীন ভবনের ট্যাংকে কাজ করতে নেমে তারা প্রাণ হারান। শুক্রবার নগরীর ডবলমুরিং এবং রাউজান উপজেলায় এসব ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলেন—ডবলমুরিংয়ের মোহাম্মদ সাকিব ও হৃদয় মিয়া এবং রাউজানের প্রদীপ দাশ ও সমীরণ দাশ।

জানা যায়, ডবলমুরিং থানার ধনিয়ালাপাড়া এলাকায় জাকির ম্যানশনের পাশে নির্মাণাধীন ভবনের ওয়াটার রিজার্ভ ট্যাংকের সেন্টারিং খুলতে দুজন ভেতরে নামেন। ট্যাংকের ভেতরে জমে থাকা গ্যাসে তারা অচেতন হয়ে পড়েন। অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। সাকিব ও হৃদয়ের বাড়ি নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে।

এদিকে, রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের চৌধুরীহাট ঝিকুটিপাড়া রতন ডাক্তারের নির্মাণাধীন বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে নেমেন প্রদীপ ও সমীরণ। সেপটিক ট্যাংকে জমে থাকা গ্যাসে প্রথমে প্রদীপ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করতে নামা সমীরণও গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের টিম তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। মৃত প্রদীপের বাড়ি রাউজান নোয়াপাড়া ইউনিয়নের কচুখাইন এলাকায়। আর সমীরণের বাড়ি বোয়ালখালী উপজেলার কদুরখিল এলাকায়।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ৩০ জুন ২০২৬।

বজ্রপাতে মৃত্যু

● হিলি প্রতিনিধি

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার বুলাকিপুর ইউনিয়নে মাঠে কাজ করার সময় হঠাৎ বজ্রপাতে কামরুল ইসলাম (৩২) নামে একজন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দুপুরে উপজেলার ১নং বুলাকিপুর ইউনিয়নের বলগাড়ী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। বজ্রপাতে নিহত কামরুল ইসলাম চন্ডিদাসপুর গ্রামের দিলদার রহমানের ছেলে।

সংবাদ
মঙ্গলবার ১৬ আষাঢ় ১৪৩৩
Tuesday 30 June 2026

ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল মোটরসাইকেল আরোহীর

প্রতিনিধি, বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে ওভারটেক করার সময় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালো মো. জাবেদ (১৯) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী।

গত রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার কধুরখীল জামতল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জাবেদ উপজেলার চরণদ্বীপ ইউনিয়নের ৭ নাম্বার ওয়ার্ডের হাজী মকবুল আহমদ বাড়ির প্রবাসী মো. সেলিমের ছেলে। জাবেদ নগরীর একটি মেকানিক্যাল কোম্পানিতে কাজ করতো বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কালুরঘাটমুখী বালুবাহী ট্রাককে পেছন থেকে ওভারটেক করে আসা একটি মোটর সাইকেল হঠাৎ রাস্তায় পড়ে যায়। এসময় ট্রাকের পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল চালক জাবেদ ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ সময় তার সঙ্গে থাকা আরেক আরোহীও আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ট্রাক চালক ঘটনাস্থলে ট্রাকটি রেখে পালিয়ে যান। বোয়ালখালী থানার ওসি মো. মোজাফফর হোসেন বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১২ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Friday 26 June 2026

হবিগঞ্জে ট্রাক-পিকআপ-অটোরিকশার ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১

প্রতিনিধি, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জের ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ট্রাক, পিকআপ ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার ত্রিমুখী সংঘর্ষে মো. কাউসার মিয়া (৩২) নামে পিকআপচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত দুজন আহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সুতাং ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মো. কাউসার মিয়া নরসিংদী জেলার বেলাবো থানার ভাটেরচর এলাকার মৃত মুতি মিয়ার ছেলে।

শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি শুভ রঞ্জন চাকমা গণমাধ্যমকে জানান, ঢাকামুখী একটি মুরগিবাহী পিকআপের সঙ্গে সিলেটগামী শাহ সিমেন্ট কোম্পানির একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। এ সময় একটি অটোরিকশাও দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনায় পিকআপটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং এর চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। অন্যদিকে শাহ সিমেন্টের ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশের নিচু স্থানে পড়ে যায়।

পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও পিকআপ জব্দ করে শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার হেফাজতে নেয়া হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার পরও মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৫ আষাঢ় ১৪৩৩, ২৯ জুন ২০২৬

৩০ জুন ২০২৬

বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল চার প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। গত রবিবার ও গতকাল সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় ইটবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খাদে পড়ে দুই জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার তিনলাখপীর-চারগাছ সড়কের বাদৈর ইউনিয়নের মান্দারপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন জেলার সরাইল উপজেলার বৈশামুড়া এলাকার আরব মিয়ার ছেলে মাসুক মিয়া (১৮) ও একই এলাকার ফরহাদ মিয়া ছেলে আরমান মিয়া (১৭)। তাদের লাশ জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ দুর্ঘটনায় ট্রাকের চালক ও হেলপার আহত হয়েছে। কসবা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রহিম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাত থেকে রবিবার পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

চকরিয়া (কক্সবাজার) সংবাদদাতা : চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়ায় মাইক্রোবাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরেক জন। তিনি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রবিবার সকাল ৯টার দিকে চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ইউনিয়ন বানৌজা সড়কে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মোহাম্মদ মাহবুব (২৮) ও মোহাম্মদ রাসেল (২৫)। চকরিয়া থানার ওসি মনির হোসেন বলেন, নিহতদের প্রাথমিক সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। পরিবারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ দুটি হস্তান্তর করা হয়েছে।

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) সংবাদদাতা : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার দাউদকান্দিতে বাসের ধাক্কায় আনুমানিক ৬০ বছর বয়সি এক অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। রবিবার সকাল ১০টার দিকে মহাসড়কের ধীতপুরধ নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ওসি ইকবাল বাহার মজুমদার বলেন, নিহত বৃদ্ধার পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তার পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

গোদাগাড়ী (রাজশাহী) সংবাদদাতা : রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে যাত্রীবাহী বাস ও ইঞ্জিনচালিত ভটভটির মুখোমুখি সংঘর্ষে মোয়াজ্জেম হোসেন (৩৫) নামে ভটভটি চালক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় ঢাকা কোচের চালক সুজন আলী (৪০) গুরুতর আহত হয়েছেন। রবিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের সিএনবি নামক স্থানে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। গোদাগাড়ী মডেল থানার ওসি আতিকুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন দুটি জব্দ করেছে এবং মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করেছে। এই বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নরসিংদী প্রতিনিধি : নরসিংদীর পলাশে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় সায়েম মিয়া (১৭) নামে এক তরুণ নিহত হয়েছে। শনিবার রাতে উপজেলার ডাংগা বকুলতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পলাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহেদ আল মামুন জানান, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৩০ জুন ২০২৬
১৬ আষাঢ় ১৪৩৩

বদরগঞ্জে বিলে মাছ ধরতে গিয়ে প্রাণ হারালেন যুব

ঘোড়াঘাটে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

বদরগঞ্জে বিলে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে প্রাণ হারিয়েছেন যুবক। ঘোড়াঘাটে মাঠে কৃষিকাজের সময় কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। পাথরঘাটায় বজ্রপাতে তালগাছে আগুন নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **রংপুরের বদরগঞ্জে** বজ্রপাতে ফেরদৌস আলী (২২) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার ভোরে দিলালপুর ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের মতে, ভোরে বাড়ির পাশে বিলে মাছ ধরতে গিয়ে বৃষ্টির সময় বজ্রাঘাতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। **বরগুনার পাথরঘাটায়** বজ্রপাতে ৫০ ফুট উঁচু তালগাছে আগুন লাগা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। পরে অবশ্য বৃষ্টিতে ওই আগুন নিভে যায়। সোমবার বিকালে পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ওই ঘটনা ঘটে। **দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটের** ১নং বুলাকিপুর ইউনিয়নের মাঠে কৃষিকাজের সময় বজ্রপাতে মো. কামরুল (৩২) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আরও দুই কৃষক আহত হয়েছেন। সোমবার চন্ডিদাসপুর হরিপুর গ্রামের মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. কামরুল বলগাড়ী চন্ডিদাসপুর গ্রামের দিলদার রহমানের ছেলে। আহতরা হলেন, ইনসান আলীর ছেলে নুরনবী ও হায়দায় আলীর ছেলে গোলজার রহমান।

যুগান্তর
রোববার ২৮ জুন ২০২৬
১৪ আষাঢ় ১৪৩৩

বকশীগঞ্জে বন্যহাতির আক্রমণে প্রাণ গেল কাঠ শ্রমিকের

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের বকশীগঞ্জের গারো পাহাড়ে ভারতীয় বন্যহাতির আক্রমণে জয়নাল মন্ডল (৬৫) নামে এক কাঠ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে ভারতীয় সীমান্তসংলগ্ন ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের সোমনাথপাড়া এলাকার ১০৮৮ নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছে এ ঘটনা ঘটে। শনিবার দুপুরে বনবিভাগ তার লাশ উদ্ধার করে। নিহত জয়নাল মন্ডল ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের মির্ধাপাড়া গ্রামের মৃত অনিজ মন্ডলের ছেলে। পরিবার জানায়, শুক্রবার দুপুরে লাকড়ি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাহাড়ে যান তিনি। রাতে বাড়ি না ফেরায় স্বজনরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। শনিবার সকালে বনবিভাগের লোকজন পাহাড়ে তার লাশ দেখতে পেয়ে পরিবারকে খবর দেয়। বনবিভাগের বালিঝুড়ি রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. সুমন মিয়া জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শুক্রবার রাত ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে বন্যহাতির আক্রমণে তার মৃত্যু হয়েছে।

যুগান্তর | সোমবার ১ জুন ২০২৬
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

ছয় দিনে ১৪ জেলায় ২৮ খুন ও লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

দেশের ১৪ জেলায় ২৮ খুন ও লাশ উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। ২৬ মে মঙ্গলবার থেকে রোববার পর্যন্ত এসব ঘটনা ঘটে। নিহত ও লাশ উদ্ধারের মধ্যে খুলনায় একই পরিবারের তিনজন, মানিকগঞ্জে মা-ছেলেসহ তিনজন, সুনামগঞ্জের দিরাই ও শাল্লায় চারজন, নাটোরে কৃষক ও নলডাঙ্গায় যুবক, নোয়াখালীতে দুজন, টাঙ্গাইলে রিকশাচালক ও কালিহাতীতে ব্যবসায়ী, বরিশালে তিনজন, পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় দুজন, চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় দিনমজুর ও আলমডাঙ্গায় কৃষক, রংপুরের পীরগঞ্জে একজন, চাঁদপুরের কচুয়ায় বৃদ্ধ, সিলেটে যুবক, বাগেরহাটের রামপালে সাবেক যুবলীগ নেতা এবং কিশোরগঞ্জে যুবক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

খুলনা : খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গায় একটি ভাড়া বাসা থেকে একই পরিবারের তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সন্ধ্যায় দারুল আমান মসজিদ গলির শরিফুল ইসলামের বাসা থেকে লাশগুলো উদ্ধার করা হয়। নিহতরা হলেন বেবি বেগম, তার নাতি মুস্তাকিম ও শামিম। স্থানীয়দের ধারণা, বেবির দ্বিতীয় স্বামী রফিকুল ইসলাম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে পালিয়ে থাকতে পারে। ঘরে খাটের নিচ থেকে বেবি বেগম, ট্রাঙ্কের ওপর থেকে নাতি শামিম এবং ওয়ারড্রবের ভেতর থেকে মুস্তাকিমের লাশ উদ্ধার করা হয়। সোনাডাঙ্গা থানা পুলিশ জানিয়েছে, একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রধান সন্দেহভাজন রফিকুলসহ অন্য অপরাধীদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান চলছে।

মানিকগঞ্জ : মানিকগঞ্জে শনিবার রাতে পৃথক ঘটনায় মা-ছেলেসহ তিনজন খুন হয়েছেন। এর মধ্যে পূর্বশত্রুতার জেরে সদর উপজেলার উত্তর পুটাইল গ্রামে সজিব হোসেন নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। শনিবার গভীর রাতে সজিব উত্তর পুটাইল এলাকার কৃষ্ণনগর এলাকায় বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। রাত দেড়টার দিকে পূর্ব শত্রুতার জেরে পার্শ্ববর্তী বালিয়াবিল ও কৃষ্ণনগর এলাকার শতাধিক ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র নিয়ে সেখানে হামলা চালায়। হামলাকারীরা সজিবকে কুপিয়ে হত্যা নিশ্চিত করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, সজিবের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও মাদকসংক্রান্ত একাধিক মামলা ছিল।

এর কয়েক ঘণ্টা আগে মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলায় পারিবারিক বিরোধের জেরে বড় ভাইয়ের স্ত্রী ও দুই বছর বয়সি ভাতিজাকে কুপিয়ে হত্যা করে ছোট ভাই। হত্যার পর অভিযুক্ত ইউসুফ আলী পালিয়ে গেছে। দৌলতপুর উপজেলার বাচামারা ফকিরপাড়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। নিহতরা হলেন আব্দুস ছালামের স্ত্রী আমেনা ও তাদের ছেলে আসওয়াদ।

দিরাই (সুনামগঞ্জ) : ঈদের আগের দিন পূর্ব বিরোধের জেরে শাল্লা উপজেলার ইছাকপুর গ্রামের সাইদুর রহমান ও আওয়াল নূর গ্রুপের লোকজনের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পায়েল মিয়া এবং আছেরা বেগম নিহত হন। দিরাই পৌরসভায় নতুন বাগবাড়িতে

ছয় দিনে ১৪ জেলায় ২৮ খুন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মিতা বেগম নামে এক তরুণীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার শিশুদের ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষে সাদির মিয়া নামের এক যুবক নিহত হন।

নাটোর : নাটোর সদর উপজেলার হয়বতপুর এলাকায় নাটোর-ঢাকা মহাসড়কের পাশ থেকে শুক্রবার রজব আলী নামের এক কৃষকের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। নাটোরের নলডাঙ্গায় শুক্রবার পুকুর থেকে মিলন হোসেনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি উপজেলার ব্রহ্মপুর হাজিপাড়া গ্রামের বাবলু মিয়ার ছেলে।

নোয়াখালী (উত্তর) : নোয়াখালীতে শনিবার রাতে পৃথক ঘটনায় কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় নিহতরা হলেন ব্যবসায়ী কামাল উদ্দিন ও জোবায়ের হোসেন ওরফে রাকিব। শনিবার রাতে জেলার সদর ও বেগমগঞ্জে খুনের ঘটনা দুটি ঘটে। কামাল উদ্দিন জেলা সদরের লচি সর্দার বাড়ির মৃত সোলেমানের ছেলে। রাকিব বেগমগঞ্জের খানপুর গ্রামের ভোলা গাজী বাড়ির হানিফের ছেলে।

টাঙ্গাইল ও কালিহাতী : টাঙ্গাইলে নিখোঁজের সাত দিন পর অটোরিকশা চালক আরিফের লাশ সিরাজগঞ্জের যমুনা নদী থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার লাশটি উদ্ধার করা হয়। কালিহাতীতে নিখোঁজের দুই দিন পর বিল থেকে তোফাজ্জল নামের এক ব্যবসায়ীর বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ২৬ মে তার নিজ বাড়ির পাশে বৌলা বিল থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। তোফাজ্জল সরাগী গ্রামের মৃত মোতালেবের ছেলে।

মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) : পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার দক্ষিণ আমড়াগাছিয়া গ্রামের সাগর হাওলাদার ও আবদুর রশিদ বেপারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে বাড়ির পাশ থেকে সাগরের ও একটি মাদ্রাসার বারান্দা থেকে রশিদের লাশ উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা ও দামুড়হুদা : দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার শ্যামপুর গ্রামে মাহাবুল নামের দিনমজুরের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার দর্শনা শ্যামপুর কবরস্থানের পাশের একটি বাঁশঝাড় থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি শ্যামপুর গ্রামের আশাদুলের ছেলে।

এদিকে আলমডাঙ্গায় গাছের সঙ্গে রশি পেঁচানো অবস্থায় কৃষক বখতিয়ার হোসেনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ২৮ আলমডাঙ্গা উপজেলার এনায়েতপুর-আঠারোখাদা গ্রামের মাঠ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

পীরগঞ্জ (রংপুর) : রংপুরের পীরগঞ্জে বড় ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে চাচা বকুলের হাতে খুনের শিকার হয়েছেন ভাতিজা আশিকুর রহমান। তিনি বগেরবাড়ী গ্রামের মামুনুর রশিদ সাজুর ছেলে। শনিবার একই গ্রামে ঘটনাটি ঘটে।

কচুয়া (চাঁদপুর): নিখোঁজের দুদিন পর নুরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানার একটি বিল থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করা হয়। তার গ্রামের বাড়ি কচুয়া উপজেলার তুলপাই গ্রামে।

কিশোরগঞ্জ : কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে হাত-পা বেঁধে দুই ছোট ভাইকে আটকে রেখে বড় ভাইকে বল্লমের আঘাতে নদীতে ফেলে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। ২৬ মে উপজেলার মুশুরিয়া এলাকার ঘোড়াউত্রা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাইদুর রহমান মিঠামইন উপজেলার ধলাই গ্রামের ফুল মিয়ার ছেলে। নদীতে মাছ ধরার সময় মুখোশধারী চারজন অজ্ঞাত ব্যক্তি বল্লম ও দা নিয়ে তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।

বাগেরহাট : রামপালে দুর্বৃত্তের হামলায় নিহত ইখলাস গাজী সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ছিলেন। শনিবার রামপাল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

বরিশাল : বিগত পাঁচ দিনে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলায় তিনজন খুনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার মাছুয়াখালী গ্রামে তাজুল ইসলাম নামে এক কিশোরকে বিয়ে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার এ ঘটনা ঘটে।

সিলেট : সিলেট নগরীর রায়নগর দপ্তরিপাড়া এলাকায় পূর্বশত্রুতার জেরে প্রকাশ্য দিবালোকে বন্ধুর হাতে বন্ধু খুনের ঘটনা ঘটেছে। রোববার ঘটনাটি ঘটে। নিহত জুয়েল ময়মনসিংহের গৌরীপুর থানার বাসিন্দা। অভিযুক্ত হাবিলকে আটক করেছে পুলিশ।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১ জুন ২০২৬

বিকাশের টাকা উত্তোলন নিয়ে সংঘর্ষে পিকআপ হেলপার নিহত

■ সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে পিকআপ চালকের সঙ্গে সংঘর্ষে হেলপার নিহত হয়েছেন। নিহত হেলপারের নাম ইমন হাসান (১৮)। এ ঘটনায় পিকআপ চালক এখলাসউদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঈদের আগের দিন বুধবার রাতে উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের খিদিরপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ইমন হাসান সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ইসদাইর এলাকার দুলাল মিয়ার ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, পিকআপ চালকের বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে ৮ হাজার ৫০০ টাকা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে চালক এখলাসউদ্দিন ও হেলপার ইমনের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এতে গুরুতর আহত হন ইমন হাসান। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ইমনকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে পিকআপ চালক এখলাস উদ্দিনকে গ্রেফতার করে।

সোনারগাঁও থানার ওসি গোলাম সারোয়ার বলেন, নিহত ও গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি পাশাপাশি থাকতেন। গাড়ির আয়-ব্যয় সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের জেরে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর
সোমবার ১ জুন ২০২৬

পল্টনে হোটেল থেকে বাবুর্চির লাশ উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন ও ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর পল্টন এলাকার একটি আবাসিক হোটেল থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুভ্র রোজারিও (২৮) নামে ওই ব্যক্তি হোটেলের বাবুর্চি ছিলেন। পল্টন থানার উপপরিদর্শক এসআই মো. নুরুজ্জামান এ তথ্য জানান।

এসআই মো. নুরুজ্জামান বলেন, রোববার বিকালে সংবাদ পেয়ে হোটেলের ৫১৮ নম্বর রুম থেকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা বলে মনে হলেও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ বলা যাবে।

গাজীপুর কালীগঞ্জের সাইতান গ্রামের মৃত রঞ্জন রোজারিও'র ছেলে শুভ্র রোজারিও। তিনি পল্টনে ক্যাপিটাল আবাসিক হোটেলেই থাকতেন।

সমকাল ▪ সোমবার ▪ ১ জুন ২০২৬

১৮ জেলায় ২৬ জনকে হত্যা

▪ স্বজন, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

▪ খুলনায় নানি ও দুই নাতির মরদেহ ঘরে

▪ তিন গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ, হত্যার অভিযোগ স্বজনের

▪ সমকাল ডেস্ক

ঈদুল আজহার ছুটিতে দেশের ১৮ জেলায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ২৬ জন। এদের কেউ পারিবারিক বিরোধে, কেউ পাওনা টাকার জন্য, আবার কেউ জমি নিয়ে বিরোধের জেরে নিহত হয়েছেন। কয়েকটি ঘটনায় হত্যাকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি। একই সময়ে চারজনের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর তিনটি ঘটনাকেই হত্যাকাণ্ড হিসেবে অভিযোগ করেছেন স্বজনরা।

বন্ধুর হাতে খুন

সিলেট নগরীর রায়নগর দপ্তরীপাড়ায় গতকাল রোববার সকালে বন্ধুর হাতে নিহত হয়েছেন জুয়েল আহমদ (২৬)। তিনি ময়মনসিংহের গৌরীপুর থানাধীন ভেরা গ্রামের বাসিন্দা হলেও থাকতেন রায়নগর দপ্তরীপাড়ার সাকেরের কলোনিতে। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন তাঁর বন্ধু মো. হাবিল। তিনি সিলেট নগরীর শাহপরাণ (রহ.) থানার বালুচর জোনাকী আবাসিক এলাকার বাসিন্দা।

হাবিলকে এলাকাবাসী পিটিয়ে পুলিশে দিয়েছে। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাবিলের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে জুয়েলের সম্পর্ক ছিল। তিনি একাধিকবার বন্ধুকে সতর্ক করেও সমাধান না পেয়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন।

সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের এডিসি (মিডিয়া) মো. মনজুরুল আলম বলেন, পুলিশ হাবিলকে জনতার কাছ থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

নানি ও দুই নাতিকে হত্যা

খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গা থানার দারুল আমান মসজিদ রোড এলাকার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে গত শনিবার বিকেলে বেবী বেগম (৬২), শামীম (১৩) ও মুস্তাকিম (৪) নামে তিনজনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এর মধ্যে দুই ভাই শামীম ও মুস্তাকিমকে শ্বাসরোধ করে এবং তাদের নানি বেবী বেগমকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। ওই বাড়িতে ফাতেমা বেগম মেরি নামে এক নারী মা বেবী বেগম ও দুই সন্তান নিয়ে থাকতেন।

এ ঘটনায় শিশু দুটির বাবা মাসুম বেপারি বাদী হয়ে তাঁর স্ত্রী মেরির দ্বিতীয় স্বামী রফিকুল হাওলাদারকে আসামি করে সোনাডাঙ্গা থানায় মামলা করেছেন। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মেরিকে স্বজনের জিম্মায় ছেড়ে দিয়েছে। ঘটনার পর থেকে রফিকুল ইসলাম পলাতক।

চার বছর আগে মাসুম বেপারির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় মেরির। তিনি পরে ট্রাকচালক রফিকুলকে বিয়ে করেন। পুলিশ ও এলাকাবাসীর ভাষ্য, মেরির বিয়ে তাঁর মা ও বড় ছেলে মেনে নেননি। তবু ওই বাড়িতে রফিকুল মাঝেমধ্যে যেতেন। এ নিয়ে ঝগড়া হতো।

স্বজনের হাতে ছয়জন নিহত

মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে পারিবারিক বিরোধে বড় ভাইয়ের স্ত্রী আমেনা ও দুই বছর বয়সী ভাতিজা আসওয়াদকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ইউসুফ আলী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে উপজেলার বাচামারা ইউনিয়নের বাচামারা ফকিরপাড়ায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ সময় ইউসুফ কুপিয়ে তাঁর ভাই আব্দুস সালামকেও আহত করেন।

এদিকে রংপুরের পীরগঞ্জে বড় ভাইকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন আশিকুর রহমান নামে এক যুবক। উপজেলার কুমেদপুর ইউনিয়নের বগেরবাড়ী গ্রামে শনিবার দুপুরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ ঘটনার জন্য আশিকের চাচা বকুল ও তাঁর ছেলে রানাকে দায়ী করেছেন স্বজনরা।

কুমিল্লায় মাদকের টাকা না পেয়ে মাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে ছেলে। গত মঙ্গলবার সকালে নগরীর চকবাজার পশ্চিম বালুধুম এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে ছেলে রামিম ইসলাম বাবুকে (২৭) গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায় পুলিশ। নিহত রেহানা বেগম ওই এলাকার মৃত মনিরুল ইসলামের স্ত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শী প্রতিবেশী মাওলানা তাজুল ইসলাম জানান, ছেলেটি মাদকাসক্ত ছিল। সোমবার রাত থেকেই মাদকের টাকার জন্য মাকে অত্যাচার শুরু করে। সকালে দেখেন, দা দিয়ে রামিম মায়ের মাথায় কোপ দেয়। হাসপাতাল নেওয়ার পথে মা মারা যান।

হবিগঞ্জে ছেলের আঘাতে আব্দুস শহিদ (৫৮) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে শহরের অনন্তপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শহিদের ভাতিজা দুলাল মিয়া মামলা করেন। এতে শহিদের ছেলে মোজাম্মেল আহমেদ পথিক ও স্ত্রী পিয়ারা বেগমকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।

ফরিদপুরের সদরপুরে গাছ কাটা ও পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জেরে ভাতিজাদের হামলায় কাজী সিরাজুল হক (৬৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে কাজী ডাঙ্গী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জমির বিরোধে তিন খুন

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে আফরোজা বেগম (৬৫) নামে এক বৃদ্ধাকে জমি নিয়ে বিরোধে পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। বুধবার দুপুরে উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বনচাকী গ্রামে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ বিষয়ে আফরোজার ছেলে আজিজুর মোল্যা বাদী হয়ে থানায় হত্যা মামলা করেছেন। এতে গ্রেপ্তার দেখিয়ে পুলিশ লাকী বেগমকে কারাগারে পাঠিয়েছে।

এদিকে লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে রোববার জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষে কিলঘুসিতে প্রাণ গেছে মো. হানিফ মিয়া (৭০) নামে এক ব্যক্তির। উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের পূর্ব চরপাতা গ্রামে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। এদিনই হানিফের ছোট ভাইয়ের মেয়ের বিয়ের আয়োজন চলছিল। তাঁর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মুহূর্তেই তা শোকের আসরে পরিণত হয়।

জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে জমি নিয়ে বিরোধে মাসুম হোসেন নামে এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। মঙ্গলবার রাতে তিলকপুর রেলগেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আক্কেলপুর থানার ওসি শাহীন রেজা বলেন, রাতেই অভিযান চালিয়ে প্রধান সন্দেহভাজন শিবলুর বাবা গোলাম মোস্তফাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

যুবলীগ নেতাকে হত্যা

বাগেরহাটের রামপালে দুর্বৃত্তের হামলায় নিহত হয়েছেন ইখলাস গাজী (৫০) নামে সাবেক এক যুবলীগ নেতা। শনিবার সকালে রামপাল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ইখলাস সদর ইউনিয়নের যুবলীগের সাবেক সহসভাপতি।

এদিকে ভিন্ন ঘটনায় কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া ও মিঠামইনে দুজনকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। পাকুন্দিয়ায় জুবায়েদকে (২২) হত্যার অভিযোগে তাঁর প্রতিষ্ঠানের ভ্যানচালক রানাকে (৩৫) শনিবার আটক করে পুলিশে দিয়েছে জনতা। পাওনা টাকার জন্য তাগাদা দেওয়ায় জুবায়েদকে হত্যা করা হয় বলে স্বজনরা জানিয়েছেন।

মিঠামইনের গোপদিঘী ইউনিয়নের মুশুরিয়ার কাছে ঘোড়াউত্রা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বুধবার রাতে নিহত হয়েছেন সাইদুর রহমান (৩০)। তিনি এ ইউনিয়নের ধলাই গ্রামের বাসিন্দা। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তাঁর ক্ষতবিক্ষত লাশ নদীতে পাওয়া যায়।

এ ছাড়া বুধবার রাতে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন নিয়ে পিকআপ চালক ও হেলপারের মধ্যে সংঘর্ষে ইমন হাসান নামে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। রোববার পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় কৃষক আবদুর রশিদ বেপারি (৪৮) ও মোটরসাইকেল চালক সাগর হাওলাদারের (২৮) লাশ উদ্ধার করা হয়। তাদের শ্বাসরোধে হত্যার আলামত মিলেছে।

শুক্রবার রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে এক কিশোর নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে সদর হাসপাতালের লিফটের সামনে এক বৃদ্ধের ও এদিন বিকেলে কসবা উপজেলার একটি পুকুরে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির লাশ পাওয়া যায়।

শনিবার রাতে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বিয়েবাড়ি থেকে ডেকে বিলে নিয়ে তাজুল ইসলাম নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় গণপিটুনিতে মো. সেলিম (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মাদক কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। মঙ্গলবার রাতে আশুলিয়ার পাড়াগ্রামে অস্থায়ী পশুর হাটে শহীদুল্লাহ কায়সার (৫০) নামে এক গরু ব্যাপারীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

চারজনের ঝুলন্ত লাশ

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে তৃষা (২১), গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে রুমি বেগম (৩৩), নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে সুরমা আক্তার (২৮) নামে তিন গৃহবধূ এবং নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে মিরাজ হোসেন (২৪) নামে এক তরুণের ঝুলন্ত লাশ পাওয়া গেছে। তৃষার লাশ গতকাল রোববার দুপুরে, রুমির মরদেহ শুক্রবার ও সুরমার লাশ বৃহস্পতিবার উদ্ধার করা হয়। তাদের স্বজনরা হত্যার অভিযোগ করেছেন। তৃষা ও রুমির স্বামী পলাতক। সুরমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

যুবককে কুপিয়ে হত্যা

মানিকগঞ্জে সংঘবদ্ধ হামলা চালিয়ে নাহিদ রহমান সজিব (৩০) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত শনিবার রাতে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার পুটাইল ইউনিয়নের উত্তর পুটাইল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় অজ্ঞাত ১৫০ জনের নামে মামলা হয়েছে। নিহত সজিব ওই গ্রামের মুনসের আলীর ছেলে। তার নামেও ডাকাতিসহ একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মানিকগঞ্জ সদর থানার ওসি ইকরাম হোসেন বলেন, 'সজিবের বিরুদ্ধে ডাকাতিসহ একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। শনিবার রাতে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা ঘরে ঢুকে তাকে হত্যা করে। পুলিশ রাতেই লাশ উদ্ধার করেছে। জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।'

যুগান্তর | সোমবার ১ জুন ২০২৬ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

শ্রীনগরে প্রবাসীকে কুপিয়ে জখম

শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

শ্রীনগরে ফুটবল মাঠে বাগ্‌বিতণ্ডা কেন্দ্র করে রোকনুজ্জামান রোকন নামে কাতার প্রবাসী এক যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে সন্ত্রাসীরা। বর্তমানে সে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মিটফোর্ড স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীনগরের দত্তপাড়া পূর্ব দেউলভোগ মাঠে এ হামলার ঘটনা ঘটে। আহত রোকন খৈয়াগাঁও গ্রামের ফ্রান্স প্রবাসী জামাল শেখের ছেলে। সে কাতার থেকে দুই মাসের ছুটিতে বাংলাদেশে এসেছে। এলাকাবাসী জানায়, খৈয়াগাঁওয়ের আনোয়ারের সঙ্গে তার বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এ ঘটনা কেন্দ্র করে সন্ধ্যায় ১০-১২ জনের একটি সন্ত্রাসী বাহিনী রোকনের ওপর হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা প্রবাসী রোকনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এ সময় তার মোটরসাইকেলটিও ভাঙচুর করে। শ্রীনগর থানার ওসি তদন্ত মিন্টন দত্ত জানান, অভিযোগ পেয়েছি তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দেশ রূপান্তর | বৃহস্পতিবার, ৪ জুন ২০২৬

দুই মেয়েসহ ঝাড়ুদারের মরদেহ উদ্ধার

জেলা পরিষদ ডাকবাংলো

বরগুনা প্রতিনিধি

বরগুনা জেলা পরিষদ ডাকবাংলো থেকে ঝাড়ুদার ও তার দুই শিশুকন্যার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার বিকেল পৌনে ৪টার দিকে তৃতীয় তলার দুটি কক্ষ থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়। নিহতরা হলেন– বরগুনা পৌর শহরের কালিবাড়ী এলাকার বাসিন্দা ইতি রানী এবং তার দুই মেয়ে ১২ বছর বয়সী আরাধা বিশ্বাস ও তিন বছর বয়সী অনুরাধা বিশ্বাস। লাশগুলো বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

স্বজন ও ডাকবাংলোর কর্মচারীদের সূত্রে জানা গেছে, ইতি রানী জেলা পরিষদ ডাকবাংলোতে পার্টটাইম ঝাড়ুদার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালেও তিনি কাজে আসেন। তবে এদিন প্রথমবারের মতো সঙ্গে নিয়ে আসেন দুই কন্যাকে। এরপর তিনি ডাকবাংলোর বিভিন্ন কক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করেন। একপর্যায়ে দীর্ঘ সময় কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে অন্য কর্মচারীরা খোঁজ নিতে গিয়ে তৃতীয় তলার তিন নম্বর কক্ষে বড় মেয়ে আরাধা বিশ্বাসের মরদেহ দেখতে পান। পাশের ৪ নম্বর কক্ষটি ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় বিষয়টি জেলা পরিষদ প্রশাসককে জানানো হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দরজা ভেঙে ইতি রানী ও তার ছোট মেয়ে অনুরাধা বিশ্বাসের মরদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বড় মেয়ের মরদেহ বিছানার ওপর পড়ে ছিল। মায়ের রুম থেকে ঘুমের ওষুধের একটি খালি পাতা জব্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া ডাকবাংলোর সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করেছে পুলিশ। ইতি রানীর স্বজন শোভা রানী বলেন, 'ইতি অনেক অভাব-অনটনের মধ্যে জীবন পার করছিল। কিন্তু নিজের দুই মেয়েকে খুব ভালোবাসত। ওদের ছাড়া কোথাও যেত না।'

পুলিশ সুপার মো. কুদরত-ই-খুদা বলেন, 'প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন ও সুরতহাল রিপোর্ট পর্যালোচনার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।'

সমকাল | মঙ্গলবার । ২ জুন ২০২৬

সুন্দরবনে ৬ জেলেকে তুলে নিয়ে মুক্তিপণ দাবি জলদস্যুদের

শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি

সুন্দরবনে যাওয়া ৬ জেলেকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করেছে জলদস্যুরা। গত রোববার সন্ধ্যা থেকে রাত ১১টার মধ্যে পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের মালঞ্চ নদীর চালতেবেড়ে ও সুবদে খাল থেকে তাদের অপহরণ করা হয়।

জলদস্যুদের কবল থেকে ফিরে আসা কয়েকজন জেলে নাম-পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, জলদস্যু ডন বাহিনীর পরিচয়ে ওই জেলেদের তুলে নেওয়া হয়েছে। দস্যুরা মাথাপিছু ৩০ হাজার টাকা করে মুক্তিপণ দাবি করেছে।

অপহৃত জেলেরা হলেন– শ্যামনগরের কুলতলী এলাকার দেলোয়ার খাঁর ছেলে ইয়াছিন খাঁ (৩২), আলমগীর খাঁ (৩৮), হরিনগরের আব্দুর রহিম মোল্লার ছেলে আল আমিন মোল্লা (৩৫), নুরুল হক গাজীর ছেলে কামরুল গাজী (৫০), আব্দুল গফুর গাজীর ছেলে শাহজাহান গাজী (৪৮) ও খুলনার কয়রা উপজেলার মহেশ্বরীপুর গ্রামের রফিকুল গাজীর ছেলে শহীদুল গাজী (৪৬)।

শ্যামনগরের দক্ষিণ কদমতলা গ্রামের ইসমাইল খাঁর ভাষ্য, দুই সহযোগীকে নিয়ে তিনি বনে গিয়েছিলেন মাছ শিকারে। রোববার রাতে তাঁর দুই সহযোগীকে জিম্মি করে জলদস্যুরা তাঁকে ডাকাডাকি করে। তিনি তাদের কাছে যেতে চাননি। পরে দস্যুরা তাঁকে ধরে নৌকার বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

ইসমাইল খাঁ বলেন, সুন্দরবনে শিকার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গতকাল সোমবার সকালে বাড়িতে ফিরে বন বিভাগের কাছে পাস জমা দেওয়ার কথা ছিল তাদের। অপহৃত জেলেদের মুক্তিপণের টাকা সোমবার বিকেলের মধ্যে পৌঁছাতে বলা হয়েছে।

শ্যামনগর থানার ওসি মো. খালেদুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে অপহৃত জেলেদের পরিবারের কেউ থানায় অভিযোগ করেননি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন | বৃহস্পতিবার ॥ ৪ জুন ২০২৬

পানি নিষ্কাশন নিয়ে পিটিয়ে হত্যা

বিভিন্ন স্থানে চার লাশ উদ্ধার

প্রতিদিন ডেস্ক

পটুয়াখালীর বাউফলে একজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া নেত্রকোনায় এক যুবক খুন হয়েছে। চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কলাপাড়ায় উদ্ধার করা হয়েছে তিনজনের লাশ। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর– **পটুয়াখালী :** বাউফলে বাড়ির উঠানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন নিয়ে বিরোধে রবিন হাওলাদার (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তার স্ত্রী ও দুই ছেলে গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার উত্তর কালাইয়া গ্রামের লঞ্চঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রবিন ওই এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার জড়িত অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাউফল থানার ওসি সিরাজুল ইসলাম জানান, একজনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। **নেত্রকোনা :** কেন্দুয়ায় পাওনা ৫০০ টাকা আদায় করতে না পেরে মিলন মিয়া (৪০) নামে এক যুবককে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। কেন্দুয়া উপজেলার শিমুলতলা গ্রামে গতকাল এ ঘটনা ঘটে। মিলন ওই এলাকার আমজদ আলীর ছেলে। এ ঘটনায় স্থানীয়রা অভিযুক্ত হাবিয়া আক্তার ও তার ছেলে ইমন মিয়াকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে।

নেত্রকোনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) হাফিজুল ইসলাম বলেন, কেন্দুয়া থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। আটকরা থানা হেফাজতে রয়েছে।

চট্টগ্রাম : সাতকানিয়া উপজেলার ঢেমশা ইউনিয়নে এক বাড়ি থেকে ফারজানা ইয়াছমিন (২৫) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ গতকাল উদ্ধার করা হয়েছে। **ব্রাহ্মণবাড়িয়া :** জেলা শহরে ফাহিম ওরফে সোহাগ (২০) নামে এক অটোরিকশা চালকের গলিত মৃতদেহ পাওয়া গেছে। **কলাপাড়া :** পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় ভাড়া বাসা থেকে সাইয়েদুল আবেদিন (৪২) নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত লাশ মঙ্গলবার গভীর রাতে উদ্ধার করা করেছে পুলিশ।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২ জুন ২০২৬

মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ কাঠমিস্ত্রি

নবাবগঞ্জে গ্রেফতার ২

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নবাবগঞ্জ (ঢাকা)*

নবাবগঞ্জের বক্সনগর চৌড়াহাটি এলাকার নারায়ণ সরকার নামে একজন নিখোঁজের ঘটনার মামলায় পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছে। নারায়ণ ঢাকায় কাঠমিস্ত্রির কাজ করেন বলে জানা যায়। নারায়ণ ওই এলাকার নরেশ সরকারের ছেলে। জানা যায়, নারায়ণ ঈদের ছুটিতে ঢাকা থেকে বাড়িতে আসেন বুধবার। বৃহস্পতিবার সকালে চাচাতো ভাই জগদীশ ও পাশ্ববর্তী এলাকার নিতাই ও পরাণ শীলকে নিয়ে বাড়ির অদূরে বড়শি দিয়ে মাছ ধরার জন্য যান। ওইদিন দুপুরে সবাই বাড়িতে ফিরলেও নারায়ণ বাড়িতে না আসায় খোঁজাখুঁজির পর থানায় একটি জিডি করে পরিবার। ঘটনার চার দিন অতিক্রমের পর নারায়ণের সন্ধান না পেয়ে রোববার থানায় একটি মামলা করেন নিখোঁজের স্ত্রী। পুলিশ সন্দেহজনকভাবে নিখিল রাজবংশী ও জগদীশ সরকারকে গ্রেফতার করেছে। নারায়ণের চাচাতো ভাই বিনয় সরকার জানান, চারজন মিলে শখের বশে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয় সে। আমরা জানতে পেরেছি যে, মাছ ধরতে গিয়ে ডাঙ্গার লিজদাতা নিখিল রাজবংশীর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছিল। ওসি আবু হানিফ জানান, এ ঘটনায় গুমের মামলা করেছে ভিকটিমের স্ত্রী।

সংবাদ | বুধবার ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ Wednesday 3 June 2026

ভালুকায় অটোচালকের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি, ভালুকা (ময়মনসিংহ)

ভালুকার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের আমতলী এলাকা হতে গত সোমবার দুপুরে মোস্তাক আলম (২০) নামে এক অটো চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে ভালুকা মডেল থানা পুলিশ। নিহত মোস্তাক ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া উপজেলার দেওখলা গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানাযায় স্থানীয় লোকজন খবর দিলে তারা ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল মর্গে প্রেরণ করেছেন। মৃত্যুর কারণ তাৎক্ষনিকভাবে জানা যায়নি ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে বিষয়টি নিশ্চত হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ ব্যাপারে নিহতের পরিবারের লোকজন জানান প্রায় দেড় মাস যাবত তাদের সঙ্গে মোস্তাকের কোনো যোগাযোগ ছিল না। এ ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৪ জুন ২০২৬
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

সাতক্ষীরা সীমান্ত

বিএসএফের গুলিতে দুই বাংলাদেশি আহত

যুগান্তর ডেস্ক

সাতক্ষীরা সীমান্তে ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে দুই বাংলাদেশি আহত হয়েছেন। ঠাকুরগাঁও সীমান্ত দিয়ে শতাধিক বাংলাভাষীকে জোর করে বাংলাদেশে পুশইনের (ঠেলে পাঠানো) প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএসএফ। এ নিয়ে ওই সীমান্তে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া যশোরের বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে পুশইন চেষ্টা ব্যক্তিদের শূন্য রেখা থেকে সরিয়ে নিয়েছে বিএসএফ। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সাতক্ষীরা : কালীগঞ্জ উপজেলার বসন্তপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে দুই বাংলাদেশি গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে সীমান্তসংলগ্ন কালিন্দী নদী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

> ঠাকুরগাঁও সীমান্তে উত্তেজনা
>
> বেনাপোলে পুশইনের চেষ্টা করা ব্যক্তিদের সরিয়ে নিল বিএসএফ

আহতরা হলেন কালীগঞ্জ উপজেলার শীতলপুরের মো. গোলাম রাব্বানীর ছেলে মো. মহিউদ্দিন ও একই উপজেলার খাজের আলী সরদারের ছেলে মো. শাহীন।

পুলিশ জানায়, প্রায় এক বছর আগে ওই দুই ব্যক্তি অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যান। সেখানে তারা কলকাতার হাওড়া হয়ে তামিলনাড়ু রাজ্যে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। মঙ্গলবার গভীর রাতে তারা বসন্তপুর সীমান্তসংলগ্ন বাঁশঝাড়িয়া এলাকা দিয়ে কালিন্দী নদী সাঁতরে বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করেন। এ সময় বিএসএফ সদস্যরা তাদের গুলি করে। স্থানীয়রা তাদের রাত সোয়া ৩টায় কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক তাদের সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

ঠাকুরগাঁও : হরিপুর ও পীরগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে জোর করে শতাধিক বাংলাভাষীকে পুশইন করানোর জোরালো প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএসএফ। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানা হেফাজতে থাকা শিশুসহ শতাধিক মানুষকে যে কোনো মুহূর্তে সীমান্ত পার করে দেওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিএসএফের এ অনৈতিক ও ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগের কারণে সীমান্তজুড়ে এখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। বড় ধরনের মানবাধিকার বিপর্যয়ের আশঙ্কায় বাংলাদেশ সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থান নিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ঠাকুরগাঁও ৫০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানজীর আহম্মদ বলেন, 'বিজিবি সীমান্তজুড়ে সর্বোচ্চ নজরদারি জোরদার করেছে। যে কোনো ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশ চেষ্টা নস্যাৎ করতে বিজিবি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

যশোর : বেনাপোল সাদিপুর সীমান্তে পুশইন চেষ্টা করা ব্যক্তিদের শূন্যরেখা থেকে সরিয়ে নিয়েছে বিএসএফ। বুধবার ভোররাতে শূন্যরেখার ভারতীয় ভূখণ্ড তিন ধরে অবস্থান করা ১০-১২ জন নারী-পুরুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এদিন সকালে সীমান্তে বিজিবি ড্রোন উড়িয়েও তাদের উপস্থিতি দেখা পায়নি। পুশইন চেষ্টাদের প্রতিহত করতে সীমান্তে বিজিবির অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিভিন্ন বাংকার থেকেও বিজিবি সদস্যদের সরিয়ে ফেলা হয়। তবে সীমান্তে বিজিবির স্বাভাবিক টহল অব্যাহত রয়েছে। রোববার গভীর রাতে বেনাপোল সাদিপুর সীমান্তের ওপারে ভারতের নরহরিপুর এলাকায় রাতের আঁধারে তিনটি ট্রাকে করে দেড় শতাধিক মানুষকে জড়ো করে বিএসএফ। এরপর সীমান্তের আলো নিভিয়ে শিশুসহ ১০-১২ জনকে শূন্য রেখায় ঠেলে পাঠায় বিএসএফ। এ সময় যশোর ৪৯ ব্যাটালিয়নের টহল দলের বিজিবি সদস্যরা তাদের আটকে দেন। ঘটনার পর থেকে তাদের মানবেতর জীবনযাপন করতে দেখা যায় সীমান্তে। যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম খান বলেন, আমাদের সীমান্তে বিজিবি কঠোর অবস্থানে রয়েছে। বিজিবি সদস্যরা তাদের স্বাভাবিক টহল অব্যাহত রেখেছেন।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৪ জুন ২০২৬
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

শাজাহানপুরে 'মব' আতঙ্কে ঘরছাড়া ১৩ পরিবার

বগুড়া ব্যুরো

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার খরনা ইউনিয়নের ভাদাইকান্দি গ্রামে পূর্ববিরোধের জেরে এক যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হামলা-ভাঙচুর ও লুটপাটের শিকার হয়ে ১৩ পরিবারের ৬০ সদস্য পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ১০ মাস ধরে। হত্যা মামলায় বাদী ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে ১৭ জনকে আসামি করা হলেও পুলিশ তদন্ত শেষে পাঁচজনকে আসামি করে চার্জশিট দিয়েছে। হত্যার পরপরই ১৩ পরিবারের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করে। 'মব'-এর ভয়ে আসামি নন—এমন সদস্যও তাদের ভিটেমাটিতে ফিরতে পারছেন না। ফলে এসব পরিবারের ফসলি জমিও অনাবাদি পড়ে রয়েছে। লুটপাটের ঘটনায় আদালতে তিনটি মামলা করা হলেও আসামি গ্রেফতারে পুলিশের কোনো তৎপরতা নেই বলে অভিযোগ উঠেছে।

> ১০ মাস ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ৬০ সদস্য

বগুড়ার শাজাহানপুর থানার ওসি আশিক ইকবাল জানান, এমন ঘটনা তিনি শুনেছেন। তবে পুলিশের পক্ষে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কেউ এখন 'মব' করে পার পাবেন না। শক্ত হাতে তাদের দমন করা হবে। গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা জানান, পূর্ববিরোধের জেরে ২০২৫ সালের ২৮ জুলাই আল আমিন (৩৫) নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে ট্রাকচালক আবুল খায়েরের সংঘর্ষ হয়। গুরুতর আহত আল আমিন ২ আগস্ট বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল মর্গে মারা যান। আল আমিন স্থানীয় কিশোর গ্যাং নেতা জাহিদ হাসান জার্জিসের (৩৮) ভাতিজা। পরে জার্জিস বাদী হয়ে ১৩ জনের নাম উল্লেখসহ ১৭ জনকে আসামি করে মামলা করেন। তবে পুলিশের চার্জশিটে পাঁচজনকে আসামি করা হয়। এর মধ্যে তিনজন আসামি কারাগারে, একজন জামিনে এবং অন্য আরেকজন পলাতক। অভিযোগ উঠেছে, আল আমিন হত্যায় জড়িত না থাকলেও পূর্ববিরোধে কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জার্জিস ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে 'মব' সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে।

ভুক্তভোগী কৃষক আব্দুল আজিজ (৬০) বলেন, আল আমিন হত্যার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তবুও জার্জিস দলবল নিয়ে তাদের সেমিপাকা বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এতে তার অন্তত ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। তিনি জানান, গ্রামে তার নয় বিঘা জমি আছে, যা থেকে তার আট সদস্যের পরিবারের খাবার জোটে। পুরো জমি এখন অনাবাদি পড়ে আছে।

গ্রামের কৃষক নুরুল ইসলাম (৭৮) জানান, জার্জিস অন্যায়ভাবে তার একটি জমি নিজের বলে দাবি করে আসছিল এবং তা নিয়ে আদালতে মামলাও চলছে। আল আমিনের মৃত্যুর ঘটনাকে পুঁজি করে জার্জিস তার বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এতে তার প্রায় দেড় কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছেন। ভয়ে এখনো বাড়িতে ফিরতে পারছেন না। তার ৪০ বিঘা জমি অনাবাদি পড়ে আছে। নির্যাতনের শিকার গৃহবধূ হাসনা হেনা (২৬) জানান, তিনি তার ১০ বছর, তিন বছর ও দেড় বছরের সন্তানদের নিয়ে অন্যের আশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছেন। বর্তমানে তাদের সন্তানদের লেখাপড়া বন্ধ। তাদের পাঁচটি বাড়ি এখন ধ্বংসস্তূপ।

ভুক্তভোগী দাখিল পরীক্ষার্থী আম্বিয়া খাতুন দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, তাদের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গোয়ালের গরুও বিক্রি করে দিয়েছেন জার্সিস ও তার কিশোর গ্যাং সদস্যরা। কোনো অপরাধ না করেও তিনি মা-বাবার সঙ্গে মবের শিকার হয়েছেন। অন্যের বাড়িতে থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো। আম্বিয়া বলেন, জার্জিস কিশোর গ্যাং গড়ে তুলেছেন। তাই গ্রামে তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলার সাহস পান না। জার্জিসের ভয়ে আমরা বাড়িছাড়া। অভিযোগ প্রসঙ্গে মোবাইল ফোনে জাহিদ হাসান জার্জিস বলেন, 'কেন ওদের বাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট করা হয়েছে, তা ভাদাইকান্দি গ্রামে এসে শুনে বিচার করে দিয়ে তারপর যাবেন।' কিশোর গ্যাংয়ের বিষয়ে জার্জিস হুমকির সুরে বলেন, 'গ্রামে আসেন। ফোনে এত দূর থেকে এসব বলা যাবে না।' এ বিষয়ে শাজাহানপুর থানার এসআই আব্দুর রহিম বলেন, ২০২৫ সালের ২ আগস্ট '৯৯৯-এ' নম্বরে কল পেয়ে এ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশে ফোর্সসহ ভাদাইকান্দি গ্রামে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন, নিহত আল আমিনের পক্ষের জার্জিসসহ অন্যরা আগেই প্রতিপক্ষের কয়েকটি বাড়ি ভাঙচুর করেছে। আতঙ্কিত বৃদ্ধ, নারী, শিশুদের হেফাজতে নিয়ে থানায় আনতে চাইলে আমরা 'মব'-এর শিকার হই।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৪ জুন ২০২৬
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

নিখোঁজের দুদিন পর পাটখেতে যুবকের লাশ

ফরিদপুর ব্যুরো

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে নিখোঁজের দুদিন পর পাটখেত থেকে তৌহিদুল ইসলাম (৩২) নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তৌহিদুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত কাইয়ুম মিয়ার ছেলে। সে জাহাজে চাকরি করত। বুধবার সকাল ১১টার দিকে উপজেলার শেখর ইউনিয়নের ভাটপাড়া গ্রামের একটি পাটখেত থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তৌহিদুল ইসলাম ১ জুন রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি। পরে বুধবার সকালে স্থানীয়রা পাটখেতে লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।

ফরিদপুরের বোয়ালমারী থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইদুর রহমান জানান, ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন করা যাবে। এ ব্যাপারে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ৫ জুন ২০২৬,

নরসিংদীতে নারী শ্রমিককে ধর্ষণের পর হুমকি, মামলা

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীর মাধবদীতে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে টেক্সটাইল মিলের এক নারী শ্রমিককে (১৬) ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। গত বুধবার রাতে সদর উপজেলার মেহেরপাড়া ইউনিয়নের পৌলানপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মাহাবুব নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ঘটনার পর গতকাল ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে দুজনকে আসামি করে মাধবদী থানায় একটি মামলা করেন।

গ্রেপ্তার মাহাবুব মেহেরপাড়া ইউনিয়নের পৌলানপুর গ্রামের আব্দুল কাদিরের ছেলে এবং পলাতক মোশাররফ মিয়া একই গ্রামের মোতালিব মেম্বারের ছেলে।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, মেহেরপাড়ার চৈতাব এলাকার বান্দব টেক্সটাইল মিলে শ্রমিকের কাজ করতেন ওই কিশোরী। গত বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে টেক্সটাইল মিল থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে পৌলানপুর এলাকার বাসিন্দা মোশাররফ কথা আছে বলে তাকে পাশের মাহাবুবদের বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে মোশাররফ ও মাহাবুব তাকে ধর্ষণ করে। এ সময় তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে এলে সুযোগ বুঝে মোশাররফ পালিয়ে গেলেও মাহাবুবকে জনতা আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে দুজনকে আসামি করে গতকাল মাধবদী থানায় মামলা করেন।

ভুক্তভোগী ওই কিশোরী জানায়, ধর্ষণের পর তারা হুমকি দিয়ে বলে– সব ভিডিও করা আছে, কাউকে কিছু বললে সব ভাইরাল করে দিবে। স্থানীয়রা জানান, মোশারফ ও মাহাবুব এলাকায় নেশাগ্রস্ত হিসেবে পরিচিত। তাদের একটি চক্র নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য রাতে এলাকায় ছিনতাই ও চুরি করে বেড়ায়। বাবুরহাট বাজারে কেনাকাটা করতে এসে ভোরে ব্যবসায়ীরা এই এলাকায় নামলে এই চক্রের সদস্যদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়। এর পাশাপাশি তারা বিভিন্ন ফ্যাক্টরির মালামাল চুরির সঙ্গেও জড়িত।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মাধবদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন জানান, ধর্ষণের ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করেন। পুলিশ অভিযুক্ত মাহাবুবকে এরই মধ্যে গ্রেপ্তার করেছে। তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে। আরেক অভিযুক্ত মোশাররফকে গ্রেপ্তারে পুলিশি অভিযান অব্যাহত আছে।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ৫ জুন ২০২৬, ২

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু

সাংবাদিককে হাতুড়ি দিয়ে পেটাল দুর্বৃত্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঝিনাইদহ*

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় স্থানীয় দ্বন্দ্বের জেরে এক সাংবাদিককে হাতুড়ি ও রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করেছে দুর্বৃত্তরা। গত বুধবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার জোড়াদহ ইউনিয়নের বেলতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তির নাম সবুজ শাহরিয়ার (৩০)। তিনি বেলতলা গ্রামের বাসিন্দা ও দৈনিক কালবেলার উপজেলা প্রতিনিধি। বর্তমানে তিনি কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শাহরিয়ারের বড় ভাই সেলিম রেজা জানান, বুধবার রাতে বাড়ি ফেরার সময় স্থানীয় বাসিন্দা সুজন, রকি, সোহেলসহ ১০-১২ জন হাতুড়ি ও রড নিয়ে অতর্কিত সবুজের ওপর হামলা চালান। পরে স্থানীয় কয়েকজনের মাধ্যমে খবর পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। এরপর প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁর মাথা ও পায়ে গুরুতর জখম আছে।

দৈনিক কালবেলার ঝিনাইদহ ব্যুরো প্রধান মাহমুদ হাসান বলেন, স্থানীয় দ্বন্দ্বের জেরেই শাহরিয়ারের ওপর হামলা করা হয়েছে। হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় নিয়ে আসার দাবি জানান তিনি।

ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল ও সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম। তাঁরা দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি অসিত কুমার রায় বলেন, অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর
শুক্রবার ৫ জুন ২০২৬ •
E-mail : sportsjugantor(

কেরানীগঞ্জে শ্রমিকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে একটি ফার্নিচার কারখানার শ্রমিকদের জন্য নির্মিত আবাসিক সেড থেকে বাবু (৫৫) নামে এক ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকালে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কদমতলী গোলচত্বর এলাকার হীন ফার্নিচার কারখানার তৃতীয় তলার একটি কক্ষ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মো. বাবু দীর্ঘ ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে কদমতলী গোলচত্বর এলাকায় পান-সিগারেটের ব্যবসা করতেন। প্রতিদিন ব্যবসা শেষে তিনি হীন ফার্নিচারের শ্রমিকদের আবাসিক সেডের তৃতীয় তলায় রাত যাপন করতেন। ঈদুল আজহার ছুটিতে কারখানার অধিকাংশ শ্রমিক নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে চলে যাওয়ায় তিনি সেখানে একাই অবস্থান করছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে কারখানার দারোয়ান আবাসিক সেড থেকে দুর্গন্ধ বের হতে দেখে ঘটনাস্থলে যান। পরে তিনি কক্ষের ভেতরে মো. বাবুকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ১৪ জুন ২০২৬,

রিকশাচালক খুন

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি

বরগুনার পাথরঘাটায় মিজানুর রহমান (৪০) নামে এক রিকশাচালককে খুন করা হয়েছে। গতকাল পুলিশ তার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে। তিনি পাথরঘাটা পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত সফেজ উদ্দিনের ছেলে।

নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে মিজানুর রহমান বাসার সামনে তার রিকশা চার্জে রেখে রাত ১১টার দিকে ঘরে ফেরেন। রাতের খাবার খেয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েন। তবে গভীর রাতে কখন তিনি ঘর থেকে বের হয়েছেন, তা পরিবারের কেউ টের পাননি। গতকাল শনিবার ভোরে ফজরের নামাজের পর স্থানীয় লোকজন বাড়ির সামনের রাস্তায় মিজানুর রহমানের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পরিবারের সদস্যদের খবর দেয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহতের স্ত্রী পারভীন আক্তার জানান, রাতে স্বাভাবিকভাবেই সবাই ঘুমাতে যান। সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে স্বামীর মৃত্যুর খবর জানতে পারেন তারা। এদিকে নিহতের বড় ভাই শাহজাহান মিয়া অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর আগে প্রতিপক্ষ নিজেদের ঘরে আগুন দিয়ে তাদের পরিবারকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছিল বলেও দাবি করেন তিনি। এ ঘটনায় আদালতে একটি মামলাও চলমান রয়েছে। তার ধারণা, পূর্ব শত্রুতার জের ধরেই মিজানুর রহমানকে হত্যা করা হতে পারে। ঘটনার খবর পেয়ে বরগুনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পাথরঘাটা সার্কেল) শাহেদ আহমেদ চৌধুরী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং জড়িতদের শনাক্তে কাজ চলছে।

পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এনাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত ও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ৫ জুন ২০২৬

কেরানীগঞ্জে নিখোঁজ হকারের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

■ কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

ঢাকার কেরানীগঞ্জে একটি ফার্নিচার কারখানার শ্রমিকদের জন্য নির্মিত আবাসিক ছাউনি থেকে বাবু মিয়া (৫৫) নামের এক হকারের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কদমতলী গোলচত্বর এলাকার দ্বীন ফার্নিচার কারখানার তৃতীয় তলার একটি কক্ষ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, বাবু ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে কদমতলী গোলচত্বর এলাকায় হকারি করে পান সিগারেটের ব্যবসা করতেন। প্রতিদিন ব্যবসা শেষে তিনি দ্বীন ফার্নিচারের শ্রমিকদের আবাসিক সেডের তৃতীয় তলায় রাতযাপন করতেন। ঈদুল আজহার ছুটিতে কারখানার অধিকাংশ শ্রমিক নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে চলে যাওয়ায় তিনি সেখানে একাই অবস্থান করছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে কারখানার দারোয়ান আবাসিক সেড থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে ঘটনাস্থলে যান। পরে তিনি কক্ষের ভেতরে বাবুকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বাবুর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে।

নিহতের চাচা আসলাম ভান্ডারী বলেন, ছোটবেলা থেকেই বাবু আমার কাছে ছিল। গত তিন দিন ধরে তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে লোকমুখে জানতে পারি দ্বীন ফার্নিচারে লেবারদের থাকার স্থানে কম্বল মোড়ানো অবস্থায় বাবুর লাশ পাওয়া গেছে। তিনি আরো বলেন, আমার ভাতিজাকে হত্যা করে তার কাছে থাকা টাকা-পয়সা লুট করা হয়েছে।

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

গাজীপুরে নারী পোশাক শ্রমিককে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেফতার

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে এক নারী পোশাক শ্রমিককে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে একই বাড়ির ভাড়াটের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় পুলিশ বুধবার রাতে অভিযুক্ত রাজিবুল ইসলাম রাজু (৩০) নামে ভাড়াটেকে গ্রেফতার করেছে। নির্যাতনের শিকার ঐ নারী পোশাক শ্রমিককে (১৯) ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বাসন থানার ওসি মো. হারুন অর রশিদ জানান, ঐ নারী তার স্বামীকে নিয়ে নগরীর গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় হেলপার হিসেবে চাকরি করেন। তারা ভোগড়া এলাকার একটি বাসায় দুই মাস যাবৎ ভাড়াটে হিসেবে বসবাস করে আসছেন। গত মঙ্গলবার রাত পৌনে ১১টার দিকে ঐ নারী বাসায় একা থাকার সুযোগে পাশের রুমের ভাড়াটে যুবক রাজিবুল ইসলাম রাজু কৌশলে তার কক্ষে প্রবেশ করে। একপর্যায়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছে জানিয়ে হাঁটতে না পারার অজুহাতে ঐ নারীর সহায়তায় রাজু তার কক্ষে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে।

রাতে স্বামী বাসায় এলে বিষয়টি তাকে জানান ঐ নারী। পরে ভিকটিম নিজে বাদী হয়ে বাসন থানায় রাজুর বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। পুলিশ অভিযান চালিয়ে বুধবার রাতে আসামি রাজুকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত রাজুর বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ থানার তালম নগরপাড়া গ্রামে। তার পিতা মৃত হাসিবুল ইসলাম।

ওসি জানান, ঐ নারীকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ১ জুন ২০২৬

ঈদের ছুটিতে ১২ খুন ৪ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ঈদুল আজহার ছুটিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় হত্যা, সংঘর্ষ, পারিবারিক বিরোধ, জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব ও রহস্যজনক মৃত্যুর একাধিক ঘটনা ঘটেছে। বাগেরহাট, ফরিদপুর, ভোলা, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, পটুয়াখালী, রংপুর, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, নাটোর ও মুন্সীগঞ্জে পৃথক ঘটনায় অন্তত ১২ জন নিহত ও চারজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এসব ঘটনায় আহত হয়েছে শতাধিক মানুষ। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

ঈদের ছুটির চার দিনে ফরিদপুরের বিভিন্ন উপজেলায় পারিবারিক বিরোধ, জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব ও স্থানীয় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় দুই নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছে অর্ধশতাধিক।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন—আলফাডাঙ্গার ফুলজান বেগম (৬০), বোয়ালমারীর ফিরোজা বেগম (৭১) এবং সদরপুরের কাজী সিরাজুল ইসলাম (৫৯)।

এ ছাড়া ভাঙ্গা উপজেলার চুমুরদী ইউনিয়নে ভিজিএফের চাল বিতরণ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। সালথা উপজেলায় দুই পরিবারের সংঘর্ষে আহত হয় অন্তত ১০ জন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৩১ : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার সৈয়দটুলা গ্রামে সংঘর্ষে মো. রায়হান নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত ১৫ জন।

এ ছাড়া আশুগঞ্জে কোরবানির পশুর চামড়া রাখা নিয়ে সংঘর্ষে ১০ জন এবং নাসিরনগরে মসজিদের টাকার ব্যবহার নিয়ে বিরোধে ছয়জন আহত হয়েছে।

এ ছাড়া জেলার কসবায় নিখোঁজ সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক হোসেন মিয়ার (৩৭) মরদেহ একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

যুগান্তর
শনিবার ৬ জুন ২০২৬

জমি লিখে না দেওয়ায় শ্রীনগরে প্রবাসীকে পেটাল পুত্রবধূ ও সন্তান

শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

শ্রীনগর উপজেলার কেয়টখালী গ্রামে জমি ও বাড়ি লিখে না দেওয়ায় প্রবাস ফেরত মজনু খালাসী (৫৫) নামক এক ব্যক্তিকে ঘরের ভেতর আটকে রেখে বেদম মারধর করেছে তার ছেলে, পুত্রবধূ ও নিজের স্ত্রী। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ ঘটনায় প্রবাস ফেরত ওই ব্যক্তির ভাতিজা রবিন হোসেন তার চাচার পক্ষে বাদী হয়ে শ্রীনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন। শুক্রবার সকালে শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর ইউনিয়নের কেয়টখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী প্রবাস ফেরত মজনু খালাসী জানায়, সে সিঙ্গাপুর ও সৌদি আরবে পর্যায়ক্রমে প্রায় ২৬ বছর প্রবাস জীবন কাটিয়ে ৬ মাস আগে দেশে আসেন। দেশে আসার পর ছেলে ইয়াসিন সাগরকে ১৫ লাখ টাকা ও স্ত্রী মুক্তা বেগমের কাছে প্রায় ২০ ভরি স্বর্ণালংকার বুঝিয়ে দেন। সম্প্রতি তার ছেলে ও স্ত্রী তার নামে থাকা ঢাকার বাড়ি এবং দেশের জমির লিখে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে চাপ সৃষ্টি করে। এতে সে রাজি না হওয়ায় শুক্রবার সকালে ছেলে ইয়াসিন সাগর, স্ত্রী মুক্তা বেগম ও পুত্রবধূ জেসমিনা আক্তার মিলে তাকে একটি রুমে আটকে রেখে, হাত-পা বেঁধে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। একপর্যায়ে তার নাক মুখে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে।

ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ৯ জুন ২০২৬

দেশে ফিরল ভারতে আটক ৯১ জেলে

■ মোংলা (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করার ভারতীয় কোস্ট গার্ডের হাতে আটক ৯১ জেলে চারটি ফিনিশিং বোটসহ দেশে ফিরেছে। পরে তাদেরকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সোমবার কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান। তিনি জানান, বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা সংলগ্ন ভারতীয় জলসীমায় অবৈধভাবে মাছ আহরণের অভিযোগে ২০২৫ সালের ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৬ সালের ২০ জানুয়ারি ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় কোস্ট গার্ড চারটি বাংলাদেশি ফিশিং বোটসহ ৯১ জন বাংলাদেশি জেলেকে আটক করে। পরবর্তীকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও ভারতীয় কোস্ট গার্ডের পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে আটক জেলে ও ফিশিং বোটসমূহ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রবিবার বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক মেরিটাইম বাউন্ডারি লাইন এ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় কোস্ট গার্ডের কাছ থেকে ৯১ জন বাংলাদেশি জেলেকে চারটি ফিশিং বোটসহ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারতীয় কোস্ট গার্ডের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের ফলে এ ধরনের প্রত্যাবর্তন কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল ও সহজতর হয়েছে। পরবর্তীকালে সোমবার সকাল ১২টায় কোস্ট গার্ড বেইস মোংলায় জেলেদের তাদের ফিশিং বোটসহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও দেশের জেলেদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সমুদ্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১০ জুন ২০২৬

মুক্তিপণে মুক্ত হলেন চন্দনাইশের অপহৃত দুই কৃষক

■ চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

চন্দনাইশের কাঞ্চননগরের পাহাড়ি এলাকা থেকে দুই কৃষককে অপহরণ করে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দিয়েছে পাহাড়ি সন্ত্রাসীরা। গত সোমবার এ ঘটনা ঘটে। গত সোমবার পাহাড়ি বাগানে এলাহাবাদ এলাকার শাহজাহান ও আজগর আলী এবং কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলাস্থ নুরুল আলম নামের এক রোহিঙ্গা কাজ করতে গেলে অপহৃত হয়। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলে রোহিঙ্গাকে ফেলে সন্ত্রাসীরা দুই কৃষককে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে দুই কৃষকের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আবদুল হাকিম পাশা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর পাহাড়ি সন্ত্রাসীরা পাহাড়ি লেবু, পেয়ারা বাগানে কাজ করার সময় কৃষকদের ধরে নিয়ে গিয়ে লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় করে বারবার হয়রানি করলে এলেও এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ১১ জুন ২০২৬

বাগেরহাটে ছুরিকাঘাতে কৃষক দলের নেতা খুন

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

বাগেরহাটে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে কৃষক দলের এক নেতা নিহত হয়েছেন। কক্সবাজারে পরকীয়া প্রেমের সন্দেহে পাঁচ নারীর হাতে এক নারী খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গাজীপুরে এক নারী পোশাক শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

গাজীপুর : গাজীপুরের কালিয়াকৈরের মৌচাক টাওয়ার মার্কেট এলাকার ভাড়া বাসা থেকে গতকাল সকালে সাহেরা খাতুন (১৭) নামের এক পোশাক শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সে টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার কাকরাইদ এলাকার শ্যামল মিয়ার স্ত্রী।

যুগান্তর
বুধবার ১০ জুন ২০২৬

প্রেস ক্লাব থেকে বের করে যুগান্তর সাংবাদিককে হত্যাচেষ্টা

নেতৃত্বে পটিয়া যুবদল নেতা

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের পটিয়া প্রেস ক্লাব থেকে বের করে যুগান্তরের সাংবাদিক আবেদুজ্জমান আমিরীকে (আবেদ আমিরী) প্রকাশ্যে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করেছে যুবদল নেতা এসএম রেজা ওরফে রিপনের নেতৃত্বে ২০-৩০ জনের একটি দল। সংবাদ প্রকাশের জেরে মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পটিয়া প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটে। হামলায় গুরুতর আহত যুগান্তর ও বাংলা টিভির পটিয়া প্রতিনিধি আবেদ আমিরীকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান সহকর্মীরা। ঘটনার সময় পটিয়া থানার ওসি (তদন্ত) যুযুৎসু যশ চাকমাসহ একদল পুলিশ উপস্থিত থাকলেও কোনো ব্যবস্থা নেননি। এ নিয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। অভিযুক্ত এসএম রেজা ওরফে রিপন পটিয়া পৌরসভা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক। বর্তমানে তিনি যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, দুপুরে পটিয়া প্রেস ক্লাবে পেশাগত কাজে ব্যস্ত ছিলেন সাংবাদিকরা। এ সময় যুবদল নেতা এসএম রেজা ওরফে রিপনের নেতৃত্বে ২০-৩০ জনের একটি দল প্রেস ক্লাবে প্রবেশ করে। একপর্যায়ে তারা সেখানে অবস্থানরত অন্য সাংবাদিকদের প্রেস ক্লাব থেকে বের করে দিয়ে আবেদ আমিরীকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে যান। এরপর তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়।

আহত সাংবাদিক আবেদ আমেরী বলেন, 'যুবদল নেতা এসএম রেজা ওরফে রিপনের নেতৃত্বে পটিয়া শ্রীমাই খাল থেকে অবৈধভাবে বালু লুটের কারণে সরকারের ১৩৩ কোটি টাকার বাঁধ ঝুঁকিতে পড়ে। এ নিয়ে ৬ মার্চ যুগান্তরে 'শ্রীমাই খালে দুই যুবদল নেতার ধ্বংসযজ্ঞ' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। এরপর পটিয়া আসনের এমপির নির্দেশে বালু লুট বন্ধ হলে রিপন আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। সেসময় থেকে তিনি আমার প্রাণনাশের পরিকল্পনা করেন। বিষয়টি স্থানীয় এমপি ও পটিয়া থানার ওসিকে আগেই অবগত করা হয়েছিল।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার ওপর হামলা চালানোর সময় পটিয়া থানার ওসি (তদন্ত) যুযুৎসু যশ চাকমাসহ একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।' পটিয়া প্রেস ক্লাবের নেতারা অভিযোগ করে বলেন, পুলিশের উপস্থিতিতেই সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা এর সুষ্ঠু তদন্ত এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

পটিয়া থানার ওসি জিয়াউল হক জানান, সাংবাদিকের ওপর হামলার বিষয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমকাল
শুক্রবার। ১২ জুন ২০২৬

নোয়াখালীতে স্কুলছাত্রকে কুপিয়ে হত্যা

■ সমকাল ডেস্ক

দেশে গত বুধবার থেকে চার জেলায় অন্তত চারটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। নোয়াখালীর সেনবাগে আরাফাত হোসেন ফাহিম (১৬) নামে এক স্কুলছাত্রকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজনকে।

নিহত আরাফাত বেগমগঞ্জ উপজেলার হাজীপুর এলাকার মো. শাহজাহানের ছেলে। সে স্থানীয় পৌর হাজীপুর মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল।

কুমিল্লায় সিএনজিচালক যুবককে হত্যা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে হৃদয় (২৪) নামে এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। গত বুধবার রাতে চিওড়া ইউনিয়নের ধোড়করা বাজারে এ ঘটনা ঘটে। পেশায় সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক হৃদয় ওই ইউনিয়নের শাকতলা গ্রামের মৃত হেদায়েত উল্যার ছেলে। পুলিশ রাতভর অভিযান চালিয়ে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এক প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে নিহত হৃদয়ের বন্ধু শাকতলা গ্রামের আল-আমিন হোসেন রাকিবের অনৈতিক সম্পর্ক চলে আসছিল। সম্প্রতি ওই নারী ঘোষতল গ্রামের তাহমিদ আহমেদ খন্দকার প্রান্তের সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়ান। এতে করে রাকিব ও প্রান্ত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে রাকিব বিষয়টি নিহত হৃদয়সহ অপর বন্ধুদের জানান এবং প্রান্তকে শায়েস্তা করার পরিকল্পনা করেন।

পুলিশ জানায়, বুধবার রাতে তাহমিদ আহমেদ খন্দকার প্রান্ত ও তাঁর বন্ধু রিয়াজ ধোড়করা বাজারে গেলে রাকিবের নেতৃত্বে তাদের মারধর করা হয়। পরবর্তী সময় প্রান্ত ও তাঁর সঙ্গীরা হৃদয়কে বাজারে একা পেয়ে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা হৃদয়কে উদ্ধার করে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৯ জুন ২০২৬
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

কোম্পানীগঞ্জে শ্রমিক নেতা আবুল হত্যায় দুজন গ্রেফতার

কোম্পানীগঞ্জ (সিলেট) প্রতিনিধি

কোম্পানীগঞ্জে ট্রাক শ্রমিক নেতা আবুল হোসেন হত্যায় অবশেষে রোববার রাতে দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা হল ধাগাইল গ্রামের কুটু মিয়া ও আব্দুর রহমান। এর আগে শ্রমিক নেতা আবুল হোসেনের খুনিদের গ্রেফতার দাবিতে কোম্পানীগঞ্জে রোববার ভোর থেকে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল জেলা ট্রাক-পিকআপ-কাভার্ডভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন। উল্লেখ্য, ২১ মে শ্রমিক নেতা আবুল হোসেন বাড়ি ফেরার পথে সন্ত্রাসীরা তার ওপর হামলা চালায়। লাইফ সাপোর্টে ৬ দিন থাকার পর তিনি মারা যান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১২ জুন ২০২৬

স্ত্রীকে খুঁটিতে বেঁধে স্বামীকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, যশোর

যশোরের চৌগাছায় স্ত্রীকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে জুয়েল আহমেদ রানা (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার পাতিবিলা ইউনিয়নের মুক্তদাহ মোড়ে ঘটনাটি ঘটে। জুয়েল মুক্তদাহ গ্রামের ওয়াদুদ খন্দকারের ছেলে। তিনি দিনমজুরি ও গ্রামে গ্রামে কসমেটিকস বিক্রি করে সংসার চালাতেন। জানা গেছে, মুক্তদাহ মোড়ে রাজনৈতিক আলাপ নিয়ে জুয়েলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় একটি পক্ষের। একপর্যায়ে মুক্তদাহ গ্রামের বাবু, সুমন, ইউসুফ, কাশেমসহ [illegible] আরও পাঁচ-ছয়জন দেশি অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে জুয়েলের ওপর হামলা চালায়। তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে এবং পিটিয়ে দুই পায়ের হাঁটুর নিচ থেকে ভেঙে দেওয়া হয়। গুরুতর অবস্থায় স্বজনরা জুয়েলকে উদ্ধার করে প্রথমে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে দুপুর ১২টার দিকে চিকিৎসক জুয়েলকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয়রা জানান, জুয়েল কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন। তবে জুয়েলের স্ত্রী মায়া বেগমের দাবি, তাঁর স্বামী কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। স্থানীয় সন্ত্রাস কর্মকাণ্ড ও চাঁদাবাজির ঘটনা দেখে ফেলায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। হামলার সময় মায়া বেগম বাধা দিতে গেলে তাঁকে দোকানের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মামুনুর রশিদ বলেন, খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং হত্যাকারীদের ধরতে অভিযান চলছে।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ৯ জুন ২০২৬,

ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু, থানা ঘেরাও

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

মো. জোবায়ের

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত যুবক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী লাশ নিয়ে বন্দর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন। এ ঘটনায় পুলিশের এক উপপরিদর্শককে (এসআই) প্রত্যাহার করা হয়েছে।

গত রোববার রাতে নিহত মো. জোবায়েরের (১৮) লাশ বন্দরে পৌঁছালে এলাকাবাসী তা নিয়ে থানার সামনে বিক্ষোভ করেন। এর আগে একই দিন ভোরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত জোবায়ের পাবনা সদর উপজেলার রাজাপুর এলাকার মো. জাহাঙ্গীরের ছেলে। তিনি বন্দরের এনায়েতনগর এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন; পাশাপাশি অটোরিকশাও চালাতেন।

এলাকাবাসী ও পরিবারের দাবি, গত বুধবার ছিনতাইকারীরা জোবায়েরকে ছুরিকাঘাত করে তাঁর মুঠোফোন ও টাকা ছিনিয়ে নেয়। ঘটনার পর জোবায়েরের বাবা জাহাঙ্গীর বন্দর থানায় মামলা করতে গেলেও সে সময় মামলা নেওয়া হয়নি। জোবায়েরের প্রতিবেশী টিপু বলেন, মামলার জন্য থানায় গেলে জোবায়েরের বাবার বন্ধুর কাছ থেকে পুলিশ টাকা চেয়েছিল। টাকা না দেওয়ায় মামলাটি নেয়নি পুলিশ।

স্বজনেরা জানান, বুধবার রাত সোয়া ৯টার দিকে কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে এনায়েতনগরের ভাঙা ব্রিজের উত্তর পাশের ঢালে হামলার ওই ঘটনা ঘটে। তিন ছিনতাইকারী পথরোধ করলে জোবায়ের বাধা দেয়। একপর্যায়ে ছিনতাইকারীরা তাঁকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে জখম করে। স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে নারায়ণগঞ্জের খানপুর ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে বন্দর থানার ওসি গোলাম মুক্তার আশরাফ উদ্দিন বলেন, 'দায়িত্বে অবহেলার কারণে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় এসআই মাসুদ রানাকে থানা থেকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে। এলাকার কিছু লোক এসেছিল। তবে আমি তাদের কথা দিয়েছি, এটার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব। তাই আমার কথার ওপর আস্থা রেখে থানা থেকে চলে গেছে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১৪ জুন ২০২৬

রূপগঞ্জে কারখানায় ডাকাতি কোটি টাকার মালামাল লুট

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার বরাবো এলাকার এসডিকে প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং নামে একটি কারখানায় দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গত ১২ জুন শুক্রবার রাতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত শুক্রবার রাতে ২০-২৫ জন ডাকাত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বরাবো এসডিকে প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং কারখানায় হামলা চালায়। ডাকাতরা প্রথমে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যের পরিচয়ে কারখানার ভেতরে প্রবেশ করে। পরে নৈশপ্রহরীদের হাত-পা ও মুখ বেঁধে কর্মরত ১৬-১৭ জন শ্রমিককে দফায় দফায় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে কারখানার একটি কক্ষে আটকে রেখে ডাকাতরা লুটপাট চালায়। ডাকাতরা কারখানার অফিস কক্ষের আলমারি ভেঙে শ্রমিকদের বেতনের নগদ ২২ লাখ টাকা, বৈদ্যুতিক মোটর, মেশিনের যন্ত্রাংশসহ ১ কোটি টাকা মূল্যের মালামাল লুট করে ট্রাকে নিয়ে যায়। একপর্যায়ে শ্রমিকদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে ডাকাতরা ট্রাকে ও সাদা রঙের মাইক্রোবাসে ঢাকার দিকে পালিয়ে যায়।

কারখানার হিসাবরক্ষক নাইমুর রহমান বলেন, রবিবার কারখানার শ্রমিকদের মে মাসের বেতন পরিশোধ করার কথা ছিল। শ্রমিকদের সেই বেতনের ২২ লাখ টাকা, বৈদ্যুতিক মোটর, মেশিনের যন্ত্রাংশসহ ১ কোটি টাকার মালামাল ডাকাতরা লুটপাট করে নিয়ে যায়।

রূপগঞ্জ থানার ওসি এ এইচ এম সালাউদ্দিন বলেন, ঘটনাস্থল পুলিশ পরিদর্শন করেছে। ডাকাতির হওয়া মালামাল উদ্ধারে পুলিশ তৎপর রয়েছে।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ১৪ জুন ২০২৬

রাউজানে যুবদল নেতাসহ ৫ জেলায় ৩ খুন, ৬ লাশ

রাজধানীতে গুলি, আসামি চিহ্নিত

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

চট্টগ্রামের রাউজানে যুবদল নেতাকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, চুয়াডাঙ্গায় অপহরণের সাত দিন পর যুবকের মরদেহ উদ্ধার, নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, নওগাঁয় ব্যবসায়ী হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন এবং বরগুনায় পাঁচজন ও গোপালগঞ্জে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং কয়েকটি ঘটনায় গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এ ছাড়া রাজধানীর রামপুরা এলাকায় ইয়াসিন খান পলাশ ওরফে 'কাইল্যা পলাশ'কে লক্ষ্য করে গুলি করার ঘটনায় এক সন্দেহভাজন শুটারকে সিসিটিভি ফুটেজে শনাক্ত করেছে পুলিশ।

সোনাইমুড়ীতে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, গ্রেপ্তার ২ : নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে মাদক সেবন ও বিক্রির অভিযোগে ফয়েজ (৩৭) নামের এক রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার নদনা ইউনিয়নের উত্তর শাকতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

শুক্রবার নিহতের বাবা জামাল বাদী হয়ে সোনাইমুড়ী থানায় হত্যা মামলা করেন। পুলিশ আজিজ উল্যা (৩৫) ও কিরণ (২৭) নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। সোনাইমুড়ী থানার ওসি কবির হোসেন বলেন, মামলার তদন্ত চলছে এবং অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় অপহরণের সাত দিন পর মরদেহ উদ্ধার : চুয়াডাঙ্গায় অপহরণের সাত দিন পর রাফিন (২২) নামের এক ভ্যানচালকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সদর উপজেলার কুতুবপুরের অর্জুন খাল থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত রাফিন আলমডাঙ্গা উপজেলার চিলাভালকি এলাকার সৌদিপ্রবাসী আকতার হোসেনের ছেলে। পরিবারের দাবি, গত ৫ জুন নিখোঁজ হওয়ার পর অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা ১২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছিল। মুক্তিপণ না পাওয়ায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

নওগাঁয় ব্যবসায়ী হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার ২ : নওগাঁয় পুরনো মোবাইল ফোনসেট ও ইলেকট্রনিক পণ্য ব্যবসায়ী শফিকুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা হলেন জয়নুল (৩৫) ও আশরাফুল (২৬)।

গতকাল সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম বলেন, গত বৃহস্পতিবার সদর উপজেলার বারমাসি বিল থেকে শফিকুল ইসলামের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের দাবি, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের কাছ থেকে নিহতের ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ফোনসেট, একটি মোটরসাইকেল ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 14 June 2026

আইভরি কোস্টে নির্যাতনে প্রাণ গেল পীরগাছার সানোয়ারের

প্রতিনিধি, পীরগাছা (রংপুর)

আমাকে বাঁচাও, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। আইভরি কোস্ট থেকে ফোনের ওপাশে কান্নাজড়িত কণ্ঠে এভাবেই পরিবারের কাছে আকুতি জানিয়েছিলেন রংপুরের পীরগাছার সানোয়ার হোসেন। পরিবারের স্বপ্ন ছিল, বিদেশে গিয়ে ভাগ্যের চাকা ঘোরাবেন তিনি। কিন্তু সেই স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। অভিযোগ উঠেছে, চাকরির প্রলোভনে আইভরি কোস্টে নিয়ে গিয়ে মানবপাচারকারী চক্রের নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। একই ঘটনায় প্রাণে বেঁচে দেশে ফিরেছেন আরেক ভুক্তভোগী জব্বার মিয়া। তার অভিযোগ, মানবপাচারকারী চক্রের নির্যাতনে তাঁর চোখের সামনেই মারা যান সানোয়ার।

এজাহার ও ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পীরগাছা উপজেলার পশুয়া টাঙ্গাইলপাড়া এলাকার আব্দুর রহমান মিয়া ও তার ছেলে জাইদুর রহমান ওরফে রিয়াদ দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় আইভরি কোস্টে লোক পাঠানোর কথা বলে প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন।

তাঁদের এমন আশ্বাসে কাউনিয়া উপজেলার গোড়াই গ্রামের জব্বার মিয়া এবং পীরগাছা উপজেলার পশুয়া থাঁপাড়া গ্রামের সানোয়ার হোসেন জনপ্রতি সাত লাখ টাকা চুক্তি অনুযায়ী ২০২৫ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে আসামিদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান স্থানীয় বড়দরগা বাজারস্থ রহমান ট্রেডার্সে মোট ১৪ লাখ টাকা পরিশোধ করেন। চলতি বছরের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশ থেকে রওনা হয়ে পরদিন আইভরি কোস্টে পৌঁছেন সানোয়ার ও জব্বার। অভিযোগ রয়েছে, কুমিল্লা অঞ্চলের রাজু নামের এক দালাল বিমানবন্দর থেকে তাদের গ্রহণ করে ৫০ কিলোমিটার দূরের একটি নির্জন এলাকায় নিয়ে যান। সেখানে একটি পরিত্যক্ত বাড়ির অন্ধকার কক্ষে তাদের আটকে রাখা হয়। সেখানে জিম্মি করে শুরু করেন অর্থ আদায়ের প্রক্রিয়া। স্বজনদের কাছে ফোন করে টাকা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে হত্যা করার হুমকি দেয়া হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা জানান, সানোয়ার ও জব্বারকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন স্বজনরা। নিরুপায় হয়ে সানোয়ারের স্বজনরা বিকাশ নম্বর ও ব্যাংক হিসাবে আরও আট লাখ টাকা পাঠান। পরিবারের সদস্যরা জানান, ফোনের ওপাশ থেকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে সানোয়ার বলেছিলেন, 'আমাকে বাঁচাও, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।' কিছুদিন পর আসে তার মৃত্যুর খবর।

ছেলে জাইদুর রহমান ওরফে রিয়াদ আইভরি কোস্টে সানোয়ার ও জব্বারকে পাঠানোর কথা স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি আপস-মীমাংসার আলোচনা চলছে। পীরগাছা থানার ওসি এ কে এম খন্দকার মহিবুল ইসলাম বলেন, ভুক্তভোগীর এজাহার গ্রহণ করা হয়েছে। সংযুক্ত তথ্য-প্রমাণ যাচাই করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১৩ জুন ২০২৬

বনদস্যুর কবল থেকে মুক্ত বেতার চালকসহ তিন জন

■ শরণখোলা (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

পূর্ব সুন্দরবনে তিন দিন জিম্মি থাকার পর বনদস্যু 'জাহাঙ্গীর বাহিনীর' কবল থেকে মুক্ত হয়েছেন বন বিভাগের এক বেতার চালকসহ তিন জন। গতকাল শুক্রবার ভোরে দস্যুরা তাদের সুন্দরবনের আমবাড়ীয়া এলাকায় চোখ বেঁধে ছেড়ে দেয়। এর আগে গত মঙ্গলবার ছুটি কাটিয়ে ট্রলারযোগে দুবলা ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির অফিসে যাওয়ার পথে কালামিয়া এলাকা থেকে বেতার চালক ফরিদুল ইসলাম এবং ট্রলারমাঝি ও তার সহকারী আলকাসকে অপহরণ করে বনদস্যুরা। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার শরণখোলা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।

বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করীম চৌধুরী জানান, নিখোঁজ বনকর্মীর সন্ধানে সুন্দরবনে ড্রোন উড়িয়ে ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয়েছিল। মূলত বনকর্মী পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর দস্যুরা কোনো মুক্তিপণ দাবি না করেই তাদের ছেড়ে দিয়েছে। বর্তমানে তারা সুরক্ষিতভাবে দুবলা অফিসে ফিরে এসেছেন।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ১৬ জুন ২০২৬

ট্রলারসহ সাত জেলেকে ধরে নিয়ে গেল আরাকান আর্মি

● টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

কক্সবাজারে টেকনাফের নাফ নদ থেকে ২ ট্রলারসহ ৭ জন জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি। সোমবার সকাল ৮টার দিকে শাহপরীর দ্বীপসংলগ্ন নাফ নদের মোহনা এলাকা থেকে তাদের আটক করে নিয়ে যায়। জেলেরা হলেন– উপজেলা সাবরাং ইউনিয়নের শাহপরীর দ্বীপের বাসিন্দা মো. ফায়সাল, সৈয়দুর রহমান, সৈয়দ আলম, মো. হেলাল, মো. জলিল, আজম উল্লাহ এবং মোহাম্মদ ফয়সাল আহমেদ।

স্থানীয় জেলে সুলতান আহমদ বলেন, সোমবার সকালে শাহপরীর দ্বীপসংলগ্ন নাফ নদের মোহনায় মাছ ধরার সময় মিয়ানমারের রাখাইন সীমান্ত এলাকা থেকে এসে আরাকান আর্মির সদস্যরা ২ ট্রলারসহ ৭ জন জেলেকে আটক করে নিয়ে যায়। আটক জেলেদের সবার বাড়ি শাহপরীর দ্বীপ এলাকায়।

তিনি আরও বলেন, জেলেরা প্রতিদিন নাফ নদের ওই এলাকায় মাছ শিকার করেন। নদে নির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্ত চিহ্নিত করা কঠিন হওয়ায় অনেক সময় জেলেরা ভুলবশত মিয়ানমার সীমান্তের দিকে চলে যান। এ সুযোগে আরাকান আর্মির সদস্যরা বিভিন্ন সময় জেলেদের ধাওয়া করে আটক করে নিয়ে যায়।

জেলে মো. আলী জানান, নাফ নদ ও সাগরে মাছ ধরা এখন জেলেদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। সবসময় আরাকান আর্মির আতঙ্ক তাদের মধ্যে কাজ করে। সুযোগ পেলেই আরাকান আর্মির সদস্যরা স্পিডবোটে এসে অস্ত্রের মুখে জেলেদের আটক করে নিয়ে যায়। এ কারণে জেলেরা চরম নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কের মধ্যে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছেন।

সময়ের আলো
সোমবার। ১৫ জুন ২০২৬

দিনমজুরকে হত্যাচেষ্টা

● আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামে জমি ও বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে পূর্ব বিরোধের জেরে সাইদুর রহমান (৪৮) নামে এক দিনমজুরকে হাত-পা বেঁধে পুকুরে ফেলে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার আনুমানিক রাত ১০টার দিকে পুকুর থেকে তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Monday 15 June 2026

পাথরঘাটায় জমি বিরোধের জেরে রিকশাচালককে হত্যার অভিযোগ

প্রতিনিধি, পাথরঘাটা (বরগুনা)

বরগুনার পাথরঘাটায় জমি বিরোধের জেরে মিজানুর রহমান নামে দুই সন্তানের জনক রিকশাচালকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি পাথরঘাটা পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত সফেজ উদ্দিনের ছেলে। গত শনিবার ভোর ৬ টায় পাথরঘাটা পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড ইমান আলী সড়ক থেকে মিজানুর রহমানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার রাতে মিজানুর রহমান বাসার সামনে তার রিকশা চার্জে রেখে রাত ১১টার দিকে ঘরে ফেরেন। রাতের খাবার খেয়ে পাকা ঘরের সামনের রুমে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে ভিতরের রুমে ঘুমিয়ে পড়েন। তবে গভীর রাতে কখন তিনি ঘর থেকে বের হয়েছেন, তা পরিবারের কেউ টের পাননি।

গত শনিবার ভোরে ফজরের নামাজের পর স্থানীয় লোকজন বাড়ির সামনের সড়কে মিজানুর রহমানের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পরিবারের সদস্যদের খবর দেয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহতের স্ত্রী পারভীন বেগম জানান, রাতে স্বাভাবিকভাবেই সবাই ঘুমাতে যান। সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে স্বামীর মৃত্যুর খবর জানতে পারেন তারা।

এদিকে নিহতের বড় ভাই শাহজাহান মিয়া অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর আগে প্রতিপক্ষ নিজেদের ঘরে আগুন দিয়ে তাদের পরিবারকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছিল বলেও দাবি করেন তিনি। এ ঘটনায় আদালতে একটি মামলাও চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১৮ জুন ২০২৬

১৮ বাংলাদেশির মৃত্যু সিআইডির জালে দুই পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইউরোপে গিয়ে ভাগ্য বদলানোর স্বপ্নে দালালের হাতে লাখ লাখ টাকা তুলে দিয়েছিলেন সুনামগঞ্জের মাসুম (ছদ্মনাম)। কিন্তু সেই স্বপ্ন লিবিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগরের উত্তাল জলরাশিতে পৌঁছাতেই রূপ নেয় এক চরম দুঃস্বপ্নে। টানা ছয় দিন মাঝসমুদ্রে ভাসমান নৌযানে খাবার ও পানির তীব্র সংকটে ধুঁকে ধুঁকে মারা যান মাসুমসহ ১৮ জন বাংলাদেশি। জীবিত উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের ভাষ্য অনুযায়ী, মৃত্যুর পর তাঁদের লাশ সাগরেই ভাসিয়ে দেয় পাচারকারীরা। আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের এমন

১৮ বাংলাদেশির মৃত্যু

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ভয়াবহ নির্মমতার শিকার হয়ে বাংলাদেশিদের মৃত্যুর ঘটনায় নড়েচড়ে বসে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। পৃথক দুটি অভিযানে লিবিয়া ও ইউরোপকেন্দ্রিক মানব পাচার চক্রের দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে সংস্থাটি। উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩০ কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন ও বিপুল সম্পদের তথ্য। গতকাল বিকালে সিআইডি থেকে পাঠানো পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব জানানো হয়। সিআইডি সূত্র জানায়, চলতি বছরের ২১ মার্চ ১৮ জন বাংলাদেশিসহ মোট ৪৫ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে একটি ঝুঁকিপূর্ণ নৌযানে করে অবৈধভাবে গ্রিসের উদ্দেশে রওনা করায় পাচারকারীরা। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ায় পথ হারিয়ে কয়েক দিন ভূমধ্যসাগরে আটকে থাকে নৌযানটি। তীব্র খাদ্য ও পানিসংকটে অনাহার এবং পানিশূন্যতায় একে একে ১৮ জন বাংলাদেশি মারা যান। পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সহায়তায় মাসুমের পরিবার তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি জানতে পারে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে ১৫ জুন বিকালে সিলেট বিমানবন্দর এলাকা থেকে মানব পাচার চক্রের অন্যতম সদস্য মোহাম্মদ মিকাইল ইসলামকে (৫২) গ্রেপ্তার করে সিআইডির মানব পাচার প্রতিরোধ (টিএইচবি) ইউনিট। গ্রেপ্তার মিকাইল সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার মিঠাপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং নিহত মাসুমের প্রতিবেশী। সিআইডির তদন্তে উঠে আসে মাসুমকে গ্রিস পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে ১৩ লাখ টাকা দাবি করেছিল ওই চক্র। লিবিয়ায় পাঠানোর জন্য প্রথমে ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়, যার মধ্যে ৪ লাখ টাকা একটি ব্যাংক হিসাবে এবং নগদ ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা মিকাইলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। ঢাকায় ১৭ দিন আটকে রাখার পর গত জানুয়ারিতে মাসুমকে লিবিয়ায় পাঠায় চক্রটি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মিকাইল পাচার চক্রে নিজের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছেন এবং তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এদিকে লিবিয়ায় বাংলাদেশি যুবকদের জিম্মি করে নির্যাতন ও দেশে মুক্তিপণ আদায়ের অভিযোগে রাব্বানী ফরাজী (৩৫) নামে আরেক আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাব্বানীর বাড়ি নড়াইলের কালিয়া উপজেলার সাতবাড়িয়া গ্রামে। সিআইডি জানায়, রাব্বানী তাঁর ছোট ভাই রুবেল ফরাজী এবং এই চক্রের হোতা বড় ভাই আউয়াল ফরাজী একটি সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক চক্র পরিচালনা করতেন। তাঁরা ইতালি ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর নাম করে বাংলাদেশিদের লিবিয়ায় নিয়ে যেতেন। সেখানে তাঁদের গোপন ক্যাম্পে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হতো এবং বাংলাদেশে থাকা পরিবারের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় করা হতো।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৩ আষাঢ় ১৪৩৩, ১৭ জুন ২০২৬

লালপুরে পদ্মায় নৌকায় গুলি করে জেলেকে খুন

■ লালপুর (নাটোর) এবং ঈশ্বরদী (পাবনা) সংবাদদাতা

নাটোরের লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীতে মাছধরা নৌকায় এলোপাতাড়ি গুলি করে সাহাবুল ইসলাম (৪৫) নামে এক জেলেকে হত্যা করেছে একদল সন্ত্রাসী। মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে পদ্মা নদীর রাইটার চর এলাকায় নদীতে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকায় পড়ে থাকা সাহাবুলের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত সাহাবুল ইসলাম ঈশ্বরদীর সাড়া গোপালপুর গ্রামের ইউনুছ প্রামানিকের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে পদ্মার চর থেকে মোটরসাইকেলযোগে আসা পাঁচ-ছয় জন অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসী নদীর তীর থেকে মাছ ধরা নৌকাটিকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। এতে নৌকায় থাকা সাহাবুল ইসলামের ডান কাঁধে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাংসসহ হাড় ভেঙে বের হয়ে যায়। তার সঙ্গে থাকা ঈশ্বরদীর সাড়া চানমারী গ্রামের আব্দুল হকের ছেলে রবিউল ইসলাম পদ্মা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যান। এ সময় শরীর ও দুই হাতে সামান্য আঘাত পান তিনি।

লালপুর থানার ওসি শফিকুল ইসলাম জানান, তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঘটনাটি নদীতে ঘটায় স্থানীয় লক্ষীকুণ্ডা নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির এসআই (নিঃ) মো. সেলিম মিয়া আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় থানায় পৃথক দুইটি জিডি হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এসআই মো. সেলিম মিয়া বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি।

বণিক বার্তা
জুন ১৫, ২০২৬ ■ আষাঢ় ১, ১৪৩৩

মরদেহ উদ্ধার

বরগুনায় মাত্র ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে ছয়টি মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দুটি ঝুলন্ত মরদেহ, গণপিটুনিতে এক ব্যক্তির মৃত্যু, এক অটোরিকশাচালক ও এক পুলিশ কনস্টেবলের বিষপানসহ ছয়টি অস্বাভাবিক মরদেহ উদ্ধারে জেলাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, বরগুনা

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১৮ জুন ২০২৬

অপহরণের তিন দিন পর ছাড়া পেলেন পাঁচ জেলে

বাগেরহাট প্রতিনিধি

সুন্দরবনে অপহরণের তিন দিন পর বনদস্যু ছোট জাহাঙ্গীর বাহিনীকে ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পাঁচ জেলে ছাড়া পেয়েছেন বলে জানা গেছে। তারা হলেন, বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলার বগা গ্রামের হানিফ, জাকির, শাহিন, আকুব্বর এবং রামপালের শ্রীফলতলা গ্রামের শরিফুল ইসলাম। এর মধ্যে বনদস্যুদের মারধরে গুরুতর আহত শরিফুল ইসলামকে (৩০) গতকাল বাগেরহাটের রামপাল উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রামপাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাজীব আল রশিদ জানান, বনদস্যুদের মারধরে জেলে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির খবর তিনি লোকমুখে শুনেছেন। তবে পাঁচ জেলেকে অপহরণ ও মারধরের বিষয়ে থানায় কেউ অভিযোগ করেননি।

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ১৮ জুন ২০২৬

থুতু ফেলায় পিটিয়ে হত্যা

■ রংপুর অফিস

রংপুর মহানগরীর খামার মোড় এলাকায় হোটেল শ্রমিককে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহতের নাম শাওন মিয়া (২৫)। গত মঙ্গলবার রাতের এ ঘটনায় হোটেল মালিকের ছেলে মিজানুর রহমান মনুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিহত শাওনের বাড়ি লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলায় নুরেরচক গ্রামে। তিনি আমির হোসেনের খাবারের হোটেলে কাজ করতেন।

জানা গেছে, হোটেলে কাজের সময় থুতু ফেলাকে কেন্দ্র করে শাওনের সঙ্গে মনুর বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। ক্ষিপ্ত হয়ে হাতুড়ি দিয়ে শাওনের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করেন তিনি। পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, জুন ১৬, ২০২৬ ■ আষাঢ় ২, ১৪৩৩

মরদেহ উদ্ধার

বরিশালের কালিজিরা নদী থেকে তিনদিন ধরে নিখোঁজ থাকা অটোরিকশাচালক নাজমুল মোল্লার (২২) বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ১৩ জুন অটোরিকশাসহ নিখোঁজ হন নাজমুল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে তাকে শ্বাসরোধে হত্যার পর মরদেহ বস্তায় ভরে নদীতে ফেলে দেয়া হয়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, বরিশাল

দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ জুন ২০২৬

নবীনগরে হত্যার পর নরসিংদীর মেঘনায় ফেলা হয় লাশ দুই দিন পর উদ্ধার

■ নরসিংদী প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রিফাত আহমেদকে (২৮) গুলি করে হত্যার পর লাশ সঙ্গে নিয়ে যায় প্রতিপক্ষের লোকজন। পরে তার আর সন্ধান পাননি পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার দুই দিন পর মঙ্গলবার (১৬ জুন) সন্ধ্যায় নরসিংদী সদর উপজেলার করিমপুর ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামের মেঘনা নদীর তীরে কান্দাপাড়া জিরো পয়েন্ট এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করে নৌ-পুলিশ। নিহত রিফাত আহমেদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার ছলিমগঞ্জ ইউনিয়নের খোল্লাকান্দি বড়বাড়ীর মোস্তাক আহমেদের ছেলে। তিনি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার গ্যারেজে কাজ করতেন। নিহতের বোন মুক্তা বেগম বলেন, এলাকার আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আমার ভাই রিফাত দীর্ঘদিন যাবৎ নিজ এলাকায় আসতে পারছিল না। আমাদের এক আত্মীয় অসুস্থ থাকায় রবিবার (১৪ জুন) রাতে গোপনে বাড়ি আসে। পরে আবার ফিরে যাবার সময় খবর পেয়ে প্রতিপক্ষের লোকজন আমার ভাইয়ের পিছু নেয়। এসময় আমার ভাই পার্শ্ববর্তী নিলক্ষি দাসপাড়া গ্রামে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিলে ডাকাত সরদার মনাক, তার ছেলে সুমন ও রোমানের নেতৃত্বে ২০/৩০ জনের একটি সশস্ত্র দল হানা দেয়। এসময় ডাকাত সরদার মনাক, তার দুই ছেলেসহ অন্য সদস্যরা বাড়িটি ঘেরাও করে চার পাশ থেকে শত শত রাউন্ড গুলি ছুড়ে। এতে আমার ভাই ঘরের ভিতর গুলিবিদ্ধ হলে তারা টেনেহিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে তাদের সাথে নিয়ে যায়। পরে তারা আমার ভাইকে গুলি ও জবাই করে হত্যা করার পর লাশ গুম করে ফেলার উদ্দেশ্যে নদী পথে নরসিংদী সীমান্ত এলাকায় ফেলে যায়। আমি আমার ভাইয়ের হত্যাকারীদের বিচার চাই। নরসিংদী সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার ফরিদা গুলসানারা কবীর বলেন, লাশে পচন ধরে যায়, তবে নিহতের শরীরে গুলি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্তের পর বিস্তারিত বলা যাবে।

দেশ রূপান্তর শুক্রবার, ১৯ জুন ২০২৬,

খুলনায় গৃহকর্মীকে গরম কড়াইয়ের ছ্যাঁকা

পুলিশ দম্পতি কারাগারে

খুলনা প্রতিনিধি

গ্রেপ্তারকৃত এএসআই সঞ্জয় ও তার স্ত্রী পপি রানী সাহা

গৃহকর্মীকে নির্যাতনের মামলায় খুলনার সোনাডাঙ্গা থানার উপ-সহকারী পরিদর্শক (এএসআই) পপি রানী সাহা ও সঞ্জয় কুমার সরকারকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় এই পুলিশ দম্পতিকে মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হলে শুনানি শেষে বিচারক ফারুক ইকবাল এ আদেশ দেন। এর আগে গতকাল নির্যাতিত গৃহকর্মীর মা বাদী হয়ে সোনাডাঙ্গা থানায় তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন। মামলার পর পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার দেখায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার দুপুরে তরকারি পুড়ে যাওয়ার অজুহাতে ওই গৃহকর্মীর ওপর চড়াও হন এএসআই সঞ্জয়ের স্ত্রী পপি রানী সাহা। তিনি তাকে মারধর করার পাশাপাশি তার শরীরে গরম কড়াইয়ের ছ্যাঁকা দেন। নির্যাতনের এই ভিডিওচিত্রটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে গত বুধবার বিকেলেই পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে নিয়ে আসে এবং এএসআই সঞ্জয় ও তার স্ত্রীকে থানা হেফাজতে নেয়।

ভুক্তভোগী গৃহকর্মীর মা বলেন, পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে তার মেয়ে ওই বাসায় কাজ করছিল। মেয়ের ওপর এমন অমানবিক নির্যাতনের কথা তিনি আগে জানতেন না। চিকিৎসা শেষে মেয়েকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিতে চান তিনি।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, কিশোরীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত ও নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, ভুক্তভোগীর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা নেওয়া হয়েছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

যুগান্তর সোমবার ২২ জুন ২০২৬ ৮ আষাঢ় ১৪৩৩

অডিও বার্তায় মৃত্যুর আগাম ইঙ্গিত

সিদ্ধিরগঞ্জে গার্মেন্টকর্মী হত্যা, চরফ্যাশনে শোক

চরফ্যাশন (ভোলা) প্রতিনিধি

জমি বিক্রির টাকা ও ধার দেওয়া অর্থ ফেরত চাওয়াকে কেন্দ্র করে পারভীন বেগম নামে এক গার্মেন্টকর্মীকে পরিকল্পিতভাবে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহতের স্বজনদের দাবি, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে পাঠানো একটি অডিও বার্তায় পারভীন তার এই পরিণতির জন্য ভাতিজি লতাকে দায়ী করে গেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায়। নিহত পারভীন বেগম ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়নের উত্তর শিবাগ্রামের বাসিন্দা ফয়জুল হক পাটোয়ারীর মেয়ে। তিনি ১৫ বছর ধরে নারায়ণগঞ্জে বসবাস করে একটি গার্মেন্টি কারখানায় চাকরি করতেন। নিহতের বড় বোন জোছনা বেগম জানান, নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়ে পারভীন গ্রামের বাড়িতে ৬ শতাংশ জমি কিনেছিলেন। জমিটির দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন তার সঙ্গে একই বাসায় থাকা ভাতিজি লতা। এছাড়া লতার বিয়ে ও গর্ভাবস্থার খরচের জন্য বিভিন্ন সময়ে পারভীনের কাছ থেকে প্রায় তিন লাখ টাকা ধার নেওয়া হয়। সম্প্রতি পারভীন জমি বিক্রি এবং ধার দেওয়া টাকা ফেরত চাইলে লতা ও তার স্বামী মনিরের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়। স্বজনদের অভিযোগ, অর্থ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে পারভীনের ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। একপর্যায়ে মাথায় আঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়। জোছনা বেগম আরও দাবি করেন, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে পারভীন একটি অডিও বার্তা পাঠিয়ে জানান, লতা তাকে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করছে এবং তার মৃত্যুর জন্য লতাই দায়ী থাকবে। পরিবারের অভিযোগ, মৃত্যুর পর ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে পারভীনকে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নেওয়া হয় এবং ঢাকায় থাকা অন্য স্বজনদের না জানিয়ে দ্রুত লাশ অ্যাম্বুলেন্সে করে ভোলায় পাঠানো হয়। পরে পরিবারের আপত্তির মুখে দাফন স্থগিত করে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ভোলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্ত শেষে শুক্রবার রাতে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। চরফ্যাশন থানার ওসি মো. মাহামুদ আল ফরিদ ভূঁইয়া বলেন, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। যেহেতু ঘটনাটি সিদ্ধিরগঞ্জ থানার এলাকায় ঘটেছে, তাই পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট থানা গ্রহণ করবে।

যুগান্তর শনিবার ২০ জুন ২০২৬

ধানমন্ডিতে পাউবোর প্রকৌশলীর গৃহকর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু

পরিবারের দাবি, ভবন থেকে ফেলে হত্যা

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর ধানমন্ডিতে বহুতল একটি ভবন থেকে পড়ে রিক্তা নামের এক শিশু গৃহপরিচারিকার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে ধানমন্ডি-৯/এ নম্বর রোডের একটি ভবনে এ ঘটনা ঘটে। বিকালে ময়নাতদন্তের জন্য তার লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। নিহত রিক্তা কিশোরগঞ্জের বাসিন্দা শাহিনের মেয়ে। সে পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর বাসার গৃহকর্মী ছিল।

ধানমন্ডি থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) জান্নাতুল ফেরদৌসী জানান, খবর পেয়ে ধানমন্ডির ইবনে সিনা স্পেশালাইজড অ্যান্ড কার্ডিয়াক হাসপাতাল থেকে ওই শিশুর লাশ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে এসআই জান্নাতুল আরও জানান, ধানমন্ডি থানার ৯/এ নম্বর রোডের ৩৭ নম্বর বাসার ছাদ থেকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হয় শিশুটি। পরে তাকে উদ্ধার করে ধানমন্ডির ইবনে সিনা স্পেশালাইজড অ্যান্ড কার্ডিয়াক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি জানান, মৃত্যুর সঠিক কারণ উদঘাটনে তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিশুটির পরিবারের অভিযোগ, রিক্তাকে ওই ভবন থেকে ফেলে হত্যা করা হয়েছে। আর পাউবোর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর পক্ষ থেকে দাবি, মেয়েটি ১০ তলার ছাদে গিয়েছিল। সেখান থেকে সে পড়ে মারা গেছে। পরিবার জানায়, ঈদুল আজহার ১৫ দিন আগে পরিচিত একজনের মাধ্যমে শিশুটিকে ওই বাসায় কাজে নেয় পরিবার। তার মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হয় চার হাজার টাকা। তবে কয়েক দিন আগে শিশুটি পরিবারকে জানায়—সে আর বাসায় কাজ করবে না। গত ১২ মে ভিডিও কল দিয়ে কান্নাকাটিও করে সে।

যুগান্তর | শনিবার ২০ জুন ২০২৬ | ৬ আষাঢ় ১৪৩৩

গুলিস্তানে আবাসিক হোটেলে প্রবাসীর লাশ, তরুণী আটক

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর গুলিস্তানে এক আবাসিক হোটেল থেকে আল আমিন নামের এক সৌদি প্রবাসীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে 'হোটেল রমনা' থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এসময় হোটেলে তার সঙ্গে থাকা এক তরুণীকেও আটক করে পুলিশ। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ বক্সের ইনচার্জ পরিদর্শক মোহাম্মদ ফারুক জানান, লাশ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এক তরুণীকে আটক করা হয়েছে। তাকে পল্টন থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। নিহত আল আমিন গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার বাহাদুর রাস্তা এলাকার ফেরদৌস উদ্দীনের ছেলে। হোটেল বয় হানিফ জানান, সকালে গুলিস্তানের রমনা ভবনের হোটেল রমনা আবাসিকের নয়তলার এক কক্ষ ভাড়া নেন আল আমিন। এ সময় তার সঙ্গে এক তরুণী ছিলেন।

এদিকে আটক তরুণীর দাবি, আল আমিন ওয়াশরুমে যাওয়ার পর হঠাৎ পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পান। পরে গিয়ে দেখেন ওয়াশরুমের দরজা খোলা এবং আল আমিন মেঝেতে পড়ে আছে। এ সময় তার চিৎকারে হোটেল বয় হানিফসহ কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসে এবং তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ওই তরুণী জানান, তিনি বাগেরহাটের একটি নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থী। সৌদি আরবে থাকা অবস্থায় ফেসবুকের মাধ্যমে আল আমিনের সঙ্গে তার পরিচয় ও নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। আল আমিন ১৩ জুন সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরেন। এর আগে বৃহস্পতিবার তাদের মধ্যে কথা হয় এবং শুক্রবার দেখা করার সিদ্ধান্ত হয়।

যুগান্তর | রোববার ২১ জুন ২০২৬ | ৭ আষাঢ় ১৪৩৩

আশুলিয়া কালিয়াকৈর বন্দরে ৩ লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

আশুলিয়ায় নারী পোশাক শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কালিয়াকৈরে যুবক ও বন্দরে নদীতে ভাসমান অবস্থায় শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **সাভারের আশুলিয়ার** জামগড়া চিত্রশাইল কাঁঠালতলা বাজার এলাকার একটি বাসা থেকে জেসমিন খাতুন (২৯) নামে এক নারী পোশাক শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। লাশে আঘাতের চিহ্ন থাকায় ওই নারীর মৃত্যু নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। নিহত জেসমিন ঝিনাইদহের শৈলকুপার ফুলহরি গ্রামের সরোয়ার সর্দারের মেয়ে। তিনি জামগড়া এলাকার বাড়িওয়ালা মো. আব্দুর রসিদ ও ম্যানেজার আব্দুস সোরহাবের তত্ত্বাবধানে থাকা একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। ওসি মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। **গাজীপুরের কালিয়াকৈরের** ডালজোড়া ইউনিয়নের আদাবর এলাকায় ফাহিম নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার ভোরে নিজ বাড়ি থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত ফাহিম (১৯) উপজেলার আদাবর এলাকার জামাল উদ্দিনের ছেলে। কিছুদিন ধরে পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্বজনদের সঙ্গে তার মনোমালিন্য চলছিল। ওসি সহিদুল ইসলাম লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। **নারায়ণগঞ্জের বন্দরে** শীতলক্ষ্যা নদীতে ভাসমান অবস্থায় ৭ বছরের শিশু হাসানের লাশ উদ্ধার করেছে নৌ সদর থানা পুলিশ। শনিবার বিকালে বন্দরের রূপালী ভূমি অফিস সংলগ্ন উত্তর দিকের ঘাটলা থেকে শিশুটির উদ্ধার করা হয়। নিহত হাসান ২২ নং ওয়ার্ড বন্দরের রূপালী আবাসিক এলাকার শহীদুল্লাহ্ মিয়ার ছেলে। সদর নৌ পুলিশের ওসি রকিবুজ্জামান জানান, হাসানকে উদ্ধারের পর তার মুখ দিয়ে দুই বার পানি বের হয়। বেঁচে আছে ভেবে তার আত্মীয় স্বজন হাসানকে বন্দর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। এসময় কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক | ২৬ জুন ২০২৬

গৌরীপুরে গার্মেন্টস কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা

■ গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার ভাংনামারী ইউনিয়নের বারুয়ামারি গ্রাম থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার আলিফ মাহমুদ (২২) নামে এক গার্মেন্টস কর্মীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ঠাকুরগাঁও সড়কের গোলাম মোস্তফার পুত্র। লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন গৌরীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. হাবিবুর রহমান। তিনি জানান, তার শরীরে একাধিকস্থানে আঘাতে চিহ্ন রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলছে। মামলা দায়েরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গৌরীপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর মোস্তাফিজুর রহমান জানান, নিহত আলিফ মাহমুদ গাজীপুর এলাকায় পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | ২৮ জুন ২০২৬

সিংড়ায় এক ভ্যানচালকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

■ সিংড়া (নাটোর) সংবাদদাতা

নাটোরের সিংড়ায় শেরকোল ইউনিয়নের নীলচরা পুঠিমারী গ্রামের পারিবারিক কলহের জেরে এক ভ্যানচালকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত মনজিল (৬০) এ গ্রামের মৃত কেফাতুল্লার ছেলে। শনিবার ভোররাতে উপজেলার নীলচরা পুঠিমারী গ্রামের বিলের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পারিবারিক কলহের জেরে শুক্রবার মনজিল বাড়ির পাশে বিলের মধ্যে যান। সেখানে আমগাছের ডালের সঙ্গে রশি দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। সকালে স্থানীয় লোকজন গাছের সঙ্গে তার লাশ ঝুলতে দেখে সিংড়া থানা পুলিশকে খবর দেয়। সংবাদ পেয়ে সিংড়া থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | ২১ জুন ২০২৬

ঋণের চাপে গ্যাস ট্যাবলেট সেবন ব্যাংকের নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

■ বাগাতিপাড়া (নাটোর) সংবাদদাতা

নাটোরের বাগাতিপাড়ায় ঋণের চাপে মানসিক অশান্তিতে গ্যাস ট্যাবলেট সেবনের পর বিপুল কুমার সরকার (৪৩) নামে এক ব্যাংকের নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার রাতে উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর (গালিমপুর) গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বিপুল ঐ গ্রামের মৃত অদ্বৈত প্রসাদ সরকারের ছেলে। পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে জানা যায়, শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে বিপুল বাড়িতে এসেই তার বড় বোন অর্চনা রানীকে জানান, কোমল পানীয়ের সঙ্গে তিনি গ্যাস ট্যাবলেট সেবন করেছেন। বিষয়টি জানতে পেরে পরিবারের সদস্যরা তাকে বাগাতিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পথে রাজশাহীর বানেশ্বর বাজার এলাকায় তার মৃত্যু হয়।

যুগান্তর | সোমবার ২২ জুন ২০২৬ | ৮ আষাঢ় ১৪৩৩

কাজ করতে দেরি

কৃষি শ্রমিককে পিটিয়ে মারলেন বিএনপি নেতা

পাবনা প্রতিনিধি

পাবনার ভাঙ্গুড়ায় বিএনপি নেতার নির্মম নির্যাতনে জামিল হোসেন (৫০) নামের এক নিরীহ কৃষক মারা গেছেন। শনিবার রাতে উপজেলার সদর ইউনিয়নের কৈডাঙ্গা গ্রাম থেকে ওই কৃষকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত জামিল রাজশাহীর বাঘা উপজেলার হরিণা গ্রামের আবু মণ্ডলের ছেলে। তিনি পেশায় কৃষি শ্রমিক ছিলেন এবং মৌসুমে ভাটি অঞ্চলে ধান কাটা শ্রমিকের কাজ করতেন। এদিকে এ ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত বিএনপি নেতা ইউসুফ আলী পলাতক রয়েছেন। ইউসুফ ভাঙ্গুড়া উপজেলার চরভাঙ্গুড়া গ্রামের আব্দুল কুদ্দুস মণ্ডলের ছেলে। তিনি সদর ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শ্রমিক জামিল তার এক জামাতা ও চাচাতো ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ভাঙ্গুড়ায় ধান মাড়াইয়ের কাজ করতে আসেন। তারা উপজেলার কৈডাঙ্গা গ্রামে রেললাইনের পাশে স্থানীয় এক ব্যক্তির ঘর ভাড়া নিয়ে ছিলেন। নিহত জামিলের জামাতা আব্দুল কাদের অভিযোগ করেন, শনিবার বিকালে ইউসুফ আমার শ্বশুরকে ধান মাড়াইয়ের কাজ করতে চাপ দেন। কাজ করতে কিছুটা দেরি হবে জানালে ইউসুফ ক্ষিপ্ত হয়ে ধান মাড়াই মেশিনের চাবি কেড়ে নেন। পরে চাবি ফেরত চাইলে তাকে বেদম মারধর করেন এবং জোরপূর্বক ধান মাড়াইয়ের কাজে নিয়ে যান এবং আহত অবস্থায় সেখানে তিন বিঘা জমির ধান মাড়াই করাতে বাধ্য করেন জামিলকে। তিনি (জামাতা) জানান, কাজ শেষে সন্ধ্যায় তারা ভাড়া বাসায় ফিরে আসেন এবং বাসায় এসেই জামিল হোসেন বেশ অস্বস্তি বোধ করেন। এর কিছুক্ষণ পর তিনি মারা যান। জামাতা আরও জানান, তার শ্বশুর জামিল আগে থেকেই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। নির্মম মারধরের কারণে তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ভাঙ্গুড়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে বিএনপি নেতা ইউসুফ আলীর মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। এমনকি সাংবাদিকরা তার বাড়িতে গিয়েও তাকে পাননি। তবে ইউসুফ আলীর ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, ঘটনার পর থেকেই তিনি পলাতক রয়েছেন। উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক নূর-মুজাহিদ স্বপন বলেন, এ বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন।

ভাঙ্গুড়া থানার ওসি সাকিউল আজম বলেন, পুলিশ লাশ উদ্ধার করে হেফাজতে নিয়েছে এবং ময়নাতদন্তের জন্য রোববার হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১০ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Wednesday 24 June 2026

ধানমন্ডিতে সাংবাদিক পেটালো জামায়াতের নেতাকর্মীরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকায় জামায়াতে ইসলামীর নেতারা বিক্ষোভ শেষে এক সাংবাদিককে পিটুনি দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। হামলার শিকার মাহফুজুর রহমান শিশির দৈনিক সকালের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আহত হয়েছেন দ্য নিউজের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার মারুফ হোসেনও। এছাড়া অন্তত ১০ জন সাংবাদিক হেনস্তার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল সকাল পৌনে ৯টার দিকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতে ইসলামীর ধানমন্ডি জোনের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ শেষে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ৫ জন সাংবাদিক জানান, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কলাবাগান থেকে মিছিলটি বের হয়ে সোবহানবাগ মসজিদ এলাকা ঘুরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে এসে শেষ হয়। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঘিরে আয়োজিত ওই কর্মসূচির সমাপনী সমাবেশ চলাকালে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে।

হামলাকারীদের 'উগ্র, অসহিষ্ণু' আখ্যা দিয়ে তীব্র নিন্দা ছাত্রদলের

হামলার শিকার মাহফুজুর রহমান শিশির বলেন, 'সমাবেশে একাধিক নেতা বক্তব্য দিচ্ছিলেন। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল কয়েকজনের বক্তব্য দিলে সংবাদ সংগ্রহে সুবিধা হবে বলে অনুরোধ করা হয়। তখন একজন বক্তা বলেন, 'সবার বক্তব্যই নিতে হবে, না হলে চলে যেতে হবে'। 'আমি এর প্রতিবাদ করে বলি, 'আমাদের সঙ্গে এভাবে কথা বলছেন কেন? আমরা তো আপনাদের কর্মী নই'। এরপরই আমাকে স্বৈরাচারের দোসর আখ্যা দিয়ে মারধর করা হয়।'

ভুক্তভোগী এ সাংবাদিক বলেন, তাকে রাস্তায় ফেলে কিল, ঘুষি ও লাথি মারা হয়েছে। পরে অন্য সাংবাদিকরা তাকে উদ্ধার করে কাছের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসা শেষে তাকে বাসায় পাঠানো হয়েছে। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শিশিরের মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তার এক রুমমেট বলেন, 'হাসপাতাল থেকে ফেরার পর শিশির বিশ্রাম নিচ্ছে। তার নাক ও ঠোঁটে আঘাত লেগেছে। চিকিৎসকরা তাকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন।'

দ্য নিউজের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার মারুফ হোসেন বলেন, 'শিশিরকে রক্ষা করতে গিয়ে আমরাও হামলার শিকার হই। জামায়াতের নেতাকর্মীরা দুই দফায় সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হয়। একপর্যায়ে তারা শিশিরকে তুলে নিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করেছিল।' সাংবাদিক মারুফের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও তারা কোনো পদক্ষেপ নেননি। আনন্দবাজারের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার জোবায়ের হোসেনেও ভাষ্য, 'জামায়াতের নেতাকর্মীরা খুবই আগ্রাসী আচরণ করছিল। তারা শিশিরকে তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।'

ধানমন্ডি থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, 'এ বিষয়ে আমরা অবগত নই।' মিছিল ও সমাবেশের ভিডিওতে স্থানীয় জামায়াত নেতা মুস্তাফিজুর রহমান, মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন, আনিসুজ্জামান ও জাহিদুর রহমানকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

সাংবাদিকদের ওপর হামলার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে ধানমন্ডি থানা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য মুজিবুর রহমান খান

ধানমন্ডিতে সাংবাদিক পেটালো

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ঘটনাটিকে 'অনাকাঙ্ক্ষিত' বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বহিরাগত কেউ ঢুকে পড়ে এমন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে।' এ বিষয়ে দলের বক্তব্য জানতে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও প্রচার-মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি মতিউর রহমান আকন্দের সঙ্গে ফোনে ' ও হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

হামলাকারীদের 'উগ্র, অসহিষ্ণু' আখ্যা দিয়ে তীব্র নিন্দা ছাত্রদলের

জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভের সময় কয়েকজন সাংবাদিককে মারধরের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। হামলাকারীদের 'উগ্র, অসহিষ্ণু' আখ্যা দিয়ে সংগঠনটি বলছে, তারা দেশকে একটি উগ্র, অসহিষ্ণু ও ফ্যাসিবাদী কাঠামোর দিকে ঠেলে দিতে চায়।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, 'গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালানো যে কোনো স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও সভ্য সমাজের পরিপন্থি। 'জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা প্রকাশ্য দিবালোকে কর্তব্যরত সাংবাদিক মাহফুজুর রহমান শিশির, রাব্বী সিদ্দিকী ও আব্দুর রহমান ইশানসহ প্রায় ২৫ জন সংবাদকর্মীর ওপর যেভাবে সন্ত্রাসী কায়দায় আক্রমণ ও লাঞ্ছনা চালিয়েছে, তা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, তারা ভিন্নমত সহ্য করতে পারে না এবং দেশকে একটি উগ্র, অসহিষ্ণু ও ফ্যাসিবাদী কাঠামোর দিকে ঠেলে দিতে চায়।'

ছাত্রদল বলছে, 'পেশাদার গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর এই হামলার মধ্য দিয়ে আবারও স্পষ্ট হয়েছে যে, স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী অপশক্তি এখনও বহুদলীয় গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় ন্যূনতম বিশ্বাস রাখে না। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে সাংবাদিকদের ওপর এমন সন্ত্রাসী হামলা কোনোভাবেই মেনে নেয় যায় না। 'জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সব সময়ই গণতন্ত্র, মুক্তচিন্তা এবং সংবাদমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। অতীতেও ছাত্রদল মুক্ত গণমাধ্যমের পক্ষে আপসহীন ভূমিকা পালন করেছে এবং ভবিষ্যতেও যে কোনো উগ্র ও ফ্যাসিবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবে।'

ছাত্রদল নেতারা অবিলম্বে ধানমন্ডি ৩২ এলাকায় গণমাধ্যমকর্মীর ওপর হামলার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান। একইসঙ্গে আহত সব গণমাধ্যমকর্মীর সুস্থতা কামনাসহ তাদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন হতেও আহ্বান করেছে সংগঠনটি।

যুগান্তর
রোববার ২৮ জুন ২০২৬
১৪ আষাঢ় ১৪৩৩

বাংলাবাজারে তাজিয়া মিছিলে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর পুরান ঢাকায় পবিত্র আশুরার তাজিয়া মিছিলে ডুলির রশি ধরাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার বাংলাবাজার এলাকার এ হামলায় নিহত মো. জাকির হোসেন (৩১) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নকর্মী ছিলেন। শনিবার রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান লালবাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

তালেবুর রহমান বলেন, শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে সূত্রাপুরের বিবিকা রওজা ইমামবাড়া থেকে একটি তাজিয়া মিছিল চকবাজার-লালবাগ হয়ে ধানমন্ডির উদ্দেশে রওয়ানা হয়। মিছিলটি বাংলাবাজার এলাকায় পৌঁছালে পিকে রায় রোডের ইস্পাহানি ভবনের নিচে একদল যুবক জাকির হোসেনকে এলোপাতাড়ি মারধর ও ছুরিকাঘাত করে। পুলিশ স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ জানায়, ঘটনার পরপরই সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পরে নিহতের পরিচয় শনাক্ত করা হয়। জাকির লালবাগ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনায় নিহতের বড় ভাই বাদী হয়ে সূত্রাপুর থানায় অজ্ঞাতনামা ১৪-১৫ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন। মামলার তদন্তে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের তথ্যের ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি সুইচ গিয়ার চাকু, একটি চাপাতি এবং ঘটনার সময় পরা জামাকাপড় উদ্ধার করা হয়েছে।

রোববার। ২৮ জুন ২০২৬। ১৪ আষাঢ় ১৪৩৩ • সময়ের আলো

জাবি কর্মচারীকে পাঁচ তলা থেকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ

● জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ল্যাব অ্যাটেন্ডেন্ট সজিব প্রামাণিককে মারধরের পর পাঁচ তলা ভবন থেকে নিচে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি বর্তমানে ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি গত ১৯ জুন রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে রাজধানীর উত্তরার একটি বাসায় ঘটে। এ ঘটনায় গত ২৫ জুন রাতে সজিবের বাবা মো. মুন্নাফ প্রামাণিক উত্তরা পূর্ব থানায় একটি মামলা করেন। এ বিষয়ে জানার জন্য যোগাযোগ করা হলে উত্তরা পূর্ব থানার ওসি মোরশেদ আলম বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা হয়েছে এবং আমরা তদন্ত সাপেক্ষে আসামি ধরার প্রক্রিয়া চলমান রেখেছি।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, প্রায় তিন বছর আগে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী সজিব প্রামাণিকের সঙ্গে শাহজাদি আক্তারের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পারিবারিক বিরোধ চলছিল। গত ১৮ জুন স্ত্রীকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে সজিব উত্তরায় শ্বশুরবাড়িতে যান। এ সময় স্বর্ণ কেনার জন্য সঙ্গে নেওয়া পাঁচ লাখ টাকা তিনি তার শ্যালক শাহাদত হোসেনের কাছে রাখেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, ১৯ জুন রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে স্ত্রী তার দুই ভাই শাহাদত হোসেন ও শামছুদ্দিন শাওনকে ডাকেন। পরে তারা সজিবকে মারধর করে ভবনের পঞ্চম তলার বারান্দার সামনে নিয়ে গিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে নিচে ফেলে দেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে এজাহারে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় সজিবকে উদ্ধার করে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার দুই হাত, দুই পা, বুক ও কোমরের হাড় ভেঙে গেছে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আঘাত রয়েছে বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

সজিবের স্বজনদের দাবি, তাকে ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা হিসেবে প্রচারের চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। মামলায় এজাহার অনুযায়ী, ভুক্তভোগীর শ্যালক শাহাদত হোসেনের কাছে রাখা পাঁচ লাখ টাকা বারবার ফেরত চাইলেও তা ফেরত দেওয়া হয়নি যা প্রতারণামূলক বিশ্বাসভঙ্গের শামিল বলে অভিযোগকারীর দাবি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২৮ জুন ২০২৬

ইতালিতে একই পরিবারের তিন বাংলাদেশি খুন

নোয়াখালী প্রতিনিধি

ইতালির রাজধানী রোমে স্ত্রী, কন্যাসহ প্রবাসী খুন হয়েছেন। নিহত কামাল উদ্দিন বাবুলকে (৩৯) বাংলাদেশে প্রায় এক বছর আগে হত্যার হুমকি দিয়ে গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীতে একটি উড়োচিঠি পাঠানো হয়েছিল বলে দাবি করেছেন তাঁর বাবা সিরাজুল ইসলাম ও স্বজনরা। এদিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়ায় গতকাল সকাল থেকে জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামের বাড়িতে চলছে মাতম। স্বজনরা এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত এবং জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি

ইতালিতে একই পরিবারের

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] দাবি করেছেন। গ্রামের স্থানীয়রা কেউ জড়িত থাকতে পারেন বলে মন্তব্য করেন স্বজনরা। নিহত প্রবাসীর ছেলে আহত অয়ন ইতালির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। গতকাল দুপুরে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরকাঁকড়া ইউনিয়নে বাবুলের বাড়ি গিয়ে দেখা যায়, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর ভিড়ে ভারী পরিবেশ।

শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা জানাতে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসছেন স্বজন ও পরিচিত শত শত নারী-পুরুষ। সিরাজুল ইসলাম বলেন, '২০২৫ সালে আমার ছেলে দেশে এলে তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে আমাদের বাড়িতে একটি উড়োচিঠি পাঠানো হয়েছিল। বিষয়টি আমরা মৌখিকভাবে কোম্পানীগঞ্জ থানাকে জানিয়েছিলাম।' তিনি আরও জানান, শুক্রবার ইতালির স্থানীয় সময় রাত প্রায় ৯টার দিকে রোমের পশ্চিমাঞ্চলীয় অরেলিও এলাকার ভিয়া মন্তিগ্লিও সড়কের একটি আবাসিক ফ্ল্যাটে এ মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে। জীবনজীবিকার তাগিদে ১০ বছর আগে ইতালি যান বাবুল। তাঁর বাবা একসময় লন্ডনে থাকতেন। নিহত অন্য দুজন হলেন বাবুলের স্ত্রী মমতাজ বেগম আরজু (৩৮) ও পাঁচ বছরের মেয়ে আরওয়া ইসলাম আরিশা। আর গুরুতর আহত হয়েছেন তাদের ছেলে আমির হোসেন অয়ন (১৮)। স্থানীয়রা জানান, চরকাঁকড়ার গ্রামের বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ইতালির আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লাশ উদ্ধার এবং অয়নকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করেছে। চিকিৎসকদের বরাত দিয়ে জানা গেছে, তিনি বর্তমানে শঙ্কামুক্ত।

ইতালির বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী, শুক্রবার রাতে ওই আবাসিক ফ্ল্যাট থেকে চিৎকারের শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজনের লাশ উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে তাদের হত্যা করা হয়েছে। রোম পুলিশের বিশেষ শাখা ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে [illegible] আলামত সংগ্রহ করেন। কোম্পানীগঞ্জ [illegible] ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুল [illegible] জানান, ভুক্তভোগী পরিবার মৌখিক [illegible] পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছিল। এরপর [illegible] নিয়মিত রাত্রীকালীন টহলের মাধ্যমে [illegible]দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২৯ জুন ২০২৬ ॥

অটোচালককে শিকলে বেঁধে নির্যাতন

নোয়াখালী প্রতিনিধি

পাওনা টাকা আদায়ের ঘটনা কেন্দ্র করে নোয়াখালীর সুবর্ণচরে এক অটোরিকশাচালককে তুলে নিয়ে দুই দিন শিকলে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় তাঁকে শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার চরমজিদ ভুঁইয়ারহাট এলাকার এক বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। ভুক্তভোগী রিপন ভোলার মনপুরা উপজেলার বাসিন্দা। তিনি সুবর্ণচর উপজেলার চরমজিদ ভুঁইয়ারহাটে বসবাস করেন। অভিযুক্ত আবুল কাশেমের বাড়ি ওই এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানান, দুই বছর আগে রিপন ও কাশেম যৌথভাবে ছাগলের ব্যবসা করতেন। একপর্যায়ে রিপনের কাছে কাশেমের প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা পাওনা হয়। অভিযোগ আছে, এক বছর ধরে পাওনা টাকা পরিশোধ না করায় কাশেম তাঁকে তুলে নিয়ে এক বাড়িতে আটকে রাখেন। সেখানে তাঁর পায়ে শিকল বেঁধে দুই দিন নির্যাতন করা হয়। এ বিষয়ে অভিযুক্ত কাশেমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। চরজব্বার থানার ওসি রফিকুল হাসান বলেন, ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁকে থানায় লিখিত অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৫ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Monday 29 June 2026

পটুয়াখালীতে সাংবাদিকের ওপর হামলার

প্রতিনিধি, কলাপাড়া (পটুয়াখালী)

উপজেলার নুর মোহাম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও আজকের পত্রিকার কলাপাড়া প্রতিনিধি মো. মোয়াজ্জেম হোসেন হামলার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গত শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কলাপাড়া পৌর শহরের মাছ বাজারসংলগ্ন সদর রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত মোয়াজ্জেম হোসেন এ হামলার জন্য ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের দায়ী করেছেন।

হামলার পর স্থানীয় লোকজন মোয়াজ্জেম হোসেনকে উদ্ধার করে কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর গতকাল রাতেই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেনের ভাষ্য, রাত সাড়ে আটটার দিকে তিনি কলাপাড়া পৌর শহরের সদর রোডের একটি মোবাইল ফোনের দোকানে বসে ছিলেন। এ সময় উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম ওরফে ফাহিম এবং সরকারি মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বেল্লাল হোসেনের নেতৃত্বে ১০-১২ জন ছাত্রদল নেতাকর্মী তাকে দোকান থেকে ডেকে বাইরে নিয়ে যান। এরপর রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয়। একপর্যায়ে তিনি দৌড়ে দোকানের ভেতরে আশ্রয় নিলে তাকে আবার টেনে বের করে দ্বিতীয় দফায় মারধর করা হয়। এতে তার মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত লাগে। পরে হামলাকারী ব্যক্তিরা তাকে রাস্তায় ফেলে চলে গেলে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

পটুয়াখালী জেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব জাকারিয়া আহমেদ বলেন, বিষয়টি দুঃখজনক। তারা ঘটনার খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৪ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 28 June 2026

শ্রীমঙ্গলে চায়ের দোকানে হামলা, চিকিৎসাধীন রাজমিস্ত্রির মৃত্যু, গ্রেপ্তার ১

প্রতিনিধি, শ্রীমঙ্গল

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলায় চায়ের দোকানে হামলার শিকার হওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিহত মো. সোহেল মিয়া (৪০) উপজেলার ২ নম্বর ভুনবীর ইউনিয়নের গোপালপুর (আলিশারকুল) গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মরহুম ফুল মিয়ার ছেলে এবং পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন।

শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) আব্দুর রাজ্জাক গণমাধ্যম কর্মীদের বলেন, হাসপাতালে দ্বিতীয়বার আনার পর চিকিৎসকরা চিকিৎসা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় সোহেল মিয়া মারা যান। পরে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে পুলিশ মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থানায় নিয়ে আসে।

ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৬ আষাঢ় ১৪৩৩, ৩০ জুন ২০২৬

বগুড়ায় চালককে হত্যার পর সিএনজি ছিনতাই

■ বগুড়া অফিস

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে সিএনজি ছিনতাই করে অটো চালক আব্দুল মান্নানকে (৪৫) হত্যা করা হয়েছে। খবর পেয়ে সারিয়াকান্দি থানাপুলিশ সোমবার বেলা ১১টায় উপজেলার দড়িপাড়া গ্রামের কৈখালি বিলের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়ার শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে।

নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো রবিবার সকালে সিএনজি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন মান্নান। তিনি বগুড়া শহরের চেলোপাড়া থেকে সারিয়াকান্দি রুটে সিএনজি চালাতেন। রবিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে সর্বশেষ তার সহকর্মীরা তাকে চেলোপাড়া সিএনজি স্ট্যান্ডে দেখেন। এরপর তিনি আর বাড়ি না ফেরায় সোমবার সকাল থেকে পরিবারের সদস্যরা ও সহকর্মীরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। সারিয়াকান্দি থানার ওসি আ ফ ম আসাদুজ্জামান জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে সিএনজি ছিনতাইয়ের পর চালক মান্নানকে হত্যা করে ফেলে রেখে গেছে দুর্বৃত্তরা। সিএনজি অটো রিকশা ও নিহতের মোবাইল ফোনটিও নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় জড়িতদের ধরতে পুলিশ কাজ করছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৩০ জুন ২০২৬

পরকীয়া সন্দেহে ঘুমন্ত স্বামীকে গলা ও রগ কেটে হত্যা

ফতুল্লায় স্ত্রী গ্রেফতার

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় পরকীয়ার সন্দেহে ঘুমন্ত স্বামীর গলা ও দুই হাতের রগ কেটে হত্যার অভিযোগে ফারজানা আক্তার মুন্নি নামে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ফতুল্লার দেলপাড়া মির্জা বাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত জাহাঙ্গীর আলম জনি রাজধানীর একটি হোটেলে চাকরি করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ফারজানা আগের স্বামী ও তিন সন্তান রেখে জনিকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর তারা ফারজানার বাড়িতেই বসবাস করতেন। সম্প্রতি জনির সঙ্গে অন্য এক নারীর সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করেন ফারজানা। এ নিয়ে দম্পতির মধ্যে প্রায়ই কলহ হতো। রোববার রাতেও তাদের ঝগড়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে জনির গলা ও দুই হাতের রগ কেটে হত্যা করেন ফারজানা। সোমবার সকালে পালানোর চেষ্টা করলে রক্ত দেখে স্থানীয়রা তাকে আটক করে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি চাপাতি ও ফল কাটার ছুরি উদ্ধার করে এবং ফারজানাকে গ্রেফতার করে। ফতুল্লা মডেল থানার ওসি মাহবুব আলম জানান, ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সময়ের আলো
সোমবার। ১ জুন ২০২৬

হবিগঞ্জে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘট ঘোষণা

● হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

নিজেদের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আবারও অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক পরিবহন ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দিয়েছে হবিগঞ্জ জেলা সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমন্বয়। ৩ জুন ভোর ৬টা থেকে হবিগঞ্জ জেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক পরিবহন ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। রোববার দুপুরে হবিগঞ্জ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে নিজস্ব কার্যালয়ে এ ঘোষণা দেন সদস্য সচিব আবু মঈন চৌধুরী সোহেল। এ সময় আহ্বায়ক ফজলুর রহমান চৌধুরীসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে আবু মঈন চৌধুরী বলেন, মৌলভীবাজার জেলার এসএমএস পরিবহনের মালিক-শ্রমিকদের একতরফা সিদ্ধান্ত ও প্রভাব খাটিয়ে 'হবিগঞ্জ-সিলেটে বিরতিহীন এক্সপ্রেস সার্ভিসকে হয়রানি ও শ্রীমঙ্গল-মৌলভীবাজার লাইনে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরই প্রতিবাদে ৩ জুন ভোর ৬টা থেকে হবিগঞ্জ জেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক পরিবহন ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দিয়েছে হবিগঞ্জ জেলা সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমন্বয়।

যুগান্তর | শুক্রবার ৫ জুন ২০২৬
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

বকেয়া বেতনের দাবিতে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বৃহস্পতিবার নাসা গার্মেন্টের কর্মীদের বিক্ষোভ যুগান্তর

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪৩৩, ৮ জুন ২০২৬

ঈদের ছুটিতে থাকাকালীন ছাঁটাই করা শ্রমিকদের ফিরিয়ে নিতে হবে

--- ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আল-মুসলিম গ্রুপের তিনটি কারখানা থেকে আকস্মিক ১ হাজার ৮৬৮ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। একই সঙ্গে ছাঁটাই করা শ্রমিকদের অবিলম্বে কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

গতকাল রবিবার ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা খলিলুর রহমান এবং সেক্রেটারি জেনারেল কে এম বিল্লাল হোসেন এক যৌথ বিবৃতিতে এ আহ্বান জানান। বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, সাভারে তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আল-মুসলিম গ্রুপের তিনটি কারখানা থেকে ১ হাজার ৮৬৮ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। শ্রমিকরা ঈদের ছুটি শেষ করে কাজে যোগ দিতে এসে দেখেন তাদের চাকরি নেই। চাকুরিচ্যুত করার এই প্রক্রিয়া

সমকাল ■ রোববার। ৭ জুন ২০২৬

নবম পে স্কেল বাস্তবায়ন দাবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের

■ সমকাল প্রতিবেদক

সরকারি কর্মচারীদের জন্য গ্রেড সংখ্যা কমিয়ে বৈষম্যহীন নবম পে স্কেল এক ধাপে বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ফেডারেশন। সংগঠনটির নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, জাতীয় বাজেটে নবম পে স্কেল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না রাখা হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

গতকাল শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত মৌন মিছিল ও সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরেন ফেডারেশনের চেয়ারম্যান মো. সেলিম মিয়া।

সেলিম মিয়া বলেন, অষ্টম পে স্কেল কার্যকরের পর ১১ বছর পার হলেও নতুন পে স্কেল বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে মূল্যস্ফীতি ও ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের চাপে সরকারি কর্মচারীরা চরম আর্থিক সংকটে রয়েছেন। দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা অনুযায়ী চলতি বছরের মধ্যেই নবম পে স্কেলের গেজেট প্রকাশ করে তা এক ধাপে কার্যকরের দাবি জানান তিনি।

ফেডারেশনের চেয়ারম্যান আরও বলেন, নির্বাচনের আগে তারেক রহমান (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) আশ্বাস দিয়েছিলেন রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে দ্রুত নবম পে স্কেল বাস্তবায়ন করবেন। কিন্তু সরকার দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাস পরও এ বিষয়ে কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি। এর মধ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যমে তিন ধাপে পে স্কেল বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়ার খবর কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করেছে।

সেলিম মিয়া বলেন, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নতুন পে স্কেল প্রণয়নের প্রচলিত ধারা থাকলেও গত ১১ বছরে সরকারি কর্মচারীরা দুটি পে স্কেল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এ অবস্থায় আবারও ধাপে ধাপে বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের কোনো যৌক্তিকতা নেই। তাই জুনের মধ্যেই নবম পে স্কেলের গেজেট প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৬ থেকে এর কার্যকারিতা নির্ধারণ এবং বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি।

ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়, প্রথম গ্রেড ও ২০তম গ্রেডের মধ্যে বিদ্যমান বেতন বৈষম্য কমাতে গ্রেড সংখ্যা হ্রাস করতে হবে। একই সঙ্গে অষ্টম পে স্কেলে বাতিল হওয়া টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড পুনর্বহাল এবং চাকরিকালজুড়ে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট চালু রাখতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়, বাজেটে নবম পে স্কেল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ এবং এ বিষয়ে সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা না করা হলে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদের সঙ্গে সমন্বয় করে দেশব্যাপী বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহাসচিব মো. জামাল উদ্দিন, মুখ্য সমন্বয়ক মো. ওয়ারেছ আলী, প্রধান উপদেষ্টা মহিউদ্দিন খন্দকার, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের সভাপতি এম এ হান্নান ও মহাসচিব বেল্লাল হোসেন, কর্মচারী কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক খায়ের আহম্মেদ মজুমদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সভাপতি ছারোয়ার মোর্শেদ এবং আহ্বায়ক মো. মোশারফ হোসেনসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৪ জ্যেষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 7 June 2026

ছাঁটাই ঘোষণার পর সাভারে বিক্ষোভে শ্রমিকরা; দেড় ঘণ্টা অবরুদ্ধ ছিল ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সার্ভিস লেন —সংবাদ

সাভারে আল মুসলিম গ্রুপের ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের দেড় ঘণ্টার অবরোধ

প্রতিনিধি, সাভার

সাভারের পোশাক প্রস্তুতকারক কোম্পানি 'আল মুসলিম গ্রুপের' ছাঁটাই করা শ্রমিকরা বকেয়া পাওনা ও চাকরি পুনর্বহালের দাবিতে কারখানার সামনে বিক্ষোভ করছেন। একপর্যায়ে তারা ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ঢাকামুখী সার্ভিস লেন প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। ঢাকার সাভারের উলাইল এলাকায় একেএম নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানার সামনে গতকাল সকাল ৮টা থেকে কয়েকশত বিক্ষুব্ধ শ্রমিক জড়ো হতে শুরু করেন।

একপর্যায়ে তারা সড়ক অবরোধ করলে তাদের বুঝিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া হয় বলে জানিয়েছেন শিল্প পুলিশের পরিদর্শক রেফায়েত উল্লাহ চৌধুরী। এছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ও যেকোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা এড়াতে কারখানা এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কারখানার মূল ফটকের সামনে শিল্প পুলিশের সাঁজোয়া যান (এপিসি) ও জলকামান প্রস্তুত রাখতে দেখা গেছে।

ফলে কারখানার সামনের থমথমে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে গত শুক্রবার রাতে সাভারে কর্মরত কিছু গণমাধ্যম কর্মীদের অফিসে ডেকে নিয়ে ১ হাজার ৮৬৮ শ্রমিককে ছাঁটাই করার কথা জানায় আল মুসলিম গ্রুপের কর্তৃপক্ষ। ছাঁটাইকৃত শ্রমিকের মধ্যে সাভার উলাইল এলাকার একেএম নীটওয়্যার লিমিটেড কারখানা থেকে এক হাজার ২৮৬ জন, রেডিও কলোনি এলাকার প্যাসিফিক ব্লু জিন্স ওয়ার কারখানার ৫২৯ জন ও আশুলিয়ায় অবস্থিত আল মুসলিম অ্যাপারেলস কারখানার ৫৩ জন কর্মী রয়েছে।

'ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায়' এসব শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে জানিয়ে তাদের 'সব পাওনা' পরিশোধ করা হয়েছে বলেও কোম্পানির তরফে দাবি করা হয়। তবে গতকাল বিক্ষোভে অংশ নেয়া একাধিক শ্রমিক অভিযোগ করে বলেন, কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তাদের ছাঁটাই করেছে। অনেকেরই ন্যায্য পাওনাদি এখনও পরিশোধ করা হয়নি।

কারখানার অপারেটর সালমা আক্তার বলেন, '২০১৭ সাল থেকে এই কারখানায় কাজ করছি। মাঝে এক বার চলে গিয়েছিলাম আবার পুনরায় কাজে যোগদান করি। হঠাৎ করেই কোন নোটিশ ছাড়াই আমাদেরকে ছাঁটাই করেছে। বাসা ভাড়া দেয়া লাগে, সন্তানের লেখাপড়া খরচ, হঠাৎ করে চাকরি চলে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

তিনি বলেন, 'আমাদের পাওনাদিও ঠিকমতো বুঝিয়ে দেয়নি। কাউরে ছাঁটাই করলে তিন মাসের টাকা দিয়ে ছাটাই করতে হয় কিন্তু তারা আমাকে এক মাসের টাকা দিয়েছে।' সুইং অপারেটর আফানুর বলেন, '১৩ বছর ধরে আল-মুসলিমের এই কারখানায় কাজ করছি। হঠাৎ মোবাইলে মেসেজ আসে ছাঁটাই করা হয়েছে। গতকাল সকালে কর্মস্থলে আসলে কারখানায় ঢুকতে দেয়নি কর্তৃপক্ষ।' বিক্ষোভে অংশ নেয়া শ্রমিক মো. রকিবুল্লাহ বলেন, 'দুই বছর পাঁচ মাস এই কারখানায় কাজ করছি। কোনো নোটিশ ছাড়াই নিয়ম বহির্ভূতভাবে আমাদের ছাটাই করেছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তিন মাস ১৩ দিনের টাকা দিয়ে ছাঁটাই করার নিয়ম থাকলেও কর্তৃপক্ষ শুধু বাৎসরিক বেসিক দিয়েছে।'

কারখানাটি সাত বছর ধরে কাজ করছেন রোজিনা আক্তার। তিনি যে ছাঁটাই হয়েছেন তাও জানতেন না। ঈদের ছুটি শেষে গতকাল সকালে তিনি কর্মস্থলে যোগদানের জন্য কার্ড পাঞ্চ করতে গেলে তার কার্ডটি রেখে দেয় কর্তৃপক্ষ। তিনি বলেন, 'আমাদেরকে ছাঁটাই করা হয়েছে তা জানতেও পারিনি। তিন মাস ১৩ দিনের পাওনা দিয়ে ছাঁটাইয়ের নিয়ম থাকলেও তা মানেনি কারখানা কর্তৃপক্ষ। অন্যায়ভাবে আমাদেরকে বের করে দিয়েছে।'

আছিয়া আক্তার নামে আরেক শ্রমিক বলেন, 'তিন মাস ট্রেনিং সেন্টারে কাজ করিয়ে লাইনে দিয়েছে। এই দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে হঠাৎ চাকরি হারিয়ে আমরা পরিবার নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছি।' শ্রমিকদের দাবি তাদের হয় চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে, না হয় আইনানুযায়ী সমস্ত বকেয়া পাওনা এককালীন বুঝিয়ে দিতে হবে।

এই বিষয়ে আল-মুসলিম গ্রুপের উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. আবু রায়হান বলেন, 'ব্যবসায়িক মন্দা ও ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় শ্রম আইনের ২০ ধারায় শ্রমিকদের পাওনাদি পরিশোধ করেই ছাঁটাই করা হয়েছে। কারখানা পলিসি মেনেই তাদেরকে ছাঁটাই করা হয়। 'শ্রমিকরা যেসব অভিযোগ করছে তা সঠিক নয়। তবুও কোনো শ্রমিকের যদি টাকা পাওনা থাকে তাহলে তারা যোগাযোগ করলে আমরা যাচাই করে তা পরিশোধ করে দেবো।'

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ৪ জুন ২০২৬

রংপুরে জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন অংশের ৪০ ভাগ কৃষিতে বরাদ্দের দাবিতে ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের স্মারকলিপি পেশ

■ স্টাফ রিপোর্টার, রংপুর

রংপুরে কৃষি খাতে জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন অংশের ৪০ ভাগ কৃষি খাতে বরাদ্দের দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন রংপুর জেলার উদ্যোগে মিছিল সমাবেশ ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচি পালিত হয়। সংগঠনের জেলা কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়ে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল বুধবার সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমরেড আহসানুল আরেফিন তিতু, সংগঠক ফুলবাবু, আউয়াল প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মজুতদার, সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে ফসলের বাজার। এই সিন্ডিকেট চক্র উচ্চ মূল্যে কৃষি উপকরণ কিনতে এবং সর্বনিম্ন মূল্যে ফসল বিক্রি করতে কৃষককে বাধ্য করে। ফলে প্রতিনিয়ত বেশি দামে উপকরণ কিনে কম দামে ফসল বিক্রি করে কৃষকরা লোকসান করে সর্বশ্বান্ত হচ্ছে। সমাবেশ শেষে এসব দাবিতে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন রংপুর জেলার উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৮ জুন ২০২৬ ॥

বিড়িশ্রমিকদের অবরোধ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

মজুরি বাড়ানোর দাবিতে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিক্ষোভ করেছেন বিড়িশ্রমিকরা। তারা কুষ্টিয়া-প্রাগপুর মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করেন। প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। গতকাল দুপুরে উপজেলার হোসেনাবাদ সেন্টারপাড়ায় আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেডের শ্রমিকরা এ কর্মসূচি পালন করেন। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তারা প্রতি হাজার বিড়ি তৈরিতে ৬১ টাকা হারে মজুরি পাচ্ছেন। বর্তমান বাজারদর ও জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় তারা মজুরি বাড়িয়ে ৮১ টাকা নির্ধারণের দাবি জানালেও কারখানা কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

মহাসড়কে বিক্ষোভরত বিড়িশ্রমিকরা

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ৮ জুন ২০২৬

রাজধানীর মালিবাগে টেক্সাস ড্রেসেস লিমিটেডের শ্রমিকরা ঈদের ছুটি শেষে কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখেন চাকরি নেই। প্রতিবাদে গতকাল শ্রম ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ৮ জুন ২০২৬

গাজীপুরে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন না দিয়ে কারখানা বন্ধ ঘোষণা

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতাদি পরিশোধ না করে একটি তৈরি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। রবিবার সকালে ঈদুল আজহার ছুটি শেষে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গিয়ে কারখানা ফটকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নোটিশ দেখতে পান। মহানগরীর কাশিমপুর থানার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাধবপুর এলাকায় অবস্থিত কোরটেক্স অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কারখানার কয়েক শ শ্রমিকের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শ্রমিকরা জানান, কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের বকেয়া বেতন-ভাতা ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করেই হঠাৎ করে কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে আমরা পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছি। আমরা দ্রুত বকেয়া পরিশোধ এবং কারখানা পুনরায় চালুর দাবি জানাচ্ছি।

এদিকে কারখানা বন্ধের খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে শিল্প পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নেন। গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২-এর এসআই ইব্রাহিম বলেন, শ্রমিকদের শান্ত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।

NEW AGE
TUESDAY, JUNE 9, 2026

The Bangladesh Trade Union Centre holds a rally with demands, including the reinstatement of the unlawfully sacked workers, in front of the National Press Club in Dhaka on Monday. — New Age photo

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৯ জুন ২০২৬
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

চাকরি পুনর্বহালের দাবি

রামপুরা-মহাখালীতে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

যুগান্তর প্রতিবেদন

চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্বহাল এবং বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধসহ বিভিন্ন দাবিতে রাজধানীর রামপুরা ও মহাখালী এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। সোমবার পৃথক কর্মসূচিতে দুই সড়কে তীব্র যানজটের কারণে ভোগান্তিতে পড়েন নগরবাসী।

দুপুর একটার দিকে রামপুরায় বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ভবনের সামনে অবস্থান নেন 'টেক্সাস ড্রেসেস লিমিটেড'-এর কয়েকশ শ্রমিক। এতে মালিবাগ-রামপুরা-বাড্ডা সড়কের একপাশে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

শ্রমিকদের অভিযোগ, শ্রম আইন অনুসরণ না করে কারখানা কর্তৃপক্ষ ১৪৭ জন শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করেছে। ছাঁটাইয়ের আগে কোনো পূর্বনোটিশ দেওয়া হয়নি এবং বকেয়া পাওনাও পরিশোধ করা হয়নি। ডিএমপির মতিঝিল বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার হারুন অর রশীদ বলেন, শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে সড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে মহাখালী বাস টার্মিনাল সংলগ্ন সড়ক অবরোধ করেন নাসা গ্রুপের তিনটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। বিকাল সোয়া ৪টার দিকে 'নাসা নিট লিমিটেড', 'নাসা অ্যাপারেলস লিমিটেড' এবং 'ওয়েস্টার্ন ড্রেসেস লিমিটেড'-এর শ্রমিকরা মহাখালী-গুলশান লিংকরোড ও বাস টার্মিনালের সামনে অবস্থান নেন। এতে মহাখালী থেকে সাতরাস্তা পর্যন্ত সড়কের উভয় লেনে যান চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যায় এবং শত শত যানবাহন আটকা পড়ে। বিষয়টি নিশ্চিত করে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার ইমরান হোসেন বলেন, জনদুর্ভোগের বিষয়টি বোঝানো হলে তারা সন্ধ্যা ৭টার দিকে সড়ক ছেড়ে দেন।

আন্দোলনকারী শ্রমিক সগির হোসেন জানান, ঈদের পর তাদের কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। গত ৪ জুন আন্দোলনের পর কারখানা কর্তৃপক্ষ ৮ জুনের মধ্যে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। তাদের মে মাসের বেতন ও অন্যান্য ভাতা এখনও বকেয়া রয়েছে।

NEW AGE TUESDAY, JUNE 9, 2026,

RMG workers block Dhaka roads for hours

Staff Correspondent

TRAFFIC choked Dhaka roads for up to two hours on Monday, causing immense suffering for commuters, as garments workers from different factories took to the streets over sudden layoffs and unpaid wages at Mohakhali and Rampura.

The protests emerged after a series of RMG factory closings and layoffs occurred across the industrial hubs following the Eid-ul-Azha holidays.

The blockades halted vehicular movements and caused huge traffic congestion in sweltering heat, leaving commuters stuck on the roads for hours.

About 300 workers of Nassa Mainland Garments blocked Mohakhali-Tejgaon road in Dhaka for due arrears and benefits, bringing traffic to a standstill for two hours.

The disruption spread to adjacent areas, paralysing traffic during peak hours.

Tejgaon Industrial Area police station officer-in-charge Mahbubur Rahman said that the workers began the demonstration by occupying the road at about 4:30pm and left the road at about 6:30pm.

'The protesters gathered on the Mohakhali-Gulshan link road and the road in front of the Mohakhali bus terminal, leaving hundreds of vehicles stranded in both lanes of the road stretching from Mohakhali to Satrasta,' he said.

The protesters said that the factories had remained closed since Eid and the authorities promised to resolve the issue but their salaries for May and other allowances remained unpaid.

Mahbubur said that the vehicular movement was normal in the area after the protesters left the road.

In another incident, hundreds of Texas Dresses Limited workers blocked a road in Dhaka's Rampura for over an hour on Monday afternoon, alleging that 147 workers had been laid off without prior notice, without clearing outstanding dues, and without following mandatory legal procedures.

They took position in front of the Bangladesh Television building at Rampura at about 12:00pm, blocking one side of the busy Malibagh-Rampura-Badda road.

They had not received last month's salary despite receiving Eid bonus, protesters further said.

Dhaka Metropolitan Police's traffic division assistant commissioner for Rampura zone Asaduzzaman said that higher officials held talks with the demonstrators and cleared them from the road.

Worker representatives subsequently proceeded to the Department of Labour for further negotiations, he said.

'Traffic was disrupted for approximately more than an hour and the protesters left the road at about 1:40pm. The situation is now normal and vehicles are moving freely on Rampura road,' the traffic official added.

NEW AGE WEDNESDAY, JUNE 10, 2026,

RMG workers block road at Kachukhet

Staff Correspondent

WORKERS on Tuesday blocked a road in Kochukhet in Dhaka's Mirpur area to protest the closure of a garment factory, while layoffs and shutdowns at several readymade garment factories after Eid-ul-Azha sparked demonstrations at multiple locations in and around the capital.

The workers occupied the road from about 9:15am to 10:30am, causing severe traffic congestion in the area, Tania Sultana, assistant commissioner of the Traffic Police›s Pallabi Zone, told the media.

Police said that the workers initially formed a human chain on one side of the road to protest the closure of Uniform Textiles Ltd in Kochukhet.

The demonstration later spread to the other side of the road, bringing traffic to a standstill.

Traffic movement remained disrupted for more than an hour before returning to normal after law enforcement agencies persuaded the workers to leave the road.

Meanwhile, workers of Al Muslim Group, Texas Dresses, Nassa Mainland Garments and Uniform Textiles Ltd staged protests and blocked roads in Savar, Rampura, Tejgaon and the Mirpur-Kochukhet area following factory closures or layoffs between June 6 and Tuesday.

Mahmud Hasan Khan Babu, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, told New Age that each of the four factories was facing a different problem and that the association was closely monitoring the situations.

He said that the bank accounts of Nassa Group had been frozen and requested the government to partially unfreeze them so that workers could receive their dues.

He added that the layoffs at Texas Dresses had been carried out in accordance with labour laws and that workers would receive their entitlements accordingly.

Regarding Al Muslim Group, he said that the association had scheduled a meeting to examine whether the process had complied with legal requirements.

He also said that Uniform Textiles had been shut down because of disputes among its partners.

'Factory closures or layoffs are normal business procedures, provided they comply with the law. However, if there is any violation, we will take action,' he said.

Md Kafil Uddin, additional deputy inspector general (intelligence) of the Industrial Police, said that they remained in constant communication with factory authorities and industry associations to help resolve the disputes.

Kazi Ruhul Amin, a central leader of the Trade Union Centre, said on Monday that several hundred workers had been unable to return to work after Eid because factory owners had shut down the facilities.

He called on the government to take immediate steps to ensure that the affected workers could return to their jobs.

NEW AGE SATURDAY, JUNE 13, 2026,

The Socialist Party of Bangladesh brings out a procession with several demands, including a people-friendly national budget, in Dhaka on Friday. — New Age photo

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১৩ জুন ২০২৬

কারখানা বন্ধ, দুই দাবিতে বিক্ষোভ অবস্থান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশাল নগরীর একমাত্র সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেড বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানটির প্রায় ৭০০ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। শ্রমিকরা তাদের দুই দফা দাবিতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দিয়েছেন। পাশাপাশি তারা বিক্ষোভসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন।

শ্রমিকরা বলছেন, বুধবার প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনিকা রহমান স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে জানানো হয় যে, অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেড বর্তমানে লে-অফ অবস্থায় রয়েছে। ১৩ জুন থেকে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেডের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সেলিম সরদার বলেন, প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণায় ৭০০ শ্রমিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। শ্রমিক ইউনিয়নের দাবি, শ্রম আইন অনুযায়ী কোম্পানির কাছে তাদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাওনা রয়েছে। এ ছাড়া দুই মাসের বেতন, ওভারটাইম, নৈশভাতা ও অন্যান্য বিলও বকেয়া রয়েছে। তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

বণিকবার্তা
রোববার, জুন ১৪, ২০২৬

বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে হ্যান্ডলিং শ্রমিকদের ধর্মঘট

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ঝালকাঠি

ঝালকাঠিতে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন হ্যান্ডলিং শ্রমিকরা। এতে গতকাল সকাল থেকে জাহাজের বিভিন্ন ধরনের মনোহারি পণ্য আড়তে ওঠানো-নামানোর কাজ বন্ধ হয়ে আছে।

ঝালকাঠি হ্যান্ডলিং শ্রমিক ফেডারেশনের শ্রমিকরা জানান, বর্তমানে তারা দৈনিক ৮০০ টাকা আয় করলেও বিভিন্ন খরচ বাদ দিয়ে থাকে মাত্র ৫০০ টাকা। বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে এ আয়ে পরিবার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। তাদের দাবি, ৫০ কেজি ওজনের ছোট বস্তা আমদানির ক্ষেত্রে জাহাজ থেকে গুদামে তোলার জন্য (আমদানি) ১০ টাকা আর ডেলিভারির জন্য ১২ টাকা হারে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে হবে। প্রায় ছয় মাস ধরে তারা এ দাবি জানিয়ে আসছেন। তবে স্থানীয় সংসদ সদস্য ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টোর অনুরোধে ঈদুল আজহা পর্যন্ত তারা কর্মসূচি স্থগিত রেখেছিলেন। দাবি পূরণ না হওয়ায় আবারো ধর্মঘট শুরু করেছেন শ্রমিকরা। এদিকে ধর্মঘটের কারণে বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিপাকে পড়েছেন বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা পরিবহন শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা।

যুগান্তর
শুক্রবার ১২ জুন ২০২৬
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

পাওনা না মিটিয়ে অ্যাংকর সিমেন্টের কারখানা বন্ধ

বরিশাল ব্যুরো

লে-অফে (কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ) থাকা অ্যাংকর সিমেন্টের উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা করেছে এর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অলিম্পিক সিমেন্ট লিমিটেড। লোকসান, কাঁচামাল ও ডলার সংকটের কারণে উৎপাদন অব্যাহত রাখা অসম্ভব হওয়ায় কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বরিশাল নগরীর রূপাতলীর এই কারখানা থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে ১৭৬ জন শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে। অলিম্পিক সিমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনিকা রহমান স্বাক্ষরিত এক নোটিশে বৃহস্পতিবার থেকে কারখানা বন্ধের তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। এদিকে শ্রমিকদের, বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন পাওনা বুঝিয়ে না দিয়েই মালিকপক্ষ কারখানা বিক্রির চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে কারখানা কর্তৃপক্ষ আইনানুযায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের সব পাওনা বুঝিয়ে দেবে বলে নোটিশে উল্লেখ করেছে।

এরই প্রেক্ষিতে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকরা বরিশাল জেলা প্রশাসক, পুলিশ কমিশনার, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে চিঠি দিয়ে বিষয়টি সমাধানের দাবি তুলেছেন। দ্রুত সময়ের মধ্যে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও ওভারটাইমের টাকা প্রদানসহ বিভিন্ন দাবি জানিয়েছেন তারা। দাবি আদায়ে তারা কারখানা অভ্যন্তরে অবস্থান নিয়েছেন।

অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেড শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক পাভেল হাওলাদার বলেন, আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই কারখানাটি বন্ধ করা হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের দুই মাসের বকেয়া বেতন ও ওভারটাইমের টাকা পাওনা রয়েছে। আমাদের পাওনা মিটিয়ে দিতে বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দিয়েছি। যদি সমাধান না হয় তাহলে কঠোর আন্দোলন করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২ আষাঢ় ১৪৩৩
Dhaka : Tuesday 16 June 2026

সাভারে শ্রমিক ছাঁটাই-নির্যাতন বন্ধের দাবিতে শ্রমিকদের মানববন্ধন

প্রতিনিধি, সাভার

সাভারে শ্রমিক ছাঁটাই-নির্যাতন বন্ধ, ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের কাজে পুর্নবহাল, বন্ধকৃত কারখানা চালু ও হয়রানী মুলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারসহ ত্রিপক্ষীয় চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে শ্রমজীবী ঐক্য পরিষদ ও ভুক্তভোগী শ্রমিকরা।

গতকাল সকালে রানা রানা প্লাজার সামনে প্রতিবাদ শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবাদ শ্রমিক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শ্রমজীবী ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি রফিকুল ইসলাম সুজন। সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমাইয়া ইসলাম, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কবির হোসেন, সম্মিলিত শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাহিদুল হাসান নয়ন, বাংলাদেশ প্রগতিশীল শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কামরুন্নাহার, বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু কালাম, বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাভার-আশুলিয়া থানা কমিটির সভাপতি আলী আকবর, রাসেল প্রমানিক, গার্মেন্ট শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সাভার থানা কমিটির সভাপতি কবির খান মনির প্রমুখ।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে রফিকুল ইসলাম সুজন বলেন, জাতীয় বাজেটে পোশাক শিল্পের সংকট সমাধানে বরাদ্দ না থাকায় শ্রমিকরা হতাশ ও বাজেট পুনরবিবেচনার দাবি, শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া বেতন-ভাতা, ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের কাজে পুর্নবহাল, হয়রানী মূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, লে-অফ প্রত্যাহার, ত্রিপক্ষীয় চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানান।

যুগান্তর | বুধবার ১৭ জুন ২০২৬
৩ আষাঢ় ১৪৩৩

বকেয়া বেতনের দাবিতে মঙ্গলবার রাজধানীর তেজগাঁও লাভ রোড অবরোধ করে নাসা গার্মেন্টের শ্রমিকদের বিক্ষোভ — যুগান্তর

মহাখালী-তেজগাঁও সড়ক অবরোধ গার্মেন্ট শ্রমিকদের

যুগান্তর প্রতিবেদন ও তেজগাঁও প্রতিনিধি

বকেয়া বেতনসহ সাত দাবিতে রাজধানীর মহাখালী-তেজগাঁও সড়ক অবরোধ করেছেন গার্মেন্ট শ্রমিকরা। মঙ্গলবার সকাল থেকে শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান নেন। এর ফলে সড়কটির উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সরেজমিন দেখা যায়, সকাল থেকেই মহাখালী-তেজগাঁও সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন গার্মেন্ট শ্রমিকরা। এর ফলে সড়কটির উভয় পাশে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রী ও অফিসগামী মানুষ। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, নাসা নিট লিমিটেড, নাসা অ্যাপারেলস লিমিটেড ও ওয়েস্টার্ন ড্রেসেস লিমিটেডের হেলপার থেকে ফ্যাক্টরি ম্যানেজার পর্যন্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের মে মাসের বেতন পরিশোধ করতে হবে, ২০২৫ সালের ছুটির টাকা দিতে হবে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের এরিয়া বিলের টাকা পরিশোধিত করতে হবে, নোটিশ পে-বিল পরিশোধ করতে হবে। তারা আরও জানান, ওপরের দাবিগুলো আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে পূরণ করতে হবে। শ্রম আইন অনুযায়ী, পরবর্তী ৪ মাস তথা ১২০ দিনের বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া সব শ্রমিক-কর্মচারীর সার্ভিস বেনিফিট ১০০ শতাংশ পরিশোধ করতে হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রাপ্য পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনো হ্যারাসমেন্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

যুগান্তর | সোমবার ১৫ জুন ২০২৬
১ আষাঢ় ১৪৩৩

বেনাপোল বন্দর

হ্যান্ডেলিং শ্রমিকদের কর্মবিরতি, শর্ত দিয়ে প্রত্যাহার

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি

যথেষ্ট সংখ্যক ক্রেন ও ফর্কলিফট সরবরাহ, মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে বেনাপোল স্থলবন্দরে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছেন হ্যান্ডেলিং শ্রমিকরা। হ্যান্ডেলিং শ্রমিক ইউনিয়নের পাশে সকাল থেকে এ কর্মবিরতিতে বসেন তারা। এর ফলে রোববার সকাল থেকে বন্দরে আমদানিকৃত বিভিন্ন পণ্যের লোড-আনলোড কার্যক্রম কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। তবে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ঘোষণা দিলেও ঘণ্টা দুয়েক পর সংশ্লিষ্ট সমস্যা ও দাবি-দাওয়া পূরণের শর্তসাপেক্ষে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নেয় হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়ন।

এ ব্যাপারে বেনাপোল হ্যান্ডেলিং শ্রমিক (৯২৫) ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সহিদ আলী জানান, নতুন ক্রেন ও ফর্কলিফট সরবরাহ, ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ, শ্রমিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের জন্য আর্থিক সহায়তা এবং শ্রমিক কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা বাস্তবায়নের দাবিতে তারা এ কর্মবিরতি পালন করেন। তবে পরে তাদের দাবি-দাওয়া এক মাসের মধ্যে পূরণের শর্তসাপেক্ষে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে যদি বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি-দাওয়া না পূরণ করেন তাহলে ফের মাঠে নামবেন তারা।

এদিকে কর্মবিরতিতে আমদানিকৃত পণ্যের খালাস কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। আমদানি-রপ্তানিকারক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. জিয়াউর রহমান জিয়া জানান, হ্যান্ডলিং শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষের উচিত দ্রুত বিষয়টি সমাধান করা। এতে করে আমরা নানামুখী সমস্যা থেকে রেহাই পাব।

সময়ের আলো
রোববার। ২১ জুন ২০২৬।

শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া পাল্টাধাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর কচুক্ষেতে বন্ধ পোশাক কারখানা খোলা ও বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন গার্মেন্টস কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার সকালে ইনফর্ম টেক্সটাইলসের শ্রমিকদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষ হয়।

ভাসানটেক থানার ডিউটি অফিসার সালমা আক্তার জানান, কয়েক দিন ধরে কচুক্ষেতে ইনফর্ম টেক্সটাইলসের শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ চলছিল। শনিবার সকালে শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে এবং কয়েকজনকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়। অন্যদিকে আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, তারা ১৫ দিন ধরে তারা রাস্তায় রয়েছেন। পুলিশ তাদের মেরেছে।

শ্রমিকরা জানান, ঈদের ছুটি শেষে ৬ জুন কারখানায় এসে দেখেন তালা ঝোলানো। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি, বেতনও দেয়নি।

WEDNESDAY JUNE 17, 2026
ASHAR 3, 1433 BS
The Daily Star

Workers of NASA Garments stage a protest demanding payment of their outstanding wages by blocking the main road adjacent to the Tejgaon Industrial Area in the capital yesterday. Later, they marched to Purana Paltan and surrounded the Department of Inspection for Factories and Establishments, demanding immediate action on their wage grievances. PHOTO: MEHEDI HASAN

NEWAGE THURSDAY, JUNE 18, 2026,

The National Garments Workers Unity holds a rally, demanding the reopening of Sangu Tex Ltd unit 2, in front the National Press Club in Dhaka on Wednesday. — New Age photo

DHAKA WEDNESDAY JUNE 24, 2026
ASHAR 10, 1433 BS
The Daily Star

1,800 in limbo as 2 Gazipur factories shut down

MONJURUL HAQUE

The authorities of Unique Washing & Dyeing and Unique Designers Ltd -- two factories in Board Bazar, Gazipur -- have announced permanent closure due to financial difficulties and other challenges, leaving around 1,800 workers anxious and uncertain about their future.

Mohammad Khalilur Rahman, additional superintendent of police of Gazipur Industrial Police, confirmed the matter on Monday.

A settlement on the payment of outstanding wages and other dues was reached at a tripartite meeting between workers and management on Sunday at the office of the Superintendent of Police of Industrial Police-2, Gazipur.

The meeting, chaired by Mohammad Amzad Hossain, superintendent of police of Industrial Police-2, Gazipur, was attended by Industrial Police personnel, the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE), and the Department of Labour. Managing Director Farid Ahmed represented the factory owner, while leaders of different labour federations and workers' representatives also joined.

ASP Khalilur Rahman said, "At the meeting, it was informed that the factory has remained closed since June 16. Both parties agreed on several decisions regarding the payment of workers' service benefits, outstanding wages, and other legal entitlements."

Under the agreement, workers will receive the remaining 15 days' wages for April and 18 days' wages for May. Officers and employees will also receive all outstanding salaries.

Workers will also receive notice pay equivalent to 30 days' basic salary and service benefits at the rate of 20 days' basic salary for each year of service. Maternity benefits, accrued leave payments, resignation benefits and money deposited in various funds will also be paid after verification.

All outstanding payments will be settled in a single payment on July 27.

Billal Sohag, a worker, said, "Around 1,800 workers were employed in these two units. With the sudden closure, we have been left in dire straits."

"We have heard that our dues will be cleared on July 27, but we are still worried about whether we will actually be paid," he added.

Shafiul Alam, president of Gazipur Metropolitan unit of the Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation, said, "The crisis over arrears and benefits was resolved through tripartite discussions. The management chose to permanently close the factory instead of resuming operations. As such, hundreds of workers have become unemployed with a bleak future ahead."

"The June 21 agreement did not fully ensure the overdue benefits and compensation under labour law, depriving the workers of their rightful entitlements," he added.

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। মঙ্গলবার। ২৩ জুন ২০২৬

শ্রমজীবীদের অধিকার রক্ষায় বাজেট পুনর্বিবেচনা, চট্টগ্রাম বন্দরের এনটিসি টার্মিনাল বিদেশিদের ইজারা দেওয়া বন্ধসহ একাধিক দাবিতে মানববন্ধন করে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে। ছবি : কালের কণ্ঠ

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
৬ আষাঢ় ১৪৩৩, ২০ জুন ২০২৬

ফতুল্লায় বয়লার বিস্ফোরণে ৭ শ্রমিক আহত, সুচিকিৎসাসহ নানা দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে আহত ৭ শ্রমিকের চিকিৎসার দাবিসহ অন্যান্য দাবি আদায়ে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-পোস্তগোলা সড়ক ১ ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অবরোধের কারণে ঐ সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ঐ সময় উত্তেজিত শ্রমিকরা কারখানার অন্তত ১০ জন স্টাফকে মারধর করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে এবং মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা কারখানায় ফিরে যায়। শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ফতুল্লার পাগলা তালতলা এলাকায় অবস্থিত নির্ঝর নিটওয়্যার গার্মেন্টের শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এর আগে শুক্রবার সকাল ৯টায় ঐ প্রতিষ্ঠানের বয়লার বিস্ফোরণে অন্তঃসত্ত্বা এক নারীসহ ৭ শ্রমিক আহত হন।

বিস্ফোরণে আহত শ্রমিকরা হলেন—শাহীন, জাকির হোসেন, ক্লিনার সাবিনা বেগম, মঞ্জু মিয়া, আরিফিন, হৃদয় ও অন্তঃসত্ত্বা খাদিজা।

শ্রমিকরা জানান, কারখানার বয়লারটি অনেক পুরোনো ছিল। এজন্য মালিককে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করা হয়েছিল বয়লারটি পরিবর্তন করতে। কিন্তু মালিকপক্ষের কেউ শ্রমিকদের অনুরোধ রাখেনি। সেই বয়লার শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে যায়। এতে একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ ৭ জন শ্রমিক আহত হন। তাদের দ্রুত ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনার পর প্রতিষ্ঠানটির অন্য শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ গিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ঘোষণা দিলে শ্রমিকরা সড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেয়। একই সঙ্গে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে এমন মেশিন কারখানা থেকে পালটানোর আশ্বাস দিয়েছে মালিকপক্ষ।

ফতুল্লা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহবুব আলম জানান, শ্রমিকদের অনুরোধ শুনলে কারখানায় এমন দুর্ঘটনা ঘটত না। মালিকপক্ষও আমাদের জানিয়েছে তারা দ্রুতই বয়লারটি পালটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অর্থনৈতিক কারণে বয়লারটি তাৎক্ষণিক পালটানো সম্ভব হয়নি। কারখানাটিতে প্রায় ৪০০ শ্রমিক ও ৫০ জন স্টাফ রয়েছে। কারখানার মালিক নুরুল আমিন সুমনের সঙ্গে শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা করে সমাধান করা হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। শ্রমিকরা কাজে ফিরে গিয়েছে।

সংস্কৃতি খাতে বাজেটের ২ শতাংশ বরাদ্দের দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র —ইত্তেফাক

যুগান্তর
শুক্রবার ২৬ জুন ২০২৬
১২ আষাঢ় ১৪৩৩

অসুস্থ হলেও মেলেনি ছুটি

কর্মরত শ্রমিকের মৃত্যু শ্রীপুরে সড়ক অবরোধ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি পোশাক কারখানায় কর্মরত এক নারী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধসহ বেশ কয়েকটি কারখানায় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। শ্রমিকদের অভিযোগ, অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও ছুটি না পেয়ে কর্মস্থলে কাজ করার সময় মারা যান ওই নারী শ্রমিক। বুধবার রাতে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের টেপিরবাড়ি এলাকায় কালার অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া লিজা বেগম পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার হুগলাবানিয়া গ্রামের আশরাফ আলীর মেয়ে। তিনি শ্রীপুর পৌরসভার কড়ইতলা এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে স্থানীয় ওই কারখানায় সুইং অপারেটর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। লিজার সহকর্মী জেসমিন আক্তার অভিযোগ করেন, লিজা প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে অসুস্থ ছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বুধবার রাতে তিনি সুপারভাইজারের কাছে ছুটির আবেদন করেন। তবে ছুটি না পেয়ে কাজ চালিয়ে যান। রাত পৌনে ১টার দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে সহকর্মীরা তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান।

জানা গেছে, অসুস্থতার কারণে বারবার ছুটির আবেদন করলেও তা মঞ্জুর করা হয়নি। এ ঘটনায় ওই এলাকায় বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর কালার অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, ট্রিপল অ্যাপারেলস, এমএসসি ব্লু প্ল্যানেট নিটওয়্যার লিমিটেড সিআরসি, পারটেক্স গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠানসহ আশপাশের বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা বৃহস্পতিবার দুপুরে বিক্ষোভ শুরু করেন।

তারা বরমী-মাওনা আঞ্চলিক সড়ক এবং শ্রীপুর-মাওনা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেন। এ সময় কয়েকটি কারখানায় ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। এছাড়াও শ্রীপুর-মাওনা সড়কে কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। ট্রিপল অ্যাপারেলস কারখানার ভেতরে থাকা কয়েকটি যানবাহনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানা গেছে। কালার অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালক (অপারেশন) শাহিদুল ইসলাম বলেন, একজন নারী শ্রমিক অসুস্থ অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি ছুটির আবেদন করেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে আমার জানা নেই। ঘটনার পর কারখানায় এক দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর আলম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এক শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আশপাশের কয়েকটি কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকটি কারখানায় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জেলা পুলিশ ও শিল্প পুলিশ কাজ করছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১৭ জুন ২০২৬

খাস কালেকশন ও চাঁদাবাজি

সড়কে মাছ ফেলে জেলেদের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরের রানী রাসমনি জেলে ইলিশ ঘাটে কথিত 'অবৈধ খাস কালেকশন' ও চাঁদাবাজির প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন জেলে সম্প্রদায়ের সদস্যরা। গতকাল বুধবার দুপুরে ঘাটসংলগ্ন সড়কে মাছ, বরফ ও গ্যাস সিলিন্ডার রেখে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান তারা। এ সময় বিভিন্ন দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে শতাধিক জেলে ও তাদের পরিবার কর্মসূচিতে অংশ নেন। পরে তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার ঘোষণা দেন।

জেলেদের অভিযোগ– দীর্ঘদিন ধরে ঘাটে মাছ নামানো, নৌকা ভেড়ানো এবং জাল, রশি, বরফ, গ্যাস সিলিন্ডারসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যবসার ওপর অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা হয়। 'খাস কালেকশন'-এর নামে এসব অর্থ আদায়ের কারণে জেলে ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এতে তাদের দৈনন্দিন ব্যবসা পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়েছে।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, রানী রাসমনি জেলে ইলিশ ঘাট দেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘাট হওয়া সত্ত্বেও এখানকার জেলেরা দীর্ঘদিন ধরে নানা হয়রানি ও চাঁদাবাজির শিকার হচ্ছেন। প্রতিদিন মাছ নিয়ে ঘাটে আসার পর বিভিন্ন অজুহাতে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়। ফলে অনেক জেলেকে প্রতিনিয়ত লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে।

জেলে নেতারা অভিযোগ করেন, শুধু জেলেরাই নন, ঘাটে কর্মরত শ্রমিক, নৌকার মাঝি, মাছ ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের থেকেও চাঁদা আদায় করা হয়। তারা অবিলম্বে এসব কার্যক্রম বন্ধ এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া একাধিক জেলে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে চলমান চাঁদাবাজির কারণে তাদের আয় কমে যাচ্ছে। প্রশাসনের কাছে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কাঙ্ক্ষিত প্রতিকার পাওয়া যায়নি বলে দাবি করেন তারা। ইলিশ ঘাটের সভাপতি মো. হাসান আলী চৌধুরী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, অবৈধ খাস কালেকশন ও চাঁদাবাজি বন্ধ না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। একই সঙ্গে ঘাটে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি। এ সময় ঘাটের সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইউসুফ উদ্দিনসহ ঘাটের প্রমুখ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৪ আষাঢ় ১৪৩৩, ২৮ জুন ২০২৬

গ্রামীণফোনের কাছ থেকে পাওনা বকেয়ার দাবিতে 'বকেয়া আদায় ঐক্য পরিষদ' জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে —শামসুদ্দিন আহমেদ চারু

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২৯ জুন ২০২৬

নিরাপত্তার দাবিতে বিএফডিসিতে গণমাধ্যমকর্মীদের মানববন্ধন

সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনে (বিএফডিসি) সাংবাদিকদের সঙ্গে অশোভন আচরণ, প্রাণনাশের হুমকি এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন মাল্টিমিডিয়া বিনোদন সাংবাদিকরা। গতকাল বিএফডিসি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে সাংবাদিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়। পরে বিএফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচন পরিচালনা কমিটি এবং তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় পৃথক লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, গত শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে বিএফডিসিতে সংবাদ সংগ্রহকালে কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেন ফাইটার মো. নাজমুল হক ক্রুসলির নেতৃত্বে কয়েক ব্যক্তি। এ সময় সাংবাদিকদের গালাগাল, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এতে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটে এবং নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ২৫ জুন ২০২৬

বকেয়া দাবিতে ভুখামিছিল শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বকেয়া মজুরি-ভাতা পরিশোধ এবং কারখানা বিক্রি হলে শ্রমিকসহ হস্তান্তরের দাবিতে বরিশালে ভুখা মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেডের শ্রমিক-কর্মচারীরা। গতকাল কারখানার প্রধান ফটক থেকে শুরু হওয়া ভুখা মিছিলটি গ্যাস টার্বাইন এলাকা থেকে রূপাতলী গোলচত্বর পর্যন্ত বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী অংশ নেন। পরে তারা রূপাতলী গোলচত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। সমাবেশে শ্রমিকরা অবিলম্বে বকেয়া মজুরি, ওভারটাইম, নাইট বিল, সার্ভিস বেনিফিট পরিশোধ এবং কারখানা বিক্রির ক্ষেত্রে শ্রমিকদের চাকরি ও স্বার্থ সংরক্ষণের দাবি জানান। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেড শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি সেলিম সরদার। বক্তারা বলেন, কারখানা বন্ধের নোটিশ পাওয়ার পর এক সপ্তাহ ধরে শ্রমিক-কর্মচারীরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

DHAKA SUNDAY JUNE 28, 2026
ASHAR 14, 1433 BS
The Daily Star

Labour rights body calls for scrapping TIN rule

The rule places undue burden on informal sector workers, BILS leaders say

STAR BUSINESS REPORT

The Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS) has urged the government to withdraw the proposed mandatory Taxpayer Identification Number (TIN) requirement for opening bank accounts, saying it would pose an unnecessary barrier for millions of low-income workers.

The labour rights organisation made the recommendation at a press briefing on workers' fair share in the national budget for FY27, held at the National Press Club in Dhaka on Friday, according to a press release.

BILS Vice Chairman Anwar Hossain chaired the briefing, Executive Director Syed Sultan Uddin Ahmmed delivered the opening remarks, and Deputy Director of Research Monirul Islam presented the budget review and recommendations.

The organisation said the proposed budget includes higher allocations for social protection, healthcare and employment but falls short of addressing several key concerns affecting the country's labour force.

According to BILS, the proposal in the Finance Bill 2026 to make a Taxpayer Identification Number (TIN) mandatory for opening bank accounts places an unnecessary burden on workers in the informal sector, many of whom have little or no taxable income but need access to formal banking services to receive wages, save money and access financial products.

The organisation also criticised the budget preparation process, saying representatives of the country's roughly 7.5 crore workers were not adequately consulted despite being among the largest stakeholders in the economy.

To make the budget more inclusive, BILS placed a 15 point proposal before the government.

Besides withdrawing the TIN requirement for workers opening bank accounts, it called for establishing an institutional framework for democratic practices in budget formulation and ensuring the inclusion of workers' representatives in the process.

Strengthening the Ministry of Labour and Employment through increased budgetary allocations was another key proposal.

BILS says proposed budget falls short of addressing several key concerns affecting the labour force

The organisation also urged the creation of a comprehensive digital database of workers linked to the National Identity Card system and the introduction of a "Workers' Card" for unemployed and vulnerable workers.

Also among the recommendations were implementing long term employment generation plans, aligning skills development programmes with labour market demand, bringing all workers under the universal pension scheme and expanding social protection coverage for low-income workers.

BILS further urged the government to establish fair price ration shops, specialised healthcare centres and dormitories for female workers in industrial areas, while adopting a concrete plan to modernise and reopen closed state owned and private industrial enterprises.

Leaders of the labour rights body said the national budget would not be truly inclusive unless it helped improve the living standards of millions of working people. They called on lawmakers and relevant ministries to consider their proposals before the budget is finalised.

Leaders of BILS, national trade union bodies, as well as representatives of labour rights organisations, researchers and media representatives were present at the event.

প্রথম আলো

সোমবার, ২২ জুন ২০২৬.

স্বীকৃতি পেলেও অধিকারহীন বাংলাদেশের গৃহকর্মীরা

অক্সফামের গবেষণা

বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন), ২০২৬-এ গৃহশ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি : ভবিষ্যৎ করণীয়' শীর্ষক গবেষণার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ তথ্য তুলে ধরা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গৃহকর্মীরা বাংলাদেশ শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও বাস্তবে তাঁদের অধিকারের বড় অংশই এখনো অনিশ্চিত। কর্মঘণ্টা, মজুরি, ছুটি, আইনি সুরক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ—এসব মৌলিক বিষয়ে স্পষ্ট বিধান প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে। ২০১৫ সালের গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালার আলোকে সময়োপযোগী বিধিমালা না হলে ২০২৬ সালের সংশোধিত শ্রম আইনের সুফলও বাস্তবে পাওয়া যাবে না।

গতকাল রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন), ২০২৬-এ গৃহশ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি: ভবিষ্যৎ করণীয়' শীর্ষক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অক্সফাম ইন বাংলাদেশ গবেষণাটি করেছে অধুনা বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে। ফলাফল উপস্থাপন করেন অক্সফাম বাংলাদেশের জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড সোশ্যাল ইনক্লুশন স্পেশালিস্ট রওশন আক্তার।

গবেষণায় নিয়োগকর্তার দায় নির্ধারণ, গৃহশ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ, আইনি ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা, নিয়োগপত্র দেওয়া এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল অ্যাপ বা রসিদের মাধ্যমে মজুরি পরিশোধের মতো সুপারিশ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুছ সামাদ আল আজাদ বলেন, গৃহকর্মকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে শিশুদের এ পেশা থেকে দূরে রাখতে হবে। তিনি বলেন, ১৪ বছরের নিচের শিশুদের গৃহশ্রমে নিয়োগ বন্ধে সরকার জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে চায়। এ জন্য একাধিক মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

কানাডিয়ান হাইকমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি (ডেভেলপমেন্ট-জেন্ডার ইকুয়ালিটি) স্টেফানি সেন্ট-লরেন্ট ব্রাসার্ড বলেন, গৃহকর্মীদের জীবনমান ও মর্যাদা উন্নয়নে গবেষণার সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন জরুরি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ন্যাশনাল প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সৈয়দা মুনিরা সুলতানা বলেন, উন্নয়নের জন্য গৃহশ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিশুশ্রম বন্ধে আরও কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। দক্ষতা বাড়লে তাঁদের আয়ও বাড়বে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শ্রম আইনে গৃহশ্রমিকদের আংশিক স্বীকৃতি মিললেও মজুরি, কর্মঘণ্টা, ছুটি ও অন্যান্য মৌলিক অধিকারের বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয় বলে মনে করেন অক্সফাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মাহমুদা সুলতানা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে অক্সফাম ইন বাংলাদেশের হেড ইকোনমিক ইনক্লুশন অ্যান্ড জাস্টিস ফাতেমা তুজ জোহরাও বক্তব্য দেন।

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। শনিবার। ২০ জুন ২০২৬

জাতীয় শ্রমিক শক্তির সেমিনারে বক্তারা

প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ ও জনস্বার্থবিরোধী। অবিলম্বে শ্রমিকবান্ধব বাজেট প্রণয়ন ও শ্রমজীবীদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে '২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শ্রমিকের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়।

শ্রম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ সুলতান আহমদ বলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাজেট গত অর্থবছরের তুলনায় কমানো হয়েছে, যা দেশের বিপুল শ্রমশক্তির উন্নয়ন ও কল্যাণের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শাকিল আখতার চৌধুরী বলেন, 'বাজেটে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন, শ্রমিক কল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা ও বিদেশগামী শ্রমিকদের ব্যয় হ্রাসে কার্যকর কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা বরাদ্দ নেই।' এনসিপি নেতা আবদুল্লাহ আল ফয়সাল বলেন, 'শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় ও মূল্যস্ফীতির চাপ ক্রমে বৃদ্ধি পেলেও বাজেটে তাদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।'

এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বাজেটকে হাওয়াই মিঠাইয়ের সঙ্গে তুলনা করে অর্থমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের বাজেট প্রণয়নের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। শ্রমিক শক্তির সদস্যসচিব মাজ্হার মোর্শেদ বলেন, বাজেটে শ্রমিক শ্রেণির বাস্তব চাহিদা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তাই এই বাজেটের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

THE BUSINESS STANDARD TUESDAY 30.06.2026

Shipbreaking accidents rise in first half of 2026, BILS calls for stronger safety measures

ACCIDENT - BANGLADESH

TBS REPORT

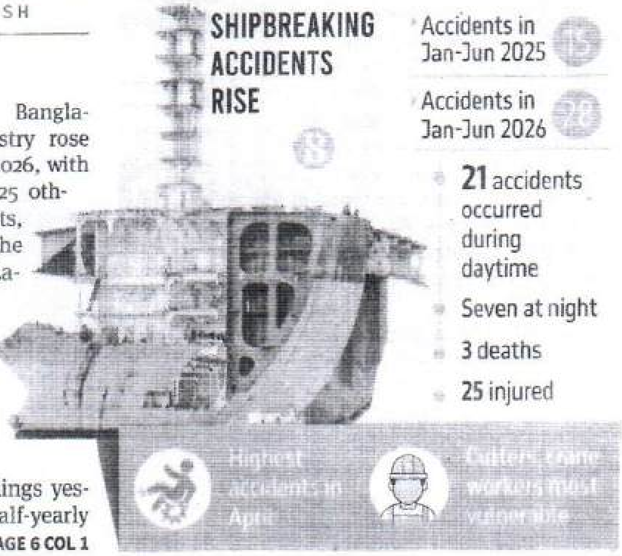

Workplace accidents in Bangladesh's shipbreaking industry rose sharply in the first half of 2026, with three workers killed and 25 others injured in 28 incidents, according to a report by the Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS).

The figures represent a significant rise from the same period last year, when 15 accidents resulted in one death and 16 injuries.

BILS presented the findings yesterday at the launch of its half-yearly accident report I SEE PAGE 6 COL 1

Shipbreaking accidents rise

CONTINUED FROM PAGE 5

covering January to June at the YPSA HRD Centre in Chattogram, calling for stronger enforcement of workplace safety measures in shipbreaking yards.

The report said three workers were killed, 10 were seriously injured and 15 sustained moderate injuries in the 28 accidents recorded during the period.

It found that 21 accidents occurred during daytime hours, while seven took place at night. April recorded the highest number of incidents.

Falling girders and other heavy objects, crane, hook and wire-related accidents, and gas and fire incidents were identified as the leading causes, accounting for nearly 80% of all reported accidents.

Workers involved as cutters, cutter helpers, crane helpers, wire group workers, fitter men and loading crew members were identified as among the most vulnerable to workplace accidents.

According to the report, the incidents were mainly caused by unsafe work practices, hazardous working conditions, inadequate use of personal protective equipment (PPE), weak supervision and insufficient safety training.

BILS recommended implementing international safety standards under the Hong Kong Convention and International Labour Organization (ILO) guidelines.

The report also called for mandatory use of PPE, gas testing, permit-to-work (PTW) systems, safe crane operations, regular toolbox meetings and emergency drills.

It urged regular safety training for workers, the introduction of risk reporting systems, increased investment in occupational safety, stricter enforcement of labour laws and thorough investigations into every workplace accident.

The report was launched at a programme chaired by Tapan Dutta, convener of the Shipbreaking Workers Trade Union Forum, and moderated by BILS Chattogram Centre Coordinator Fazlul Kabir Mintu.

Speaking as the chief guest, Sitakunda Assistant Commissioner (Land) Abdullah Al Mamun said the shipbreaking industry played an important role in Bangladesh's industrialisation and economic growth, but ensuring workers' safety was essential for its sustainable development.

He expressed hope that the BILS report would raise awareness among shipbreaking yard owners, workers and relevant government agencies, leading to improved workplace safety.

Other speakers stressed that workplace accidents were preventable, saying a safe working environment was a fundamental right for workers and essential for improving productivity and ensuring the industry's long-term sustainability.

সমকাল
সোমবার । ২২ জুন ২০২৬ ।

গৃহকর্মী সুরক্ষায় সময়োপযোগী বিধিমালা প্রণয়ন জরুরি

সমকাল প্রতিবেদক

গৃহকর্মীদের কাজটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তারা নীরবে বড় অবদান রেখে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ শ্রম আইনে তারা অন্তর্ভুক্ত হলেও বাস্তবে তাদের অধিকারের বড় অংশ এখনও অনিশ্চিত। তাদের কাজের কর্মঘণ্টা, মজুরি, ছুটি, আইনি সুরক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ– এসব মৌলিক বিষয়ে স্পষ্ট বিধান এখনই প্রণয়ন ও কার্যকর করা জরুরি।

গতকাল রোববার রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন), ২০২৬-এ গৃহ শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি: ভবিষ্যৎ করণীয়' শীর্ষক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। অধুনা বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অক্সফাম ইন বাংলাদেশ গবেষণাটি পরিচালনা করে। ফলাফল উপস্থাপন করেন সংস্থাটির জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড সোশ্যাল ইনক্লুশন স্পেশালিস্ট রওশন আক্তার ঊর্মি।

গবেষণায় বলা হয়, ২০১৫ সালের গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালার আলোকে সময়োপযোগী বিধিমালা না হলে ২০২৬ সালের সংশোধিত শ্রম আইনের কোনো সুফল পাওয়া যাবে না।

গবেষণায় নিয়োগ কর্তার দায় নির্ধারণ, গৃহশ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ, আইনি ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা, নিয়োগপত্র দেওয়া এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল অ্যাপ বা রসিদের মাধ্যমে মজুরি পরিশোধের মতো সুপারিশ করা হয়েছে।

অক্সফামের গবেষণা

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুছ সামাদ আল আজাদ বলেন, গৃহকর্মকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে শিশুদের এ পেশা থেকে দূরে রাখতে হবে। এ জন্য একাধিক মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

কানাডিয়ান হাইকমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি (ডেভেলপমেন্ট-জেন্ডার ইকুয়ালিটি) স্টেফানি সেন্ট-লরেন্ট ব্রাসার্ড বলেন, গৃহকর্মীদের জীবনমান ও মর্যাদা উন্নয়নে গবেষণার সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন জরুরি।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ন্যাশনাল প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর সৈয়দা মুনিরা সুলতানা বলেন, উন্নয়নের জন্য গৃহশ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিশুশ্রম বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। দক্ষতা বাড়লে তাদের আয়ও বাড়বে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অক্সফাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মাহমুদা সুলতানা বলেন, শ্রম আইনে গৃহশ্রমিকদের আংশিক স্বীকৃতি মিললেও মজুরি, কর্মঘণ্টা, ছুটি ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার নিয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে।

সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। তিনি ২০১৫ সালের নীতিমালার আলোকে কার্যকর বিধিমালা প্রণয়ন এবং শিশুশ্রম প্রতিরোধে একটি টাস্কফোর্স গঠনের আহ্বান জানান। এ ছাড়া, অক্সফাম ইন বাংলাদেশের হেড ইকোনমিক ইনক্লুশন অ্যান্ড জাস্টিস ফাতেমা তুজ জোহরাসহ অন্যরা বক্তব্য দেন।

মুক্ত আলোচনায় রাফেকুজ্জামান রতন, আবুল হোসাইন, আলমগীর হোসেন, নাজমা ইয়াসমীন, আইনজীবী শামীমা সুলতানা মৌসুমী, রাবেয়া আক্তার এবং বিভিন্ন সংগঠন ও মানবাধিকারকর্মীরা অংশ নেন।

গবেষণায় যা উঠে এসেছে

গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে গৃহকর্মে প্রধানত নারীরা নিয়োজিত হলেও খাতটি এখনও অনানুষ্ঠানিক। ২০২৬ সালের শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে গৃহশ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে সীমিত আইনি সুরক্ষা যুক্ত হয়েছে।

গবেষণার জন্য গৃহশ্রমিক, আইন বিশেষজ্ঞ, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীজনের সাক্ষাৎকার ও দলগত আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে গৃহশ্রমিকদের জন্য পৃথক ক্ষতিপূরণ বিধিমালা প্রণয়ন, একাধিক নিয়োগকর্তার ক্ষেত্রে দায় নির্ধারণ এবং তাদের কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ তহবিলের আওতায় আনা প্রয়োজন। এ ছাড়া গেজেটের মাধ্যমে ইউনিয়নের ভৌগোলিক এলাকা নির্ধারণ, আবাসিক এলাকা ও হাউজিং সোসাইটিভিত্তিক ইউনিয়ন নিবন্ধনের ব্যবস্থা চালু, শ্রমিকবান্ধব বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি গড়ে তোলা এবং আইনি সহায়তা নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

সংবাদপত্রে বিল্‌স

রবিবার
২৮ জুন ২০২৬

দৈনিক ইত্তেফাক

৮৫ শতাংশ শ্রমিক এখনো সামাজিক নিরাপত্তার বাইরে

বাজেটে শ্রমজীবী মানুষের জন্য কার্যকর উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটেনি : বিলস

ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের ৮৫ শতাংশের বেশি শ্রমিক এখনো আইনি সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতার বাইরে রয়েছেন বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস)। সংস্থাটির মতে; এমন বাস্তবতায় চলতি অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে শ্রমজীবী মানুষের সুরক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারে কার্যকর উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটেনি। ফলে শ্রমিকদের প্রত্যাশা ও বাজেটের প্রাপ্তির মধ্যে বড় ধরনের ব্যবধান রয়ে গেছে। গত শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'জাতীয় বাজেটে শ্রমিকের ন্যায্য হিস্যা, বাজেট ২০২৬-২৭ এর পর্যালোচনা ও প্রস্তাবনা' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সংগঠনের নেতারা।

বিলস জানায়, বর্তমানে দেশের শ্রমজীবী মানুষ চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনযাপন করছেন। একদিকে শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, অন্যদিকে শ্রমিক ছাঁটাই ও বকেয়া মজুরি পরিশোধ না হওয়ায় শ্রমিকদের রাজপথে আন্দোলন করতে হচ্ছে। একই সঙ্গে লাখ লাখ আউটসোর্সিং ও দৈনিকভিত্তিক কর্মচারী চাকরির নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এ বাস্তবতায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিধি বাড়ানো এবং সব ধরনের শ্রমিককে এর আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

বিলসের ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ব্রিফিংয়ে সূচনা বক্তব্য দেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। বাজেটের পর্যালোচনা ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন গবেষণা বিভাগের উপপরিচালক মনিরুল ইসলাম। বক্তব্য দেন বিলসের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মেসবাহউদ্দীন আহমেদ। সংবাদ সম্মেলনে শ্রমিকবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজেট নিশ্চিত করতে ১৫ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। বিলসের পরিচালক কোহিনুর মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন শ্রমিক অধিকার অ্যাডভোকেসি অ্যালায়েন্সের সদস্য রাজেকুজ্জামান রতন, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) যুগ্মসমন্বয়কারী এ এ এম ফয়েজ হোসেন, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের প্রতিনিধি রাজিব আহমেদ প্রমুখ।

সমকাল

বুধবার । ১৭ জুন ২০২৬

গৃহকর্মীদের শ্রম অধিকার সুরক্ষার দাবি

সমকাল প্রতিবেদক

গৃহকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে পূর্ণ স্বীকৃতি, ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক সুরক্ষা, নির্যাতন প্রতিরোধ, কার্যকর আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতসহ ১০ দফা দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সংগঠন প্রতিনিধিরা। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে 'বাংলাদেশে গৃহকর্মীদের সুরক্ষা ও শ্রম অধিকার জোরদারকরণ বিষয়ক জাতীয় পরামর্শ সভায়' এসব দাবি তুলে ধরা হয়। আন্তর্জাতিক গৃহকর্মী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র ও গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক যৌথভাবে এ পরামর্শ সভার আয়োজন করে।

নারী শ্রমিক কেন্দ্রের পরিচালক শেখ মজিবুল হকের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক নাজমা ইয়াসমিন, গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক আবুল হোসেন, নারী শ্রমিক কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম, শ্রমিক নেতা ফয়েজ হোসেন, শামীম আরা, কাজী রুহুল আমিন, হামিরা খাতুন, গৃহকর্মী নারী ফোরাম সদস্য বেবি আক্তার, কোহিনুর আক্তার প্রমুখ।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, আগামী নভেম্বরের মধ্যে শ্রম বিধিমালা সংশোধন করে গৃহকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি, তাদের সংগঠন করার অধিকার এবং অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতে যাওয়ার সুযোগ রাখা হচ্ছে। এখন আমাদের সংগঠিত হতে হবে। ঢাকা মহানগরীর ১০০টি ওয়ার্ডে অন্তত ১০০টি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে শেখ মজিবুল হক বলেন, গৃহকর্মীরা দেশের শ্রমবাজারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। কিন্তু বিশেষ করে নারী ও অভিবাসী গৃহকর্মীরা এখনও কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন, মজুরি বঞ্চনা, আইনি সুরক্ষা ও সামাজিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত।

NEW AGE

SUNDAY, JUNE 21, 2026,

Domestic Workers Rights Network holds a rally in front of the National Press Club in the capital on Saturday, protesting at the violence against the house helps in the country.

-- New Age photo

সংবাদপত্রে বিল্‌স

DHAKA FRIDAY JUNE 12, 2026
JAISHTHA 29, 1433 BS
The Daily Star

WORLD DAY AGAINST CHILD LABOUR

When abuse is hidden behind closed doors

Experts call for ban as child domestic work remains excluded from hazardous list

NILIMA JAHAN

Despite mounting reports of abuse and exploitation, child domestic work remains widespread and excluded from Bangladesh's list of hazardous occupations for children.

Media monitoring data show that all victims in at least six reported cases of domestic worker abuse in the first five months of this year were children, with documented abuse including murder, rape, torture, physical assault, and gruelling labour beyond children's physical capacity.

The ILO recognises domestic work as one of the most hazardous forms of child labour under Convention No. 182 and Recommendation No. 190.

Although Bangladesh has identified 43 hazardous occupations for children following ratification of the ILO convention, the exclusion of child domestic work leaves an estimated 1.5 million children unprotected, according to the Domestic Workers Rights Network.

Meanwhile, the Domestic Workers Protection and Welfare Policy 2015, which covers more than two million domestic workers, remains largely unimplemented.

Although domestic workers have recently been recognised as "workers" under the Bangladesh Labour Act 2006, experts describe the amendment as illusory progress.

SCALE OF ABUSE

A 2024 study, Situation of Child Domestic Workers in Dhaka City, conducted by the Association for Social Development across 12 police stations, revealed the scale of abuse and exploitation.

Surveying 352 child domestic workers, 97 percent of them girls, the study found that nearly half experienced abuse, including excessive workloads (31.45 percent), physical injuries (18.47 percent), beatings (8.23 percent), verbal abuse (20.74 percent), and sexual abuse (1.7 percent).

Fahmida Akter, a lawyer at the Dhaka Medical College One-Stop Crisis Centre, said the abuse is becoming increasingly severe.

"While traditional forms of violence, such as pouring hot water or burning victims with heated spatulas, persist, employers are increasingly using modern appliances to inflict deep injuries alongside severe beatings that cause permanent physical damage," she told this correspondent.

Even more disturbing, she said, is the calculated nature of some sexual violence, allegedly designed to evade detection. "In several instances, perpetrators inflict catastrophic internal injuries, ensuring that signs of assault remain hidden externally."

Akter said abuse often begins with deprivation, such as withholding food or wages and cutting off communication with family, before escalating into physical assaults and, in some cases, life-threatening torture.

"We only see these children when

"Domestic child labour should not merely be classified as hazardous; it must be completely and unequivocally banned.... Why should a child work in someone else's home?"

Syed Sultan Uddin Ahmed, executive director of Bangladesh Institute of Labour Studies

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

When abuse is hidden behind closed doors

FROM PAGE 16

they arrive in a critical, near fatal condition, or when a body finally appears in the media."

The study also found that nearly 60 percent of child domestic workers had no fixed working hours. Children as young as 10 were routinely forced into nine hour shifts, while older children often worked over 12 hours a day.

"Almost one third earned Tk 500 Tk 1,000 a month; five percent earned less than Tk 500 and only 10 percent more than Tk 3,000. About 64 percent never received wages directly, with payments collected by parents or guardians.

'LEGAL SHIELDS A CONSOLATION PRIZE'

Abul Hossain, acting coordinator of the Domestic Workers Rights Network, said only three chapters of the Labour Act apply to domestic work: freedom of association, workplace injury compensation, and access to labour courts.

"Crucially, the entire chapter on child labour protections and age restrictions has been excluded for private households. As a result, the national minimum working age of 14 does not apply to domestic work, leaving the weak 2015 policy in place, which allows children as young as 12 to be employed under the guise of 'light work'."

Describing the provisions as a "consolation prize", he said children confined to private homes cannot exercise trade union rights, which require at least 20 members and formal documents such as appointment letters or identity cards – none of which domestic workers possess.

"The Labour Court does not rely on verbal statements; it requires written evidence. But these children have no appointment letters or records specifying their wages or working hours," he said, adding that compensation frameworks designed for industrial accidents fail to address abuse such as burns and starvation.

CALL FOR 'OUTRIGHT BAN'

With the 2030 SDG deadline to eliminate child labour approaching, experts say stronger action is needed.

Laila Khondkar, convenor of Shishurai Shob, said placing domestic work on the hazardous occupations list is an urgent first step.

"Inclusion of this in the list will send a signal to society that child domestic work is unacceptable. The government and non government organisations, employers, community members and parents will have to perform their responsibilities to ensure that children engaged in hazardous work are gradually reintegrated with families and have access to education and other skills development opportunities, which will give them an opportunity to engage in decent employment in future."

Syed Sultan Uddin Ahmed, executive director of the Bangladesh Institute of Labour Studies, called for an outright ban.

"Domestic child labour should not merely be classified as hazardous; it must be completely and unequivocally banned," he told The Daily Star. "Even one case is harmful to society. Why should a child work in someone else's home?"

He identified three key issues: weak enforcement of justice, poverty, and discrimination, particularly against girls.

"I encountered a case at DMCH where a father had not seen his daughter in six years. He received Tk 2,000 a month via mobile banking, completely unaware that she was being systematically tortured."

"With the amount of money spent to eliminate child labour, no child in Bangladesh should have remained outside rehabilitation. The funds have simply been distributed without proper impact," he added, calling for a white paper to prevent further waste and ensure the effective use of funds.

প্রথম আলো ০৬ জুন ২০২৬, ১১: ০৬

নারী অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপদ অভিবাসন

বাদাবন সংঘ ও প্রথম আলোর উদ্যোগে 'নারী অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপদ অভিবাসন' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গত ৫ মে ২০২৬ ঢাকার প্রথম আলো কার্যালয়ে।

অংশগ্রহণকারী

মো. নুরুল হক এমপি, প্রতিমন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; ড. এটিএম মাহবুব-উল করিম, যুগ্ম সচিব ও পরিচালক (অর্থ ও বাজেট), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড; সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, বিলস; রাজেকুজ্জামান রতন, সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট; ফারজানা শাহনাজ, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার, রি-ইন্টিগেশন, লেবার মোবিলিটি অ্যান্ড সোশ্যাল ইনক্লুশন, আইওএম; নু-এমং মারমা মং, উপব্যবস্থাপক (বৈদেশিক নিয়োগ), বাংলাদেশ ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড; রাহনুমা সালাম খান, সিনিয়র ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও); শারমিন ইসলাম, জেন্ডার এক্সপার্ট, ইউএনডিপি বাংলাদেশ; এস কে মজিবুল হক, পরিচালক, বিএনএসকে; জাছিয়া খাতুন, পরিচালক, ওয়্যারবি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন; মেরিনা সুলতানা, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, রামরু; লিপি রহমান, নির্বাহী পরিচালক, বাদাবন সংঘ; মো. হারুন-অর-রশীদ, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম, ব্র্যাক; ফারিহা জেসমিন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, বাদাবন সংঘ; শেখ রোমানা, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অভিবাসী মহিলা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন; মাহমুদা সুলতানা, সাধারণ সম্পাদক, অভিবাসী নারী শ্রমিক ফেডারেশন; আসিফ মুনীর, অভিবাসন বিশেষজ্ঞ; মোছা. মরিয়ম, সভানেত্রী, অভিবাসী নারী শ্রমিক ফেডারেশন; এবিএম ফরহাদ আল করিম, জেলা প্রকল্প সহযোগী, ইউনাইটেড ন্যাশনস ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড; শাহাজাদী বেগম, উন্নয়ন অধিকারকর্মী। সঞ্চালক: ফিরোজ চৌধুরী, সহকারী সম্পাদক, প্রথম আলো।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ
নির্বাহী পরিচালক, বিলস

এখনই সময় অভিবাসন ও অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য একটি বাস্তবভিত্তিক নীতিকাঠামো তৈরি করার। সবাই মিলে আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা নির্ধারণ করা যেতে পারে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে ও জবাবদিহির জায়গা তৈরি করতে হবে।

সরকারের নিবাচনী ইশতেহারে সংস্কারের একটি বড় জায়গা আছে। ফলে শ্রম সংস্কার কমিশনের অভিবাসী শ্রমিকদের বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের টিম যে সুপারিশ দিয়েছে সেটি বিবেচনায় নিয়ে মৌলিক সংস্কারের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এর মাধ্যমে সরকারের জন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হবে এবং জবাবদিহিতার কাঠামোও স্পষ্ট হবে।

শ্রমিকদের মর্যাদার বিষয়টি আগে ততটা গুরুত্ব পেত না। শুধু নিরাপত্তা, মজুরি বা খরচ কমানোর কথাই বেশি বলা হতো। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, মর্যাদা হারানোর বিষয়টি মূল সমস্যা।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

আমরা যদি বাজারে যাওয়ার আগে দর-কষাকষির মাধ্যমে মূল্য কমানোর প্রবণতা বন্ধ না করি, এবং রাষ্ট্র যদি ন্যূনতম মানদণ্ড ঠিক না করে, তাহলে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা কঠিন।

নেপালেও গৃহকর্মীদের জন্য আবাসন, পরিবহন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে সরকার। এতে শ্রমিকেরা বুঝেছে যে তাদের পাশে রাষ্ট্র আছে, ফলে নির্যাতনও কমেছে। ঢাকায়ও যদি গৃহকর্মীদের রেজিস্ট্রেশন শুরু করা যায়, তাহলে পরিবর্তন আসবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংগঠিত হওয়ার অধিকার। অভিবাসী শ্রমিকেরা দেশে ফিরে অনেক সময় সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই অভিবাসী শ্রমিকদের আইনেই সংগঠন করার, প্রতিনিধিত্ব করার এবং কমিটিতে অংশ নেওয়ার অধিকার থাকা দরকার। এতে তারা নিজেদের কথা বলতে পারবে, একটি নেটওয়ার্ক তৈরি হবে এবং রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতাও বাড়বে।

রাজেকুজ্জামান রতন
সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

প্রবাসী নারী শ্রমিকদের বিষয়টি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা হিসেবে সামনে এসেছে। আমরা এত দিন অভিবাসন ব্যয়, হয়রানি বা দক্ষতার ঘাটতি নিয়ে কথা বলেছি, কিন্তু এখন কাজের ধরন দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এই কাজের রূপান্তর অনুযায়ী নারী শ্রমিকদের নতুন দক্ষতায় প্রস্তুত করা জরুরি। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কত দিন শুধু গৃহকর্মী সরবরাহকারী দেশ হয়ে থাকব? কেয়ারগিভারসহ স্বাস্থ্যসেবা, হসপিটালিটি ও অন্যান্য নতুন খাতে প্রবেশের জন্য এখনই পরিকল্পনা নিতে হবে।

একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি শ্রমবাজারে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। আগামী এক বছরে কোন ধরনের নারী শ্রমিকের চাহিদা বাড়বে, সেই বিষয়ে আগাম বিশ্লেষণ ও প্রস্তুতি প্রয়োজন। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নিরাপত্তাঝুঁকি ও নিপীড়নের মাত্রা বাড়তে পারে, তাই সুরক্ষার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

আরেকটি বড় সমস্যা হলো আস্থার সংকট। নারীরা কষ্ট করে আয় করলেও অনেক সময় সেই অর্থ তাঁদের নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, ফলে তাঁরা দেশে ফিরে আর্থিক অনিশ্চয়তায় পড়ে যান। তাই উপার্জিত টাকার ওপর নারীর পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা জরুরি; এ ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স ব্যবস্থাপনা তাঁদের প্রশিক্ষিত করতে হবে।

অভিবাসন ব্যয় কমাতে রিক্রুটিং এজেন্সি, সাব-এজেন্টের দায়িত্ব ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। তা ছাড়া ফিরে আসা নারী শ্রমিকদের জন্য বিনিয়োগ সুরক্ষা, ছোট ব্যবসায় সহায়তা, কার্যকর ডেটাবেজ, থানাভিত্তিক সহায়তা ডেস্ক এবং হয়রানি থেকে রক্ষা ব্যবস্থা দরকার। কাজের পরিবর্তনের সঙ্গে মিলিয়ে প্রশিক্ষণ, আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি।